Printed by Satish Chandra Rai
at the Jagat Art Press, Dacca.

Published by Kaikobad
Po. Agla, Purbapara, Dacca.

ভূমিকা।

বহুদিন হইল আমার এই "শিব-মন্দির" কাব্যের পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থাভাবে এত দিন ইহা আমার জীর্ণ পেটিকার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কারণ ইহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার আদৌ ছিল না। যাহা হউক, কাব্য খানা ত এতদিনে প্রকাশিত হইতে চলিল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকার অনুগ্রহের উপরেই ইহার স্থায়িত্ব নিভর করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-কুঞ্জ কাননের এক প্রান্তে ইহার একটুকু স্থান হইবে কি না জানি না।

হিন্দু কিংবা খৃষ্টান সমাজের কোন লেখক কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিলে তাঁহার স্বজাতীয় পাঠকগণ উহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন, জানি না এ ক্ষেত্রে আমার সমাজ হইতে তেমন সৌভাগ্য লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিবে কি না।

বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গ ভাষার প্রতি অনুরক্ত নহেন। সম্প্রতি দু চারি জন মাত্র বঙ্গ সাহিত্য-সেবা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে রেষারেষির ভাব এত প্রবল যে তাঁহারা কাহারও ভাল দেখিলে, হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন, এবং যে উপায়েই হউক, তাঁহার মুণ্ডপাত না করিয়া স্বজাতি প্রিয়তার পরকাষ্ঠা দেখাইতে ক্রটী করেন না। সাহিত্যের দরবারে এরূপ পরশ্রীকাতরতা নিতান্ত দূষণীয়।

মুসলমান রচিত কোন কাব্য কি উপন্যাস হিন্দু পাঠকগণ স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন, আর মুসলমানগণ হিন্দু লেখকদের অশ্রাব্য গালাগালি গুলিও গলাধঃকরণ করিয়া অপার

আনন্দ উপভোগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না; এরূপ বিজাতীয় দৃশ্য জগতে আর কোনও জাতির মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বজাতি বাৎসল্যের যে কত দূর পার্থক্য, তাহা এই দৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়।

আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহানুভূতি পাইলে বঙ্গীয় মোস্লেম সাহিত্য-কুঞ্জ কাননে আরও যে কত উৎকৃষ্ট কাব্য-কুসুম প্রস্ফুটিত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বঙ্গীয় মোস্লেম কবি বৃন্দের অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণা আজ উৎসাহের অভাবে গভীর নীরব, তাহার সে ঝঙ্কার নাই—মূর্চ্ছনা নাই, উহা প্রাণ হীন নীরব নিশ্চল।

অধোপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎ সাহিত্যের আলোচনা; নিপুণ কবি তাহার কাব্যে যে সব পুণ্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত পুণ্যের জীবন্ত ছবি থাকিলে সমাজ তাহারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উন্নতির দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। অক্ষম কবিরচিত পাপের পূতি গন্ধময় নিকৃষ্ট চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে টানিয়া নেয়। জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়াই নিদ্রিত ও অধোপতিত জাতি জাগিয়া উঠে! অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর গুপ্ত প্রবাহের ন্যায় সৎ সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এক মহা আহ্বান ও আকর্ষণের স্রোত প্রতিনিয়তই প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া নিদ্রিত জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া থাকে;—সেই মদিরাময় নীরব কলতান প্রাণের পরতে পরতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবকে মুগ্ধ মোহিত ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, এবং মৃতপ্রায় জাতিকে নব জীবন প্রদান করিয়া

জাগরণের পথে টানিয়া নিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থাপিত করে। সেই সৎ ও অসৎ সাহিত্য চিনিয়া লইবার উপযুক্ত লোক আমাদের দেশে কয়জন আছে?

শৈশব হইতে বালক বালিকার কোমল হৃদয়ে যে এক প্রকার স্বার্থ শূন্য অনুরাগের উন্মেষ হয়, প্রাণের এক টানা আকর্ষণ জন্মে উহারই নাম ভালবাসা। সেই ভালবাসাই জগতে অপার্থিব ধন; পৃথিবীর ধন রত্ন রাজ-সিংহাসনও উহার নিকটে অতি তুচ্ছ—তৃণবৎ। যৌবনে উহারই নাম প্রেম; যে সমাজে এই ভালবাসা নাই —প্রেম নাই, সে সমাজ নীরস কঙ্করময় মরুভূমি তুল্য। যৌবন সময়ে যুবক যুবতীর প্রথম দর্শনে যে এক প্রকার আসঙ্গ লিপ্সা জন্মে, উহা ভালবাসা নয়; উহা রূপজ মোহ বা কামের নেশা। রূপের সঙ্গে সঙ্গেই উহার জন্ম-স্থিতি, এবং রূপ বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অথবা ভোগের পরই উহার বিলয়।

প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ; সে কখনও ভেদনীতি মানে না। ভালবাসার নিকটে আবার জাতি বিচার কি? ঈশ্বরের রাজ্যে সবই সমান; শুধু প্রেমের প্রভাবেই জগৎ চলিতেছে। পরস্পরকে প্রেম বিলাইবার জন্যই জগৎ সৃষ্ট; জগদীশ্বর স্বয়ং প্রেমময়; তাঁহার প্রেম লইয়াই হজরত মোহাম্মদ (দ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও সেই প্রেমই বিলাইয়া গিয়াছেন এবং সমগ্র জগৎকে ও সেই প্রেম বিলাইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত ইস্লাম ধর্ম্মের মূলেও সেই প্রেম। ইহা শত ধারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপ্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। অবস্থা এবং পাত্র ভেদে এই প্রেমই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের মূলে সেই একই প্রেম। এ কথা যে অস্বীকার করে সে মানব নয়,—দানব।

প্রেমিক যাহারা, তাঁহারা আর কিছুই চাহেনা, চাহে কেবল আত্মার মিলন। যাঁহার হৃদয়ে সেই মিলনের সুর বাজিয়াছে,—সেই ধন্য। নিজকে মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে সে সুর বাজে না। নিজের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া পরের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ার নামই আত্মার মিলন। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রেমের ভিতর দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়; এই প্রেমই স্বর্গের সোপান; ইহার উপরেই বিধাতার বিশ্বরাজ্য স্থাপিত। ঈশ্বরকে পাইতে হইলেও এই প্রেমই চাই। প্রেম প্রথমে সীমাবদ্ধ,—মানুষে মানুষে; কিন্তু সিদ্ধি লাভ হইলে তাহা অসীম—অনন্ত, সমুদ্রবৎ। প্রেমেই মুক্তি, এই প্রেমই **শিব-মন্দিরের** ভিত্তি।

এই কাব্য খানা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কল্পনার গিল্টিকরা রঙিন বর্ণে ইহা অনুরঞ্জিত নহে। এই কাব্যোল্লিখিত দেওয়ান [illegible] যেরূপ শঠতা ও নৃশংসতার সহিত জমিদার [illegible] রায়দের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে, মনুষ্য নামধারী কোন ব্যক্তি দ্বারাই এরূপ পৈশাচিক কার্য্য সম্ভবে না। তবে আমার এই ক্ষুদ্র তুলিকায় সেই চিত্রটি যথাযথ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সে দোষ চিত্রের নহে, সে দোষ চিত্রকরের,—সে দোষ আমার; কেননা আমি অক্ষম, আমার তুলিকা শক্তিহীন। সহৃদয় পাঠক গণ, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই কাব্য খানাতে আমি পাপ পুণ্যের সংঘর্ষ দেখাইয়া পাপের পতন দেখাইয়াছি, [illegible] বিবেচনা সাপেক্ষ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড কণ্টকাকীর্ণ বন জঙ্গলে

পরিপূর্ণ। পাঠকবৃন্দ এই পথ ক্লেশ স্বীকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলে আমার শিব-মন্দিরে প্রবেশ করিবার সুগম রাস্তা পাইবেন।

বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের সহানুভূতি পাইলে শীঘ্রই আমার **"অমিয়-ধারা" "আত্ম-বিসর্জ্জন" "অনুতপ্ত মুসলমান" "পুষ্প ও পরাগ"** এবং **"ব্যথিতের অশ্রু"** কাব্যগুলি লইয়া আবার তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইতে বাসনা রহিল।

আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাক্তার মৌলভী **মোহাম্মদ এরফান** সাহেব এই কাব্য খানা প্রকাশ করিবার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন।

এই "শিবমন্দির" বাংলা ১৩২৫ সনে প্রেসে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসের গোলমালে এবং কাগজ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বলিয়া মনোমত কাগজে এই দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহা বাহির করিতে সক্ষম হই নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার মধ্যম জামাতা মৌলভী আবুল খয়ের জয়েফউদ্দীন আহমদকে এই কাব্যের সোল্ এজেণ্ট নিযুক্ত করিলাম। ইতি

বিনীত—

গ্রাম—পূর্ব্বপাড়া	কায়কোবাদ
পোঃ আগলা	ওরফে
জিলা ঢাকা।	মোহাম্মদ কাজেম আল্‌কোরেশী

—না নাথ, তা ফুল নহে, আমারি সে ভ্রম,
সে গুলি তোমারি পূত চরণের ধূল!
আর কত দিন নাথ খেলিব এ খেলা,
গেল দিবা, বিভাবরী এ'ল ঘনাইয়া।
অচেনা এ দেশ মম, যাব কোন্ বেলা,
স্বর্গীয় আলোকে পথ দেও দেখাইয়া!

জীবনের পর পারে—শুভ শেষ যামে,
যেতে পারি যেন দেব **কবি-কুঞ্জ** * ধামে!

আজন্ম পতিত মহাপাতকী
কায়কোবাদ

---

* স্বর্গে কবিদের অবস্থিতি-স্থান।

উপহার

কল্যাণীয়া

মোসাম্মাৎ তাহের উন্নেসা খাতুন

কল্যাণীয়াসু

এ'স প্রিয়ে প্রাণময়ি, এস হৃদি মাঝে,
তুমি মোর একমাত্র সুধা নির্ঝরিণী।
তোমারি প্রেমের বীণা হৃদি-মাঝে বাজে,
সুখে দুঃখে তুমি মোর জীবন-সঙ্গিনী।
তব মুখ, তব হাসি, তব সে চাহনী,
ঢালিছে প্রেমের সুধা এ দগ্ধ হিয়ায়।
কল্পনা ক'রেছি যত দিবস যামিনী,
রাখিতে সে "**প্রেম-স্মৃতি**" নিখিল ধরায়।

সাজাহান গ'ড়েছিল "**মোম্‌তাজ মহল**"
আগ্রার সুচারু বক্ষে যমুনার তীরে।
মোম্‌তাজ-প্রেমের স্মৃতি— অমিয় বিমল
জাগায়ে রাখিতে সদা স্মৃতির মন্দিরে।

এ "শিব-মন্দির" তাই গড়িয়াছি হায়,
বঙ্গের অমিয়া পূর্ণ সাহিত্য-উদ্যানে!
রাখিতে সে "প্রেম-স্মৃতি" সমগ্র ধরায়,
তোমারি প্রতিষ্ঠা আজি করিনু এখানে!

যতদিন **বঙ্গভাষা** রবে ধরা'পরে,
বাজিবে আরতি * তব এ "**শিব-মন্দিরে**"

শুভাকাঙ্ক্ষী—

কোবাদ।

* এখানে আরতি অর্থে স্মৃতির নহবত বুঝিতে হইবে।

শিব-মন্দির।

প্রথম খণ্ড

মায়াতে আবদ্ধ হ'য়ে, কাম ক্রোধ লোভ লয়ে
ছুটিয়া বেড়ায় সে যে
রুদ্ধ অবনীতে।

উদ্যোগপর্ব্ব।

শিল্প-মন্দির

কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

[পুরানা নাখাস *; বদরুদ্দীন হায়দরের প্রাসাদ]

মৃত্যু শয্যা।

ওগো কল্পনে দেবি কোবিদ-সঙ্গিনী
মনোরমে! এস তুমি, প্রদান করিব
প্রাণের নিভৃত কুঞ্জে; হৃদয়-মোহিনী
তুমি মোর; এস তুমি, সৌর জগতের
যাবতীয় সৌন্দর্য্যের সারটুকু নিয়ে
রচিব আবার আমি বঙ্গ-মরু-ভূমে
মর্ত্ত্যের অমরাবতী সুধা নির্ঝরিণী!
তোমারি করুণা পে'য়ে কত মহাকবি

* ঢাকার উর্দ্দূ মহাল্লার উত্তরদিকস্থ বনভূমিই "পুরানা নাখাস" নামে খ্যাত। এই দিকেই পূর্ব্বে সহর ছিল; পরে দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাওয়াতে ইহা বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া মুসলমানদের কবরস্থান রূপে ব্যবহৃত হইত; এখন আবার এদিকে আবাদ হইতেছে।

স্বজিয়াছে কত কাব্য-অমৃত-নির্ঝর !
নিরখি সৌন্দর্য্য যার মুগ্ধ নর নারী,
ঝরিছে অমৃত যাহে ঝর্ ঝর্ ঝর্ !
এ'স দেবি, তুমি মোর প্রাণের সঙ্গিনী,
এ'স এ'স, এ প্রাণের নিভৃত কুটীরে
ফুটন্ত কুসুম গুচ্ছে সাজাইয়া বীণা
সপ্তস্বরা, দেও দেবি বাঁধিয়া পঞ্চমে,
গাইব আবার আমি জীবন্ত রাগিণী !
তোমারি সাহসে দেবি বেঁধেছি হৃদয়,
বীণা মোর অতি জীর্ণ তাহে ছিন্ন তার !
ভয় হয় যদি আমি না পারি গাইতে,
বেসুর বাজিয়া উঠে বীণাটি আমার !
তুমি দেবি দয়া ক'রে দিও তাহে সুর,
তোমারি সাহসে মোর হৃদি ভরপুর।

নিবিড় তমসাবৃত নীরব রজনী।
নাহি জাগে জীব জন্তু না বহে পবন ;
না নড়ে একটি পাতা আঁধারে তটিনী
যাইছে বহিয়া, বিশ্ব ঘোর অচেতন !
তটিনীর দুই ধারে অসংখ্য বিটপী
আলিঙ্গিয়া পরস্পর স্থির অচঞ্চল !

* যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় বুড়ীগঙ্গা এত প্রশস্ত ছিল না।

স্থানে স্থানে কুসুমিত বিবিধ বল্লরী
জড়াইয়া অগণিত বন্য তরু রাজি
তটিনীর স্রোত-ধারা করিছে চুম্বন!
একটিও শব্দ নাই, স্তব্ধ চরাচর,
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন মগ্ন কার ধ্যানে
এলো থেলো বেশে, শিরে রুক্ষ কেশস্তর
নিবিড় তমসা রূপে প'ড়েছে ছাইয়া
বসুধা-হৃদয়ে, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর!

অদূরে নিকুঞ্জ বনে দ্বিতল প্রাসাদে
একটি কক্ষের মাঝে মিট্ মিট্ করি
জ্বলিছে প্রদীপ কে, এস গো কল্পনে
সাথে মোর, এস দেখি, দেখি যেয়ে ত্বরা
কোন দৃশ্য অভিনীত হতেছে সেখানে।
রজত নির্ম্মিত এক পর্য্যঙ্কের পরে
শায়িত একটি বৃদ্ধ — রুগ্ন কলেবর;
পদ প্রান্তে যুবা এক কাঁদিছে নীরবে
চাহিয়া বৃদ্ধের পানে আকুল অন্তর!
কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ মেলিয়া নয়ন
অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলা
"প্রাণাধিক! কেন তুমি করিছ রোদন?

শিব-মন্দির।

এত যে ঐশ্বর্য্য বাছা, সবি তোমাদের,
কেন তুমি চিন্তাকুল বিষণ্ণ বদন ?
ছি বাছা, কেঁদনা তুমি, তব জনকের
বুদ্ধি বলে এ সম্পত্তি হ'য়েছে অর্জ্জিত,
আমি ও করেছি বৃদ্ধি, তোমরা দুভাই
লইবে বণ্টন করি—উভয়ে সমান।
নুরুদ্দীন পুত্র মম, ভ্রাতা সে তোমার,
দুটি ভ্রাতা এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া
থেক সদা সাবধানে, ঝগড়া কলহ
ক'রনা তোমরা কভু, এ বিস্তৃত রাজ্য
অর্দ্ধেক তোমার বাছা, অর্দ্ধেক তাহার।
সে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তুমি, আজ্ঞাধীন তার
থাকিও, জীবনে কভু মুহূর্ত্তের তরে
হ'ওনা অবাধ্য তার, অবনত শিরে
সে যাহা আদেশ করে, করিও পালন ;
ভিখারি'রে অন্ন দিও, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
দরিদ্রে করুণা কণা করিও বর্ষণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি রে'খ, বিপদে সম্পদে
ডে'ক সদা জগদীশে একাগ্র হৃদয়ে,
বিপন্নের অশ্রুজল করিও মোচন।
পরের অনিষ্ট চিন্তা করিওনা কভু,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম রে'খ সদা মনে,

প্রথম সর্গ।

প্রজা ও অধীন জনে কিংবা ভৃত্য দাসে
অত্যাচারে প্রপীড়িত ক'রনা কখন।
জগদীশ তোমাদের হইবে সহায়,
রবে বাছা মহা সুখে, বৃদ্ধের আদেশ
সতত অম্লান চিত্তে করিও পালন।
বিলম্ব নাহিক বাছা, জীবন-প্রদীপ
এখনি নিবিবে মোর, তোমাদেরে ছে'ড়ে
জনমের মত আজি করিব প্রস্থান!
সংসারের গতি এই—কে বাঁচিতে পারে
চিরকাল, কার সাধ্য হইতে অমর?
জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য—বিধির বিধান।"
বৃদ্ধের চরণ ধরি কাঁদিতে লাগিলা
সদরুদ্দী*, হৃদে তার ঝটিকা ভীষণ
বহিতে লাগিল; পোড়া অদৃষ্টের দোষে
যদিও সে শৈশবেই পিতৃ মাতৃ হীন
তথাপি সে পিতৃব্যের স্নেহে ও আদরে
ভুলিয়াছে সব শোক, আজি প্রাণে তার
বাজিল বিষম ব্যথা, হৃদয় ফাটিয়া
বাহিরিল অশ্রুরূপে শোণিত তরল!
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বেড়িয়া রোগীরে
কাঁদিতেছে, শোকাবেগে সবাই বিহ্বল!

* মোহিউদ্দীন হায়দরের পুত্র, বদরুদ্দীন হায়দরের ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রাসাদের নিম্ন তলে সরোবর তীরে
ক্ষুদ্র এক কক্ষে বসি দুইটি মানব
আলাপিছে ; একজন কহিলা হাসিয়া
"নুরুদ্দীন, কেন তুমি অধীর এমন ?
তোমারি মঙ্গল হেতু অসম সাহসে
কতনা কুকার্য্য আমি করেছি সাধন।
সকলি তা' ভু'লে গেছ ? যত দিন ভবে
অভাগা সুধীরচন্দ্র * রহিবে জীবিত,
কি চিন্তা তোমার ? তুমি নির্ভয় হৃদয়ে
আপন মনের সুখে যাপ এ জীবন।
বিষয় সম্পত্তি ব'লে ক্ষণমাত্র চিন্তা
করিতে হবেনা তব ; সুশৃঙ্খল ভাবে
যাবতীয় কার্য্য আমি করিব সাধন।"
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে কহিতে লাগিলা
"সুধীর, তুমিত ভাই জান সব কথা,
উইলে কি হ'বে বল, এ বিস্তৃত রাজ্য
সদরের, পিতা তার করেছে অর্জ্জন।"
"এখানি কি রম্ভা পত্র ?" কহিলা সুধীর
রুক্ষ ভাবে "মনে রেখ ইহা দান পত্র
কাজির মোহরাঙ্কিত ;—ভয় কি তোমার ?
ইহা নহে বেণেদের মোড়া বাঁধিবার

* জমিদার বদরুদ্দীন হায়দরের দেওয়ান।

তুচ্ছ কাগজের তোড়া, এ খানি কি তরে
যাইবে বিফলে ?—তুমি হইবে বঞ্চিত ?”
মুহূর্ত্তে সুধীরচন্দ্র করিলা বাহির
দানপত্র দুইখানি, কহিলা আবার
“এ খানিতে লিখা আছে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি
সদরের, অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক তোমার ।
তব পিতৃদেবে কিন্তু দেখা'য়ে এখানি
কৌশলে নিয়াছি আমি সাক্ষর তাহার
অন্য দানপত্রে, দেখ না হলে প্রত্যয় ;
এ খানিতে ষোল আনা সম্পত্তি তোমার :
পিতা তব অতি রুগ্ন ; মূর্খ সদরদ্দী
কি ক'রে বুঝিবে বল চক্রান্ত আমার ?
কাজির মোহরাঙ্কিত এই দানপত্র
ব্যর্থ কি হইতে পারে ?” কিছুক্ষণ পরে
হাসিয়া কপট হাসি কহিলা আবার
“নির্ভয়ে থাকগে তুমি, যত দিন ভবে
থাকিবে সুধীরচন্দ্র, করিনু প্রতিজ্ঞা
সাধিব সতত আমি মঙ্গল তোমার ।
সম্পত্তির কোন কার্য্য হবেনা দেখিতে,
আমোদ প্রমোদে তুমি দিবস রজনী
থাক যে'য়ে মহাসুখে, সব কার্য্য আমি
দেখিব, অধীর তুমি হ'ওনা কখন ।”

প্রাসাদের নিম্ন তলে সরোবর তীরে
ক্ষুদ্র এক কক্ষে বসি দুইটি মানব
আলাপিছে ; একজন কহিলা হাসিয়া
"নুরুদ্দীন, কেন তুমি অধীর এমন ?
তোমারি মঙ্গল হেতু অসম সাহসে
কতনা কুকার্য্য আমি করেছি সাধন।
সকলি তা' ভু'লে গেছ ? যত দিন ভবে
অভাগা সুধীরচন্দ্র * রহিবে জীবিত,
কি চিন্তা তোমার ? তুমি নির্ভয় হৃদয়ে
আপন মনের সুখে যাপ এ জীবন।
বিষয় সম্পত্তি ব'লে ক্ষণমাত্র চিন্তা
করিতে হবেনা তব ; সুশৃঙ্খল ভাবে
যাবতীয় কার্য্য আমি করিব সাধন।"
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে কহিতে লাগিলা
"সুধীর, তুমিত ভাই জান সব কথা,
উইলে কি হ'বে বল, এ বিস্তৃত রাজ্য
সদরের, পিতা তার করেছে অর্জ্জন।"
"এখানি কি রম্ভা পত্র ?" কহিলা সুধীর
রুক্ষ ভাবে "মনে রেখ ইহা দান পত্র
কাজির মোহরাঙ্কিত ;—ভয় কি তোমার ?
ইহা নহে বেণেদের মোড়া বাঁধিবার

* জমিদার বদরুদ্দীন হায়দরের দেওয়ান।

তুচ্ছ কাগজের তোড়া, এ খানি কি তরে
যাইবে বিফলে ?—তুমি হইবে বঞ্চিত ?"
মুহূর্ত্তে সুধীরচন্দ্র করিলা বাহির
দানপত্র দুইখানি, কহিলা আবার
"এ খানিতে লিখা আছে অর্দ্ধেক সম্পত্তি
সদরের, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক তোমার।
তব পিতৃদেবে কিন্তু দেখা'য়ে এখানি
কৌশলে নিয়াছি আমি সাক্ষর তাহার
অন্য দানপত্রে, দেখ না হলে প্রত্যয় ;
এ খানিতে ষোল আনা সম্পত্তি তোমার ;
পিতা তব অতি রুগ্ন ; মূর্খ সদরদ্দী
কি ক'রে বুঝিবে বল চক্রান্ত আমার ?
কাজির মোহরাঙ্কিত এই দানপত্র
ব্যর্থ কি হইতে পারে ?" কিছুক্ষণ পরে
হাসিয়া কপট হাসি কহিলা আবার
"নির্ভয়ে থাকগে তুমি, যত দিন ভবে
থাকিবে সুধীরচন্দ্র, করিনু প্রতিজ্ঞা
সাধিব সতত আমি মঙ্গল তোমার।
সম্পত্তির কোন কার্য্য হবেনা দেখিতে,
আমোদ প্রমোদে তুমি দিবস রজনী
থাক যে'য়ে মহাসুখে, সব কার্য্য আমি
দেখিব, অধীর তুমি হ'ওনা কখন।"

প্রাসাদের নিম্ন তলে সরোবর তীরে
ক্ষুদ্র এক কক্ষে বসি দুইটি মানব
আলাপিছে ; একজন কহিলা হাসিয়া
"নুরুদ্দীন, কেন তুমি অধীর এমন ?
তোমারি মঙ্গল হেতু অসম সাহসে
কতনা কুকার্য্য আমি করেছি সাধন।
সকলি তা' ভু'লে গেছ ? যত দিন ভবে
অভাগা সুধীরচন্দ্র * রহিবে জীবিত,
কি চিন্তা তোমার ? তুমি নির্ভয় হৃদয়ে
আপন মনের সুখে যাপ এ জীবন।
বিষয় সম্পত্তি ব'লে ক্ষণমাত্র চিন্তা
করিতে হবেনা তব ; সুশৃঙ্খল ভাবে
যাবতীয় কার্য্য আমি করিব সাধন।"
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে কহিতে লাগিলা
"সুধীর, তুমিত ভাই জান সব কথা,
উইলে কি হ'বে বল, এ বিস্তৃত রাজ্য
সদরের, পিতা তার করেছে অর্জ্জন।"
"এখানি কি রম্ভা পত্র ?" কহিলা সুধীর
রুক্ষ ভাবে "মনে রেখ ইহা দান পত্র
কাজির মোহরাঙ্কিত ;—ভয় কি তোমার ?
ইহা নহে বেণেদের মোড়া বাঁধিবার

* জামদার বদরুদ্দীন হায়দরের দেওয়ান

তুচ্ছ কাগজের তোড়া, এ খানি কি তরে
যাইবে বিফলে ?—তুমি হইবে বঞ্চিত ?”
মুহূর্ত্তে সুধীরচন্দ্র করিলা বাহির
দানপত্র দুইখানি, কহিলা আবার
“এ খানিতে লিখা আছে অর্দ্ধেক সম্পত্তি
সদরের, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক তোমার।
তব পিতৃদেবে কিন্তু দেখা'য়ে এখানি
কৌশলে নিয়াছি আমি সাক্ষর তাহার
অন্য দানপত্রে, দেখ না হলে প্রত্যয় ;
এ খানিতে ষোল আনা সম্পত্তি তোমার :
পিতা তব অতি রুগ্ন ; মূর্খ সদরদ্দী
কি ক'রে বুঝিবে বল চক্রান্ত আমার ?
কাজির মোহরাঙ্কিত এই দানপত্র
ব্যর্থ কি হইতে পারে ?” কিছুক্ষণ পরে
হাসিয়া কপট হাসি কহিলা আবার
“নির্ভয়ে থাকগে তুমি, যত দিন ভবে
থাকিবে সুধীরচন্দ্র, করিনু প্রতিজ্ঞা
সাধিব সতত আমি মঙ্গল তোমার।
সম্পত্তির কোন কার্য্য হবেনা দেখিতে,
আমোদ প্রমোদে তুমি দিবস রজনী
থাক যে'য়ে মহাসুখে, সব কার্য্য আমি
দেখিব, অধীর তুমি হ'ওনা কখন।”

শিব-মন্দির।

এতেক বলিয়া পাপা সহাস্য বদনে
প্রথম উইল খানি খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষেপিলা সরসীর অগাধ সলিলে।
অতঃপর দু'ও জন করি অতিক্রম
অসংখ্য সোপানাবলী, উঠিলা যাইয়া
সেই উচ্চ মনোহর দ্বিতল প্রাসাদে।
দেখিলা উভয়ে সেই কক্ষের ভিতরে
বদরদ্দী* শয্যাপরে রোগ-যন্ত্রনায়
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, বসি তার পাশে
প্রবীণ হেকিম এক, একাগ্র হৃদয়ে
দেখিতেছে নাড়ী তার, নাহি আশা আর ;
হেকিম মলিন মুখে রয়েছে চাহিয়া
উর্দ্ধ দিকে, রোগী যেন বিছানার সনে
যাইছে মিশিয়া, আজি অবস্থা তাহার
মন্দ হ'তে মন্দতর নিস্তেজ নিশ্চল ;
নাড়ী তার ধীরে ধীরে যাইছে ডুবিয়া।
হেকিম ছাড়িয়া নাড়ী কহিলা সকলে
"প্রদীপ নিভিতে আর নাহিক বিলম্ব,
এই বেলা সে'রে নেও কর্ত্তব্য আপন।"
শুনি সেই বজ্রধ্বনি উঠিলা কাঁদিয়া
ঘোর উচ্চৈস্বরে যত আত্মীয় স্বজন।

* জমিদার মৃত মোহিউদ্দীন হায়দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বদরুদ্দীন হায়দর।

প্রথম সর্গ।

সদরদ্দী ভগ্ন প্রাণে বসি-পদ প্রান্তে
কাঁদিছে, হৃদয়ে তার ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর
হইতেছে প্রবাহিত, বিলুণ্ঠিয়া ভূমে
শোক-বিজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলা
উচ্চৈস্বরে "হায় তাতঃ তুমিও চলিলে
জনমের মত আজি ত্যজি অভাগারে ?
কার কাছে আমি আর দাঁড়াব এখন,
কি হ'বে উপায় মোর ?   পুত্র নির্ব্বিশেষে
পালিয়াছ তুমি মোরে, আজি তোমা বিনে
পথের ভিখারী আমি, যদিও শৈশবে
পিতৃ মাতৃহীন আমি, তোমারি আদরে
সে অভাব অনুভব করিনি কখন।
তোমারি যতনে স্নেহে ভুলেছিনু আ
সব শোক, আজি তাতঃ হৃদয়ে আমার
জ্বলিল যে শোকানল, জনমের মত
সে অনলে ভস্মীভূত হইবে এ প্রাণ।"
দেখিতে দেখিতে নিশি চলিল বহিয়া
সময় সাগরে, স্তব্ধ প্রকৃতি সুন্দরী ;
বসুধা ঘুমের ঘোরে ঘোর অচেতন।
আকাশের প্রান্তে প্রান্তে পড়েছে ঢলিয়া
তারাদল, অন্ধকার বেড়িয়া ভুবন ;
তরু লতা গৃহ বাড়ী গিয়াছে মিশিয়া

সেই সনে, চারি দিকে আঁধার বিহনে
নাহি আর কোন দৃশ্য, শুধু সমীরণ
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে যাইছে বহিয়া,
নীরবে ফুলের বাস করিয়া হরণ !
অদূরে মৌলভী এক পঠিছে কোরাণ
উচ্চৈ স্বরে, বদরদ্দী মুদিয়া নয়ন
বহু কষ্টে, একবার উঠিলা বলিয়া
ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে অস্ফুট বচনে
"লায়ে লাহা এল্লেল্লা
মোহাম্মদ রছুলোল্লা"

মরি কি করুণ দৃশ্য, সবারি নয়নে
ঝর ঝর অশ্রু ধারা পড়িল ঝরিয়া।
সদরদ্দী উচ্চৈস্বরে "হায় তাতঃ" বলি
আছার খাইয়া ভূমে পড়িলা মূৰ্চ্ছিয়া।'
পাখীদল সমস্বরে উঠিল কূজিয়া
চারিদিকে, জানাইয়া প্রাণের বেদন।
হায় সেই সুগভীর নিশীথ সময়ে
সেই কাকলির সনে নৈশ সমীরণে
বঙ্গের সে সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জমিদার
স্বর্গীয় মোহির * ভ্রাতা বৃদ্ধ বদরের

* মোহিউদ্দীন হায়দর, ইহারই পুত্র সদরদ্দীন।

প্রথম সর্গ।

জীবন প্রদীপ হায় হইল নির্ব্বাণ!
মুহূর্ত্তে সহস্র কণ্ঠে প্লাবিয়া গগন
উঠিল রোদন-ধ্বনি বায়ু স্তরে স্তরে
আকুল করিয়া নৈশ প্রকৃতির প্রাণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

[কাল—পূর্ব্বাহ্ণ ; স্থান—মৃত বদরুদ্দীন হায়দরের গৃহ]

ঈদ মহোৎসব।

আজি ঈদ্ মহোৎসব ;—ইস্লাম জগতে
মরি কি মধুর দৃশ্য, ঘরে ঘরে আজি
আনন্দের কলধ্বনি শুভ সম্মিলন !
এই ঈদে বিধাতার কি শুভ উদ্দেশ্য
রয়েছে নিহিত, মূর্খ মোস্লেম-সন্তান
বুঝে ও বোঝে না তাহা, এ ঈদ্ কি শুধু
নিরর্থক আসে ভবে ?—ভ্রমান্ধ মানব
না বুঝিয়া ভাসে শুধু আনন্দ-সলিলে !
কি উদ্দেশ্যে, কেন আসে, কিশুভ সাধিতে
জগদীশ এ জগতে পাঠায় তাহারে,
বারেক সে গূঢ় তত্ত্ব ভাবে না হৃদয়ে,
মূর্খ নর মুগ্ধ সদা স্বার্থ-কোলাহলে।

আজি কি মধুর দৃশ্য পবিত্র মহান !
—সমগ্র মোস্লেম আজি আনন্দিত প্রাণে
ফেলি জীর্ণ পুরাতন, সাজি নব বেশে
বিলুন্ঠিত এক সনে মস্‌জিদে প্রাঙ্গণে,

বিশ্ব যেন লভিয়াছে নূতন জীবন ;
আজি এ ঈদের দিনে, পুণ্য স্রোত-ধারে
ভাসিছে সমগ্র বিশ্ব, মস্‌জিদে প্রান্তরে
হাফেজ ও কারীগণ কোরাণের শ্লোকে
মাতাইছে মোহ মুগ্ধ মোস্লেম-সন্তানে
এই ঈদ্ ইস্লামের সাধিতে মঙ্গল
অবতীর্ণ ধরাধামে,—নহে নিরর্থক।
এই ঈদ্ জাগাইতে নিদ্রিত মানবে,
শিখাইতে ঐক্য সখ্য প্রতি বর্ষে বর্ষে
আসে বিশ্বে বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে।
এই ঈদ্ মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে
ঢালিয়া উৎসাহ-বহ্নি জাগায় নীরবে
একতা ও সাম্য ভাব, ধর্ম্ম উন্মাদনা,
সাধিতে সমগ্র বিশ্বে ইস্লাম-মঙ্গল!
মোস্লেম যে দিন তুমি এ তত্ত্ব গম্ভীর
বুঝিবে, সে দিন তব হইবে উত্থান।
জানি না সে দিন বিশ্বে আসিবে কি আর ?
ঘুমাইলে সকলেই জাগে পুনর্ব্বার,
ইহাই বিধির বিধি, জানিনে কখন
ত্যজিয়া এ নিদ্রা, তুমি জাগিবে আবার!
এই ঈদ্ নহে শুধু আনন্দ উৎসব,
মোস্লেম জগতে ইহা মহা সম্মিলন!

জাগাইতে মোহ মুগ্ধ মোস্লেম-সন্তানে
এই ঈদ বিধাতার মহা উদ্বোধন !

আজি এ ঈদের দিনে সুরুদ্দী-নন্দন
আলাউদ্দী খেলিতেছে সানন্দ হৃদয়ে
গৃহাঙ্গণে প্রতিবেশী শিশুদের সনে ;
সজ্জিত সবাই আজি নব নব বেশে
কি সুন্দর, নিরখিলে যুড়ায় নয়ন।
আনন্দের স্বর্ণ ছটা সকলেরি মুখে
উদ্ভাসিত, মুখরিত বদরের গৃহ
এই সব শিশুদের হাস্য কোলাহলে।
ক্ষণ পরে অতি সুশ্রী একটি বালিকা
সৌন্দর্য্যের ফুল রাণী, দাঁড়াইলা আসি
আলাউদ্দী পাশে, তার হৈম কলেবর
সুসজ্জিত নানাবিধ রত্ন-আভরণে।
আলাউদ্দী স্নেহ ভরে কহিলা তাহারে
"লীলাবতি, কেন এত বিলম্ব তোমার ?
বহুক্ষণ আছি মোরা তব প্রতীক্ষায়
এই স্থানে, চল যাই উদ্যান ভিতরে।"
উত্তরিলা লীলাবতী সুমধুর স্বরে
বাবা আজি গিয়াছেন বিদ্রোহী মহালে
শান্তা বান্তা, তারি কাছে ছিনু এতক্ষণ

আসিতে পারিনি দাদা, তাই তব কাছে
একজন প্রতিবেশী বালক *, তখন
কহিতে লাগিলা "আমি কালি সন্ধ্যাকালে
শুনেছি আমার বৃদ্ধা দিদিমার মুখে
দেওয়ান সুধীর বাবু নিশি অবসানে
তিনশত লাঠিয়াল সঙ্গে করে আজ
যাইবেন শাক্তা বাক্তা দলিতে চরণে
অসংখ্য বিদ্রোহী প্রজা, তাই বহু লোক
ঘর বাড়ী তেয়াগিয়া গেছে পলাইয়া
নানাস্থানে।" অন্যজন † কহিল তখন
"নেও ভাই, আমাদের কোন্ প্রয়োজন
সে কথায়, আমরা যে দরিদ্র নির্ধন,
তোমরা ধনাঢ্য লোক,—ধনীর সন্তান,
দরিদ্র পীড়নে সদা অভ্যস্ত তোমরা ;
আমরা দরিদ্র লোক, আমাদের প্রাণ
দরিদ্রের দুঃখ হে'রে কাঁদে সর্ব্বক্ষণ ;
রাজাদের কথা লয়ে এত আলোচনা
কেন ভাই, কোন্ ফল হইবে তাহাতে ?
ছে'ড়ে দেও, ও কথায় নাহি প্রয়োজন,
বেলা হ'ল, চল যাই সবে মিলি আজি

* জহুরল হক, নুরুদ্দীনের এক প্রতিবেশীর পুত্র।
† নূরল হক, জহুরল হকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

খেলি যে'য়ে পুষ্প লয়ে প্রমোদ উদ্যানে।
হেন কালে তথা এসে মিলিল তখন
সুধাংশু * সুরেশ † এক ফুটন্ত গোলাপ
নিরখি লীলার হস্তে চাহিলা সুরেশ,
লীলাবতী অস্বীকৃতা হইলা তা' দিতে;
সুরেশ সবলে তাহা লইলা কাড়িয়া।
লীলাবতী উচ্চৈস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া
পুষ্প তরে, জাহানারা ‡ মধুর বচনে
কহিলা শান্তিয়া তারে "কেন লীলা তুই
কাঁদিস্, অনেক পুষ্প পাইবি উদ্যানে।"
আলাউদ্দী ক্রোধ ভরে ধরিয়া সুরেশে
একটি চপেটাঘাতে লইলা কাড়িয়া
সেই পুষ্প, দিলা আনি সাদরে লীলারে।
সুরেশ বিমর্ষ ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

* সুধাংশু মোহিনী, লীলাবতীর মাসীর মেয়ে। ইহার পিতা মাতা মৃত্যুর পর হইতে লীলাবতীর মাতা ইন্দুপ্রভা ইহাকে লালন পালন করিতেছেন।

† সুরেশ চন্দ্র বসু লীলাবতীর ভাবী স্বামী। সুরেশ কুলীন-পুত্র বলিয়া সুধীর চন্দ্র লীলাবতীকে বিবাহ দিবার জন্য ইহাকে নিজের নিকট আনিয়া রাখিয়াছেন।

‡ জাহান-আরা, ভাওয়ালের গাজি নবি নেওয়াজ খাঁর কন্যা, ইনি আলাউদ্দীনের মামাত ভগ্নী।

দাঁড়াইয়া, সুধাংশু ও ললিতা * তখনি
প্রবোধিলা তারে বহু সুমিষ্ট বচনে।
লাবণ্য † নূরল হক কহিলা তাহারে
"তোমারি ত সব দোষ, লীলার এ পুষ্প
কেন তুমি জোর করে লইলে কাড়িয়া?
জান না কি তুমি, ইহা দিয়াছিল তারে
আলাউদ্দী, কেন তাহা দিবে সে তোমারে?
যা হ'ক কেঁদনা ভাই, চল যাই এবে
কুঞ্জ মাঝে, বহু পুষ্প পাইবে সেখানে।
সকলেই একে একে গেলা কুঞ্জবনে।
লীলাবতী পুষ্প লয়ে প্রফুল্লিত প্রাণে
ধরিয়া আলার কণ্ঠ গেলা চলি ধীরে
তাহাদের পাছে পাছে প্রমোদ উদ্যানে।

আলার নূতন জুতা নূতন বসন
নিরখিয়া সদরের পুত্র আনিছদ্দী
কাঁদিছে নীরবে ধরি মায়ের অঞ্চল।—
—পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বসন,
রুক্ষকেশ, নগ্নপদ, কালিমা মণ্ডিত
স্বর্ণ-কান্তি, প্রভাহীন নয়ন যুগল,

---

* ললিতা, ঢাকা পুরানা নাখাসের ঘোষদের মেয়ে, লীলাবতীর সখি।
† লাবণ্য-প্রভা কুলীন-কুমারী, লীলাবতীর সখি।

শিব-মন্দির।

ধূলি ধূসরিত অঙ্গ,—প্রতিমার প্রায়
দাঁড়ায়ে সজল নেত্রে জননী তাহার
কহিতে লাগিলা, "বাছা কোথা পাব মোরা
নব বস্ত্র ! আমরা যে ভিখারী নির্ধন।
আলাউদ্দী সনে তোর সাজে নারে বাছা
সমতা ; দরিদ্র তুই, সে রাজ-নন্দন।
তার মত বেশ ভূষা কোথা পাবি তুই
হতভাগা ছেলে, শুধু যাতনা সহিতে
জন্ম তোর ওরে বাছা ভিখারীর ঘরে !
কে আছে রে তোর হেন স্বজন বান্ধব
অবনী মণ্ডলে ? আজ করিয়া আদর
কে তোরে দিবেরে বাছা নূতন বসন !
আমিও ত শত ছিন্ন বস্ত্র পুরাতন
পরে আছি আজি এই ঈদের উৎসবে।
পিতা তোর নগ্ন পদে, ছিন্ন বস্ত্র পরি
ঈদের নমাজ আজি এসেছে পড়িয়া ;
কোন স্থানে মিলিল না এক কপর্দ্দক,
অনাহারে শুষ্ক প্রায় মুখ খানি তার
হে'রে বাছা, হৃদি মোরে যাইছে ফাটিয়া।
সংসারের সব কার্য্য সারি আমি একা
দাসী প্রায়, সারাদিনে স্নানের সময়
হয় না আমার বাছা, থাকি অনাহারে

কতদিন, তবু আমি বলিনি কাহারে
সেই কথা, কত দিন নয়নের অশ্রু
শুকা'য়ে গিয়াছে বাছা নয়নে আমার।
তুইত আমারি পুত্র, কোথা পাবি তবে
আলার বস্ত্রের প্রায় নূতন বসন?"
অলিন্দে মুরুদ্দী-পত্নী সাজেদা খাতুন
ছিলা বসি, এক খানা রজত-আসনে ;
পরিধানে স্বর্ণোজ্জ্বল নীল বানারসী
মনোহর, বক্ষ স্থলে সোণার কাঁচলী
রত্নময়, সুসজ্জিত হৈম কলেবর
হীরা মুক্তা বিখচিত সুবর্ণ ভূষণে!
হালিমার* কথা শুনি আরক্ত লোচনে
কহিতে লাগিলা ক্রোধে সাজেদা খাতুন
"এত কথা কেন? যাহা দিতেছি আমরা
তোমাদেরে, ভে'বে দেখ নহে তা' সামান্য,
এতখানি অনুগ্রহ কে করে কাহারে?
অন্ন বস্ত্র যদি আজি না দিতাম মোরা
তোমাদের, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি করি
খে'তে নাকি সবে আজি? তবে কেন ছিছি
এ মিথ্যা দুর্নাম আজি করিছ রটনা?
যার খাও তারি নিন্দা? এ কেমন নীতি

---

*নাসিরউদ্দীনের গর্ভধারিণী, সদরুদ্দীনের পত্নী।

তোমাদের ? ধর্ম্মজ্ঞান নাহি কি হৃদ
আমাদেরি অন্ন খে'য়ে বেঁচে আছ ভবে
আমাদেরি বস্ত্র পরি নিবারিছ লজ্জা
নিশি দিন, আমাদেরি সুরম্য প্রসাদে
নির্বসিছ, রাণী বেশে আছ কত সুখে
নিত্য রাজ ভোগ খে'য়ে পতি পুত্র সনে।
তারি প্রতিদান এই ? তোমাদের কথা
ভাবিতেও বিজাতীয় ঘৃণা হয় মনে;
কৃতজ্ঞতা দূরে থাক্, হিংসা কর আজি
আমার পুত্রের সনে ? এই টুকু বুঝি
ধর্ম্মজ্ঞান শিখিয়াছ পতির সকাশে !
মনুষ্যত্ব যার আছে, সেকি কভু ভবে
প্রভুর অনিষ্ট চিন্তা পারে করিবারে ?
যার অন্নে তোমাদের বর্দ্ধিত শরীর,
তাহারি পুত্রের প্রতি এই ব্যবহার ?
তোমরা কৃতঘ্ন অতি, তোমাদের মত
এমন জঘণ্য জীব কে আছে জগতে ?
পরের টা খে'তে হ'লে এমনি করিয়া
দাসত্ব করিতে হয়, এমনি করিয়া
সতত যোগা'তে হয় মনিবের মন !
গৃহ হ'তে যদি আজ দেই তাড়াইয়া
তোমাদের, যুটিবে না দিনে এক বার

অন্ন তোমাদের, তবে কোন মুখে আজি
বলিলে এ সব কথা আমার সম্মুখে ?
দাসত্ব করিতে যদি ঘৃণা হয় মনে
তোমাদের, এই দণ্ডে চলে যাও তবে
হেথা হ'তে আপনার পতি পুত্র নিয়ে
যথা ইচ্ছা, রাণী বেশে থাক যে'য়ে তুমি
সেই স্থানে।" নীরবিলা সাজেদা সুন্দরী।
অদূরে বকুল শাখে বসি এক পাখী
প্রতিবাদ ছলে যেন মহাক্রোধ ভরে
উঠিল গর্জ্জিয়া দিয়া অভিশাপ ঘোর।
নীরবে সদর পত্নী হালিমা খাতুন
কাঁদিতে লাগিলা, নেত্রে মুকুতার মত
ঝর ঝর অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল
সুবর্ণ-কপোল বে'য়ে, পার্শ্বে শিশু পুত্র
আনিছদ্দী জননীর ধরিয়া অঞ্চল
কহিল "চাইনে আমি নূতন বসন
কাঁদিস্ নে মাগো তুই।" বৃদ্ধ দাসী এক
(মোহিউদ্দী যবে বিশ্বে ছিলেন: জীবিত
তাহারি পালিতা এই দাসী বুদ্ধিমতী)
প্রবোধিলা বহু যত্নে হালিমা খাতুনে।
ক্ষণ পরে সদরদ্দী আসিলা আলয়ে
বিষাদের মূর্ত্তি যেন, জ্যোতিঃহীন আঁখি

ম্লান মুখ, পরিধানে বস্ত্র পুরাতন
ছিন্ন প্রায়, নগ্ন পদ রুক্ষ কলেবর ;
হিরেণমা-টুপি এক মস্তকের পরে
অতি জীর্ণ, তৈল সিক্ত কদর্য্য মলিন।
নিরখি ভার্য্যার চক্ষে শোক অশ্রুধার
সুধাইলা সদরদ্দী "কেন প্রিয়তমে
কাঁদিতেছ ?" অভাগিনী সমস্ত ঘটনা
প্রকাশিলা একে একে স্বামী সন্নিধানে।
সদরদ্দী ক্ষুণ্ণ প্রাণে ফেলি দীর্ঘ শ্বাস
প্রবেশিলা গৃহ মাঝে, প্রস্তরের প্রায়
বহুক্ষণ মৌনভাবে রহিলা বসিয়া।
অতীতের কত স্মৃতি উঠিল জাগিয়া
হৃদে তার, অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল
নিরাশা ব্যঞ্জক সেই কাতর নয়নে,
শোকে দুঃখে সদরদ্দী ভ্রমিতে লাগিলা
উন্মাদের প্রায় সেই কক্ষের ভিতরে ;
ক্ষণ পরে ম্লান মুখে কহিলা আবার
"কি করিব প্রীয়তমে সারা দিন ঘুরে
একটিও কপর্দ্দক না পাইনু কোথা,
কি দিয়া আনিব আজ তোমাদের তরে
নব বস্ত্র ! স্বার্থপর পাপিষ্ট দেওয়ানে
কত বলেছিনু, সব অরণ্যে রোদন।

কত অনুনয় করি, কত দিন আমি
ব'লেছি তাহার কাছে, ভাগ করে দিতে
আমার সম্পত্তি মোরে, কিন্তু সে পাষণ্ড
নাহি করে কর্ণপাত কথায় আমার?
ভ্রাতা মোর মদ্যপায়ী, যুটিয়াছে তাহে
কত গুলি নরাকৃতি পাষণ্ড বর্ব্বর;
তাহারাই লয়ে তারে দিবস রজনী
আছে মত্ত—ঘোর পাপে ডুবেছে এ পুরী।"
হালিমা আঁখির জল মুছিয়া অঞ্চলে
কহিলা মলিন মুখে শুষ্ক হাসি হে'সে
"কেন নাথ অনর্থক দুঃখ কর তুমি,
কি কাজ আমার আজ নূতন বসনে?
কষ্ট এই—অপোগণ্ড শিশুটি আমার
আজি এ ঈদের দিনে কত কান্না কেঁদে
বস্ত্রাভাবে, অনাহারে র'য়েছে ঘুমা'য়ে।
জগতের কি কঠোর রুক্ষ ব্যবহার!
—আজি এ ঈদের দিনে ভ্রাতুষ্পুত্র ব'লে
একটিও ছিন্ন বস্ত্র উঠিল না হায়
তব সে ভ্রাতার হস্তে;—ইশ্লাম জগতে
কত শত লোক আজি করিতেছে দান
অন্ন বস্ত্র, আমরা ত চাহিনে কিছুই
তার কাছে, কিন্তু হায় জ্যেষ্ঠ তাত হ'য়ে

দীন হীন ভ্রাতুষ্পুত্রে এক খণ্ড বস্ত্র
দিল্লনা সে, আজি এই ঈদের উৎসবে!”
আলাউদ্দী এসেছিল সেজে নববেশে
এই গৃহে, নিরখি সে কান্না আনিছের
দিয়াছিল আপনার নূতন বসন।
আমি তা দিয়াছি নাথ তখনি ফিরায়ে”
সদরদ্দী ক্ষুণ্ণ প্রাণে জিজ্ঞাসিলা তারে
“এখনো কি তোমাদের হয়নি আহার?”
হালিমা কাতর ভাবে করিলা উত্তর
“কে দিবে মোদেরে অন্ন খাইতে এখানে?
ভৎসনা করিয়া মোরে আলার জননী
নিষেধ ক’রেছ আজ সমস্ত দাসীরে
আমাদের অন্ন দিতে, কেন তারা দিবে?
সকলেই খে’য়ে দে’য়ে কাজ কর্ম্ম সে’রে
চ’লে গেছে,—কোথা পাব অন্ন আজি মোরা?”
সদরদ্দী দ্রুত পদে করিলা প্রস্থান
তথা হ’তে, ম্লান মুখে কহিলা ডাকিয়া
হালিমা “কোথায় যাও ফিরে এস ঘরে।”

নুরুদ্দীর বহির্বাটী মরি কি সুন্দর
সুসজ্জিত আজি এই ঈদের উৎসবে।
চারিধারে কক্ষ গুলি দ্বিতল ত্রিতল

সুসজ্জিত, রাশি রাশি কুসুম স্তবকে।
নানাবর্ণ অগণিত পতাকা সুন্দর
উড়িতেছে চারিদিকে সমীর হিল্লোলে।
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মাঝে চারু চন্দ্রাতপ
বিখচিত কারু কার্য্যে অতুল সুন্দর।
অদূরে নিকুঞ্জ বন অতি মনোহর,
কত জাতি প্রস্ফুটিত কুসুম নিকর
শোভিছে সে কুঞ্জবনে নয়ন রঞ্জন!

একটি বৃহৎ কক্ষে সুশুভ্র ফরাসে
বসিয়া সুধীরচন্দ্র পাপের মূরতি;
সম্মুখে একটি বাক্স, বামে ও দক্ষিণে
নায়েব গোমস্তা বহু আমলা মুহুরী।
সদর নায়েব তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"নিশি অবসানে আজ যে'য়ে শাক্তা বাক্তা
কেমনে এখনি পুনঃ এলেন ফিরিয়া?
এত শীঘ্র সারিলেন কেমনে আপনি
সব কার্য্য?" হাসি মুখে কহিলা সুধীর
"সারিতে ক'দিন লাগে? আমার সংবাদে
সব শ্যালা গ্রাম ছে'ড়ে গিয়াছে পালা'য়ে;
বেইজ্জত ক'রে আজ এসেছি ওদের
ভার্য্যা কন্যা, পরিধেয় বসন নিচয়

এনেছি কাড়িয়া নগ্ন করিয়া সকলে ;
দেখিব শ্যালারা থাকে কেমনে লুকায়ে।
এই দুই পিতা পুত্র গ্রামের মণ্ডল
ছিল বাড়ী, শ্যালাদেরে এনেছি ধরিয়া
এই স্থানে, জুতো মেরে করিব আদায়
রাজস্ব ; দেখিব হেথা রক্ষে কে ওদেরে।"
অদূরে দাঁড়ায়ে দুটি মোস্লেম কৃষক
কাঁদিতেছে, আপনার অদৃষ্ট স্মরিয়া !
উভয়েরি হস্ত বাঁধা ; উহাদের পানে
চাহিয়া সুধীর চন্দ্র কহিলা গর্জ্জিয়া
"দেরে শ্যালা, খাজানা দে, নহিলে এখনি
দাড়ি তোর এই দণ্ডে ফেলিব ছিঁড়িয়া"
কাতরে নিশ্বাস ছাড়ি সজল নয়নে
কহিলা কৃষক বৃদ্ধ "হুজুর মনিব
পিতৃতুল্য, সবিনয়ে প্রার্থনা মোদের
আর না দিবেন কষ্ট এ কথা বলিয়া।
আমরা মোস্লেম জাতি, নাহি বিদ্যা বুদ্ধি
এই মাত্র জানি মোরা ধর্ম্মের বিধানে
দাড়ি যে খোদার নূর, ক্ষমা চাই মোরা।
আর কিছু দিন পরে দিব শোধ ক'রে
সমস্ত রাজস্ব মোরা, বৃষ্টির অভাবে
দেশের অবস্থা এবে ঘোর শোচনীয়,

অনাহারে মরিতেছে সমস্ত কৃষক
কোথা হতে দিব মোরা রাজস্ব এখন ?”
সক্রোধে সুধীর চন্দ্র কহিলা গর্জ্জিয়া
“কিরে শ্যালা আজ তোরা দিবিনে খাজানা?
দেখ্ তবে—নিধু চঙ্গ, মেরে দশ জুতো,
উভয়েরে, দাড়িগুলি ফেল উপাড়িয়া।”
মুহূর্ত্তেকে নিধু চঙ্গ উঠি এক লম্ফে
সিংহ প্রায়, ধরি দোহে মারিল সজোরে
দশ জুতো, দাড়িগুলি ফেলিল উপাড়ি।
“হা খোদা” বলিয়া সেই কৃষক দুজন
উঠিলা কাঁদিয়া, অশ্রু ঝর ঝর করি
মলিন কপোল বে'য়ে পড়িল ভূতলে,
বিধাতার সিংহাসন উঠিল কাঁপিয়া।

সদরন্দা ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ
সেই কক্ষে, ম্লান মুখে ভাবিতে লাগিলা
আপন অদৃষ্ট-লিপি বসি শয্যা পাশে।
পিতা তার যে সময় ছিলেন জীবিত,
কত যে ঐশ্বর্য্য তার, কত যে সম্মান
ছিল এই স্থানে, তারে মুহূর্ত্ত হেরিলে
এই গৃহে, সকলেই দাঁড়াইত উঠি'
সসম্মানে, অনুগ্রহ লভিতে তাহার

জনকের, পদ তার করিত লেহন
দিবানিশি এই সব কুকুরের দল ;
আজি তারা দেখে তারে কথাটিনা বলে
অবহেলে, এলাঙ্গিনা সহে সে কেমনে ?
গাড়ী ঘোড়া অবিরত থাকিত প্রস্তুত
তার তরে ; ফে'লে দিত কত রাজ ভোগ
অবহে'লে, খাইতনা ক্ষীর ছানা ননী
ঘৃণা ক'রে ; কত ভৃত্য, কত দাস দাসী
আদেশের অপেক্ষায় থাকিত সতত
উর্দ্ধ কর্ণে ; আজি হায় অদৃষ্টের দোষে
ভিক্ষুক হইতে সে যে ঘৃণিত অধম।
সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত অনুক্ষণ
আঁখি তুলে তার পানে চাহিলনা কেহ।
সদরদ্দী অতি কষ্টে করিলা জিজ্ঞাসা
দেওয়ান সুধীর চন্দ্রে সজল নয়নে,
"এ বাড়ী কি সুধু মম ভ্রাতা মুরুদ্দীর ?
পিতৃ সম্পত্তির আমি নহি অধিকারী ?
তবে কেন নিতি নিতি এত অপমান
করিছে ভার্য্যারে মোর গৃহিণী তাহার ?
ভিখারীর মত আমি করি অবস্থান
এইস্থানে, সকলেই ঘৃণা করে মোরে,
সম্পত্তির উপসত্ত কেহনা প্রদানে

অংশ মত ; একি রীতি নারিনু বুঝিতে
তোমাদের ? ঘৃণা জন্মে ভাবিলে এ কথা,
ইহাই কি ধর্ম্ম-নীতি ? শত্রুকেও লোকে
ঈদের পবিত্র দিনে করে আলিঙ্গন
স্নেহভরে, ভুলি তার শত্রুতা পূর্ব্বের ;
পরকেও আজি লোকে করে অন্নদান,
আমি তার ভ্রাতা হ'য়ে, দারা সুত ল'য়ে
অনাহারে অনম্বরে কাঁদিতেছি আজ
গৃহে প'ড়ে, মুখ তুলে কেহ না জিজ্ঞাসে !
আমার সম্পত্তি মোরে দূরে থাক্ দেওয়া
অধিকন্তু গালা গালি লাঞ্ছনা গঞ্জনা
সমভাবে দিবা নিশি কে পারে সহিতে !
এথা হ'তে দশ হাত দূরে থাকা ভাল,
আত্মীয়ের কাছে থাকা শুধু এজগতে
আত্মীয়তা ভালবাসা করিতে বর্দ্ধন।
এ যে বিপরীত তার, আর এ যন্ত্রনা
সহেনা এ প্রাণে মোর, এ কি বিড়ম্বনা,
দিনে দিনে মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে
বিনা দোষে গালা গালি এত নির্য্যাতন।
পিতৃ সম্পত্তির আমি ন্যয্য অধিকারী,
বণ্টন করিয়া দিন প্রাপ্য যা আমার
অংশ মত।" ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা দেওয়ান

"কাহার সম্পত্তি দিব করিয়া বণ্টন
তোমারে! অযথা কেন কর গণ্ডগোল?
এ সম্পত্তি মুরুদ্দীর, সেই যে ভূস্বামী,
বাড়ী ঘর সবি তার, তুমি কে এখানে?
ছি ছি ছি পরের ধনে কেন এত লোভ!
কে চিনে তোমারে হেথা! তার পিতৃ ধনে
এক মাত্র এ জগতে সেই অধিকারী;
সম্পত্তি ত দূরে থাক্, কণা মাত্র তার
পাইবে না, অংশ তার কে দিবে তোমারে?
ইহাদের বাক্য যদি নাহি সয় প্রাণে,
যথা ইচ্ছা চ'লে যাও, রোধিবে না কেহ!"
ঘৃণা লাজে দুঃখে ক্ষোভে সদরের হৃদি
শতধা ভাঙ্গিয়া গেল, বাক্য মাত্র আর
সরিল না মুখে তার, বিদ্যুতের বেগে
গৃহ হ'তে বাহিরিয়া রহিলা দাঁড়ায়ে
প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে ঝাউতরু তলে।

•

ঝাউবৃক্ষ পাশে অই সুউচ্চ রোয়াক;
তাহার সম্মুখে এক কক্ষ মনোহর
সজ্জিত পল্লবে পদ্মে কুসুমের হারে;
অভ্যন্তরে কারু কার্য্য—স্তম্ভে ও প্রাচীরে
পুষ্পিত লতিকা বৃন্দ পল্লব শ্যামল

কি সুন্দর, নানা বর্ণ প্রস্ফুট কুসুম
গুচ্ছে গুচ্ছে, বিনির্ম্মিত বিবিধ প্রস্তরে।
ঊর্দ্ধ দেশে কি সুন্দর স্বর্ণ বিখচিত
চন্দ্রভূতি বিনির্ম্মিত চারু চন্দ্রাতপ
ঝলসিছে, লতা পুষ্প ফিরোজা নির্ম্মিত
স্থানে স্থানে,—অতি সুশ্রী নয়ন রঞ্জন।
নানা বর্ণ অগণিত ঝাড় ও ফানস্
দুলিতেছে নিম্নে তার, সমীর হিল্লোলে
"ঝুণ্ ঝুণ্ টুন্ টুন্" বাজিছে মধুরে।
কক্ষের ভিতরে চারু মর্ম্মর আসনে
সমাসীন মুরুদ্দীন, অসংখ্য ইয়ার
চারিদিকে, সুরা পাত্র শোভিছে সম্মুখে
মর্ম্মর নির্ম্মিত এক টেবেল্ উপরে।

বিষাদে মলিন মুখে প্রবেশিয়া তথা
সদরুদ্দী, এক কোনে রহিলা দাঁড়ায়ে
নীরবে, অজস্র ধারে নয়নের জল
পড়িল কপোল বে'য়ে বক্ষের উপরে।
মুরুদ্দীন ত্যক্ত ভাবে চাহিয়া সে দিকে
কহিলা "কি চাও হেথা ?" "সুরা সুরা" বলি
সমস্ত ইয়ার তার উঠিলা হাসিয়া।
সদরুদ্দী পানে চে'য়ে কহিতে লাগিলা

এক জন, "পিও বাবা এ পবিত্র সুরা,
সরাবন্ তহুরা এ যে, পিইলে এখনি
সশরীরে যাবে তুমি স্বর্গের উদ্যানে ;
পরী গণ নেচে নেচে চারি পাশে তব
গাহিবে প্রেমের গান যাঁচিয়া কাতরে
প্রেম ভিক্ষা, সুমধুর ললিত পঞ্চমে।"
অন্য জন সুরা ঢে'লে সাধিয়া তাহারে
মদিরা জরিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল।
"পিও বাবা এ মদিরা, কি ফল চিন্তিয়া ?
না খাইলে জগদীশ মহারুষ্ট হ'বে।"
ঘৃণায় কুঞ্চিয়া নাশা কহিলা সদর
"ছুওনা তোমরা মোরে, অপবিত্র হ'বে
দেহ মম, অখাদ্য যে ইহা আমাদের।
তোমরা মোস্লেম জাতি, কোরাণের বিধি
না মানিয়া, কেন ছিছি বিধর্ম্মীর মত
কর পাপ আচরণ ? বিধাতার ভয়
নাহি কি হৃদয়ে ? মৃত্যু রয়েছে যে পাছে,
তাও কি ভুলিয়া গেলে ? সরা সরিয়ৎ
সকলি কি ডুবায়েছ অতল সাগরে ?
খাওয়া ত দূরের কথা, ছুইলেও ইহা
মানব জীবন হয় ঘোর কলুষিত,
ধর্ম্মে ত সবেনা তাহা, দুদিনের তরে

কেন বৃথা কলঙ্কিত করিছ জীবন ?
মোস্লেম হইয়া ছিছি জাননা তোমরা
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে মদিরা হারাম।"
উচ্চ হাস্যে মুখরিত করিয়া সে কক্ষ
কহিল পাষণ্ড এক "অহো সাধু তুমি,
ভাল ভাল, কেন তবে শুভ আগমন ?"
অন্য এক নর পশু কহিল তখন
না খে'লে গোল্লায় যা'ও,—কি কাজ এখানে'
নুরুদ্দীন পুনর্ব্বার চাহি তার পানে
জিজ্ঞাসিলা "হেথা তব কোন্ প্রয়োজন ?"
সদরদ্দী একে একে সজল নয়নে
প্রকাশিয়া তার কাছে সমস্ত ঘটনা,
কহিলা বিনীত ভাবে "অসহ্য এখন
এ যন্ত্রনা, অংশ মত প্রাপ্য যা' আমার
দিন্ মোরে দয়া ক'রে করিয়া বণ্টন।"
উত্তরিলা নুরুদ্দীন পরুষ বচনে
"এ কি কথা বলিতেছ ?—কেন দিব আমি
তোমারে বণ্টন করি সম্পত্তি আমার ?
তোমার কিছুই নহে ; খাইতে পরিতে
দেই যাহা, তাই বেশী, অংশ কি আবার ?
সহ্য নাহি হয় যদি আমাদের কথা,
যথা ইচ্ছা চলে যাও, কে বলে থাকিতে ?"

[illegible]

নুরুদ্দী ক্রুদ্ধ ভাবে কহিতে লাগিলা
"কে না জানে এ সম্পত্তি আমার পিতার?
পিতৃ সম্পত্তির আমি নহি অধিকারী?

বলেছেন মৃত্যুকালে দান পত্র লি'খে
অর্দ্ধেক সম্পত্তি মোরে করেছেন দান।
আপনি কি মনে মনে ভে'বেছেন তবে
আমারে বঞ্চিত করি নিবেন কাড়িয়া
পৈতৃক সম্পত্তি মম?" আরক্ত লোচনে
নুরুদ্দীন পুনর্ব্বার কহিলা গর্জ্জিয়া
"তোমার সম্পত্তি?—তুমি ভিখারী নির্ধন
কোথা পাবে অর্থ? অন্ন যুটেনা তোমার
দিনান্তেও একবার,—তোমার সম্পত্তি?
এ কথা বলিতে লজ্জা হয়না তোমার?
আজন্ম পালিত তুমি মম পিতৃ গৃহে,
তারি প্রতিদান এই? কে আছে জগতে
কৃতঘ্ন তোমার মত? চ'লে যাও তুমি
এ বাড়ী ত্যজিয়া, হেথা থাকিলে নিশ্চয়
রবেনা সম্মান তব, হবে অপমান।"
নুরুদ্দী ক্রোধান্ধ হৃদে করিয়া আহ্বান
ভৃত্য বৃন্দে, আদেশিলা কঠোর বচনে
"এক মুষ্টি অন্ন কেহ দিওনা সদরে

অথবা ভার্য্যারে তার, দে'ও তাড়াইয়া
তাহাদেরে এই দণ্ডে এ বাড়ী হইতে ;
দিওনা থাকিতে আর আমার ভবনে।

ক্রোধে ক্ষোভে সদরদ্দী করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, প্রাণে তার ঝটিকা ভীষণ
বহিতে লাগিল, হৃদি হইল চূর্ণিত
দুশ্চিন্তার ঘন ঘন অশনী সম্পাতে।
ব্যথিত হৃদয়ে যুবা ভাবিতে লাগিলা
কোথা যাই, মুহূর্ত্তেকে প্রাণের ভিতরে
কে জানি ডাকিয়া তারে কহিলা তখনি
তোমাদের পীর শ্রেষ্ঠ সৈয়দ আবিদ
মহা সাধু, সংসারের ছলনা চাতুরী
কামনা মাৎসৈর্য্য লোভ ছোঁয়নি তাঁহারে ;
যাও তুমি এ সময় তাহার নিকটে,
সেই সাধু ধর্ম্মপ্রাণ নিশ্চয় তোমারে
উদ্ধারিবে এ বিপদে ; উন্মাদের মত
চলিলা সদর সেই গুরু সন্নিধানে।

সদরদ্দী ক্রুদ্ধ ভাবে কহিতে লাগিলা
"কে না জানে এ সম্পত্তি আমার পিতার ?
পিতৃ সম্পত্তির আমি নহি অধিকারী ?
পিতৃব্য ত মুক্ত কণ্ঠে সবার সাক্ষাতে
বলেছেন মৃত্যুকালে দান পত্র লি'খে
অর্দ্ধেক সম্পত্তি মোরে করেছেন দান।
আপনি কি মনে মনে ভে'বেছেন তবে
আমারে বঞ্চিত করি নিবেন কাড়িয়া
পৈতৃক সম্পত্তি মম ?" আরক্ত লোচনে
নুরুদ্দীন পুনর্ব্বার কহিলা গর্জ্জিয়া
"তোমার সম্পত্তি ?—তুমি ভিখারী নির্ধন
কোথা পাবে অর্থ ? অন্ন যুটেনা তোমার
দিনান্তেও একবার,—তোমার সম্পত্তি ?
এ কথা বলিতে লজ্জা হয়না তোমার ?
আজন্ম পালিত তুমি মম পিতৃ গৃহে,
তারি প্রতিদান এই ? কে আছে জগতে
কৃতঘ্ন তোমার মত ? চ'লে যাও তুমি
এ বাড়ী ত্যজিয়া, হেথা থাকিলে নিশ্চয়
রবেনা সম্মান তব, হবে অপমান।"
নুরুদ্দী ক্রোধান্ধ হৃদে করিয়া আঁহ্বান
ভৃত্য বৃন্দে, আদেশিলা কঠোর বচনে
"এক মুষ্টি অন্ন কেহ দিওনা সদরে

অথবা ভার্য্যারে তার, দেও তাড়াইয়া
তাহাদেরে এই দণ্ডে এ বাড়ী হইতে ;
দিওনা থাকিতে আর আমার ভবনে।

ক্রোধে ক্ষোভে সদরদ্দী করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, প্রাণে তার ঝটিকা ভীষণ
বহিতে লাগিল, হৃদি হইল চূর্ণিত
দুশ্চিন্তার ঘন ঘন অশনী সম্পাতে।
ব্যথিত হৃদয়ে যুবা ভাবিতে লাগিলা
কোথা যাই, মুহূর্ত্তেকে প্রাণের ভিতরে
কে জানি ডাকিয়া তারে কহিলা তখনি
তোমাদের পীর শ্রেষ্ঠ সৈয়দ আবিদ
মহা সাধু, সংসারের ছলনা চাতুরী
কামনা মাৎসৈর্য্য লোভ ছোঁয়নি তাঁহারে ;
যাও তুমি এ সময় তাহার নিকটে,
সেই সাধু ধর্ম্মপ্রাণ নিশ্চয় তোমারে
উদ্ধারিবে এ বিপদে ; উম্মাদের মত
চলিলা সদর সেই গুরু সন্নিধানে।

তৃতীয় সর্গ।

[আজম পুরা* — ঢাকা; সৈয়দ আবিদের গৃহ]

সায়াহ্ন; রক্তিম ভানু ডুবিছে গগনে।
মেঘপুঞ্জ স্তরে স্তরে শোভিছে সুন্দর
নীলাকাশে, তরঙ্গিত গিরি-শৃঙ্গ প্রায়
অস্তোন্মুখ ভাস্করের সুবর্ণ কিরণে!
গাহিছে বিহগবৃন্দ বৈতালিক-গান
সুধারবে, সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ
সঞ্চরিছে মৃদু মৃদু যুড়াইয়া ধীরে
আতপ-তাপিত ক্লিষ্ট বসুধার প্রাণ।
ধেনুদল হম্বারবে ফিরিছে গো-গৃহে
মাঠ হতে, একে একে রাখাল নিচয়
ফিরিছে আলয়ে সান্ধ্য নিথর অম্বর
ভাসাইয়া, সুললিত রাখালিয়া গানে।

---

* ঢাকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটি মনোরম স্থান আজমপুরা না[ম]
খ্যাত। ইহার চারি দিকেই এখন বনভূমি। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন এ[বং]
শান্তিপ্রদ। বড় বড় বৃক্ষগুলি শাখা প্রশাখার পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হই[য়া]
স্থানটিকে বড়ই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এখানে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী
বড় একটী দরবেশের দরগা আছে, ইহাকে "দায়রা শরিফ" বলে। গবর্ণমেন্টে[র]
একটি বড় রাস্তা এই আজমপুরার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বলিভুক "কা কা" রবে আসিছে ছুটিয়া
তরুশিরে—বংশ ঝোপে। দাঁড়ায়ে মিনারে
মোয়াজ্জেন সুধাকণ্ঠে দিতেছে আজান।

. . .

সদরদ্দী হেন কালে উতরিলা আসি
ব্যস্ত ভাবে সাধু শ্রেষ্ঠ আবিদের গৃহে ;
দেখিলা সে গুরুশ্রেষ্ঠ উঠিলা তখন
সমাপি কোরাণ পাঠ, সস্নেহ বচনে
সুধাইলা "কও বাছা কেন আসিয়াছ
অসময়ে আজি তুমি আমার সদনে ?"
মুহূর্ত্তে প্রণমি তারে কহিলা যুবক
সব কথা একে একে সজল নয়নে।
শুনি তাহা সুধাইলা সাধক প্রবর
"মুরুদ্দীর সনে বাছা কি বিরোধ তব ?
কেন সে শত্রুতা এত করিছে সাধন ?"
কেঁদে কেঁদে ম্লান মুখে কহিলা সদর
"গুরুদেব, কি বলিব সে দুঃখের কথা ?
উইল প্রস্তুত করি পিতৃব্য আমার
অর্দ্ধেক সম্পত্তি মোরে ক'রেছেন দান ;
তথাপি কেন সে মোরে, কথায় কথায়
দিবানিশি করিতেছে এত অপমান ?
তাই আসিয়াছি দেব, মিনতি ও পদে

ভ্রাতারে বলিয়া সেই সম্পত্তি আমার
লয়ে দিন, আমি এবে কড়ার ভিখারী।”
উত্তরিলা স্নেহস্বরে সাধক প্রবর
“তিষ্ঠ বাছা ক্ষণকাল, সান্ধ্য উপাসনা
করি শেষ, যাব আমি তাহার নিকটে।”
যোগী শ্রেষ্ঠ ধীরে ধীরে মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে
আসিলা সত্বর সান্ধ্য উপাসনা তরে।
উভয়েই ওজু* করি পড়িলা নমাজ
ভক্তি ভরে স্মরি হৃদে জগৎ পিতায়ে।
উপাসনা করি শেষ গেলা অন্তঃপুরে
যোগীবর, সুধাস্বরে কহিলা ভার্য্যারে
“চৌধুরী বাড়ীতে আমি চলিনু এখন
থে’ক তুমি সাবধানে।” শুনিয়া এ কথা
সুধাইলা যোগীবরে গৃহিণী তাহার,
“কেন প্রভু এ সময়ে চৌধুরী বাড়ীতে
যাবে তুমি? আজি তব কি কাজ সেখানে?”
একে একে সব কথা কহিলা তাহারে
যোগীবর, শুনি তাহা উত্তরিলা বামা
“কি আশ্চর্য্য প্রিয়তম, এমন নিষ্ঠুর
নুরুদ্দীন?—তার মত নরাকৃতি পশু
নাহি ভবে এ জগতে? এ হেন দুষ্কার্য্য

---

* নমাজের পূর্ব্বে হস্ত মুখ ইত্যাদি প্রক্ষালন।

মানব হইয়া কেহ পারে কি করিতে ?
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' অবশ্য বিধাতা
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে বিধান।
ভ্রমান্ধ মানব গণ না বুঝিয়া প্রভো
পরের অনিষ্ট করি নিজ অমঙ্গল
আনে ডাকি, দাসী আমি কি সাধ্য আমার
উপদেশ দিতে তোমা ? ধার্ম্মিক বলিয়া
খ্যাত তুমি এ সংসারে, সৈয়দের বংশে
জন্ম তব, আমি তুচ্ছ পাপিষ্ঠা রমণী।
তোমারি চরণ সেবা একমাত্র মোর
জীবনের মহাব্রত, আমি অভাগিনী
ইহা ভিন্ন এ জগতে কিছুই না জানি।
কেমনে ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাব তোমারে ?
স্বামী তুমি, এ মিনতি চরণে তোমার
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি কভু অধর্ম্মের পথে
যে'ওনা, অন্যায় পক্ষে থে'কনা কখন
ন্যায় ছাড়ি, বিধাতার সূক্ষ্ম সুবিচারে
পাপ পুণ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে তুলিত
তুলা দণ্ডে, কার সাধ্য রোধিতে তা পারে ?
সংসারের নানা রূপ পাপ প্রলোভনে
বারেক, জীবনে যদি যাও তুমি প্রভো
পাপ-পথে, অধঃগতি হইবে তোমার ;

তা হ'লে নরক ভিন্ন স্থান আমাদের
নাহি হ'বে, কও প্রভো বিচারের দিন
কি ব'লে উত্তর তুমি দিবে বিধাতারে ?
কেমনে দেখাবে মুখ প্রভু মোহাম্মদে ?
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা
ক'রনা অর্পণ তুমি, সৈয়দ বংশের
পূর্ণ জ্যোতিঃ যেন নাথ না হয় মলিন।
স্বামী তুমি—প্রভু তুমি, তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম
তোমারি চরণ তলে ত্রিদিব আমার।
ক'রনা তা কলঙ্কিত এ মিনতি পদে।"

নীরবিলা পুণ্যময়ী ; বদনে তাহার
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিঃ উঠিল ভাতিয়া ;
আবার মুহূর্ত্ত পরে কহিতে লাগিলা
"ভে'বে দেখ এ জীবন নহে চিরস্থায়ী,
আজি হ'ক কালি হ'ক মৃত্যু সুনিশ্চিত
তবে কেন মোহ বশে হ'য়ে লক্ষ্য হারা
কলঙ্কিত করিবে এ পবিত্র জীবন ?
দুদিনের ধরাধামে ত্যজি ধর্ম্ম-পথ
অনিত্য জীবন ল'য়ে বৃথা অহঙ্কারে
কেন এত স্ফীত বক্ষ ?—কেন এত দম্ভ ?
না বু'ঝে এ গূঢ় তত্ত্ব মাতি ধন-মদে

ভ্রমান্ধ মানবগণ হিংস্র জন্তু প্রায়
আত্মীয় স্বজন বৃন্দে দলে পদতলে।
স্বার্থ লোভে অন্ধ হ'য়ে উন্মাদের প্রায়
করে সদা পদাঘাত ন্যায়ের মস্তকে।
জীবনের অবসানে যাহাতে এ ভবে
থাকে নাম, তারি চেষ্টা করা সুসঙ্গত।
যে পথে যাইতে হয় ঈশ্বর সমীপে
সেই পথ ধর নাথ একাগ্র হৃদয়ে ;
তাহাই কর্ত্তব্য এই মানব জীবনে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সর্ব্ব জীবে দয়া,
ইহাপেক্ষা পুণ্য কাজ কি আছে জগতে ?
ভে'বে দেখ এ জগতে যত জীব আছে
মানব তাহার মাঝে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান।
শুধু পরীক্ষার লাগি মানব জনম
ধরাতলে, কার্য্য তার ধর্ম্ম-পথে থাকি
ঈশ্বরের উপাসনা, ইহা ভিন্ন আর
মানবের কোন্ কার্য্য আছে এ জগতে ?
আহার বিহার নিদ্রা হ'ত যদি ভবে
মানবের সার কার্য্য, তা হ'লে হে প্রভো
পশু পক্ষী বহু আছে, কোন্ প্রয়োজন
ছিল তবে এ জগতে মানব-সৃষ্টির ?
অতএব প্রিয়তম, নিষ্কাম হৃদয়ে

পরের মঙ্গল সদা করিও সাধন।
মানবের নিন্দা কিম্বা প্রশংসায় কভু
ভুলিওনা, আপনারে বিশ্বের কল্যাণে
নিয়োজিলে, হ'য়ে তব অশেষ মঙ্গল।
সুরুন্দীন অর্থ গৃধ্নু, বুঝেছি তাহারে
মানব মূর্ত্তিতে সেযে পিশাচ অধম।
হয়ত সে অর্থে তোমা করি বশীভূত
আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চাহিবে
কোন মতে, কিন্তু তুমি যে'ওনা কখন
পাপ-পথে, ধর্ম্ম ছাড়ি থাকিতে জীবন।
নারী আমি, উপদেশ কি দিব তোমারে?
দেবতা আমার তুমি এ মর জগতে?"
নীরবিলা সতী; মরি উঠীল ভাতিয়া
পুণ্যের পবিত্র জ্যোতিঃ নয়নে তাহার।
যোগীবর স্তব্ধ হ'য়ে রহিলা দাঁড়ায়ে
সেই স্থানে, উত্তরিলা মুহূর্ত্তের পরে
"প্রাণময়ি, তুমি মোর প্রাণের সঙ্গিনী
সতত, আমার প্রতি নাহিকি বিশ্বাস
তব মনে? আজীবন থাকি মম সাথে
আজি তুমি আস্থাহীন হইলে কেমনে?
নিশ্চয় জানিও তুমি, যদিও সুরুন্দী
সমস্ত সম্পত্তি তার প্রদানে আমারে,

তথাপি—তথাপি আমি ধর্ম্ম-পথ ছাড়ি,
যাইবনা পাপ পথে প্রতিজ্ঞা আমার।”
পত্নী তার মৃদু স্বরে কহিলা আবার
“সদরের মুখ খানি দেখিতেছি আজ
বড় শুষ্ক, বুঝি তার হয়নি আহার
এই সব গণ্ডগোলে, পাপিষ্ঠ সুরুন্দী
আজি এ ঈদের দিনে ঐশ্বর্য্যের মোহে
আপন ভ্রাতারে হায় রাখি অনাহারে
মদ মাংস বেশ্যা ল’য়ে রয়েছে বিভোর।
বড় দুঃখ হয় মনে দে’খে আজি তারে,
ডে’কে কিছু খে’তে দেও।” তখনি সে যোগী
সদরে ডাকিয়া গৃহে করিলা প্রদান
মোসাম্মন্ মোতাঞ্জান্ কালিয়া কবাব
কোপ্তা কোর্ম্মা, কট্‌লেট্ জর্দা ও ফিরণি
নানা বিধ সুবাসিত আহার্য্য সামগ্রী;
সদর সজল নেত্রে কহিলা কাতরে
“আজি এ ঈদের দিনে ভার্য্যা পুত্র মম
এক বিন্দু জল দেব করেনি গ্রহণ!
আমি হায় তাহাদেরে রে’খে অনাহারে
কেমনে এ খাদ্য আজি করিব ভোজন?
ভার্য্যা মোর সতী স্বাধ্বী, আমি না খাইলে
এক বিন্দু জল কভু করেনা গ্রহণ,

আর সেই অপোগণ্ড শিশুটি আমার
অনাহারে সারাদিন কতকষ্ট পে'য়ে
"বাবা বাবা" ব'লে মোর কণ্ঠ জড়াইয়া
কত কেঁদেছিল, আমি পারিনি তাহারে
কিছু দিতে, কোন্ প্রাণে পূরিব উদর
আমি হেথা ? মনুষ্যত্ব নাহি কি আমার ?
ক্ষমা চাই প্রভো, আমি পারিব না খে'তে'
এক বিন্দু জল, আজি তাহাদেরে ছে'ড়ে।"
সস্নেহে আবিদ-পত্নী সেরিণা তখন
কহিলা তাহারে অতি মধুর বচনে
"আচ্ছা বাবা, তব সঙ্গে আহার্য্য সামগ্রী
দেই কিছু আমি, তুমি নিয়ে যাও গৃহে,
খে'ও যে'য়ে ঘরে আজ তাহাদেরে ল'য়ে।"
সদরদ্দী ম্লান মুখে কহিলা কাতরে
ধরিয়া চরণ তার (নয়ন যুগলে
ঝর ঝর অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া)
"না মা আজি ক্ষমা চাই, দেখি যে'য়ে আজ
গুরুদেবে সঙ্গে ল'য়ে কি আছে কপালে।"
আবিদ বিষন্ন প্রাণে চলিলা তখন
ধীরে ধীরে, পথি হ'তে শিষ্য দুই জন
সঙ্গে নিলা, কিছু পরে উতরিলা আসি
সুরুদ্দীর প্রসাদের উচ্চসিংহ দ্বারে।

সুসজ্জিত চারু কক্ষে দেবেন্দ্রের মত
মুরুদ্দীন, হাসি মুখে রয়েছে বসিয়া
সুবর্ণ মণ্ডিত চারু মর্ম্মর আসনে!
চক্রাকারে ঘেরি তারে রয়েছে বসিয়া
দেওয়ান সুধীর চন্দ্র, বহু কর্ম্মচারী
শ্রেণী মত নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে।
সুধীর সস্মিত মুখে কহিতে লাগিলা
"মুরুদ্দীন, পুরস্কার কোথায় আমার?
মনে কর কি কৌশলে উইল তোমার
প্রস্তুত ক'রেছি আমি, কত ছলে পুনঃ
কাজীর মোহর, তব পিতার সাক্ষর
লয়েছি তাহাতে ভাই, ভে'বে দেখ মনে
তানা হ'লে আজি তুমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি
দিতে ছে'ড়ে, সকলি তা ভুলে গেছ তুমি?
এ নহে উচিত তব, আজি পুনর্ব্বার
দেখ দেখি কি কৌশলে তাড়ায়েছি তারে।
পুরস্কার কোথা মম?" হেন কালে তথা
প্রবেশিলা এ'সে সেই যোগী কুলেশ্বর;
পশ্চাতে পশিলা গৃহে শিষ্য দুইজন,
সদরুদ্দী ম্লান মুখে আসিলা পশ্চাতে!
মুরুদ্দীন সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিলা
দাঁড়াইয়া "গুরুদেব, বসুন এখানে।

কি জন্য এ নিশাকালে এসেছেন দেব
দাসের আলয়ে ?” যোগী কহিলা তাহারে
“সদরদ্দী পর নহে, ভ্রাতা সে তোমার,
অযথা তাহার সনে কেন কর বাদ ?
মোস্লেম-সন্তান তুমি, কেন পরিহরি
ইশ্লাম ধর্ম্মের নীতি, জীবন তোমার
করিতেছ কলুষিত পাপ-আচরণে ?
ধর্ম্ম-পথ ছাড়ি কেন অধর্ম্মের পথে
যে’তেছ ? হালাল ছাড়ি হারামের জন্য
কেন এত লালায়িত ? জান না কি তুমি
সুদ মদ পরনারী, কিংবা পরধন
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে সকলি হারাম।”
নুরুদ্দীন ব্যস্ত ভাবে সুধীরের কর্ণে
কি কহিলা, তখনি সে উঠি শশব্যস্তে
একটি হীরক-হার অতি সমুজ্জ্বল
দিলা আনি উপহার সেই যোগীবরে।
তখনি ঘৃণার ভাবে ফেলি তাহাদূরে
যোগীবর, ক্রোধভরে কহিতে লাগিলা
“তোমার এ ধন রত্নে ফেলি নিষ্ঠিবন
নুরুদ্দীন, ভুলিবেনা তব প্রলোভনে
হৃদি মোর, যোগী আমি কি করিব ধনে ?
কর্ত্তব্য আমার কাছে অতি প্রিয় মোর

শত সম্রাটের ধন তুচ্ছ তার কাছে।
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে আস্থা নাই যার
সে দুর্ভাগা প্রলোভনে ভুলিবে তোমার।
ন্যায় যাহা, অবশ্য তা করিব পালন,
প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি কখন
ধর্ম্ম-পথ ছে'ড়ে কভু অধর্ম্মের পথে
যাইব না এক পদ থাকিতে জীবন।"
নীরবিলা যোগী শ্রেষ্ঠ, নয়নে তাহার
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিঃ উঠিল ঝলিয়া,
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে কহিলা তাহারে
গুরুদেব, দোষী আমি ও পদ-রাজীবে
কোন্ অপরাধে?" যোগী সুগম্ভীর স্বরে
উত্তরিলা "কি বলিলে দোষী নও তুমি?
পাপিষ্ঠ তোমার সম কে আছে জগতে?
মোশ্লেম হইয়া তুমি অর্থ প্রলোভনে
ইশ্লামের পূত বক্ষে বিধর্ম্মীর প্রায়
করিতেছ পদাঘাত? ঘৃণা হয় মনে
স্মরিলে তোমার কথা, পরের ঐশ্বর্য্যে
কেন লোভ? সদরদ্দী কনিষ্ঠ তোমার;
তাহার অর্দ্ধাংশ কেন নাহি দেও তারে?
এ নীতি কাহার কাছে শিখিয়াছ তুমি?
পরধন লোষ্ট্রবৎ ভাবিবে সতত;

পরের টা নিতে নাই, মোস্লেম হইয়া
ইশ্লাম ধর্ম্মের বিধি কেন মূর্খ প্রায়
দলিছ চরণ তলে,—পাপ নহে ইথে ?
আজি হ'ক কালি হ'ক নিশ্চয় জানিও
সর্ব্বদর্শী বিধাতার সূক্ষ্ম সুবিচারে
দণ্ডিত হইবে তুমি, ভয় নাই মনে ?”
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় দাঁড়ায়ে নীরবে
নুরুদ্দীন, বাক্য তার সরিলনা মুখে।
পশ্চাৎ হইতে এসে দাঁড়ায়ে সম্মুখে
কহিলা সুধীর চন্দ্র অতি রুক্ষ ভাবে
“সদর কিছুই নহে এই সম্পত্তির ?
আপনার কথামত কেন দিবে তাঁরে ?
কে কখন দিয়া থাকে সম্পত্তি আপন
অপরে বণ্টন করি ? সমস্ত সম্পত্তি
নুরুদ্দীর, বদরদ্দী দিয়াছেন তারে।”
কহিলা ঘৃণার স্বরে তপস্বী প্রবর
“মন্দ নহে, কার ধন কেবা করে দান ?
বঙ্গের বিখ্যাত ধনী শ্রেষ্ঠ জমিদার
মহিউদ্দী, আজি কিনা অদৃষ্টের দোষে
প্রাণাধিক পুত্র তার পথের ভিখারী ?
কোন্ দোষে হতভাগা হইল বঞ্চিত
পিতৃধনে ? বদরদ্দী কোন্ নীতি বলে

পর ধন নিজ পুত্রে করেছেন দান ?
মৃত্যুকালে একটুকু হল নাকি ভয় ?
এখনোত ধর্ম্ম আছে, বিধাতার কাছে
কি উত্তর তিনি আহা দিবেন অন্তিমে ?
পাপ পুণ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে তুলিত
তুলা দণ্ডে ; কি আক্ষেপ, তিনি কি তখন
সর্ব্বদর্শী বিধাতার সুক্ষ্ম দৃষ্টি হ'তে
পারিবেন এড়াইতে ক্ষণেকের তরে ?
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা
প্রদানিয়া, যে পাতক করেছেন তিনি,
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার ; নরক-অনলে
হইবেন দগ্ধ তিনি নিজ কর্ম্মদোষে।
কার সাধ্য সে সময়ে রক্ষিতে তাহারে
বিধাতার বজ্রপ্রায় তীব্র কোপানলে ?
হা-মূর্খ, লোভের বশে কেন অন্ধপ্রায়
পড়েছ এ জ্বালাময় কূপের ভিতরে ?
আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রে করিয়া বঞ্চিত
পিতৃধনে, কোন্ লাভ হ'য়েছে তোমার
মৃত্যু পরে ?—ভাবিলে তা হৃদয় শিহরে।"
সদরদ্দী বাধা দিয়া কহিতে লাগিলা
পশ্চাৎ হইতে অতি বিনম্র বচনে
"নানা গুরুদেব, তিনি অতি পুণ্যবান

বিরত ছিলেন সদা পাপ অনুষ্ঠানে ;
অধর্ম্ম তাহার কাছে নাহি পেত স্থান,
তার মত মহাপ্রাণ কে আছে জগতে ?
পুত্র নির্ব্বিশেষে তিনি পালিতেন মোরে,
অর্দ্ধেক সম্পত্তি মোরে করেছেন দান,
এরা সব মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ঘোর।"
"মিথ্যা কথা" রুক্ষ ভাবে কহিলা স্থধীর
"এক কপর্দ্দক তিনি দেন নি তোমারে,
সমস্ত সম্পত্তি তিনি ক'রেছেন দান
নিজ পুত্রে !" যোগীবর কহিলা ঘৃণায়
"কোথা সেই দান পত্র দেখাও আমারে ?"
মুহূর্ত্তে সে দান পত্র দেখাইলা আনি
নরাধম ; সদরের নাম নাহি তাহে।
নুরুদ্দীন একমাত্র উত্তরাধিকারী
সমস্তের, সদরুদ্দী ঊর্দ্ধ দিকে চাহি
"হা-ঈশ্বর" ব'লে ভূমে বসিয়া পরিল !
ক্রোধ ভরে যোগীবর করিলা জিজ্ঞাসা
নুরুদ্দীরে, "অংশমত দিবে কি ছাড়িয়া
সদরের বিত্ত তুমি ? মরণের পূর্ব্বে
এক দিন বদরুদ্দী বলেছিলা মোরে
অর্দ্ধেক সম্পত্তি সে যে দান পত্র লি'খে
দিয়া যাবে ভ্রাতুষ্পুত্রে, জানিনা কেমনে

সে কথা ভুলিয়া কোন্ ষড়যন্ত্র মূলে
এ মিথ্যা উইল খানি হ'ল সম্পাদিত।
বিশেষতঃ ধর্ম্মমতে প্রাপ্য সদরের
অর্দ্ধেক, কেননা তাঁর পিতার সম্পত্তি,
মোহিউদ্দী বদরদ্দী দু-ই সহোদর
উভয়েই সমভাবে উত্তরাধিকারী ;
এ শেষ জিজ্ঞাসা মোর দিবে কি ছাড়িয়া
তাহার সম্পত্তি তারে ?   কহিলা নুরুদ্দী
মৃত্তিকার পানে চাহি বাঁধো বাঁধো স্বরে
"আমার সম্পত্তি আমি কেন দিব ছে'ড়ে ?"
রোষে ক্ষোভে যোগিবর উঠিলা জ্বলিয়া
অগ্নি প্রায়, ক্রোধ ভরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"ওরে মূর্খ, বুঝিলি নে ধর্ম্ম কারে বলে,
ধন-মদে মত্ত তুই, হিতাহিত জ্ঞান
নাহি তোর, জগদীশে গিয়াছিস্ ভু'লে ;
রছুলের কথা আর নাহি তোর মনে।
কোরাণের উপদেশ না মানিয়া মূঢ়
ধর্ম্মদ্রোহী মদ্যপায়ী চাটুকার দলে
মিশি তুই, আপনারে করিলি বিনাশ,
তোর মত নারকীয় পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
বোধ হয় কেহ আর নাহি ধরাতলে।
স্বর্গ ত দূরের কথা, তোর মত পাপী

সে পবিত্র স্থানে যে'তে পারেনা কখন ;
নরকেও স্থান তোর হইবেনা মূঢ়।
বিধাতার ক্রোধানলে হবি ভস্মীভূত
নরাধম, আপনার অদৃষ্টের দোষে।
পাপের কুহকে প'ড়ে ত্যজি ধর্ম্ম-পথ
মজিলি মজালি পাপি বংশ আপনার,
বংশে তোর বাতি দিতে থাকিবেনা কেহ"
দ্রুতবেগে যোগীবর করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, পাছে পাছে শিষ্য দুইজন
গেলা চলি। প্রকম্পিত করিয়া সে গৃহ
সুরুদ্দীন ক্রোধ ভরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"সদরদ্দি, তবস্থান নাহি মম গৃহে,
দারা সুত নিয়ে তুমি চ'লে যাও আজি,
নতুবা নিশ্চয় তব রবেনা সম্মান
এই স্থানে, যাও চলি, চাও যদি ভাল।"
মহাক্রোধে ভৃত্য বর্গে কহিলা ডাকিয়া
"যে জন সদরে স্থান দিবে মম গৃহে,
বেত্রাঘাতে পৃষ্ঠ তার বিদারিব আমি ;
এক মুষ্টি অন্ন কেহ দিওনা তাহারে ;
ভার্য্যা পুত্র সহ তারে দেও তাড়াইয়া
গৃহ হ'তে আজি এই নিশীথ সময়ে।"
সদর সজল নেত্রে কহিলা আবার

"এখনি যাইব, আমি থাকিবনা হেথা.
আপনার বাক্সে মম সহধর্ম্মিণীর
হীরকের গোপহার হীরক-বলয়
হীরকের সিতিপাটি, চিক, বাজুবন্দ
অনন্ত মেখলা মাক্রি মুকুতার মালা
আছে বদ্ধ, দয়া ক'রে দিন্ তা আমারে।"
ক্রুদ্ধ ভাবে নুরুদ্দীন কহিলা গর্জ্জিয়া
"দূর হ' পাষণ্ড, তোর কোথা অলঙ্কার ?
পথের ভিখারী তুই, ভার্য্যা তোর দাসী
মম গৃহে, কোথা পাবে হীরক-ভূষণ ?
এতদিন খেয়েছিস্ পরেছিস্ তোরা
মম গৃহে, সকলি তা' দিয়ে যা পাষণ্ড,:
অন্যথা জুতার চোটে ভেঙ্গে দিব পৃষ্ঠ
নিলর্জ্জ কুকুর, তুই চ'লে যা এখনি
মম গৃহ হ'তে, হেথা স্থান নাই তোর।"
বিনা বাক্যে সদরদ্দী করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, দ্রুতবেগে গেলা অন্তঃপুরে ;
দেখিলা গৃহিণী তার পুত্র কোলে ল'য়ে
কাঁদিতেছে ম্লান মুখে বসিয়া দুয়ারে।
সদরদ্দী স্নেহভরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"শুনেছ ত সব কথা ? যে'তে হবে আজ
অন্যস্থানে আমাদের এ বাড়ী ত্যজিয়া।

শিব-মন্দির।

এ বাড়ীতে আমাদের নাহি অধিকার,
আমরা কিছুই নহি, সমস্ত সম্পত্তি
মুরুদ্দীর, "দান-পত্র' লেখা তারি নামে।
তিলমাত্র দুঃখ মম নাহি এ হৃদয়ে,
সমগ্র বিশ্বের মাঝে চারি হস্ত ভূমি
পাবনা কি প্রিয়ে হায় নিবসিতে মোরা ?
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে কত জীব জন্তু
নিবসিছে কত স্থানে, কে কোথা র'য়েছে
অনাহারে ? এ জগতে সমস্ত জীবের
আহার্য্য সতত তিনি দিতেছেন সবে।
জন্ম না হইতে তিনি জননীর স্তনে
দেন দুগ্ধ, তার মত কে দয়ালু ভবে ?
ভূধরে গহ্বরে কিংবা সাগরের তলে,
অথবা অনলপূর্ণ মরুভূ মাঝারে
আছে যারা, তারা ও কি দিনেকের তরে
না খে'য়ে রয়েছে কভু অবনী মাঝারে ?
যে ঈশ্বর আমাদেরে করেছে সৃজন,
সে ঈশ্বর দিবা নিশি আমাদেরি তরে
কত খাদ্য কত ফল রে'খেছে সাজা'য়ে
গাছে গাছে, নানা স্থানে কাননে ভূধরে।
তবে আর কোন্ চিন্তা ? স্মর জগদীশে,
কি কাজ থাকিয়া এই নরক আবাসে ?

চল মোরা যাই চ'লে, উপায় মোদের
করিবেন জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা যিনি।”
“কোথা যাব প্রিয়তম” কঁহিলা কাঁদিয়া
হালিমন “আমাদের কে আছে সংসারে ?
সদরদ্দী ঊর্দ্ধ দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে
দেখাইয়া উত্তরিলা সজল নয়নে
“জগদীশ আমাদের আছে ধরা পরে।”
ক্ষণ পরে ম্লান মুখে কহিলা হাসিয়া
“যে দিকে নয়ন যায় যাইব সে দিকে,
জগদীশ রক্ষিবেন সহস্র বিপদে।”
সে হাসির অর্থ বিশ্বে কে পারে বুঝিতে ?
নহে সে প্রেমের হাসি প্রাণ মন হরা
সে হাসি বিষাদ মাখা হা হুতাশ ভরা,
শোক দুঃখ অশ্রু-ধারা আকুলতা ব্যথা
সে হাসির স্তরে স্তরে রয়েছে নিহিত ;
সে হাসি বর্ষণ করে তীব্র হুতাশন
মানবের মর্ম্মে মর্ম্মে, নিরখি সে হাসি
অভাগিনী হালিমন উঠিলা শিহরি।
বসন্তকালের স্নিগ্ধ প্রভাতের মত
ছিল যে মুখের শোভা, আজি তা বিষাদে
নিদাঘ কালের যেন মধ্যাহ্ন ভীষণ !
সদরের হস্তে ধরি কহিলা হালিমা

"এ তমিস্রা রজনীতে কোথায় যাইব
প্রাণনাথ, আজি থাক, কালি যাব প্রাতে।"
"না হালিমা আজি যাব" কহিলা সদর
সবিষাদে "নুরুদ্দীন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
মদ্যপায়ী, আচরণ বিধর্ম্মীর মত ;
তার এ বাড়ীতে আর থাকিব না মোরা
এক দণ্ড, আজি চল, ভিখারীর কাছে
সুখ দুঃখ দিবা নিশি সকলি সমান।
দরিদ্র ভিখারী মোরা, সহায় মোদের
জগদীশ, আমাদের কোন্ চিন্তা ভবে ?
ভু'লেছ কি তুমি সেই ধর্ম্ম-উপদেশ

"চোয়াহাঙ্গ্ রফ্তান্ কোনাদ্ জানে পাক্,
চেবার তখ্তে মরদান্ চেবার রুইয়ে খাক্।

"না নাথ তা ভুলি নেই সব মনে আছে"
কহিলা বিষণ্ণ হৃদে হালিমা দুঃখিনী
"হ'ক তিনি মহাপাপী পিশাচ অধম
তবু তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পূজনীয় তব,
তার প্রতি এত ক্রোধ সাজেনা তোমার।

---

* ভাবার্থ

কি পার্থক্য মৃত্যুকালে রত্ন-সিংহাসনে,
কোমল শয্যায় স্নিগ্ধ কুসুমের স্তরে।
অথবা বিটপী তলে নির্জ্জন কাননে
দরিদ্র ভিক্ষুক বেশে মৃত্তিকার পরে।

করিলে তাহার নিন্দা পাপী হ'ব মোরা,
বিধাতার কোপানলে হইব পতিত
প্রিয়তম, হেন কথা আনিও না মুখে
তাহারি চরণ-রেণু ধরিয়া মস্তকে
পবিত্র করিব এই নশ্বর জীবন।
অতএব আজি থাক নিশি অবসানে
স্মরিয়া বিভুর নাম কালি যাব মোরা।"
নীরবিলা হালিমন, নীরবে সদর
রহিলা বসিয়া, মুখ মলিন গম্ভীর ;
হৃদি মাঝে বিষাদের তরঙ্গ তুমুল
বহিতে লাগিল, কত অতীতের স্মৃতি
উঠিল জাগিয়া প্রাণে, হালিমা দুঃখিনী
জিজ্ঞাসিলা সুধাস্বরে "খেয়েছ কি কিছু
প্রিয়তম ?" "কিছু নহে" কহিলা সদর,
"গুরু-পত্নী বলেছিলা খাইতে আমারে,
খাইনি কিছুই আমি, তুমিও জানিছ
উভয়ে নিরন্ন ছিলে, স্মরিয়া সে কথা
প্রাণের ভিতরে মোর তীব্র হুতাশন ;
কেমনে খাইব প্রিয়ে, প্রাণে বড় ব্যথা
সহিতে পারিনে সেই যাতনা ভীষণ !
মৃত্যুই এখন শুধু কামনা আমার ;
তোমাদের কষ্ট দেখে হৃদয় আমার

শতধা ফাটিয়া যায়, স্বামী হ'য়ে আমি
না পারিনু বিদূরিতে দুঃখ তোমাদের
প্রাণময়ি, বৃথা মোর মানব জনম।"
ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল
শতধারে, সদরের কাতর নয়নে।
অভাগা মলিন মুখে জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
"খেয়েছ কি তুমি কিছু?" হালিমা নীরব;
আবার সদর তারে করিলা জিজ্ঞাসা,
অভাগিনী অধঃমুখে রহিলা বসিয়া।
হালিমার হস্তে ধরি সস্নেহে সদর
সুধাইলা "বলিলে না খে'য়েছ কি তুমি?"
"কে আমারে খে'তে দিবে হেথা প্রিয়তম?"
উত্তরিলা ম্লান মুখে হালিমা দুঃখিনী।
আবার সদর তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"আনিছদ্দী কি খেয়েছে?" উত্তরিলা বামা
"কি খাইবে? কিছু নহে উপবাস আজি।"
"সকলেই উপবাস?" কহিলা সদর
আনমনে, হৃদে যেন সহস্র বৃশ্চিক
একত্র দংশিল তার, সজল নয়নে
ঊর্দ্ধদিকে চাহি যুবা কহিলা কাতরে
হা বিধাতঃ কেন মোরে রে'খেছ জীবিত
এ জগতে? লোকে বলে দয়াময় তুমি,

এই কি তোমার দয়া কচি শিশু পরে ?
বিপদ ভঞ্জন তুমি, স্মরিলে তোমারে
মানবের শোক তাপ হয় বিদূরিত ;
কোন্ পাপে দয়াময় এ কচি শিশুর
এই দণ্ড ? সে ত নাথ কিছু নাহি জানে ?
নিষ্পাপ শিশুর প্রতি এ দারুণ কোপ
কেন বিধি ? ক্ষমাকর, দয়াময় তুমি।"
সদরদ্দী ভগ্ন প্রাণে কাঁদিতে লাগিলা,
হালিমা ও ম্লান মুখে রাখিয়া মস্তক
স্বামী বুকে, শোকে দুঃখে কাঁদিতে লাগিলা ;
উভয়ের অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর ঝরি
নীরবে অজস্র ধারে মিশিতে লাগিল
এক সনে,—কি পবিত্র প্রেম-সম্মিলন !
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যেন যুগ যুগান্তের
কিযে এক মর্ম্মব্যাথা লইয়া হৃদয়ে
মিশিল যাইয়া মহা প্রাণের আবেগে।
স্বামী ভার্য্যা উভয়েই দারুণ ব্যথায়
নিরন্ন শিশুটী হায় লইয়া হৃদয়ে
ভগ্ন প্রাণে অনশনে সজল নয়নে
সমাপিলা আজি এই ঈদ মহোৎসব

প্রভাতে হালিমা সেই শিশু ক্রোড়ে করি
স্বামী সনে, গৃহ হ'তে হইলা বাহির

পদব্রজে, দেহ তার কাঁপিতে লাগিল
অনাহারে, সকলেই আসিলা তখন
সিংহ দ্বারে ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে।
বঙ্গের সে সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জমিদার
মোহিউদ্দী, ধনে জনে যার সমতুল
কেহই ছিল না বঙ্গে,—তারি পুত্র বধূ,
মনুষ্য ত অসম্ভব, জীবনে কখন
চন্দ্র সূর্য্য যার মুখ পারে নি দেখিতে,
আজি সে হালিমা সতী ভিখারিণী প্রায়
পতি পুত্র সঙ্গে নিয়ে হইলা বাহির
পদব্রজে, ভাগ্য লিপি কে পারে খণ্ডাতে ?
নুরুদ্দীন ছিলা তথা, সজল নয়নে
হালিমা প্রণমি তারে, লইলা মস্তকে
চরণের ধূলি তার, আনিছ্ ও তখনি
পিতৃব্যের পদধূলি লইলা মস্তকে।
সদর সজল নেত্রে চরণে তাহার
প্রণমিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিলা নীরবে।
পৈতৃক সৌধের দিকে দেখি এক বার
চলিলা সে তথা হ'তে, হৃদয়ে তাহার
শোকের ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল।
হালিমা ও ক্রোড়ে নিয়া সেই শিশুটিরে
শোকে দুঃখে ম্লান মুখে ভিখারিণী প্রায়

সদরের পাছে পাছে চলিলা বিষাদে।
পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু নর নারী
নিরখি এ শোক দৃশ্য সজল নয়নে
ফেলিলা নিশ্বাস দীর্ঘ ; বসি বৃক্ষ চূড়ে
আরণ্য কুক্কুট এক কহিল চিৎকারি
"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে অচিরে।"

চতুর্থ সর্গ।

[ঢাকা—রমনা ; সদরুদ্দীনের পর্ণ কুটীর]

রমনার এক প্রান্তে কাননের মাঝে,
গোরস্থান সন্নিকটে মস্‌জিদের পাছে
পথি পার্শ্বে, পুরাতন জীর্ণ সরোবর
সুশোভিত রাশি রাশি কুমুদ কহ্লারে।
অদূরে অশ্বত্থবৃক্ষ সমুন্নত শিরে
প্রসারিয়া দীর্ঘ বাহু শোভিছে সুন্দর
ছত্রাকারে, নিম্নে শ্যাম দূর্ব্বা সুশোভিত
ছায়াময়ী বনভূমি, পল্লব আঁধারে
নানা-জাতি বিহঙ্গম কূজিছে মধুরে।
অপরাহ্ণ ; দিনমণি পশ্চিম গগনে
প'ড়েছে ঢলিয়া, ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ
সঞ্চরিছে শীতলিয়া জগৎ জীবন।
অশ্বত্থের নিম্নদেশে ইষ্টক-নির্ম্মিত
একটি সমাধি, কত সুরভি কুসুম
প্রস্ফুটিত চারি ধারে, নয়ন রঞ্জন।
নিবিড় নির্জ্জন স্থান, মনুষ্য-বসতি
দূরে দূরে, নাহি হেথা জন কোলাহল ;
পথি পার্শ্বে কৃষ্ণচূড়া শোভিছে সুন্দর
লোহিত মুকুট পরি ভুলাতে পথিকে।

অদূরে মস্‌জিদ, অই সরসী সম্মুখে
অতি সুশ্রী, প্রতিদিন মোশ্লেম নিচয়
আসি হেথা, বিধাতার করে উপাসনা
পঞ্চবার ; সম্মুখের প্রশস্ত চত্বর
মুখরিত অবিরত কোরাণের শ্লোকে !
মস্‌জিদের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র এক গৃহে
এক জন মোয়াল্লেম নিবসিছে সুখে।
মস্‌জিদ সম্মুখে এক ক্ষুদ্র উপবন
সুশোভিত রাশি রাশি সুরভি কুসুমে।
স্থানে স্থানে কেয়ারির অতি সন্নিকটে
শ্রেণীবদ্ধ তৃণগুলি মরি কি সুন্দর
সুশোভিত রক্ত নীল কুসুম-স্তবকে।
একটি সুদীর্ঘ পথ চুম্বিয়া সে কুঞ্জ
গিয়াছে অনেক দূর, সেই পথ ধারে
এক পান্থশালা, পার্শ্বে একটি বিটপী
ছত্রাকারে, সুশোভিত আরণ্য কুসুমে।
বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য রয়েছে সজ্জিত
স্তরে স্তরে, সেই ক্ষুদ্র বিপণী ভিতরে।
সম্মুখে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র অতি পরিষ্কার ;
একটী তুলশী বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর
এক পার্শ্বে ; নানাবিধ কুসুমিত তরু
প্রাঙ্গণের প্রান্তদেশে, পুষ্প রাশি রাশি

রয়েছে ফুটিয়া সেই তরু শিরে শিরে
বিতরি সৌরভ-সুধা-মলয় সমীরে।
বিপণী পশ্চাতে মরি বহু সহকার
ঘন ঘনাকারে, কত পনস পেয়ারা
রহিয়াছে সেই স্থানে শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে প্রেম সম্মিলনে।
প্রত্যহ পথিক কত আসি এই স্থানে
নিবারে অসুখ ক্লান্তি পথ-পর্য্যটনে।
অদূরে দরিদ্র এক কৃষকের বাড়ী
পথি পার্শ্বে, হেরিলে সে কৃষক পত্নীরে
ক্ষণ তরে, বোধ হয় দরিদ্রতা যেন
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে হায় নিবসে এখানে।
সরোবর সন্নিধানে অশ্বত্থের পাশে

ইষ্টক-নির্ম্মিত এক সমাধি সম্মুখে
ক্ষুদ্র এক পর্ণ গৃহ, একটি যুবতী
প্রীতিময়ী, ক্রোড়ে নিয়া একটি সন্তান
বসে আছে ক্ষুণ্ণ প্রাণে সেই গৃহ দ্বারে।
অনশনে রমণীর বিশুষ্ক বদন,
নাহি হাসি, নাহি তাহে ফুটন্ত লাবণ্য
প্রভাময়, মেঘে ঢাকা যেন নিশামণি।
অনাহারে ক্রোড়স্থিত অভাগা বালক

মৃত প্রায়, বাক্য তার নাহি সরে মুখে ;
দুঃখিনী জননী তার ব্যথিত হৃদয়ে
চাহিয়া পুত্রের পানে কাঁদিছে নীরবে ;
দুঃখিনীর হৃদি মাঝে ঝটিকা তুমুল
বহিছে, ভাবিছে হৃদে কোন অপরাধে
জগদীশ, এত কষ্ট লিখিয়াছ ভালে ?
মানিলাম এ জগতে মহাপাপী মোরা,
তোমার পবিত্র আজ্ঞা হয়ত কখন
না মানিয়া মহাপাপে হ'য়েছি পতিত ;
তাই এত রুষ্ট তুমি আমাদের পরে ;
সেই পাপে এই দণ্ড, কিন্তু তব দ্বারে
এ কচি শিশুটি হায় কোন্ পাপে পাপী ?
সে কেন এমনি ভাবে মরে অনাহারে ?
নাহি কি করুণা কণা তব ও হৃদয়ে
জগদীশ ? লোকে বলে দয়াময় তুমি,
এই কি তোমার দয়া কচি শিশু পরে ?
হেন কালে তন্দ্রা হ'তে জাগিল বালক
ক্ষুধাক্লিষ্ট, মুখ খানি বিশুষ্ক মলিন,
কাতরে সজল নেত্রে কহিল মায়েরে
"বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা, সহিতে না পারি
এবে আর, বাবা বুঝি আসেনি এখন ?"
"এখনো আসেনি বাছা" কহিলা জননী

"আর কিছুকাল বাবা থাক কষ্ট ক'রে,
দুঃখের কপাল তোর কি করিব মোরা
এখনি জনক তোর আসিবে ফিরিয়া
চাল নিয়ে, সে আসিলে দিব তা' রাঁধিয়া ;
ঘরে ত তণ্ডুল নেই, থাকিলে এখনি
দিতাম রাঁধিয়া বাছা, কি করিব আমি ?
ভিখারিণী গর্ভে তুই লভিয়া জনম
হয়েছিস্ মহাপাপী ; বর্ষাধিক গত
এই ভাবে কত কষ্টে যে'তেছে জীবন
অনাহারে, অনম্বরে শীত গ্রীষ্মে বাছা
বেঁচে আছি, তবু হায় হয় না মরণ।
ভূষণ তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল
বাঁধা দিয়ে, বিক্রী ক'রে একে একে সব
হারা'য়েছি, এবে আর কিছু নাই ঘরে।
বাবা তোর গেছে বাছা গুবাক বেঁচিতে
কিছু দূরে, সবি মোর অদৃষ্টের লিপি,
রাজপুত্র হ'য়ে তার এ ঘোর দুর্দ্দশা
দেখে হায় আমার এ বুক ফেটে যায়।"
আঁচলে জননী তার মুছিলা নয়ন।
নীরবে মলিন মুখে মুদিলা বালক্
আঁখি দ্বয়, গণ্ড বেয়ে পড়িল ঝরিয়া
অশ্রুধারা, তার সেই কাতর নয়নে।

ক্ষণ পরে আঁখি মে'লে কহিল বালক
কাতরে মলিন মুখে "দে মা কিছু জল
পেট ভ'রে করি পান, ক্ষুধার উদর
জ্বলে যায়, জল খে'য়ে ঘুমাব এখনি।
জননী সজল নেত্রে দিলা আনি জল,
খে'য়ে তাহা ক্লিষ্ট শিশু জননীর কোলে
পড়িল ঘুমায়ে ধীরে ঘোর অবসাদে।

পতি-পথ পানে চেয়ে জননী তাহার
রহিলা বসিয়া, দিবা দেখিতে দেখিতে
হ'ল অবসান, ভানু ডুবিল অম্বরে!
আইল গোধূলি, তারা ফুটিল গগনে
হীরকের পুষ্প প্রায় থরে থরে থরে।
সন্ধ্যাদেবী ধীর পদে আইল ভুবনে
সাজাইয়া শ্যাম দেহ সুনীল অম্বরে।
পাখীগুলি ঝাকে ঝাকে ফিরিল কুলায়
করি ঘোর কলরব; রাখাল নিকর
ফিরিল গোপাল ল'য়ে ক্লান্ত কলেবরে
ধীরে ধীরে; সন্ধ্যা-বাতী উঠিল জ্বলিয়া
বিপণী ভিতরে, সেই পান্থশালা ঘরে।
অভাগিনী ক্রোড়ে করি সেই শিশুটিরে
নীরবে কুটীর দ্বারে রহিলা বসিয়া

অন্ধকারে, বহুক্ষণ হইল অতীত
এই ভাবে, পতি তার ফিরিলা আলয়ে
কিছু পরে, জিজ্ঞাসিলা সাদরে তাহারে
ধরি হস্ত "হালিমন্, এখনো আঁধারে
বসি হেথা ? ভয় নাই তোমার হৃদয়ে ?
হাসিয়া বিশুষ্ক হাসি কহিলা কাতরে
হালিমন "কার ভয় ?—তোমারি আশায়
বসে আছি প্রাণনাথ কুটীরের দ্বারে।
অভাগা শিশুটী মোর ক্ষুধার জ্বালায়
মৃত প্রায়, মা হইয়া কেমনে সহিব
এ যন্ত্রণা ?—সেই দুঃখে ফেটে যায় হৃদি।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা যুবক
"হালিমন, জগদীশে সঁপে দেও প্রাণ,
মঙ্গল আকর তিনি, অবশ্য মোদের
করিবেন একদিন মঙ্গল বিধান।
বৃথা কেন দিবানিশি করিয়া ভাবনা
ক্ষয়িতেছে প্রাণময়ি দেহ আপনার ?
কি হবে ভাবিলে বল ?—ভে'ব না'ক আর
আমাদের ভাবনায় কোন্ ফল হবে ?
বিপদ্ ভঞ্জন যিনি,—এ বিশ্ব মাঝারে
সবারি মঙ্গল তিনি করেন বিধান ?
দীন বল, ধনী বল ভূচর খেচর

অসংখ্য পতঙ্গ কীট কত পশু পাখী,
তাহারি করুণা-কণা লভিয়া সকলে
জলে স্থলে করিতেছে জীবন ধারণ।
তাহারি পবিত্র করে সঁপে দেও প্রিয়ে
আনিছে, অবশ্য তিনি সংসার সাগরে
সহস্র বিপদে তারে করিবে রক্ষণ।
কোন স্থানে কিছু আজি মিলিল না প্রিয়ে,
সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত এ শরীর ;
এস ঘরে, দেও ক্রোড়ে আনিছে আমার,
জ্বাল দীপ।" উত্তরিলা হালিমা দুঃখিনী
"তৈল নাই, দীপ আমি জ্বালিব কেমনে ?"
যুবক কহিলা পুনঃ অতি ক্ষীণ স্বরে
"হা বিধাত ; সদরের এই ছিল ভালে ?
গুবাক বেঁচিয়া মাত্র দুটি তাম্র মুদ্রা
পাইয়াছি, তাই দিয়া এনেছি তণ্ডুল
এই নেও, রান্না করে দেও আনিছেরে ;
আমি খাইবনা আজি, তোমরা দুজন
কোন মতে ক্ষুধা এতে কর নিবারণ,
দেখি, বিধি কি লিখেছে কালি মোর ভালে।
হালিমা তখনি অন্ন দিলা আনি রেঁধে
সযতনে পুত্র আর স্বামী সন্নিধানে ;
কহিলা "প্রদীপ নেই, আঁধারে বসিয়া

কেমনে খাইবে হেথা, উঠানে যাইয়া
খে'য়ে এ'স।" সদরদ্দী কহিলা আনিছে
"যাও বাবা খে'য়ে এ'স বসি চন্দ্র-করে।"
ক্ষুধা ক্লিষ্ট আনিছদ্দী করিল ভোজন
চন্দ্রের আলোতে যে'য়ে বসিয়া দুয়ারে।
পুত্রের আহার অন্তে কহিলা সদর
হালিমারে "এই নেও ভুক্ত অবশিষ্ট
অন্ন দুটো, খেয়ে তুমি কর নিবারণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা।" হালিমন পতি পানে চাহি
উত্তরিলা "ক্ষুধা নাই খাইব কেমনে?
খে'লে যে অসুখ হবে, তুমি খাও নাথ,
আমি আজ খাইব না।" কহিলা সদর
"না হালিমা আজ আমি পারিব না খে'তে।
নিতি নিতি খাই আমি, রাখিয়া তোমারে
অনাহারে, আজ তুমি খাও প্রিয়তমে।"
সদরদ্দী হস্ত তার করিয়া ধারণ
কহিলা আদর করি সজল নয়নে
"অনশনে দিন দিন শরীর তোমার
ক্রমেই হতেছে ক্ষীণ, কমলের মত
মুখ খানি আজি তব হ'য়েছে মলিন।
প্রতিদিন এই ভাবে অনাহারে থাকি
কেমনে বাঁচিবে তুমি? নিজে না খাইয়া

সব অন্ন তুমি মোরে করাও ভোজন।
হতভাগা স্বামী আমি পশুর অধম ;
নতুবা তোমারে সদা রাখি অনাহারে
কোন্ প্রাণে করি আমি উদর পূরণ ?"
উত্তরিলা হালিমন সজল নয়নে
"প্রাণেশ্বর ? তুমি মোর আরাধ্য দেবতা
এ জগতে, তব মুখে বিষাদের ছায়া
নিরখিলে, স্বর্গ মোর নরক সমান।
তব মুখে হাসি-রেখা হেরিলে বারেক
জীবনের শোক দুঃখ ভুলে যাই আমি ;
অশেষ যন্ত্রণা ময় নরক ভীষণ
স্বর্গ সম বোধ হয় আমার নিকটে।
আশীর্ব্বাদ কর নাথ, যেন এই ভাবে
তোমার চরণ সেবি যায় এ জীবন ;
আবার মৃত্যুর পর, পতি রূপে তোমা
পাই যেন প্রাণনাথ ত্রিদশ আলয়ে।"
সদর সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
"সতী তুমি, তব আশা অবশ্য পূরিবে।"
দুঃখিনী হালিমা হায় কাতর নয়নে
সদরের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।
মুগ্ধ যুবা বক্ষ পাশে লইলা টানিয়া
হালিমারে, অভাগিনী রাখিয়া মস্তক

পতি বক্ষে, কণ্ঠ তার করিলা ধারণ ;
সদর ব্যাকুল ভাবে প্রাণের আবেগে
করিলা কপোলে তার একটি চুম্বন।
দুঃখিনীর নেত্র হ'তে প্রেম-অশ্রু ধারা
সুবর্ণ কপোল বেয়ে ঝরিতে লাগিল
মুক্তাপ্রায়,—প্রভাতের স্বর্ণ-শতদলে
নিশির শিশির যথা বালার্ক চুম্বনে।
উভয়ে নীরব, যেন প্রস্তর মূরতি,
একটিও বাক্য আর সরিল না মুখে
উভয়েই আত্মহারা, সে নীরব ভাষা
উভয়ের সুখ দুঃখ স্নেহ ভালবাসা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মরি করিল জ্ঞাপন।
এই ভাবে কিছুক্ষণ হইলে অতীত,
নিদ্রোত্থিত প্রায় যুবা লভিয়া চেতনা
কহিলা "হালিমা. উঠ খাও কিছু এবে,
রজনী দ্বিযামা প্রায়, আর কত ক্ষণ
হেন ভাবে তুমি আহা রহিবে বসিয়া ?"
"খাইব না প্রাণেশ্বর, ক্ষুধা নাই মোর"
উত্তরিলা হালিমন, সে কণ্ঠ মধুর
বীণার নিক্কণ প্রায় উঠিল বাজিয়া
যুবকের কর্ণে, সুধা করিয়া বর্ষণ।
অন্নগুলি সদরদ্দী হালিমারে দিয়া

ভোজনার্থে, বহুক্ষণ সাধিলা তাহারে ;
তথাপি একটী অন্ন ছুইল না বামা ।
কত যে মাথার দিব্য দিয়া সে দুঃখিনী
দিলা সেই অন্ন গুলি সদ্দরের পাতে।
তথাপিও সদরদ্দী হ'ল না স্বীকৃত
এক মুষ্টি অন্ন আহা করিতে গ্রহণ।
হালিমাও ছাড়িল না চরণ যুগল
ধরিল জড়ায়ে তার, অগত্যা যুবক
বহুসাধনার পর বিষণ্ণ হৃদয়ে
অনিচ্ছায় অর্দ্ধ পেট করিলা ভোজন,
ভুক্তঅবশিষ্ট অন্ন বামার সম্মুখে
স্থাপিয়া, সাধিলা তারে করিতে গ্রহণ।
হালিমাও অনিচ্ছায় করিলা ভোজন
কিছু অন্ন, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দুঃখিনী
রাখিলা পুত্রের তরে, প্রভাতে উঠিয়া
খাইবে সে, ভোজনান্তে পতি পদ সেবি
অভাগিনী, ক্লান্ত দেহে করিলা শয়ন।
উষার বাতাস লাগি স্বপন আবেশে
প্রত্যেক নিশ্বাস তার লুটিয়া লুটিয়া
পতি পদতলে আহা জনমের মত
জানাইল হৃদয়ের গভীর বেদন।

পঞ্চম সর্গ।

[ঢাকা-ফুলবাড়িয়া *; শৈলেন্দ্র বাবুর প্রসাদ]

দেবী না মানবী ?

সুবৃহৎ সৌধ শ্রেণী নয়ন রঞ্জন,—
—শোভিছে বিবিধ বর্ণে, সমুন্নত শিরে
আপন গৌরব গাথা করি বিঘোষণ !
কোথা বা শয়ন-কক্ষ সজ্জিত সুন্দর
বিবিধ দেশীয় চিত্রে, কোথা স্নানাগার,
পান্থশালা, বিদ্যাগার, দেবতা মন্দির
স্থাপিত চামুণ্ডা-মূর্ত্তি অভ্যন্তরে তার।
পূজারী ব্রাহ্মণ এক নানাবিধ দ্রব্যে
পূজিছে প্রত্যহ, কাঁশী ঘণ্টা করতাল
হইছে বাদিত তথা সায়াহ্ন প্রভাতে।
অদূরে মন্দির শ্রেণী সজ্জিত সুন্দর
বহু দেব দেবী চিত্রে নয়ন রঞ্জন !—

---

* ঢাকা রেল ষ্টেশনের পশ্চিম এবং রমনার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের বিস্তৃত স্থানটিই ফুলবাড়িয়া নামে খ্যাত। এই স্থানে এখন অনেক বাগান ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং রেল লাইনটিও ইহা ভেদ করিয়া কুর্ম্মিটোলা অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

—অভ্যন্তরে বহু কক্ষ খচিত সুন্দর
বিবিধ প্রস্তর পুঞ্জে, শীর্ষ দেশে মরি
উঠিয়াছে বহু চূড়া ভেদিয়া গগন।
পার্শ্বে কুসুমিত কুঞ্জ, কত পুষ্প-তরু
শ্রেণী মত, সুশোভিত বিবিধ কুসুমে।
কোথা বা কৃত্রিম উৎস ঝর ঝর ঝর
ঝরিছে—প্রক্ষিপ্ত জল ভানুর কিরণে
করিতেছে ঝল মল ; কোথা বা সরসী
সুশোভিত মনোহর কুমুদ কহ্লারে।
কোথা বা ফলের বৃক্ষ সমুন্নত শিরে
দাঁড়াইয়া পরস্পর স্নেহ আলিঙ্গনে
চির বদ্ধ, নিম্নে স্নিগ্ধ ছায়াময়ী ভূমি
মনোহর, শাখে শাখে শোভিছে সুন্দর
বিবিধ বরণ দোলা, বালক বালিকা
খেলিছে সে দোলা পরে নয়ন রঞ্জন।
পাপিয়া বুল্‌বুল্ শ্যামা দয়েলা কোয়েলা
বর্ষিছে পীযূষ ধারা সে কুঞ্জ কাননে।
নিকুঞ্জের এক পার্শ্বে একটি প্রাসাদ
অনুপম, কক্ষ তার অতি সুসজ্জিত
নানা বর্ণ মনোহর ঝাড় ও ফানসে।
প্রাচীরে বিবিধ চিত্র, হেরিলে মুহূর্ত্ত
ইন্দ্রপুরী ব'লে মরি ভ্রম হয় মনে।

একটি যুবক, বর্ণ অতি সমুজ্জ্বল,
উপবিষ্ট কক্ষ মাঝে ফরাসের পরে।
পার্শ্বদেশে অতি বৃদ্ধ দেওয়ান তাহার
(হস্তে তার জপ-মালা, সুগন্ধি চন্দনে
রাধা কৃষ্ণ নাম লেখা ভূজে ও ললাটে)
আলাপিছে নানা কথা যুবকের সনে।
হেন কালে যুবা এক প্রবেশিয়া গৃহে
ফরাসের এক কোণে বসিলা নীরবে।
দেওয়ান বিরক্ত হ'য়ে কহিলা তাঁহারে
"সদরদ্দি, কি করিলে নির্ব্বোধের মত ?
অপবিত্র করিলে যে গৃহ আমাদের,
হিন্দু মোরা, আমাদের পবিত্র শয্যায়
মোস্লেম হইয়া তুমি বসিলে কেমনে ?
মুহূর্ত্তে ভৃত্যেরে ডাকি কহিলা দেওয়ান
"ফে'লেদে হুকার জল, মোস্লেম পরশে
সকলি হ'য়েছে নষ্ট, পৃথক আসন
আছে হেথা, কক্ষ মাঝে মোস্লেমের তরে ;
না জানিয়া এ ফরাসে বসেছে সদর।"
সদরের পানে চে'য়ে কহিলা আবার
"কি জন্য এসেছ তুমি ?" উত্তরিলা যুবা
অতি কষ্টে, অশ্রুজল মুছিয়া বসনে
"শৈলেন্দ্র বাবুর কাছে চাকরীর আশে

আসিয়াছি, তিনি মোর ভ্রাতার সমান,
মম জনকের বন্ধু পিতৃ দেব তার,
সে কথা জানেন তিনি, নুরুদ্দীন মোরে
করেছে বঞ্চিত বহু চক্রান্ত করিয়া
আমার পৈতৃক ধনে, তাই আসিয়াছি,
যদি তিনি দয়া ক'রে মম এ বিপদে
একটি চাকরী দিয়ে আশ্রয় প্রদান
করেন আমায়, আমি কৃতজ্ঞতা পাশে
র'ব বদ্ধ চিরকাল।" মুহূর্ত্তেক পরে
দেওয়ান কহিলা তারে "তুমি মুসল্‌মান,
মোরা হিন্দু, ভে'বে দেখ, কেমনে বসিব
তব সাথে ছু'য়ে ছু'য়ে এক শয্যা পরে ?
মোশ্লেম নিকৃষ্ট জাতি, তাদের পরশে
আমাদের গৃহ শয্যা সব অপবিত্র
হয় ভাই, স্নান বিধি ছুইলে মোশ্লেমে।
কেমনে চাকর মোরা রাখিব তোমারে ?
তোমারে চাকর রাখা ঘোর অসুবিধা
আমাদের, অতএব চেষ্টা কর যে'য়ে
অন্য স্থানে, মনোবাঞ্ছা পূরিবে তোমার।
কহিলা শৈলেন্দ্র বাবু গম্ভীর বদনে
"ভাওয়ালে গাজির ঘরে যাও যদি তুমি,
সেই স্থানে বোধ হয় সুবিধা তোমার

হ'তে পারে, মুসল্‌মান ভূস্বামীর কাছে।
হিন্দু জমিদার গৃহে চাকরী তোমার
যুটিবেনা, এই স্থানে বৃথা আসা তব।"
পাঁচটি রজত-মুদ্রা প্রদানিয়া তারে
কহিলা শৈলেন্দ্র বাবু "এই নেও ভাই,
ইহাপেক্ষা বেশী দিতে অসাধ্য আমার।
সদর সজল নেত্রে ফিরাইয়া তাহা
কহিলা "ভিক্ষার জন্য আসি নাই আমি।
মুহূর্ত্তেকে উঠিয়া সে করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে। ভৃত্য বৃন্দে ডাকিয়া দেওয়ান
কহিলা গম্ভীর ভাবে "মোশ্লেম পরশে
ঘোর অপবিত্র আজি হ'য়েছে এ গৃহ;
তোমরা এসব আজি করি প্রক্ষালন
ভালরূপে, গৃহ দ্বারে দেও ছিটাইয়া
গোময়, দণ্ডেক পরে আমরাও যাব
স্নানার্থে, নতুবা লক্ষ্মী হবে অন্তর্দ্ধান।
মোশ্লেম অস্পৃশ্য জাতি, ছায়া পাড়াইলে
স্নান বিধি, সদরদ্দী হেথা এসে আজ
সকলি করেছে নষ্ট।" সহসা তখনি
অন্তঃপুর হ'তে এ'সে দাসী একজন
শৈলেন্দ্র বাবুর কাছে কহিল সম্ভ্রমে
"গিন্নি মাতা আপনারে ডে'কেছে এখনি।"

নীরবে শৈলেন্দ্র বাবু উঠিয়া তখন
গেলা চলি অন্তঃপুরে, দেখিলা অলিন্দে
হৈমবতী * উপবিষ্টা এক রৌপ্যাসনে
রাজেন্দ্রানী প্রায়, বামা কহিলা স্বামীরে
"আর্য্য পুত্র, এ কেমন ব্যবহার তব ?
বঙ্গের সে সুবিখ্যাত, ভূস্বামী প্রধান
মোহিউদ্দী, বঙ্গ দেশে কে না চিনে তারে ?
তারি পুত্র সদরদ্দী ভ্রাতার চক্রান্তে
হারাইয়া ধন রত্ন, ভিখারীর বেশে
এসেছিল আজি হেথা চাকরীর তরে,
তুমি তারে একটিও স্নেহ সম্ভাষণে
তোষ নেই, অধিকন্তু দেওয়ান তোমার
বিনা দোষে অপমান করেছে তাহারে।
আমিত সকলি জানি, সেদিন সে ভণ্ড
কপোতের মাংস বলি আনিয়া গোপনে
খে'য়েছে কুক্কুট মাংস করিয়া রন্ধন।
সেই কি না দম্ভ ভরে মোশ্লেম বলিয়া
সদরে করেছে আজি এত অপমান ?
এ কেমন ধর্ম্ম নাথ ? লোক দেখাইয়া
হিন্দুত্ব, গোপনে ছিছি কুক্কুট ভক্ষণ ?
এক মাত্র সদরের পিতৃ অনুগ্রহে

* হৈমবতী শৈলেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিনী।

মম জনকের সুখ-সৌভাগ্য তপন
উদেছিল, তব সনে তাহারি সাহায্যে
হ'য়েছিনু-বদ্ধ আমি পরিণয়-পাশে।
ছয় খানি গ্রাম সহ বহু অলঙ্কার
যৌতুক স্বরূপ তিনি দিয়াছিলা মোরে।
তারি অনুগ্রহে নাথ জনক আমার
লভিয়া দেওয়ানী-পদ, করেছিলা দূর
সে কঠোর দরিদ্রতা, সে কথাত আমি
ভুলি নাই, কেমনে তা' ভুলিব জীবনে ?
আজি তার পুত্র, হায় বিদরে হৃদয়,
অদৃষ্টের আবর্ত্তনে কৃপার ভিখারী
তব দ্বারে, তুমি কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মোহে
মুখ তুলে চাহিলে না ক্ষণেকের তরে
তার প্রতি ? সংসারের চক্রান্তে কুটিল
আজি সে তোমার দ্বারে ভিক্ষুক অধম।
ভেবে দেখ, অদৃষ্টের ঘোর আবর্ত্তনে
তুমিও ত হারাইয়া সহায় সম্পদ
ধন রত্ন, হ'তে পার কৃপার ভিখারী
তার দ্বারে, সে কথা কি হলনা স্মরণ ?
জ্ঞানী তুমি, কি বুঝাব আমি যে রমণী
জ্ঞান হীনা, বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাহি মোর ;
এইমাত্র জানি নাথ সাধারণ জ্ঞানে

নিজে নাহি খে'য়ে পরে করিলে প্রদান
নিরন্নেরে অন্ন, আর বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
কত পুণ্য, তার তুল্য কি আছে জগতে ?
দেবতা আমার তুমি, তোমারে বুঝান
ধৃষ্টতা, নির্ব্বোধ ব'লে ক্ষমিও দাসীরে।
দরিদ্রের দুঃখ দে'খে কাঁদে মোর প্রাণ,
ভিক্ষা করে খাই যদি, তবু সাধ্যমত
করিব তাহারে আমি সাহায্য প্রদান।
ধর্ম্ম সাক্ষী, এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ নাহি হ'বে
প্রাণনাথ, দুঃখিনীর এ সাধু সংকল্পে
বাধা নাহি দিও তুমি মিনতি চরণে।
দিয়াছে যৌতুক মোরে যে ছয়টি গ্রাম
মহিউদ্দী, সবগুলি দিব ফিরাইয়া
পুত্রে তার, আজি এই বিপদ সময়ে!
চিরকাল 'দাদা দাদা' বলেছি তাহারে,
ভগিনীর উপযুক্ত কাজ আমি আজ
করিব, অদৃষ্টে মোর যা থাকে তা হবে।
আশা করি প্রিয়তম, এই শুভ কার্য্যে
তুমিও সহায় হবে তব এ দাসীর।
দুই বিন্দু অশ্রুজল শোভিল সুন্দর
হৈমবতী-নেত্রোৎপলে, কত মূল্যবান
এই অশ্রু, ঝরে যাহা পর দুঃখ হেরি,

ধীরে ধীরে সেই অশ্রু পড়িল গড়া'য়ে
সুবর্ণ কপোল বে'য়ে ঝর ঝর করি
বক্ষ দেশে, আত্মহারা শৈলেন্দ্র তখন
বিস্ময়ে লজ্জিত ভাবে কহিতে লাগিলা
এ সাধু সঙ্কল্প তব পূর্ণ হ'ক প্রিয়ে ;
বিধাতা সহায় তব ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ;
স্বরগের দেবী তুমি,—আমারি সৌভাগ্যে
পত্নীরূপে আসিয়াছ এই ধরাধামে,
ধন্য হ'বে এ জগৎ তব পুণ্য নামে।

ষষ্ঠ সর্গ।

[ঢাকা—রমণা ; সদরদ্দীনের পর্ণ-কুটীর]

গৃহত্যাগ।

দিবা অবসান প্রায়। রক্তিম তপন
পশ্চিম গগনে অই পড়েছে হেলিয়া।
বসি উচ্চ তরু শাখে "পিউ পিউ পিউ"
গাইছে করুণ স্বরে অবোধ পাপিয়া!
চারিদিকে সুশ্যামল তরু শিরে শিরে
শোভিতেছে কুসুমিত কানন-বল্লরী।
কোথাও বা শূন্য লতা বদরীর শিরে,
সহকার শিরে কোথা মাধবী মঞ্জরী।
নানা জাতি ফুল কুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটি
বিতরিছে সুধারাশি সমীর হিল্লোলে।
নিভৃত নিকুঞ্জে ঘন পল্লব আঁধারে
লুকায়ে দয়েল শ্যামা বহু বন-পাখী
গাইতেছে মধুমাখা ইমন কল্যাণ।
কোথাও বা দূরে দূরে "কুব্ কুব্" রবে
আমোদিয়া বনরাজি ডাকিছে মধুরে
কুবো পাখী,—কি মধুর বৈতালিক গান।
বেণে বউ লুকাইয়া নিভৃত কাননে

শিব-মন্দির।

গাইছে মধুর স্বরে 'বউ কথা কও'
সেই স্বর ধীরে ধীরে প্লাবিয়া গগন
বহু দূর দূরান্তরে যাইছে ভাসিয়া।
বেতসের ঝোপে বসি বন-কপোতিনী
গাইতেছে থেকে থেকে উদাস সঙ্গীত
মোহিয়া সে ক্ষুদ্র পল্লী ; স্নিগ্ধ সমীরণ
বহিছে মধুরে কচি পল্লব নাড়িয়া
অরণ্য কুসুমগুলি করিয়া চুম্বন।
  সুবিস্তৃত পথ পার্শ্বে অশ্বত্থের ধারে
ক্ষুদ্র কুটীরের কোণে সহকার মূলে
একটি রমণী বসি মলিন বদনে
কি জানি কি ভাবিতেছে, একটি বালক
মায়ের অঞ্চল ধরি কহিছে দাঁড়ায়ে
"বাবাত এ'লনা মাগো এখনো বাড়ীতে ?"
মায়ের শ্রবণ-রন্ধ্রে, বালকের কথা
পশিলনা, মাতা তার রহিলা বসিয়া
প্রস্তর মূরতি প্রায় নীরব নিশ্চল।
মায়ের চিবুক ধরি আবার বালক
কহিল কাতর কণ্ঠে "বাবাত এলনা
মাগো, সেকি তবে আজ গিয়াছে চলিয়া
জেঠার বাড়ীতে, হেথা ফেলিয়া মোদেরে ?"
"না বাছা কোথায় যাবে, কে আছে মোদের

এ জগতে ? নিরাশ্রয় আমরা এ ভবে ;
জগদীশ ভিন্ন বাছা আত্মীয় স্বজন
কেহ নাই আমাদের ; আমরা নির্ধন,
কে চাহিবে মুখ তুলে, আমাদের পানে ?
জেঠা তোর আমাদেরে দিয়াছে তাড়া'য়ে
বাড়ী হ'তে ; কত কষ্টে এ পর্ণ কুটীরে
আছি মোরা অনশনে, ভিক্ষুকের মত।"
হেনকালে যুবা এক পশিলা প্রাঙ্গণে
মলিন বেশে, ঝড় বেগে "বাবা বাবা" ব'লে
ছুটিল বালক সেই যুবকের পানে
স্মিত মুখে, যুবা তারে তুলি ক্রোড় দেশে
সাদরে চুম্বিলা সেই কচি মুখখানি।
বালক ধরিল তার কণ্ঠ জড়াইয়া
দুই করে, দ্রুতবেগে আসিলা যুবক
সেই যুবতীর কাছে, কহিলা বিষাদে
"বহু স্থান ঘুরে ফিরে গিয়াছিনু শেষে
শৈলেন্দ্র বাবুর কাছে চাকরীর আশে।
কিন্তু হালিমন, হায় বুক ফেটে যায়
বলিতে সে কথা, পোড়া অদৃষ্টের দোষে
চাকরীর পরিবর্ত্তে লভিয়াছি শুধু
অপমান, ইহাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর
শত গুণে, হিন্দু তারা, মোস্লেম বলিয়া

আমরা অস্পৃশ্য জাতি তাহাদের কাছে।
তাহাদের শয্যা পার্শ্বে বসেছিনু আমি
ক্ষণমাত্র, শৈলেন্দ্রের দেওয়ান তখন
কতনা অকথ্য কথা বলিল আমারে।
সে কথা তোমার কাছে কি আর বলিব
তাহাদের শয্যা গৃহ পরশে আমার
হইয়াছে অপবিত্র, ছুইলে মোদেরে
স্নান বিধি, তাহাদের ধর্ম্মের বিধান।
আমরা জঘন্য জাতি অতি তুচ্ছ হীন,
মানব নামের যোগ্য নহি এ জগতে,
কুক্কুর হইতে মোরা ঘৃণিত অধম।
তাই আমাদের স্পর্শে সব অপবিত্র
তাহাদের, শুনিলেও হাসি পায় মুখে,
তাহাদের গৃহে কিংবা শয্যার উপরে
কুক্কুর বসিলে নাহি হয় অপবিত্র,
ঘৃণ্য মোরা, আমাদের পরশে সে'গুলি
অশুদ্ধ, বিধৌত করি গোময় ছিটান
ধর্ম্ম বিধি, ঘৃণা লাজে জ্বলে উঠে প্রাণ।
পাঁচটি রজত মুদ্রা দিয়েছিল মোরে
শৈলেন্দ্র, ঘৃণায় তাহা করিনি গ্রহণ ;
গৃহে ফিরিবার কালে দাসী একজন
দিয়াছিলা পাঠাইয়া শৈলেন্দ্র-গৃহিণী

হৈমবতী, পথি মাঝে প্রদানিতে মোরে
বিংশতি রজত মুদ্রা, ছিনু অসম্মত
লইতে তা, কিন্তু আমি অনুরোধ তার
না পারিনু এড়াইতে, কত যে সাধিয়া
মুদ্রাগুলি অবশেষে দিয়াছে সে মোরে ;
বলেছে সে এই মুদ্রা না লইলে আমি
প্রতিজ্ঞা করেছে মনে হৈমবতী সতী
এক বিন্দু জল নাহি করিবে গ্রহণ ;
আরো কিছু মুদ্রা সে যে পাঠাইবে মোরে
নিজেও সে এ'সে হেথা করিবে সাক্ষাৎ
তব সনে, দাসী তার বলেছে আমারে।
কি করিব ?—অনিচ্ছায় করেছি গ্রহণ
এ মুদ্রা, পিতার মোর দেওয়ান-দুহিতা
হৈমবতী, দাদা বলে ডাকিত সে মোরে
শৈশবে ; তাহার মত পুণ্যময়ী বামা
নাহি এই বঙ্গদেশে—মানবীর বেশে
সে যেন এ ধরাধামে স্বরগের দেবী।
অষ্টাদশ মুদ্রা তুমি রাখ ইহা হ'তে
প্রাণময়ি, সাংসারিক খরচের তরে।
দুটি মুদ্রা নিব আমি পাথেয় আমার
যাব আমি দিল্লীধামে, সৈনিকের কার্য্য
করি তথা, পাঠাইব খরচ তোমার।"

"না নাথ, আমারে তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে"
উত্তরিলা হালিমন "তোমারে ছাড়িয়া
একাকিনী পারিব না থাকিতে এখানে;
সেবিব চরণ তব সঙ্গে থাকি আমি
দিবানিশি, পথশ্রমে ক্লান্ত হ'বে যবে।
তুমি যবে কষ্ট পাবে সুদূর বিদেশে
কে সেবিবে সে সময় চরণ তোমার?"
সদরদ্দী ম্লান মুখে করিলা উত্তর
"না না হালিমন, তুমি কোথায় যাইবে
মম সঙ্গে? আমার ত ঠিক নাই কিছু?
আজি দিল্লী কালি আগ্রা, পরশ্ব লখ্‌নৌ
যেখানে সুবিধা হবে যাইব সেখানে,
তোমারে লইয়া আমি কোথা যাব প্রিয়ে?
কিছুদিন জগদীশে করিয়া স্মরণ
থাক তুমি, রসিদের বিধবা পত্নীরে
বলিয়াছি, সে তোমার তত্ত্ব-অবধান
করিবে, তদীয় পুত্র গোলাম হোসেন
বাহিরের কার্য্যগুলি সারিবে তোমার।
ঘরের অন্যান্য কাজ করিবে সে নিজে,
কিঞ্চিৎ বেতন আমি দিব মাসে মাসে;
উভয়েই এই কার্য্যে হ'য়েছে স্বীকৃত
প্রাণময়ি, কোন কষ্ট হ'বেনা তোমার।"

"আমার কি কষ্ট নাথ ?" কহিলা হালিমা
সজল নয়নে "আমি দুঃখিনী রমণী
তব দাসী, সব কষ্ট পারিব সহিতে,
সেজন্য আমার মর্ম্মে দুঃখ নাই কিছু,
কিন্তু এক কষ্ট মম, কেমনে সহিব
তোমার বিচ্ছেদ আমি এ নারী-জনমে ?"
"সেজন্য দুঃখ কি প্রিয়ে ? কিছুদিন পরে
আবার আসিব আমি তব সন্নিধানে,
কিছুদিন কষ্ট ক'রে থাক তুমি হেথা,
অবশ্য বিধাতা দুঃখ করিবে মোচন।"
এত বলি সদরদ্দী গেলা দ্রুত বেগে
পার্শ্ববর্ত্তী একজন কৃষকের গৃহে,
মুহূর্ত্তেকে সঙ্গে লয়ে আসিলা যুবক
সেই বিধবারে আর গোলাম হোসেনে।
সদরদ্দী ম্লান মুখে কহিতে লাগিলা
উভয়েরে "নিশি শেষে যাব আমি দিল্লী,
আনিছ ও মাতা তার রহিল বাড়ীতে,
তোমরা সতত এসে দেখিও এদেরে ;
বাহিরের কার্য্যগুলি আবশ্যক মত
গোলাম হোসেন যেন করে সম্পাদন !
ঘরের অন্যান্য কাজ করিও মা তুমি,
মাসিক বেতন কিছু দিব মা তোমারে।

এরা যেন কভু মাগো কষ্ট নাহি পায়,
এই অনুরোধ মম তোমার নিকটে।”
উত্তরিলা সসম্ভ্রমে বিধবা রমণী
“মনিবের পুত্র তুমি,—অনুরোধ কেন?
দীন দুঃখী প্রজা মোরা, আদেশ তোমার
শিরোধার্য্য, অবশ্য তা করিব পালন।
দিল্লীতে কি কাজ বাবা? কি জন্য যাইবে
সেই স্থানে?” উত্তরিলা মলিন বদনে
সদরদ্দী “যাইব মা অর্থ উপার্জ্জনে।”
“বেশ বাবা যাও তুমি কার্য্যে আপনার,
দেখিব এদেরে মোরা, চিন্তা কি তোমার?
কোন কার্য্যে ঠেকিবেনা—আমরা দুজন
মাতা পুত্র সব কার্য্য করিব সমাধা
প্রাণ পণে।” এতবলি উভয়ে তাহারা
গেলা চলি আপনার আবাস ভবনে।
দেখিতে দেখিতে দিবা হ’ল অবসান,
হালিমন ক্ষিপ্র করে করি সমাপন
গৃহকার্য্য; ম্লান মুখে করিলা প্রবেশ
গৃহ অভ্যন্তরে সান্ধ্য উপাসনা তরে।
সদরদ্দী ধীরে ধীরে সজল নয়নে
গেলা চলি বহির্ভাগে অশ্বত্থের মূলে
ইষ্টক নির্ম্মিত এক সমাধির কাছে।

পার্শ্বে তার অতি উচ্চ সুরম্য মস্‌জিদ
হেরিলে মুহূর্ত্ত মাত্র জুড়ায় নয়ন ;
তিনটি গুম্বোজ তার শোভিতেছে মরি
কি সুন্দর ঊর্দ্ধ শিরে পরশি গগন।
সম্মুখে উদ্যান ক্ষুদ্র—কত পুষ্প তরু,
কত বন-লতা মরি শোভিছে সুন্দর
গুচ্ছে গুচ্ছে সুবাসিত ফুটন্ত কুসুমে।
পথি পার্শ্বে ছত্রাকারে অতি মনোহর
কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ এক, অগণিত পুষ্প
শিরোদেশে রক্ত বর্ণ—মধুর দর্শন !
একটি দয়েল পাখী বসি তার শাখে
গাইছে সায়াহ্ন স্তুতি মধুর পঞ্চমে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সে নির্জ্জন বনে।
সদৰুদ্দী দাঁড়াইয়া সমাধির পাশে
কাঁদিতে লাগিলা, অশ্রু ঝর ঝর করি
ঝরিতে লাগিল তার যুগল নয়নে।
কহিলা কাতরে "পিতঃ দেখ এসে আজি
একবার তোমার সে স্নেহের নন্দনে !
গৃহ নাই বাড়ী নাই, আপন বলিতে
এ জগতে কিছু নাই, ভিখারীর মত
কি যে কষ্ট ভুগিছে সে, ক্ষীণ কলেবর
অনশনে, পরিধানে বস্ত্র পুরাতন

শিব-মন্দির।

শতছিন্ন, নগ্নপদ, দেখ এ'সে পিতঃ
এ কষ্টের নাহি শেষ এ ভব জীবনে !
দুঃখের কপাল তার, দুঃখে দুঃখে তার
দিন যায় নিশি আসে, কেহ নাই ভবে
তাহার সে দুঃখ আজি করিতে মোচন।
ক্ষীর ছানা সর ননী যে পুত্র তোমার
ফেলে দিত, দেখ এসে সেই পুত্র আজ
এক মুষ্টি অন্নাভাবে মুমূর্ষু জীবন।"
সদরদ্দী কেঁদে কেঁদে আকুল হৃদয়ে
সমাধির ধূলা বালি তুলিয়া যতনে
মাখিলা ললাটে বক্ষে, ভীষণ ঝটিকা
বহিতে লাগিল তার হৃদয়-শ্মশানে।
কিছুক্ষণ কেঁদে কেঁদে অশান্তি প্রাণের
কমিলে, কাতর কণ্ঠে কহিলা আবার
"হে পিতঃ বিদায় দেও অবোধ সন্তানে।
কেমনে থাকিব হেথা ? সবি শত্রু মোর
কষ্টে কষ্টে এ হৃদয় গিয়াছে ফাটিয়া
অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে কচি শিশু মোর
অর্দ্ধমৃত, জীবন্মৃত হালিমা দুঃখিনী ;
সাধের জনম ভূমি ত্যজি অনিচ্ছায়
চলিলাম পিতঃ আজি দিল্লী অভিমুখে
দরিদ্র ভিক্ষুক বেশে অর্থের লাগিয়া।

বেঁচে যদি থাকি পিতঃ আবার আসিব,
আবার লইব এই সমাধির ধূলা
ভক্তি ভরে এ হৃদয়ে—নতুবা বিদায়!
তোমারি চরণ পাশে রেখে গেনু পিতঃ
আনিছেরে আর সেই দুঃখিনী ভার্য্যারে।”
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে
ভগ্ন প্রাণে সদরদ্দী গেলা চলি ধীরে
মস্‌জিদ ভিতরে সান্ধ্য উপাসনা তরে।

নমাজান্তে সদরদ্দী আসি গৃহ মাঝে
আনিছেরে সঙ্গে ল'য়ে বসিলা আহারে
ক্ষুণ্ণ প্রাণে, হালিমন সজল নয়নে
বসিয়া নিকটে মরি দিলা উঠাইয়া
নানা দ্রব্য স্বামী পুত্র উভয়ের পাতে;
আহারান্তে পিতাপুত্র করিলা শয়ন;
আনিচদ্দী ক্ষণ পরে হইল নিদ্রিত,
সদরদ্দী হৃদয়ের নিয়া গুরুভার
রহিলা জাগিয়া কষ্টে শয্যার উপরে।
আহারান্তে হালিমন পতিপদ সেবি
বহুক্ষণ অতি যত্নে শুইলা যাইয়া
স্বামী পাশে ম্লান মুখে সজল নয়নে।
উভয়েই সারা নিশি রহিলা জাগিয়া;

উভয়ের চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের মাঝে
বহিতে লাগিল বেগে ঝটিকা ভীষণ!
নিদ্রাদেবী উভয়ের কাতর নয়নে
পাতিলনা আর, তার স্বর্ণ-সিংহাসন!
একটি একটি করি অতীতের স্মৃতি
উঠিল জাগিয়া ধীরে উভয়ের মনে!
উভয়ে আকুল প্রাণে কহিতে লাগিলা
কত কথা, কেঁদে কেঁদে মলিন বদনে।
সারা নিশি হালিমারে লইয়া হৃদয়ে
প্রাণের গভীর ব্যথা করিলা জ্ঞাপন
সদরদ্দী, সে বেদনা নহে ফুরাবার,
অশ্রুজলে দীর্ঘশ্বাসে ঘোর হা হুতাশে
কাটাইয়া সারানিশি, উঠিলা সদর
প্রত্যূষে মলিন মুখে করিয়া চুম্বন,
হালিমার অশ্রুসিক্ত বদন-কমল।
আনিছদ্দী শয্যাপরে তখনো নিদ্রিত;
সদরদ্দী বহুক্ষণ রহিলা চাহিয়া
তার পানে, হৃদি যেন গলিয়া বিষাদে
বাহিরিল অশ্রু রূপে শোণিত তরল!
বুক ভরা ব্যথা লইয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হতভাগা অতি কষ্টে করিলা চুম্বন
সুষুপ্ত পুত্রের মুখ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া

বুক ভরা ব্যথা ল'য়ে লইলা বিদায়।
হালিমাও এক দৃষ্টে রহিলা চাহিয়া
তার পানে, হৃদি যেন ভেঙ্গে গেল হায়!
অভাগার হৃদি মাঝে স্রোত ধারা প্রায়
অতীতের বহু স্মৃতি উঠিল জাগিয়া
একে একে, অশ্রুরাশি মুছিয়া বসনে
হতভাগা ধীরে ধীরে করিলা প্রস্থান।
দুই পদ না যাইতে ফিরিয়া আবার
চাহিলা হালিমা পানে আকুল পরাণ!
হালিমা ব্যথিত চিত্তে যে'য়ে গৃহ মাঝে
কাঁদিতে লাগিলা মরি গভীর বিষাদে
লুকাইয়া মুখ খানি শয্যা উপাধানে।

সপ্তম সর্গ।

[ঢাকা পুরাণা নাখাস ; নুরুদ্দীনের প্রমোদ কানন]

পোহাইল নিশি। ঊষা কুসুম-ভূষণে
সাজিয়া মোহিনী মূর্ত্তি দিল আসি দেখা
মর্ত্ত্যধামে, পাখীগুলি নিরখি তাহার
অতুলিত রূপ রাশি, গাইল ভৈরবী
কুঞ্জে কুঞ্জে সমস্বরে করি আবাহন!
সঞ্চরিল ধীরে ধীরে হিল্লোল খেলিয়া
মৃত সঞ্জীবনী ল'য়ে জাগাইতে সবে
প্রভাতের মধুমাখা স্নিগ্ধ সমীরণ!
বিধাতার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল
বহু পাখী সুধা স্বরে কাননে কাননে।
অগণিত পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া
একে একে বিধাতার পবিত্র চরণে।
জাগাইতে মোহমুগ্ধ নিদ্রিত মানবে
মস্‌জিদ মিনারে অই পড়িল আজান।
নির্জ্জীব বসুধা লভি নূতন জীবন
'জয় জগদীশ' ব'লে ভক্তিপূর্ণ হৃদে
ধাতার চরণোদ্দেশে করিল প্রণাম!

কুসুমিত কুঞ্জবন ; তরু শিরে শিরে
অসংখ্য কুসুমগুলি রয়েছে ফুটিয়া
কি সুন্দর, চারিদিক মধুর সৌরভে
আমোদিত, পিককুল কূজিছে পঞ্চমে
কুহু কুহু। কোথাও বা ক্ষুদ্র ঝোপে বসি
ঘুঘুগুলি গাহিতেছে উদাস সঙ্গীত
'ঘু-ঘু-ঘু' 'ঘু-ঘু-ঘু' রবে করিয়া মোহিত
প্রভাতের সে নির্জ্জন কানন-প্রকৃতি।
দয়েল পাপিয়া শ্যামা গাইছে মধুরে
প্রভাতের সুললিত করুণ সঙ্গীত
স্ব স্ব রবে, লুকাইয়া পল্লবের তলে !
খুলিয়া পূর্ব্বাসা দ্বার, করিয়া রঞ্জিত
মেঘ পুঞ্জ স্তরে স্তরে—হিমাদ্রির প্রায়,
বালার্ক রক্তিম বেশে উদিল গগনে !
প্রভাত-শিশির বিন্দু মুকুতার মত
পড়িল ঝরিয়া মরি ধীরে ধীরে ধীরে
অর্দ্ধস্ফুট কমলের হসিত আননে।

অপ্সরা-নন্দিনী প্রায় তিনটি বালিক
বিবিধ সুরভি পুষ্প করিছে চয়ন
কুঞ্জবনে, একজন কহিলা অপরে
"ও লাবণ্য, আয় মোরা ফুলগুলি তু'লে

মালা-বিনিময়-খেলা খেলি যেয়ে আজি
সবে মিলি গেঁথে মালা এ কুঞ্জ কাননে।
বড়ই আমোদ ভাই হইবে মোদের
এ খেলা খেলিলে আজি লীলাবতী সনে।
সকলেই মালা গেঁথে দিব পরাইয়া
পরস্পরে, কিন্তু ভাই বলিব লীলারে
পরাইতে মালা তার আলাউদ্দী-গলে।
আল্যারেও ব'লে দিব দিতে তার মালা
লীলার সুচারু কণ্ঠে, উভয়ের মালা
হ'লে বিনিময়, মোরা দিব হুলুধ্বনি,
বলিব তখন মোরা স্বইচ্ছায় আজি
লীলবতী স্বয়ম্বরা হইল এখানে।
তা হলে কি মজা হবে, উভয়েই তারা
হবে জব্দ ; কিন্তু ভাই লীলাবতী যেন
আগে না জানিতে পারে ; ব'লনা তাহারে।”
“হাঁ ললিতে তবে ভাই বড় মজা হ'বে”
উত্তরিলা হাসিমুখে লাবণ্য সুন্দরী।
ললিতা কহিলা হে'সে “দেখ্‌না লাবণ্য
উহাদের মধ্যে ভাই কত ভালবাসা!
কেহই কাহারে ছে'ড়ে পারেনা থাকিতে
এক পল, যেন দোহে কিন্নর কিন্নরী।
উভয়েই উভয়ের কণ্ঠদেশ ধরি

থাকে যেন দিবা নিশি কুসুমের হারে।
উভয়েই উভয়েরে কত ভাল বাসে,
অই দেখ উভয়েই ভুলিছে কুসুম
একত্রে, বাসনা কেহ ছাড়িয়া কাহারে।
দু'ওজন এক সঙ্গ করে অবস্থান
সর্ব্বক্ষণ, লজ্জা নাই উহাদের মনে।
বড় মজা হবে ভাই খেলিলে এ খেলা ;
মালা বদলের পর দিব লজ্জা খুব
উভয়েরে, মুখ তারা নারিবে দেখাতে।"
ললিতা ফিরায়ে মুখ রমাবতী পানে
জিজ্ঞাসিলা হেসে "রমা তুইকি বলিস্?"
কহিলা তখন রমা "মন্দ হ'বে খুব
মানি তাহা; কিন্তু ভাই ভে'বে দেখ মনে
লীলা আলা উভয়েই এখনো যে শিশু
বিবাহের অর্থ তারা বুঝিবে কেমনে ?
অনর্থক এ খেলায় কোন্ ফল হ'বে ?
বিবাহের অর্থ তারা এখনো বুঝেনি
লজ্জা কেন হ'বে তবে ? আলা মুসলমান,
লীলা হিন্দু, হেন খেলা নহে সুসঙ্গত
আমাদের।" হো হো করি হাসিয়া তখন
কহিলা ললিতা "তুই অবাক করিলি
রমাবতি, কচি খোকা উভয়ে তাহারা,

এখনো বুঝেনা কিছু, তুইও বুঝি রমা
বিবাহ কি, এখনো তা নারিলি বুঝিতে ?
বেশ্ বেশ্ তুইও তবে উহাদের সনে
কচি খোকা হ'য়ে থাক্, কাজ নাই জে'নে
বিবাহ কি ?" রাগ ক'রে কহিলা তখন
রমাবতী "সব কথা উল্টো যে তোদের ;
আমি কি বলেছি আমি বিবাহ বুঝিনি ?"
রমার চিবুক ধরে কহিলা লাবণ্য
ক্ষান্ত দেনা দিদি মণি, কোন্ প্রয়োজন
ও কথায় আমাদের ? আমাদের সাথে
আয় তুই, জব্দ আজি করিব লীলারে।
বড় দুষ্ট ওযে ভাই, ওর সনে মোরা
আটিতে পারিনে কভু।" সানন্দ হৃদয়ে
তিন জনে বহু পুষ্প করিয়া চয়ন,
লীলা ও আলার কাছে গেলা চলি দ্রুত,
সুধাংশু ও সেই স্থানে মিলিল আসিয়া
রাশি রাশি পুষ্প নিয়ে ; ললিতা লাবণ্য
উভয়েই হাসি মুখে কহিলা তাদেরে
আজ ভাই 'পুষ্প দোল' মালা গেঁথে মোর
খেলিব 'মালা বদল' সকলের সাথে।
এস ভাই সবে মিলি গাঁথিয়া মালিকা
মালা-বিনিময় খেলা খেলি বে'য়ে আজি।

সকলেই মহাহর্ষে গাঁথিতে লাগিলা
পুষ্প-হার, নানাবিধ সুরভি কুসুমে ;
মালা গাঁথা হল শেষ, আদরে লাবণ্য
নিজের গ্রথিত মালা দিলা পরাইয়া
ললিতার কণ্ঠে, হেসে ললিতাও মরি
পরাইলা মালা তার কণ্ঠে লাবণ্যের।
উভয়েই উভয়েরে করি আলিঙ্গন
বন্ধুত্ব করিলা দৃঢ়, রমা ও সুধাংশু
পরস্পর পুষ্প মালা করি বিনিময়
প্রেমের কুসুম-ডোর করিলা বন্ধন।
লাবণ্য কহিলা হে'সে "ও ললিত দিদি
লীলা ত রহিল বাকী ? আলউদ্দী সনে
লীলা তার পুষ্প-মালা করি' বিনিময়
পবিত্র সৌহৃদ্য ভাব করুক স্থাপন !"
ললিতা সস্মিত মুখে কহিলা হাসিয়া
উভয়েরে, "তোরা তবে কর্ বিনিময়
তোদের এ পুষ্পা-মালা প্রীতি-নিদর্শন।"
লীলা আলা উভয়েই আনন্দে তখন
নিজের গ্রথিত মালা দিলা পরাইয়া
পরস্পরে, আনন্দের মহা কোলাহলে
মুখরিত হল সেই নিকুঞ্জ কানন।
লাবণ্য ললিতা মরি আনন্দে তখনি

দাঁড়াইয়া হাসি মুখে দিলা হুলুধ্বনি।
ললিতা কহিলা হেঁসে "ও সুধাংশু দিদি
লীলার বিবাহ হ'ল আলাউদ্দী সনে।
লীলাবতী স্বয়ংবরী হ'ল ভাই আজি
স্বইচ্ছায়, তোরা সবে প্রেমের সঙ্গীত
গা' ভগিনী।" মহানন্দে গাইলা ললিতা

হাসে চন্দ্র হাসে তারা,
যমুনা ঢালে সুধা-ধারা,
পাপিয়া বোলে "পিউ পিউ"
পিয়া বিহনে, বাঁচব কেমনে
রোয়াতা হমারা জিউ।

সকলেই সমস্বরে গাইলা আবার
প্রতিধ্বনিময় করি সে কুঞ্জ কানন।

পিক ফুকারে কুহু কুহু
শ্যামা বোলে কাঁহা পিয়া!
দয়েলা বোলে ঝরত কুসুম,
আভ্ ও কি তাঁহারি ন ভাঙ্গল ঘুম
ফাটত হমারি হিয়া!

ললিতা মধুর স্বরে গাইলা আবার
বরষি পীযূষ-ধারা সে কুঞ্জ কাননে।

পিয়া বিহনে, বাঁচব কেমনে
রোয়াত্তা হমারি জিউ,
যমুনা ঢালে সুধা ধারা
পাপিয়া বোলে "পিউ পিউ।"

সুধাংশু বিরক্ত হ'য়ে কহিলা তখনি
"তোরা ভাই, বড় দুষ্ট, এখেলা কেমন ?
তোদের কি বুদ্ধি নেই ? ওযে মুসল্‌মান,
লীলাবতী হিন্দু কন্যা, ছিছি তোরা তারে
কেমনে বিবাহ ডোরে করিস্ বন্ধন ?"
লাবণ্য কহিলা হেসে "ক্ষতি কি তাহাতে ?
খেলাতে কি দোষ দিদি, আমরা ত আজ
প্রকৃত বিবাহ নাহি দিনু তার সনে ?"
উত্তরিলা রুষ্ট ভাবে সুধাংশুমোহিনী
"না দিদি, এ নাম খেলা বড় দুষনীয়,
হিন্দু বালিকার সনে মোস্লেম যুবার
বিবাহ ?—এ খেলা কভু নহে বাঞ্ছনীয়।
এ খেলার সাক্ষী দিদি কভু নহি মোরা।
শেষে দোষী হ'তে হবে সুরেশের কাছে।"
সুধাংশুর কথা শুনি বিষণ্ন হৃদয়ে
জিজ্ঞাসিলা আরা "লীলা সুরেশ কে তোর ?"
রম্ভাবতী উত্তরিলা আড়াপানে চে'য়ে

"ওরে আলা, জানিস্‌নে ও যে তার বর ?
রমার মন্তব্য শু'নে ভুজঙ্গিনী প্রায়
কহিলা গর্জ্জিয়া লীলা "ওযে তোর যম।"
লাবণ্য কহিলা হে'সে "মা লো রমাবতী
আলাই লীলার বর, আলা ভিন্ন লীলা
জানে না কিছুই আর এ ভব জীবনে ;
উভয়েই উভয়েরে প্রাণের অধিক
বাসে ভাল, না দেখিলে পলকে হারায় !
মুহূর্ত্তে কৃত্রিম কোপ প্রকাশি তখন
মারিলা একটি কিল্ লাবণ্যের পৃষ্ঠে
লীলাবতী, রাগ ক'রে কহিলা তখন
"নিজের মনের কথা কেন লো বলিস্
পরের উপর দিয়া ? লজ্জা হয় বুঝি
আলা সনে ভালবাসা করিতে স্বীকার ?"
লাবণ্য কহিলা হে'সে "সকলেই জানে
তার জন্য কে পাগল, প্রাণের সমান
কে কাহারে ভালবাসে, না দেখিলে তারে
দিবসে আঁধার দেখে কোন অভাগিনী ?
মিথ্যা বলা মহাপাপ, কেন তবে লীলা
অনর্থক মিথ্যা কথা বলিলি এখন ?
আলা ছাড়া পারিস্‌নে তুইত থাকিতে
এক পল, কার ভয়ে ছিছি আজি তুই

বলিলি এ মিথ্যা কথা আমাদের কাছে ?
আলাউদ্দী উভয়ের মাঝখানে পড়ি
মিটাইয়া দিলা মরি ঝগড়া তাদের।
লীলাবতী ক্ষিপ্র হস্তে ধরিয়া আলারে
কহিলা মধুর স্বরে "আয় আলাউদ্দি
হেথা হতে চলে যাই, খেলিব না আর
উহাদের সাথে মোরা।" শুনিয়া এ কথা
লাবণ্য ও রমাবতী উঠিল হাসিয়া
উচ্চৈস্বরে, ধীরে ধীরে কহিলা লাবণ্য
"ও ললিতা, একি হ'ল, সই যে তোদের
ভুলেগেল আমাদেরে পলকের মাঝে ?
এখনি সে আমাদেরে করিয়া বর্জ্জন
যে'তেছে বরের সনে, দুই দিন পরে
কথাটিও বলিবেনা, এত ভালবাসা
ছিল দিদি লুকায়িত উহাদের মনে ?"
হেনকালে ধীরে ধীরে আসিলা সুরেশ
সেই স্থানে, সকলেরে করিলা জিজ্ঞাসা
হে'সে হে'সে "কিলো তোরা কি করিস্ হেথা ?
লাবণ্য মুচকি হেসে কহিলা তাহারে
"কি করিব ?—সবে মিলি কুসুম ভূষণে
বাঁধিনু লীলারে মোরা বিবাহ বন্ধনে
আলা সনে, তাই লীলা যাইছে ছাড়িয়া

আমাদেরে; তার সেই নব বর সনে।
তারা নাকি খেলিবে না আমাদের সাথে।”
সুধাংশু মলিন মুখে কহিলা সুরেশে
“সকল নষ্টের মূল, লাবণ্য ললিতা
আমি এর মধ্যে নই, ওরা সবে মিলি
লীলার বিবাহ দিয়া আলাউদ্দী সনে
খেলিতেছে।” রক্ত নেত্রে চাহি আলা পানে,
কহিলা সুরেশ “আলা তুমি মুসলমান
তোমার উচিত নহে খেলিতে এ ভাবে
সতত লীলার সনে।” শুনিয়া একথা
লীলাবতী বজ্র নাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
“সুরেশ, কিজন্য তুমি আলারে লক্ষিয়া
বলিলে এ কথা আজি, কোন্ অধিকার
আছে তব এত কথা বলিতে আমারে ?
সে আমার বাল্য সখা,—তুমি কে সুরেশ ?
তার সনে আমি সদা খেলার খেলাব
ইচ্ছা মত, কার সাধ্য বাধা দিতে পারে ?
তুমি কেন পাছে পাছে ঘুরিতেছ মোর
হেন ভাবে ? আজ মোরা এসেছি খেলিতে
এই স্থানে, কে তোমারে এনেছে ডাকিয়া ?
চ'লে যাও হেথা হ'তে ভাল চাও যদি,
আমি তব দাসী নহি ? যা' ইচ্ছা আমার

করিব তা, বাধা দিতে কে তুমি আমার ?
আমাদের ভাল মন্দ তোমরাই বুঝি,
বহু দিন তুমি মোরে করেছ নিষেধ
যাইতে আলার সনে, কিন্তু মনে রে'খ
তোমার এ অনুরোধ হবে না রক্ষিত।
সে আমার-বাল্য সখা, সমস্ত পৃথিবী
তাহার বিরুদ্ধে যদি বলে মোর কাছে
শুনিব না তাহা আমি—যাও হেথা হ'তে,
আলার দক্ষিণ হস্ত ধরি লীলাবতী
কহিলা মধুর স্বরে "এস আলাউদ্দি
বসি গে'রে মোরা অই সরসী-সোপানে
ঝাউ তলে, বহু কথা আছে তব সনে।"
সুরেশ ক্রোধান্ধ চিত্তে কহিলা গর্জ্জিয়া
"এখনো নিষেধ করি, হও সাবধান,
অন্যথা কহিব তব জনকের কাছে।
হিন্দুকুল কন্যা তুমি, আলা মুসলমান,
তার সনে দিবা নিশি অবাধ ভ্রমণ
সাজেনা তোমার।" ক্রোধে সুরেশ তখনি
গেলা চলি দ্রুত বেগে ত্যজিয়া সে স্থান,
সুধাংশুও পাছে পাছে করিলা প্রস্থান!

———০০৩৩০০———

অষ্টম সর্গ।

[রমণী—ঢাকা ; নদেরের পর্ণ কুটীর।]

ঘরের পশ্চাতে এক সরসীর তীরে
ঝাউ তলে, ম্লান মুখে বসি এক বসি
কাঁদিতেছে, অশ্রু-বিন্দু কপোল বহিয়া
ঝরিতেছে ঝর ঝর ; চারু মুখ খানি
শিশির মণ্ডিত যেন ফুটন্ত নলিনী।
রমণীর পার্শ্ব দেশে একটি বালক
দাঁড়াইয়া, কহিতেছে ধরিয়া অঞ্চল
"মা তুই কাঁদিস কেন ? বাবা গেছে কোথা ?
সে কি আর আসিবে না ?" বিষাদে জননী
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা তাহারে
"বাবা তোর গেছে বাছা উপার্জ্জন আশে
বিদেশে দিল্লীর দিকে ; অর্থ হ'লে হাতে
আসিবে সে।" জননীর চিবুক ধরিয়া
কহিলা বালক পুনঃ "বিদেশে যাইতে
কেন তুই দিলি তারে ? বাবার লাগিয়া
প্রাণ মোর কাঁদে সদা, কি করিব মোরা
অর্থ দিয়া ? দিনান্তেও খাইলে বারেক
আমাদের দিন মাগো যাইত চলিয়া।"

একটি কৃষক-পত্নী ঢেউ দিয়া জলে
সরসীর অন্ত ভাগে সরা'য়ে শৈবাল
কলসী পূরিল জলে ; সুধা'ল বামারে
ডাকিয়া সে "পেয়েছ কি কোন তত্ত্ব তার ?"
"কই মা কিছুই নহে" উত্তরিলা বামা
বিষাদে মলিন মুখে "সংবাদ তাহার
না পাইয়া প্রাণ মোর করে আন্‌চান্‌
দিবা নিশি, এক দণ্ড পারিনে তিষ্ঠিতে
গৃহ মাঝে, তরু তলে বসে থাকি সদা।"
"ভয় কি মা, অবশ্যই পাইবে সংবাদ
শীঘ্র তার" উত্তরিলা কৃষক রমণী।
হেন কালে দ্রুত বেগে চারিটী বেহারা
একখানা পাল্কী এ'নে নামাইল ধীরে
সেই ক্ষুদ্র [illegible] আঙ্গিনা উপরে।
পঞ্চ জন ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরী
দাঁড়াইল আসি সেই শিবিকা-পশ্চাতে।
পাছে পাছে দুইজন দাসী এ'সে দ্রুত
প্রহরী বেহারা গণে করিল ইঙ্গিত
স'রে যে'তে, মুহূর্ত্তেকে গেল চলি তারা
শিবিকার দ্বার খুলি বাহিরিলা ধীরে
ইন্দ্রাণীর প্রায় মরি একটি যুবতী
অতি সুশ্রী, দীর্ঘকেশী, হৈম কলেবর

সুসজ্জিত নানাবিধ রত্ন-আভরণে ;
"আয় বাছা আমিরুদ্দি" বলিয়া সে বামা
বালকে তুলিয়া ক্রোড়ে, করিলা চুম্বন
কচি মুখ খানি তার, জননীর পানে
চাহিয়া সস্নেহ ভাবে কহিলা আবার
"হালিমন, কেন দিদি, মু-খানি তোমার
বিষণ্ণ, অসুখ কিছু হ'য়েছে কি আজি ?"
"না দিদি, অসুখ নহে" বলিয়া কাতরে
হালিমন ব্যগ্র ভাবে আসিয়া সম্মুখে
বসাইলা তারে এক কাঠের আসনে
গৃহ মাঝে, স্নেহ স্বরে কহিলা সে বামা
"দিদি আমি পর নহি, সপ্তদশ মুদ্রা
পাঠাইয়াছিনু তব খরচের তরে
সেইদিন, কেন তুমি কও দেখি দিদি
আমার প্রদত্ত অর্থ দিলে ফিরাইয়া ?
পিতা মোর বহু দিন ছিলেন দেওয়ান
তব শ্বশুরের, তিনি কত যে আদর
করিতেন অভাগীরে, 'মা মা' বলে সদা
ডাকিতেন মোরে, আমি সতত তাঁহারে
পূজিতাম ভক্তি ভরে জনকের মত।
তারি অন্নে দিদি মোরা হ'য়েছি পালিত।
তব শ্বশুরের সনে শ্বশুর আমার

স্নেহযুক্ত বন্ধুত্ব-পাশে ছিলেম আবদ্ধ,
তাই তিনি নিজ ব্যয়ে তারি পুত্র সনে
পরিণয়-পাশে দিদি বেঁধেছিলা মোরে ;
যৌতুক স্বরূপ তিনি ছয় খানি গ্রাম
দিয়াছিলা, আজিও তা' পড়িতেছে মনে,
আমি অভাগিনী হায় নারিনু শোধিতে
ঋণ তার, সেই দুঃখে কাঁদে মোর প্রাণ।
সদর খেলার সঙ্গী ছিল বাল্য কালে
ভ্রাতা সম সে আমার, কাঁদিলে তাহারে
কত যত্ন করিয়াছি ; হেমা দিদি ব'লে
সে মোরে করিত সদা কত জ্বালাতন।
তার এ বিপদকালে নারিনু ঘুচাতে
দুঃখ আমি, ভাবিলে তা' ফেটে যায় হৃদি,
অভাগিনী কে জগতে আমার মতন ?"
বিংশতি রজত মুদ্রা স্বর্ণ ভূষা বহু
প্রদানিয়া হালিমারে সাদরে কহিলা
হৈমবতী "নেও দিদি, দিনু আজি আমি
এ সামান্য উপহার চিহ্ন প্রণয়ের ;—
ঘৃণিও না, তব কাছে এ মোর মিনতি।"
উত্তরিলা হালিমম বিনম্র বচনে
যুড়ি দুইকর, "দিদি ক্ষমা কর মোরে
দরিদ্রা দুঃখিনী আমি, ভিখারিণী প্রায়

আছি পড়ে, একধারে বনের মাঝারে ;
কোন্ প্রয়োজন মম সোণার ভূষণে ?
অর্থ দিয়া কি করিব শাকান্নই সদা
খাদ্য মোর, বিলাসিতা সাজেনা আমার।
পতি মোর দেশত্যাগী অন্নের লাগিয়া
না জানি সে কত কষ্টে যাপিতেছে দিন,
হয়ত সে অনাহারে পথে ঘাটে প'ড়ে
ভাসিতেছে অশ্রুজলে ; ভার্য্যা হ'য়ে তার
অলঙ্কার প'রে, আর ক্ষীর ননী খেয়ে
যাপিব কি এ জীবন রাজ-রাণী প্রায় ?
এই কি সতীর ধর্ম্ম ?—তুমিও ত সতী,
সতী কি কখন পারে পতিরে ছাড়িয়া
থাকিতে মনের সুখে সংসার মাঝারে ?
তুমিও তোমার সেই আরাধ্য পতিরে
দুঃখের বারিধি-নীরে ভাসাইয়া দিদি
পার কি যাপিতে সুখে এ নারী জনম ?
না পারিলে কেন দিদি অনর্থক মোরে
করিতেছ অনুরোধ এ গর্হিত কাজে ?
প্রাণ যায়, তাও ভাল, তবু আমি দিদি
পতিরে বিদেশে দিয়া রাজ-রাণী প্রায়
ঘরে ব'সে পারিব না যাপিতে জীবন
মহা সুখে ? ইহাপেক্ষা মৃত্যু মোর ভাল,

দিদি তুমি দয়া ক'রে ক্ষমা কর মোরে।"
"ছি দিদি, কিসের ক্ষমা ?" কহিলা সাদরে
হৈমবতী, হালিমার ধরি চারু কর,
"অলঙ্কার নাহি নিলে, মুদ্রাগুলি নেও,
শাকান্নই খেও দিদি, কোন্ ক্ষতি বল
মুদ্রা নিতে ? পরিধেয় বসন তোমার
অতি জীর্ণ পুরাতন, ছিন্ন স্থানে স্থানে ;
এই অর্থে কিনে এ'ন নূতন বসন।,
কোলের শিশুটি তব বস্ত্রের অভাবে
পাইতেছে কত কষ্ট, দেখ দেখি দিদি,
জুতা নাই, বস্ত্র নাই, শীর্ণ দেহ খানি
অনাহারে, মা হইয়া কোন্ প্রাণে তুমি
দেখিতেছ বাছার এ দুর্দ্দশা ভীষণ ?
এই অর্থে এনে দিও জুতা বস্ত্র তার,
এই অনুরোধ দিদি রাখিও আমার।
উত্তরিলা হালিমন সজল নয়নে
"পতি মোর দূর দেশে, কেমনে রাখিব
অর্থ আমি, না পাইলে অনুমতি তার ?
পতিই নারীর গুরু এ নশ্বর ভবে,
যে রমণী তার কথা করি অবহেলা
চলে নিজ ইচ্ছা মত, পাপী তার মত
কে জগতে ? জগদীশ সদা রুষ্ট তারে।

স্বামীর আদেশ ভিন্ন নারিব চলিতে
এক পদ দিদি আমি, কেন মিছে তুমি
নরকে ডুবাতে চাও দুঃখিনী ভগ্নীরে ?
হৈমবতী, দিদি তুমি ক্ষমা কর মোরে,
সূচি-কার্য্য জানি আমি, নানাবিধ যন্ত্রে
হিরেণমা কারচুবি চিকণের কাজ
করি দিদি, বিক্রয়ান্তে যাহা কিছু পাই
তাহাতেই কোন মতে চ'লে যায় মোর,
তব অর্থ নিয়ে আমি কি করিব দিদি,
ক্ষমা কর, অনুরোধ কর না আমারে।”
ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হৈমবতী সতী
বিষাদে মলিন মুখে কহিলা তাহারে
“যাই দিদি, পুনর্ব্বার হইবে সাক্ষাৎ
তব সনে, বেঁচে যদি থাকি এ জীবনে।”
তখনি শিবিকা পরে আরোহিলা বামা
সাশ্রুনেত্রে, দ্রুত বেগে শিবিকা লইয়া
ছুটিল বেহারা গণ মনের আনন্দে
শৈলেন্দ্র বাবুর উচ্চ প্রাসাদের দিকে।

নবম সর্গ।

[ঢাকা-পুরাণা নাখাস ; নুরদ্দীনের প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবর তীর]

অনুতাপ।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন ; ভানু বর্ষিছে অনল
ধরা-বক্ষে, চারিদিক প্রখর কিরণে
উত্তপ্ত, আতপ তপ্ত জীব জন্তু গুলি
খুঁজিছে বিটপী ছায়া কাননে কন্দরে।
মৃত্তিকা অনল সম, চারিদ্দিক মরি
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ-করিতেছে মার্ত্তণ্ড-কিরণে
মধ্যাহ্নের উষ্ণ বায়ু রহিয়া রহিয়া
বহিছে, অনল কণা করিয়া বর্ষণ !
কুবো পাখী তরু শাখে পল্লবের তলে
লুকাইয়া ডাকিতেছে "কুব কুব" রবে
সন্নিহিত সুনিবিড় সহকার বনে।
মাঝে মাঝে দু একটি কামন-সঙ্গিনী
বন-পাখী গাইতেছে মধুর সঙ্গীত
আলাপিয়া মধুমাখা জীবন্ত রাগিণী ;
প্রাসাদ সংলগ্ন এক সরসী সোপানে
বকুলের তলে বসি বিষণ্ণ হৃদয়ে
নুরুদ্দীন, সুগম্ভীর চিন্তার সাগরে

নিমগ্ন, হৃদয় মাঝে অজস্র ভাবনা
উঠিছে পড়িছে কত তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া হৃদয় তল ; কাঁদিয়া ফেলিলা
শোকাবেগে, চক্ষু মুছি রহিলা চাহিয়া
শূন্যপানে,—যেন এক প্রস্তর মূরতি।
অপলক নেত্রদ্বয়, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি,
যেন কোন অজানিত দুর্গম জগতে
প্রবেশিয়া নিরখিছে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
কিছুক্ষণ পরে যুবা ফিরায়ে নয়ন
দেখিলা বালক বৃদ্ধ বহু নর নারী
আতপে তাপিত হ'য়ে দলে দলে আসি
করিতেছে স্নান সেই সরসী সলিলে।
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে ভাবিতে লাগিলা
"আমারি পাপের শাস্তি দিতেছেন মোরে
জগদীশ, যদি আমি থাকি ধর্ম্ম পথে
মানিতাম পিতৃ আজ্ঞা, তা হলে নিশ্চয়
সহিতে হ'ত না এত মরম-যাতনা।
করিত না আত্ম-হত্যা আজি এইভাবে
ভার্য্যা মোর, পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করি
সমস্ত সম্পত্তি হ'তে করিনু বঞ্চিত
সদরে, আমার মত পাপী কে জগতে?
কাতরে বিনয় করি কত সে কাঁদিল,

একটিও কপর্দ্দক নাহি দিনু তারে ;
বাড়ী হ'তে তাড়াইয়া নির্ম্মম হৃদয়ে
পথের ভিখারী আমি করেছি তাহারে।
রাজা হ'য়ে আমি তারে নৃশংসের প্রায়
দলিয়াছি পদতলে, তাহারি পিতার
এ প্রাসাদ, ক্ষণমাত্র নিবসিতে হেথা
নাহি তার অধিকার, রাজপুত্র হ'য়ে
অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে যাপিতেছে দিন
কত কষ্টে শীত গ্রীষ্মে, শিহরে হৃদয়
স্মরিলে সে কথা আজি, দেশত্যাগী সে যে
আমারি এ নারকীয় ঘোর অত্যাচারে।
অসহায়া ভার্য্যা তার কচি শিশু সনে
ভাসিছে সতত হায় দুঃখের সাগরে
নগরের প্রান্ত দেশে বনের ভিতরে
জীর্ণ এক পর্ণ গৃহে। অবশ্য ভুগিব
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধাতার কোপে।
সুরা ও স্বৈরিণী লয়ে দিবস রজনী
চাটুকার মো-সাহেবে পরিবৃত হ'য়ে
কি কুকার্য্য না ক'রেছি ? সতী রমণীর
অমূল্য সতীত্ব ধন করেছি হরণ
অবহে'লে, পদাঘাতে করি বিদূরিত
পতি তার, শুনি নাই ক্রন্দন তাহার।

কত শত দীন হীন প্রতিবেশী জনে
দলিয়াছি পদতলে, করেছি লুণ্ঠন
ধন রত্ন; কাম রিপু চরিতার্থ তরে
দুর্ব্বৃত্ত পশুর প্রায় হরেছি তাদের
কন্যা জায়া ভ্রাতৃ-বধূ জননী ভগিনী।
সুরা ছাড়া এক পল থাকিনি কখন,
অভাগিনী ভার্য্যা মোর নিষেধিয়া ছিল
কত দিন, অশ্রু-জলে করি প্রক্ষালিত
পদ মোর, পদাঘাতে দূরিয়াছি তারে।
তাই সে অভাগী হায় ঘোর অভিমানে
করিয়াছে আত্ম-হত্যা, জনমের মত
গিয়াছে ফেলিয়া মোরে একাকী সংসারে
কাঁদিতে এমনি ভাবে সারাটি জীবন।"
হেনকালে ভৃত্য এক আসিয়া পশ্চাতে
কহিল বিনীতভাবে, "আহার্য্য প্রস্তুত
বহুক্ষণ, বেলা গেল আসুন এখনি।"
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে ফিরায়ে নয়ন
কহিলা "খাবনা আমি, ক্ষুধা নাই মোর"
আবার কহিল ভৃত্য বিনম্র বচনে
"সারাদিন গেল চ'লে, তবুও কি ক্ষুধা
হইল না? অনাহারে থাকিলে এ ভাবে
বিনষ্ট হইবে দেহ, সকলি প্রস্তুত

আসুন আপনি।" "না মা, খাইব না আমি,
ক্ষুধা নেই" উত্তরিলা নুরুদ্দী আবার,
"যাও তুমি সদরের ভার্য্যার নিকটে
পাল্কী নিয়ে, ব'ল তারে আসিতে এখানে
দ্বিধা যেন নাহি ভাবে, এ বাড়ীও তারি,
অর্দ্ধেক সম্পত্তি তার; না বুঝিয়া আমি
দিয়াছি যাতনা তারে, সে যেন আমায়
ক্ষমা করে।" সসম্ভ্রমে "যে আজ্ঞা" বলিয়া
চলি গেল ভৃত্য, যুবা রহিলা বসিয়া
সেইস্থানে, ক্ষুণ্ণ-প্রাণে পুতুলের প্রায়
নিশ্চল; মুহূর্ত্ত পরে আসিলা সেখানে
আলাউদ্দী, অশ্রুভারে পীড়িত নয়ন।
কাতরে মলিন মুখে করিলা জিজ্ঞাসা
জনকেরে "পিতঃ তুমি কেন বসি হেথা?
মা কেন ফেলিয়া গেল একাকী আমারে?
কার কাছে র'ব আমি?" ঝর ঝর অশ্রু
ঝরিতে লাগিল তার নয়ন-কমলে!
নুরুদ্দীন স্নেহভরে মুছিলা বসনে
অশ্রু তার; শোকাবেগে বালক তখন
কাঁদিতে লাগিল মরি আকুল পরাণে।
হেনকালে লীলাবতী উর্দ্ধশ্বাসে আসি
ধরিয়া গলায় তার কহিল সাদরে

কত শত দীন হীন প্রতিবেশী জনে
দলিয়াছি পদতলে, করেছি লুণ্ঠন
ধন রত্ন; কাম রিপু চরিতার্থ তরে
দুর্বৃত্ত পশুর প্রায় হরেছি তাদের
কন্যা জায়া ভ্রাতৃ-বধূ জননী ভগিনী।
সুরা ছাড়া এক পল থাকিনি কখন,
অভাগিনী ভার্য্যা মোর নিষেধিয়া ছিল
কত দিন, অশ্রু-জলে করি প্রক্ষালিত
পদ মোর, পদাঘাতে দূরিয়াছি তারে।
তাই সে অভাগী হায় ঘোর অভিমানে
করিয়াছে আত্ম-হত্যা, জনমের মত
গিয়াছে ফেলিয়া মোরে একাকী সংসারে
কাঁদিতে এমনি ভাবে সারাটি জীবন।”
হেনকালে ভৃত্য এক আসিয়া পশ্চাতে
কহিল বিনীতভাবে, “আহার্য্য প্রস্তুত
বহুক্ষণ, বেলা গেল আসুন এখনি।”
নুরুদ্দীন ম্লান মুখে ফিরায়ে নয়ন
কহিলা “খাবনা আমি, ক্ষুধা নাই মোর”
আবার কহিল ভৃত্য বিনম্র বচনে
“সারাদিন গেল চ’লে, তবুও কি ক্ষুধা
হইল না? অনাহারে থাকিলে এ ভাবে
বিনষ্ট হইবে দেহ, সকলি প্রস্তুত

আসুন আপনি।” “না মা, খাইব না আমি,
ক্ষুধা নেই” উত্তরিলা নুরুদ্দী আবার,
“যাও তুমি সদরের ভার্য্যার নিকটে
পাল্কী নিয়ে, ব'ল তারে আসিতে এখানে
দ্বিধা যেন নাহি ভাবে, এ বাড়ীও তারি,
অর্দ্ধেক সম্পত্তি তার ; না বুঝিয়া আমি
দিয়াছি যাতনা তারে, সে যেন আমায়
ক্ষমা করে।” সসম্ভ্রমে “যে আজ্ঞা” বলিয়া
চলি গেল ভৃত্য, যুবা রহিলা বসিয়া
সেইস্থানে, শূন্য-প্রাণে পুতুলের প্রায়
নিশ্চল ; মুহূর্ত্ত পরে আসিলা সেখানে
আলাউদ্দী, অশ্রুভারে পীড়িত নয়ন।
কাতরে মলিন মুখে করিলা জিজ্ঞাসা
জনকেরে “পিতঃ তুমি কেন বসি হেথা ?
মা কেন ফেলিয়া গেল একাকী আমারে ?
কার কাছে র'ব আমি ?” ঝর ঝর অশ্রু
ঝরিতে লাগিল তার নয়ন-কমলে !
নুরুদ্দীন স্নেহভরে মুছিলা বসনে
অশ্রু তার ; শোকাবেগে বালক তখন
কাঁদিতে লাগিল মরি আকুল পরাণে।
হেনকালে লীলাবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি
ধরিয়া গলায় তার কহিল সাদরে

"চল্ আলা, কেন তুই কাঁদিস্ এখানে ?
আমি তোরে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসি
কত যত্ন করি, তুই আমার নিকটে
সদা রবি, তুই আমি দুজনে রহিব
মা'র কাছে, কত যত্ন করিবেন তিনি।
তুই কেন কেঁদে কেঁদে মরিস্ এখানে ?
চল্ মোর সাথে।" বলি আকর্ষিয়া তারে
নিয়ে গেল লীলাবতী, সজল নয়নে
সুরুদ্দী তাদের পানে রহিলা চাহিয়া;
কতক্ষণ পরে ভৃত্য ফিরে এসে তথা
জানাইল সসম্ভ্রমে ভ্রাতৃ-জায়া তার
নাহি আসিবেন হেথা থাকিতে জীবন।
ভৃত্যরে শিবিকা নিতে করিয়া ইঙ্গিত
অগত্যা মলিন মুখে উঠিলা তখনি
সুরুদ্দীন, পদব্রজে চলিলা নীরবে
সদরের গৃহ পানে বন্য পথ দিয়া
নগ্ন পদে, সে প্রখর মার্ত্তণ্ড-কিরণে
তাপিত হইয়া মরি উত্তরিলা আসি
ধীরে ধীরে সদরের গৃহের প্রাঙ্গণে।
দেখিলা সদর পত্নী চরখা লইয়া
কাটিতেছে সূত্র, বামা হেরিয়া তাঁহারে
দ্রুতবেগে এক কোণে লুকাইলা যে'য়ে।

নুরুদ্দীন স্নেহভরে আনিছে ডাকিয়া
লইলা তুলিয়া ক্রোড়ে, চুম্বিল সাদরে
সে কোমল ননী-মাখা কচি মুখ খানি।
নুরুদ্দীন হালিমারে কহিলা কাতরে
"চল বধূ, এ নির্জ্জন কানন-কুটীরে
আর কেন? প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে আমার,
চল গৃহে, না বুঝিয়া নৃশংসের মত
দিয়াছি যাতনা কত, ক্ষমিও আমায়,
ধর্ম্ম-দ্রোহী পাপীদের কুসঙ্গে পড়িয়া
হ'য়েছিল আত্মা মোর ঘোর কলুষিত।
ভীষণ রাক্ষস প্রায় নির্ম্মম হৃদয়ে
দংশিয়াছি তাই আমি ভ্রাতারে আমার।
ভেঙ্গে গেছে স্বপ্ন মোর, ভেঙ্গে গেছে মোহ
ফুরায়েছে জীবনের সব সাধ আশা,
চল বধূ, অনুতাপে দহিছে এ হৃদি,
ভুলে যাও গত কথা, ক্ষমা কর মোরে,
বাড়ী ঘর ধন রত্ন বিষয় সম্পত্তি
সবি তোমাদের, কেন বিজনে পড়িয়া
ভিখারিণী প্রায় র'বে? চল গৃহ মাঝে।"
বালকের মত যুবা কাঁদিতে লাগিলা।
হালিমন সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া তারে
কহিলা কাতর ভাবে, "ক্ষমুন আমারে

বিজন আমার পক্ষে স্বরগ সমান।
আপনার ভ্রাতা যবে ভিক্ষুকের বেশে
গিয়াছেন দূর দেশে চাকরীর তরে,
বিনে তার অনুমতি বলুন আপনি
কেমনে যাইব আমি আপনার ঘরে?
সে আমার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা
ভবার্ণবে, স্বর্গ মোর তারি পদতলে!
তার অনুমতি ভিন্ন নারিব যাইতে
এক পদ কোথা আমি, বিশেষতঃ যবে
হ'য়েছে সে বিতাড়িত এ বাড়ী হইতে,
কেমনে সে বাড়ী আমি যাইব এখন?
অভাগিনী আমি, হায় আমারি কারণে
স্বামী মোর অর্থাভাবে কত কষ্ট সহি
হইয়াছে দেশত্যাগী; পথে ঘাটে মাঠে
নগ্ন পদে নগ্ন দেহে শীত গ্রীষ্মে হায়
উপবাসে যাপিতেছে দিবস রজনী।
কোন্ মুখ ল'য়ে আমি যাইব এখন
সে বাড়ীতে? স্বামী মোর পারেনি ভোগিতে
যে সম্পত্তি, আমি তাহা ভোগিব কেমনে?
সে আজি যাপিছে দিন ভিখারীর বেশে
দূর দেশে, পত্নী হ'য়ে আমি অভাগিনী
করিব কি সুখ ভোগ রাজ-রাণী প্রায়?

আমা হ'তে হবে না তা' ক্ষমা চাই দেব,
ইহাপেক্ষা শতগুণে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
তারি পদ সেবা ক'রে এ নারী জনমে
দিনান্তেও একবার যদি খেতে পাই,
সেও স্বর্গ সুখ মোর ; মুহূর্ত্তে দুঃখিনী
ভাশুরের পদ-ধূলি লইলা তখন।
নুরুদ্দীন ভগ্ন হৃদে সজল নয়নে
নীরবে সেস্থান হ'তে করিলা প্রস্থান।
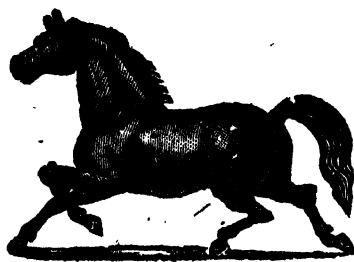
দশম সর্গ।

[ঢাকা—রমনা ; সদরুদ্দীনের পর্ণ কুটীর]

দীপ নির্ব্বাণ

রমনার প্রান্তদেশে কাননের ধারে
কুটীরের অভ্যন্তরে একটি বালক
শায়িত শয্যার পরে ; পার্শ্ব দেশে তার
জননী মলিন মুখে বসিয়া নীরবে।
বালক প্রবল জ্বরে অচেতন প্রায়,
অদূরে পিতৃব্য তার বসি কাষ্ঠাসনে
ম্লান মুখ, হালিমনে কহিছে সাদরে
"আপত্তি করিছ বধূ কেন বৃথা তুমি ?
চল গৃহে, এই স্থানে চলিবে না যত্ন
আনিছের, হিম লেগে বাড়িবে যে জ্বর
এ ভগ্ন কুটিরে ? তুমি নির্ব্বোধ রমণী
হিতাহিত জ্ঞান তব নাহি একেবারে।
সে বাড়ী কি নহে তব ? বল দেখি তবে
অসম্মত কেন তুমি যাইতে সেখানে ?
সম্পত্তি ও বাড়ী ঘর একা নহে মোর।
অর্দ্ধাংশ তোমারি, তবু কেন বৃথা তুমি
আপনার অমঙ্গল আনিছ ডাকিয়া ?
সসম্ভ্রমে হালিমন উত্তরিলা তারে,

"পতির আদেশ ভিন্ন যাইতে সেখানে
সাধ্য নাহি মম দেব, সতী নারী আমি,
সেথা কেন, কোন স্থানে নারিব যাইতে
এক পদ, আমি তার আদেশ বিহনে।"
আবার কহিলা তারে বিষাদে সুরুন্দী
"আচ্ছা বধূ, কবিরাজ সঙ্গে করে আমি
আসিয়াছি, সেই থে'কে করিবে চিকিৎসা
এই স্থানে, আমি যে'য়ে দিব পাঠাইয়া
দুই জন দাসী ওর সুশ্রূষার তরে !
এই নেও শত মুদ্রা, আবশ্যক মত
আরো দিব, অনর্থক নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে
বিনা চিকিৎসায়, তুমি মে'রনা আনিছে।'
হৃদয়ের অগ্নিরাশি চাপিয়া হৃদয়ে
সাশ্রু নেত্রে, উত্তরিলা হালিমা দুঃখিনী
"ক্ষমুন আমারে দেব, আমি অভাগিনী
অবলা রমণী, সাধ্য কি আছে আমার ?
অদৃষ্টের দুঃখ মোর কে খণ্ডাতে পারে ?
—মানবের শক্তি নাহি বিধাতার কাজে !
আপনার কোন রূপ সাহায্য লইতে
পতির নিষেধ মম, এ প্রাণ থাকিতে
কেমনে আদেশ তার করিব লঙ্ঘন ?
সকলি অদৃষ্ট-লিপি, কি করিব আমি ?

বাছার জীবন যদি হয় অস্তমিত
এই ভাবে, তবু আমি নারিব লজ্যিতে
পতির আদেশ মম ; মিনতি চরণে
দুঃখিনী বলিয়া মোরে ক্ষমুন আপনি।
পুনঃপুন আমার এ প্রাণের ভিতরে
জ্বালিয়া শোকের অগ্নি—অতীতের স্মৃতি
নাহি দগ্ধিবেন মোরে অশান্তি-অনলে।
অর্থ দিয়া কি করিব ? অর্থের প্রত্যাশী
নহি আমি—ভুলিবনা সেই প্রলোভনে।
যে বিধাতা গড়িয়াছে এ সৌর জগৎ,
অবশ্য আহার্য্য মোর প্রদানিবে তিনি ;
সে জন্য মুহূর্ত্ত মোর দুঃখ নাই মনে,
মাতৃ গর্ভে যবে শিশু থাকে গুপ্ত ভাবে
কে তারে যোগায় দেয় আহার্য্য তখন ?
আপনি এ মুদ্রাগুলি নিয়ে যা'ন সাথে,
এক কপর্দ্দক আমি রাখিবনা দেব !"
আবার মলিন মুখে কহিলা সুরুদ্দি
ভগ্ন স্বরে, "বধূ তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ,
কথা রাখ, কেন মিছে অভিমান বশে
আপনার সর্ব্বনাশ করিছ সাধন ?
ক্রোধের সময় নহে, ভেবে দেখ তুমি
কি ঘোর শঙ্কটাপন্ন আনিছ তোমার

জীবন সংশয় তার, তুমি কেন ছিছি
অযথা ক্রোধের বশে নাহি দেখিতেছ
সেই দিকে, একি তব কাজ সুবুদ্ধির ?”
উত্তরিলা হালিমন সজল নয়নে
“পতি মোর এক মাত্র আরাধ্য দেবতা
ধরাতলে, তার সম নহে কেহ আর,
পুত্র ত সামান্য কথা, এ প্রাণ আমার
অতি তুচ্ছ, হায় সেই পতির নিকটে।
তাহার আদেশ আমি নারিব লঙ্ঘিতে
এ জীবনে, এই স্থানে পড়িয়া মরিব
অনাহারে, পারিব না যাইতে কোথাও
এক পদ ; আমি দেব একাগ্র হৃদয়ে
ঈশ্বরের প্রতি শুধু করেছি নির্ভর ;
বিপদ ভঞ্জন তিনি, পতিত পাবন,
অবশ্য বিপদ মোর করিয়া ভঞ্জন
রক্ষিবেন দয়া ক’রে এই দুঃখিনীরে।
সে ভিন্ন আশ্রয় দাতা কেহ নহে মোর
এ জগতে ; ক্ষমা চাই, পারিবনা আমি
আপনার অনুরোধ করিতে রক্ষণ !”
অগত্যা মলিন মুখে সুরুদ্দী তখন
আশীর্ব্বাদ করি সেই বিপন্ন শিশুরে
গেলা চলি নিজ গৃহে, হালিমা দুঃখিনী

আনিছে লইয়া ক্রোড়ে কাঁদিতে লাগিলা
স্মরি সেই দয়াময় বিপদ ভঞ্জনে।
দেখিতে দেখিতে দিবা হ'ল অবসান,
আইল তমিস্রা নিশি, দুঃখিনীর প্রাণ
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে, গৃহে দীপ জ্বালি
শিশুটিরে ক্রোড়ে নিয়া রহিলা দুঃখিনী
অনাহারে, প্রতিবেশী কৃষক রমণী *
আশ্বাসিয়া হালিমারে স্নেহের বচনে
রহিলা বসিয়া সেথা, গভীর নিশিতে
মন্দ হ'তে মন্দতর হইতে লাগিল
রোগীর অবস্থা ক্রমে, নীরবে হালিমা
শিশুটিরে বক্ষে নিয়া কাঁদিতে লাগিলা।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হায় সহস্র বৃশ্চিক
দংশিতে লাগিল তার প্রাণের ভিতরে।
বসি পাশে প্রতিবেশী কৃষক রমণী
প্রবোধিল বহুক্ষণ, কিন্তু অভাগিনী
কাঁদিতে লাগিল আরো শোকের আবেগে।
দুঃখিনীর দুঃখ হেরি নীরবে বিষাদে
পোহাইল নিশীথিনী, নীরবে বালার্ক
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি উদয় অচলে

---

* রসিদের বিধবা পত্নী।

উঠিলেন ম্লান-মুখে, কুলায় বসিয়া
পাখীগণ শোকভরে কাঁদিতে লাগিল
ক্ষুণ্ণ প্রাণে, জীব জন্তু ঊষার পরশে
নূতন জীবন লভি উঠিল জাগিয়া
মৃতপ্রায়, হৈমবতী আসিল প্রভাতে
সঙ্গে ল'য়ে এক জন ভিষক প্রধান।
তখনি রোগীর নাড়ী দেখিলা ভিষক
সযতনে, দুটি বড়ী করিলা প্রদান
পর পর, কিন্তু হায় অবস্থা রোগীর
মন্দ হতে মন্দতর হইতে লাগিল
ক্রমে, বিধি বিধাতার কে পারে খণ্ডাতে
ভূমণ্ডলে? বৃথা যত্ন—কার সাধ্য ভবে
যুঝিতে অদৃষ্ট সনে জীবন-সংগ্রামে?
নিয়তির বাধ্য সব,—দানব মানব
জীব জন্তু সকলেই ঘোর নিষ্পেষিত
অদৃষ্ট-চক্রের নিত্য ভীম আবর্ত্তনে।
দণ্ড দুই পরে হায় কাঁদায়ে জগৎ
কাঁদাইয়া দীন হীনা জননী দুঃখিনী
দেশত্যাগী সদরের অভাগা শিশুটি
এ জন্মের মত হায় ত্যজিল জীবন!
প্রকৃতি উঠিল কাঁদি, হাহাকার রবে
মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল প্রভাত-গগন।

শিব-মন্দির।

কাননে বিহগ বৃন্দ কাঁদিতে লাগিল,
সমীরণ দীর্ঘ শ্বাস ফেলিল কাতরে,
চারি দিকে যেন এক বিষাদের ছায়া
পড়িল, সবাই শোকে বিষণ্ন বদন !
দুঃখিনী জননী তার পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
ধরাতলে, অতি ত্রস্তে হৈমবতা সতী
সিঞ্চিতে লাগিলা জল নয়নে তাহার।
মূর্চ্ছা অন্তে অভাগিনী মৃত শিশু পাশে
আবার আছাড় খে'য়ে পড়িলা যাইয়া।
আবার উঠিলা বামা শোকের আবেগে
"আনিছ আনিছ" ব'লে কাঁদিতে লাগিলা
উচ্চৈস্বরে. অশ্রু জল ঝরিতে লাগিল
শতধারে বক্ষ স্থল করিয়া প্লাবিত।
জীবনের সুখশান্তি স্নেহ ভালবাসা
এ জন্মের মত তার ফুরাইল সবি !
হেরি তার এ দুর্দ্দশা বুক ভরা ব্যথা
অচল লেখনী, হায় আকুল এ কবি !
দুঃখিনী আকুল প্রাণে ভাবিতে লাগিলা
বাছা সে ঈদের দিনে বস্ত্রের লাগিয়া
কত নির্য্যাতিত হ'য়ে ভিখারীর বেশে
হ'য়েছিল বিতাড়িত পিতৃ গৃহ হ'তে।
বঙ্গের নবাব হ'তে ধনাঢ্য প্রধান

ছিলা যার পিতামহ, * দীন হীন জনে
কত অর্থ অবিরত করিত সে দান,
তারি পৌত্র আজি হায় অদৃষ্টের দোষে
অনাহারে অনম্বরে বিনা চিকিৎসায়
নিমোনিয়া রোগে হেথা ত্যজিল পরাণ।
হৃদি তার শত খণ্ডে হ'ল বিচূর্ণিত
এ ভীষণ বজ্রাঘাতে। হৈমবতী সতী
পঞ্চদশ স্বর্ণ মুদ্রা ক্যাশ বাক্স হ'তে
প্রদানিয়া আপনার ভৃত্যের নিকটে
আদেশিলা "যাও তুমি বাজারে এখনি
পবিত্র নূতন বস্ত্র সৎকারের তরে
নিয়ে এ'স, ধর্ম্মপ্রাণ মোস্লেম সকলে
আন ডাকি, অন্য ভৃত্যে দেও পাঠাইয়া
আনিতে সে যোগী শ্রেষ্ঠ সৈয়দ আবিদে।
বলে দেও সকলেরে মস্‌জিদ পশ্চাতে
পিতামহ মোহিউদ্দী-সমাধির পাশে
এখনি কবর তার করিতে খনন।
ইষ্টক প্রস্তর আদি আবশ্যক মত
করিও সংগ্রহ, আমি প্রস্তর ফলকে
স্মৃতি-লিপি লিখে সেই সমাধির পরে

---

* মোহিউদ্দীন হায়দর

স্থাপিব, আনিছ মোর ভ্রাতার নন্দন।
আরো যাহা লাগে আমি সকলি তা' দিব।
বাবুকে বলিও আমি কিছুক্ষণ পরে
যাব বাটী, আনিছের হইলে সৎকার;
তিনি যেন একবার আসেন এখানে
অবিলম্বে, আনিছের পিতৃব্য ভবনে
যে'য়ে তুমি এ সংবাদ দিও ত্বরা করি"।
চলি গেল ভৃত্য, মরি মুহূর্ত্তের মাঝে
চারিদিকে কোলাহল হইল উত্থিত;
দলে দলে কত লোক আসিতে লাগিল
সেই স্থানে, প্রত্যেকেই কাঁদিতে লাগিল
সদরের দুরবস্থা করিয়া স্মরণ।
সকলের হাহাকারে, ক্রন্দনের রোলে
সদরের ভগ্ন প্রায় সে পর্ণ-কুটীর
ধরিল কি শোক-মূর্ত্তি—শ্মশান ভীষণ।
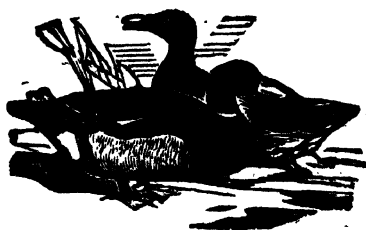
একাদশ সর্গ।

[ঢাকা—কম্পা; সদরুদ্দীনের পর্ণ-কুটীর]

হালিমা মলিন মুখে কাঁদিছে কুটীরে
নীরবে, অদূরে বসি সৈয়দ আবিদ
প্রবোধিছে দুঃখিনীরে স্নেহের বচনে
"কেন মা কাঁদিছ তুমি? এ মর জগতে
সকলেরি এই দশা, অমর কে ভবে?
আজি তুমি, কালি আমি পরশু অপর,
সবারি মরিতে হ'বে, মানব জীবন
পদ্ম-পত্রে জল প্রায় করে টলমল,
কখন ঝরিয়া যাবে কে পারে বুঝিতে?
কেবল মানব কেন? এ সৌর জগতে
যাহা কিছু, সকলি ত মৃত্যুর অধীন;
জনম লভিলে ভবে মৃত্যু সুনিশ্চিত,
ভে'বে দেখ বিধাতার সৃষ্টি-রঙ্গ ভূমে
কেহ মরে কেহ জন্মে—আশ্চর্য্য কৌশল,
জন্ম মৃত্যু পাশা পাশি এ জৈব জগতে।
কার সাধ্য লঙ্ঘিতে এ বিধাতার নীতি?
জীব জন্তু পশু পাখী যাহা কিছু ভবে
সবাই মরিবে, বল অমর জীবন
কে লভেছে কোনদিন এ মর জগতে?

বিধাতার সৃষ্টি মাঝে দেখ লক্ষ্য ক'রে
এ নীতি সর্ব্বত্র ব্যাপী জড়ে ও অজড়ে।
এ নীতি বুঝিলে নর দুঃখের কারণ
কিছুই থাকে না ভবে, না বুঝে এ তত্ত্ব
শুধু মোহ-মায়া বশে ভ্রমান্ধ মানব
'আমার আমার' ব'লে করি গণ্ডগোল
অশান্তি আনিছে সদা শান্তির জগতে।
কে কার এ ধরা ধামে ? সবি যে অনিত্য,
শুধু নিত্য তিনি, যার স্নেহের নিগড়ে
বাঁধা এ সমগ্র বিশ্ব, রবি শশী তারা
তাঁহারি শক্তির শুধু সূক্ষ্ম নিদর্শন !
ফল ফুল রৌদ্র বৃষ্টি সলিল অনিল
তাহারি করুণা-বার্ত্তা করিছে জ্ঞাপন !
আবার দারুণ বজ্র-সাক্ষাৎ শমন
তাঁহারি ক্রোধের বহ্নি করিছে বর্ষণ !
এক দিক ভেঙ্গে, সে যে অন্য দিক গড়ে,
ভাঙ্গা গড়া তারি কার্য্য,—উত্থান পতন
তারি সূক্ষ্ম ক্রম-সূত্রে রয়েছে গ্রথিত
এ জগতে, মূর্খ নর পারেনা বুঝিতে।
ধাতা সে-ই, স্রষ্টা সে-ই, জীব অদৃষ্টের
গুপ্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশিয়া কহিছে তাহারে।
সুখ দুঃখ অবিরত ঘুরিছে ফিরিছে

এ সংসার ভোজ বাজী—আলেয়ার আলো
অথবা ভূতের খেলা, তাহে মায়া এ'সে
নানা ছলে নানা বেশে ভুলা'য়ে মানবে
পলে পলে পাপ রাশি করিছে বর্দ্ধন।
ভুলে যাও গত কথা, স্মর জগদীশে
হৃদয়ে পুণ্যের অগ্নি করি প্রজ্জ্বলিত
ভস্ম কর মায়া পাশ, শিক্ষা কর ভবে
সুখে দুঃখে গৃহ কার্য্যে বিপদে সম্পদে
ঈশ্বরের প্রতি সদা করিতে নির্ভর।
সেই তেজে সে অগ্নিতে হ'বে ভস্মীভূত
মায়া-পাশ, মুক্তি লভি ধর্ম্মের বিধানে
জয়ী হ'বে সর্ব্বকার্য্যে এ জৈব জগতে।
তাই বাছা এ হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে
ভুলে যাও চিরতরে অতীতের কথা;
চল এবে মমগৃহে, রবে সেথা সুখে
অবিরত; ভার্য্যা মম করিবে যতন
কন্যা নির্ব্বিশেষে, বাছা সতত তোমারে।"
হেন কালে নুরুদ্দীন এ'সে সেই স্থানে
আবিদের পদধূলি লইলা মস্তকে
ভক্তি ভরে; কিছু দূরে বসি কাষ্ঠাসনে
কহিলা সে "গুরুদেব, অর্দ্ধেক সম্পত্তি
দিয়াছি লিখিয়া আমি ভ্রাতারে আমার।

আপন অনিষ্ট তুমি করিছ সাধন ?
ভুলে যাও গত কথা, কেহ নহে কার
এ সংসারে, সকলি যে মায়ার ছলনা।
মায়ার কৌশলে নর হ'য়ে ঘোর মত্ত
"আমার আমার" বলি করিয়া কলহ
বাড়াইছে পাপ ভার। ভেবে দেখ মনে
দস্যু যে অর্থের লোভে হত্যা করি সবে
রাশি রাশি ধনরত্ন দিতেছে আনিয়া
আপনার ভার্য্যা পুত্রে, তারা কি কখন
দস্যুর পাপের ভাগ লইবে বাঁটিয়া ?
যদি না লইল, তবে কেন অনর্থক
নর হত্যা, প্রবঞ্চনা করিয়া সতত
মূর্খ দস্যু মহা পাপ করিছে অর্জ্জন ?
কে তারে এ পাপ কার্য্যে করে নিয়োজিত ?
কে তারে কি মন্ত্র বলে ধর্ম্মপথ হ'তে
তাড়াইয়া পাপ পথে চালায় সংসারে ?
কে সে শত্রু,—জান কি তা ? মায়া তার নাম
মানবের এক মাত্র শত্রু সে প্রধান ;
তারি প্ররোচনা হেতু অবোধ মানব
কত শত অপকার্য্য করিছে [illegible]।
সে যদি না র'ত তবে, এ বিশ্বসংসারে
সতত স্বর্গের দৃশ্য হ'ত প্রতিভাত।

এ সংসার ভোজ বাজী—আলেয়ার আলো
অথবা ভূতের খেলা, তাহে মায়া এ'সে
নানা ছলে নানা বেশে ভুলা'য়ে মানবে
পলে পলে পাপ রাশি করিছে বৰ্দ্ধন।
ভুলে যাও গত কথা, স্মর জগদীশে
হৃদয়ে পুণ্যের অগ্নি করি প্রজ্জ্বলিত
ভস্ম কর মায়া পাশ, শিক্ষা কর ভবে
সুখে দুঃখে গৃহ কার্য্যে বিপদে সম্পদে
ঈশ্বরের প্রতি সদা করিতে নির্ভর।
সেই তেজে সে অগ্নিতে হ'বে ভস্মীভূত
মায়া-পাশ, মুক্তি লভি ধর্ম্মের বিধানে
জয়ী হ'বে সর্ব্বকার্য্যে এ জৈব জগতে।
তাই বাছা এ হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে
ভুলে যাও চিরতরে অতীতের কথা;
চল এবে মমগৃহে, রবে সেথা সুখে
অবিরত; ভার্য্যা মম করিবে যতন
কন্যা নির্ব্বিশেষে, বাছা সতত তোমারে।"
হেন কালে নুরুদ্দীন এ'সে সেই স্থানে
আবিদের পদধূলি লইলা মস্তকে
ভক্তি ভরে; কিছু দূরে বসি কাষ্ঠাসনে
কহিলা সে "গুরুদেব, অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি
দিয়াছি লিখিয়া আমি ভ্রাতারে আমার।

বহু লোকে প্রেরিয়াছি তাহার সন্ধানে
নানা স্থানে, আমার সে দয়িতা বিয়োগে
অসময়ে, হৃদি মোর হ'য়েছে শ্মশান।
সংসার আমার কাছে নরকের মত
গুরুদেব, উরু উরু করে মোর প্রাণ ;
দয়া করে সদরের বধূরে আপনি
দিন্ ব'লে যে'তে মোর বাড়ীতে এখন !
স্বামীর সম্পত্তি তার দিব ফিরাইয়া
তারি হস্তে, বাটী ও ত অর্দ্ধেক তাহার।
অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেব, দিয়াছি লিখিয়া
পুত্রে মম, যাব আমি তীর্থ পর্য্যটনে ;
কার্ব্বালা বোগদাদ বহু তীর্থ নিরখিয়া
যা'ব মক্কা মদিনায়, রওজার * ধূলি
মাখিয়া ললাটে হৃদে, উদাসীন প্রায়
জীবনের কয় দিন করিব যাপন
সেই স্থানে,—এ সংসার শ্মশান ভীষণ।
কহিলা আবিদ পীর মধুর বচনে
"ভাল কথা, যাও বাছা ভাশুরের সাথে
গৃহ মাঝে, কেন হেথা ভুগিছ যন্ত্রণা ?
কেন বাছা এত কষ্ট সহিয়া সতত
আছ প'ড়ে এই ভগ্ন কুটীরের মাঝে ?"

* হজরতের সমাধি।

উত্তরিলা হালিমন সজল নয়নে
কষ্টের অদৃষ্ট মম, কেন না ভুগিব
কষ্ট আমি ? এ কুটীর স্বর্গ হ'তে শ্রেয়ঃ
স্বর্গ ও আমার কাছে নহে বাঞ্ছনীয়
গুরুদেব, কেন না এ কুটীরে থাকিতে
দয়াছেন আজ্ঞা মোরে সাক্ষাৎ দেবতা
স্বামী মোর, তার আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম।
তাহার আদেশ ভিন্ন এ মর জীবনে
একপদ কোথা আমি নারিব যাইতে।
সম্পত্তির কথা দেব কি বলিব আমি ?
সম্পত্তি ত অতি তুচ্ছ,—কি সুখ তাহাতে ?
সতীর সম্পত্তি স্বামী—কণ্ঠের ভূষণ
স্বামী তার ; গুরুদেব স্বামী ভিন্ন ভবে
কি আছে সতীর গতি ? রতন ভূষণ
বিলাসের যাহা কিছু আছে এ জগতে
সবি দেব তৃণসম সতীর নিকটে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বর্গ-সুখ যা বলুন দেব
সকলি কণ্টকময় স্বামীর বিহনে ;
স্বামী সেবা ভিন্ন সুখ নাই এ জীবনে
রমণীর ; এ সংসার ভীষণ শ্মশান ;
স্বামীই সতীর দেব মঙ্গল নিদান !
স্বামী ভিন্ন সবি ভবে ঘোর অন্ধকার

স্বামী পদ রজঃ দেব স্বর্গের সোপান।
সে যখন সে সম্পত্তি করে নাই ভোগ,
আমি তার দাসী হ'য়ে ছিছি গুরুদেব
কোন্ প্রাণে সে সম্পত্তি ভোগিব এখন ?
প্রগল্‌ভতা ক্ষমা চাই, অভাগিনী আমি
জীবনের কয় দিন যাপিব এখানে
কোন মতে, জগদীশ রাখেন যে ভাবে
তাই ভাল, ইহাপেক্ষা অন্য আশা নাই
গুরুদেব, ক্ষমা চাই ও পদ রাজীবে।"
অগত্যা মলিন মুখে উভয়ে তখন
আশিষিয়া হালিমারে করিলা প্রস্থান।
দুঃখিনী মনের দুঃখে গৃহ কোণে বসি
কাঁদিতে লাগিলা, প্রাণে অনলের উৎস
উঠিল ফুটিয়া, কত অতীতের স্মৃতি
একে একে হৃদি মাঝে উঠিল জাগিয়া।
একটি মাদুর পাতি ঘরের মেঝোতে
দুঃখিনী আকুল প্রাণে রহিলা পড়িয়া।
ভাবিতে লাগিলা বামা অদৃষ্টের দোষে
পতি গেল, পুত্র গেল, কার আশে আর
অভাগিনী এসংসারে রহিবে বাঁচিয়া ?
সকলিত গেল,—তবে এ দগ্ধ পরাণ
কেন এ সংসার হতে যায় না চলিয়া ?

দুইটি বৎসর আজ গেছে তার পতি,
এর মাঝে একটিও সংবাদ তাহার
পাইলনা অভাগিনী এই দীর্ঘ কাল
কত কষ্টে গেছে তার, শীত গ্রীষ্মে হায়
অনাহারে অনশনে যাপিয়াছে দিন।
স্বামী তার এত দিন আছে কি মরেছে
অভাগিনী তাও হায় নারিলা জানিতে;
ছিল পুত্র, দে'খে যারে প্রাণের যাতনা
হ'ত দূর, সেও গেল অদৃষ্টের দোষে।
এই রূপ নানা চিন্তা দুঃখিনীর প্রাণে
উদিয়া বৃশ্চিক প্রায় দংশিতে লাগিল
হৃদে তার, আঁখি গেল অশ্রুতে ভরিয়া
অভাগিনী বহুক্ষণ রহিলা পড়িয়া
সেই ভাবে ছিন্ন তার মাদুরের পরে।

কিছুক্ষণ পরে বেগে বহিতে লাগিল
প্রভঞ্জন; পাখীগণ কলরব করি
ছুটিয়া আসিল নীড়ে, অভাগিনী উঠি
শশব্যস্তে উঁকি মে'রে দেখিলা বাহিরে
আকাশ ছাইয়া গেছে সব মেঘ জালে,
নাহি রৌদ্র, চারি দিকে আঁধারের ছায়া,
দিবাপতি লুকায়েছে মেঘের আড়ালে

শোঁ শোঁ করি ভীম নাদে বহিল ঝটিকা
ঘর দ্বারা বৃক্ষ লতা করিয়া কম্পিত।
সে ভীষণ হুহুঙ্কারে দৈত্য গুলি যেন
পরস্পর; মহা ক্রোধে যুঝিতে লাগিল
ভীম রবে, বংশ গুলি ভাঙ্গিতে লাগিল
মট মট, কড় কড়ে পড়িল অশনি;
ভীষণ মূসল ধারে পড়িতে লাগিল
বৃষ্টি-জল হুহু ক'রে ভাসায়ে ধরণী।
দুঃখিনীর ভগ্ন প্রায় কুটীর ভিতরে
অজস্র বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল
শত ধারে, হালিমার শয্যা উপাধান
সমস্ত ভিজিয়া গেল সেজল-প্রভাবে।
আর্দ্র বস্ত্রে অভাগিনী কাঁপিতে লাগিলা
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ!
হিয়ার ভিতরে তার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
বহিতে লাগিল বেগে ঘোর প্রভঞ্জন।
অভাগিনী কেঁদে কেঁদে সেই সিক্তভূমে
জড় সড় হ'য়ে হায় রহিলা বসিয়া
ক্ষুণ্ণ প্রাণে; ক্ষণমাঝে হৈমবতী সতী
আইল তথায়, হেরি হালিমার দশা
প্রদানিলা সেই ক্ষণে একটি বসন।
কহিলা সাদরে "দিদি তোমার শরীর

অযথা করিলে নষ্ট ভাবিয়া চিন্তিয়া !
কতবার এসে আমি বুঝান্থু তোমারে,
কি আক্ষেপ, তুমি দিদি করিলেনা গ্রাহ্য
কথা মোর, অনর্থক কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অমূল্য জীবন নষ্ট করিলে অকালে ?
আজি হ'ক, কালি হ'ক অবশ্য আসিবে
পতি তব; তুমি কেন উন্মাদিনী প্রায়
সিক্ত বস্ত্রে ভূমি'পরে রয়েছ পড়িয়া ?
বৃষ্টিতে ভিজিয়া দিদি থাকিলে এ ভাবে
নিশ্চয় জীবন তব যাইবে অচিরে।
চালের ছাউনি নাই, নাই ঘরে বেড়া,
তাহে ব্যাঘ্র সারা নিশি বেড়ায় গর্জ্জিয়া ;
ভগ্ন প্রায় এ কুটীরে কেমনে থাকিবে
একা তুমি ? 'মাথা খাও কথা রাখ মোর,
চল যাই গৃহে মম, থাকিবে সেখানে
মহা সুখে, ভিন্ন বাড়ী প্রদানিব আমি
তুইজন দাসী দিব সেবার লাগিয়া।”
“পায়ে ধরি দিদি মোরে বল না ও কথা”
উত্তরিলা হালিমন সজল নয়নে
“সতী তুমি, সতী-কষ্ট অবশ্য বুঝিবে,
স্বামীর আদেশ ভিন্ন এ গৃহ ত্যজিয়া
কেমনে যাইব আমি ? সে আমারে দিদি

যে গৃহে আসিয়া গেছে, সেই গৃহে আমি
তারি মূর্ত্তিধ্যান করি যাপিব জীবন।
সেই গৃহে এই ভাবে ভূতলে পড়িয়া
অনাহারে মরিলেও দুঃখ নাই মনে!
আমার কি ভয় দিদি শার্দ্দূল গমনে?
স্বামীর আদেশ ভিন্ন যাই যদি আমি
অন্য স্থানে, পাতকিনী আমার সমান
কে আছে জগতে দিদি? ক্ষমা কর মোরে
এ গৃহ ত্যজিয়া আমি যাইব না কোথা
এক পদ, অই দেখ কেমন সুন্দর
কাঁঠালিয়া চাঁপা বৃক্ষ, এই তরুটিরে
রুপেছিনু আমি দিদি, কিন্তু স্বামী মোর
কত যত্নে জল রাশি করিত সিঞ্চণ
মূলে তার প্রতিদিন প্রদোষ প্রভাতে;
তারি স্মৃতি দিবানিশি রেখেছে জাগা'য়ে
অই তরু আমার এ হৃদয়ের মূলে!
অই দেখ দিদি, অই মসৃজিদ পশ্চাতে
সমাধি,—উহারি মাঝে রয়েছে ঘুমায়ে
আমার হৃদয় নিধি নয়নের মণি।
—যার কথা আমি আজ পারিনে ভুলিতে
একপল, হায় সেই আনিছ আমার
তেয়াগিয়া স্নেহ মায়া জনমের মত

আছে প'ড়ে অযতনে সমাধি-শয্যায় !"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ তার, ঝর্ ঝর্ করি
অশ্রু-ধারা গণ্ড বেয়ে পড়িল ঝরিয়া।
নীরবে দুঃখিনী আহা উন্মাদিনী প্রায়
রহিলা চাহিয়া সেই সমাধির পানে।
কিছুক্ষণ পরে বামা হইলে সুস্থির
বিষাদে সজল নেত্রে হৈমবতী সতী
লইলা বিদায়, তারে কহিয়া সাদরে
"যাই তবে দিদি মণি থে'ক সাবধানে
আবার আসিব আমি দিন দুই পরে।"

দ্বাদশ সর্গ।

[ভাওয়াল ; গাজী হবিবুল্লার পুষ্পোদ্যান ;]

সাঁঝে বাদ।

কুসুমিত কুঞ্জবন ; নানাজাতি ফুল
ফুটিয়া রয়েছে অই তরু শিরে শিরে।
ফুলের সৌরভ নিয়া কাঁপাইয়া লতা
সমীরণ বহিতেছে ধীরে ধীরে ধীরে।
মাঝে মাঝে কুঞ্জ বীথি, অসংখ্য ফোয়ারা
ঝরিতেছে ঝুর ঝুর ; বন বিহগিনী
গাইতেছে থেকে থেকে সঙ্গীত মধুর !
অপরাহ্ণ ; ভাস্করের সুবর্ণ কিরণ
ভাতিছে সলিলে যেন শত কোহিনূর !

দশম বর্ষীয়া এক বালিকা সুন্দরী
অস্ফুটন্ত কলি প্রায় অতি মনোহর
বেড়াইছে এ উদ্যানে, মুখ খানি তার
গোলাপ পুষ্পের মত, নয়ন যুগল
ঢল ঢল, অতি সুশ্রী মাদকতা ভরা
কুরঙ্গের আঁখি প্রায় মুনি মনোলোভা !
বেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছ, ভুজঙ্গিনী প্রায়
দুলিতেছে পৃষ্ঠ দেশে, অগ্রভাগে তার

একটি গোলাপ পুষ্প, ললাটের ঊর্দ্ধে
শিরোদেশে ঘনকৃষ্ণ অলকা-কুন্তলে
একটি কুসুম গুচ্ছ নয়ন রঞ্জন।
পরী কন্যা প্রায় বালা সখিগণ সাথে
বেড়াইছে কুঞ্জবনে; একটি সঙ্গিনী
কহিলা মধুর স্বরে, "বড় গ্রীষ্ম আজি
গৃহে থাকা মহাদায়, চল যে'য়ে মোরা
বসি এবে ঝাউ তলে সরসী-সোপানে।
সকলেই ধীরে ধীরে বসিলা যাইয়া
সরঃতীরে মনোহর সোপান উপরে।
দেখিলা বিবিধ বর্ণ জলজ কসুম
শোভিছে সুনীল জলে থরে থরে থরে।
অন্য এক সখী হে'সে কহিলা মধুরে
"জাহানারা, কেন তুই চিন্তিত এমন?
আলাউদ্দী গেছে পর জানি নে কি হেতু
তুই যেন হ'য়েছিস্ কেমন কেমন।"
জাহানারা পৃষ্ঠে তার চিম্‌টি কাটিয়া
মৃদু হে'সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বর্ষণ
কহিলা "ছে'ড়ে দে তোর রহস্যের কথা,
যে অবধি পিসি মাতা অভিমান ভরে
করেছেন আত্মহত্যা, সেই হ'তে হায়
বৎসরেক গত আজি, পিসা মহাশয়

সংসারের সব কার্য্য দিয়াছেন ছে'ড়ে।
শুনেছি ফকির বেশে ঐশ্বর্য্য সম্পদ
সব ছাড়ি মক্কাধামে যাবেন চলিয়া।
সে কথা স্মরণ হ'লে হৃদয় আমার
উঠে জ্বলি, মাতৃহীন পিসতুত ভ্রাতা
আলাউদ্দী পড়িবে যে বিপদ-সাগরে।
কে তাহার যত্ন হায় করিবে তখন?
না খাইলে কে তাহারে ডাকিয়া আদরে
খে'তে দিবে? এ সংসারে বলিতে আপন
কেহ না থাকিবে তার? কাঁদিতে কাঁদিতে
যাবে দিন, মুখ তুলে কে আর চাহিবে
তার পানে? মর্ম্মদুঃখে পিতা মাতা স্মরি
যবে সে আকুল প্রাণে করিবে রোদন?
ইচ্ছা হয় সদা মোর আলারে আনিয়া
রাখি হেথা, কিংবা মোরা যাইয়া সেখানে
থাকি সদা, কষ্ট তার করিতে মোচন।
কি করি বালিকা আমি, সাধ্য কি আমার,
তারি জন্য প্রাণ মোর কাঁদে সর্ব্বক্ষণ।
সে দিন সে এসেছিল বাড়ীতে মোদের
পিসে মহাশয় সনে, যে ক'দিন ছিল,
কতনা আনন্দে আমি কাটাইয়া ছিনু
সে ক'দিন তার সহ; যেদিন হইতে

গিয়াছে সে, প্রাণ মোর করে আন্‌চান্‌!
কিছুই লাগেনা ভাল, ইচ্ছা হয় মনে
পত্র লি'খে তারে পুনঃ আনি এই স্থানে।"
আবার সে সখী তারে বলিলা তখন,
"কেন দিদি, তুই ও ত মাতৃহীন ভবে?
তোর কষ্ট দেখে দে'খে হৃদয়ে মোদের
কত দুঃখ হয়, তাহা জানা'ব কি ক'রে?"
"না বোন্‌ কষ্ট কি মোর?" কহিলা হাসিয়া
জাহানারা "সত্য বটে হারায়েছি আমি
মাতৃদেবে, মা তাপসী করেছে পূরণ
স্থান তার, সে অভাব বুঝিনা এখন।
কিন্তু দিদি একবার ভে'ব দেখ মনে
আলার ত সে অভাব হয়নি পূরণ?"
'আপন বলিতে তার কে আছে জগতে?"
"ঠিক কথা" উত্তরিলা সেই সখী তারে।
আবার মুহূর্ত্ত পরে সস্মিত বদনে
কহিলা সে মৃদু কণ্ঠে ঠেলা দিয়া তারে
"অই দিদি নাজেমন্দা আসিছে এখানে।"
"আসুক সে" উত্তরিলা জাহানারা সতী
"তার কাজে সে আসিবে আমার কি দিদি?"
নাজেমন্দা ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে
বলিলা হাসিয়া "তোরে খুঁজিতে খুঁজিতে

ক্লান্ত হ'য়ে জাহানারা এসেছি এখানে ;
কক্ষে কক্ষে পাঠাগারে অন্দর মহলে
নাহি হেন স্থান, যেথা খুঁজি নাই তোরে !
তোর জন্য আমি আজি দেবতা বাঞ্ছিত
বসরা দেশের এই ফুটন্ত গোলাপ
এনেছি, নিবিনে তুই বল্ জাহানারা ?"
জাহানারা মৃদু হে'সে কহিলা তাহারে
"ফুল দিয়া কও ভাই কি করিব আমি ?
মাতৃহীনা বালিকার ফুলে কোন্ কাজ ?"
নাজেমদ্দৌ মনে মনে ভাবিলা তখন
নির্ব্বোধ বালিকা, তুই এ প্রানের ব্যথা
বুঝিলি নে, ইচ্ছা ক'রে সতত আমারে
করেছিস্ প্রত্যাখ্যান, বুঝিলি নে তুই
এ ফুল ত ফুল নহে, এ ফুল আমার
অনুরাগে সুরঞ্জিত, সিক্ত স্নেহ রসে
প্রীতিপূর্ণ অপার্থিব প্রেম নিদর্শন।
আরো একবার আমি হীরকে জড়িয়া
সুবর্ণের প্রজাপতি দিয়াছিনু তোরে ;
তখনো ত তুই তাহা অহঙ্কার বশে
দিয়াছিলি ফিরাইয়া, সে কথা ভাবিতে
কষ্ট হয়, যাহা হ'ক ভালবাসা তোর
পাই কিংবা নাহি পাই, দুঃখ নাহি তাতে,

আমি তোর হিতাকাঙ্ক্ষী যাবৎ জীবন।
ভাগ্য দোষে যদি মোর হৃদয়-গগনে
জাহানারা পড়ে খ'সে, জনমের মত
জীবনের সুখ শান্তি সবি যাবে মোর।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ মোর বড় স্নেহময়ী,
তাহারে জানা'য়ে আমি প্রাণের বেদনা
সাহায্য লইব তার, মম দুঃখ হে'রে
সে যদি পিতাকে তোর করে অনুরোধ
গাজি হবিবের কাছে করিতে প্রস্তাব
বিবাহের, বোধ হয় তা হ'ল নিশ্চয়
আমার বাসনা পূর্ণ হইবে অচিরে।
প্রকাশ্যে সে ম্লান মুখে কহিলা হাসিয়া
"জাহানারা, এ কেমন ব্যবহার তব?
কেহ যদি ভালবে'সে দেয় উপহার
তাহা কি লইতে নাই?" গম্ভীর বদনে
জাহানারা উত্তরিলা "বৃথা উপহারে
কোন্ লাভ? সার্থকতা কি আছে তাহাতে?
লাভালাভ এ জগতে কিছু নাই যা'তে
সে কাজে নিস্পৃহ আমি সদা সর্ব্বক্ষণ!
এ বিশ্বে কারণ ভিন্ন নাই কোন কাজ,
তুমি ত তা' জান ভাই—জগতেরি রীতি!
কেন তবে বৃথা কাজে হৃদয়ে আমার

কষ্ট দেও ? আমি ফুল ভাল নাহি বাসি।
এ ফুল যে ভালবাসে, তারে দেও যদি
সে তোমারে প্রতিদান দিবে আর কিছু।
আমার ত কিছু নাই প্রদানিতে তোমা ?
কেন আমি ফুল তবে করিব গ্রহণ ?
ক্ষমা কর, মাতৃহীনা আমি অভাগিনী,
অশ্রু ভিন্ন কিছু নাই সম্বল আমার ;
ফুলের বদলে আমি কি দিব তোমারে ?"
নাজেমন্নী ম্লান মুখে ফেলিলা সে ফুল
সরোবরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরবে
বিষাদে সে স্থান হ'তে করিলা প্রস্থান !

ত্রয়োদশ সর্গ।

[ঢাকা, পুরাণা নাখাস; মুরুদ্দীনের প্রাসাদ;]

তীর্থ যাত্রা; —দেবত্ব লাভ ।

সরোবর সন্নিহিত সুরম্য প্রাসাদে
দেওয়ান সুধীর চন্দ্র বসিয়া নীরবে
সুশুভ্র ফরাস'পরে; হৃদয়ে তাহার
চিন্তার অসংখ্য ঊর্ম্মি উঠিয়া পড়িয়া
কি যে এক প্রলয়ের করিছে সূচনা।
কুঞ্চিত ললাট; ঘোর শঠতার ছায়া
হ'য়েছে বিম্বিত তার বদন দর্পনে।
অদূরে একটি ভৃত্য আছে দাঁড়াইয়া
আদেশের অপেক্ষায় চাহি তার পানে।
ভৃত্যেরে ডাকিয়া কাছে কহিলা সুধীর
কাণে কাণে "নুরুদ্দীন যাইবে এখনি
তীর্থ ধামে, সঙ্গে নাহি নিবে সে কাহারে।
একাই সে তীর্থে তীর্থে করিবে ভ্রমণ
ভিক্ষুবেশে, আমি তারে ক'রেছি বারণ
একা যে'তে, সঙ্গে নিয়া যাইতে তোমারে।
মম বাক্যে অনিচ্ছায় হ'য়েছে স্বীকৃত,
যাও তুমি তার সঙ্গে, ব'লনা তাহারে

কোন কথা, নানা তীর্থে করি পর্য্যটন
যাইবে সে মক্কা ধামে, অতি সাবধানে
তুমি তারে পথি মাঝে আহার্য্যের সনে
মিশাইয়া কালকূট বধিও গোপনে।
দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দিব আমি তোমা
আমার ঈপ্সিত কার্য্য করিলে সাধন।
সাবধান কেহ যেন নাপারে জানিতে
এই কথা, তুমি মোর বাধ্য ভৃত্য ব'লে
এই ভার তব করে করিনু অর্পন।
সাংসারিক ব্যয় তব আবশ্যক মত
প্রদানিব আমি তব গৃহিনীর করে,
মুহূর্ত্ত সে জন্য তুমি ভে'বনা কখন।
আমার এ কার্য্য তুমি করিলে সাধন
যথোচিত পুরস্কৃত করিব তোমারে।
যত দিন বেঁ'চে র'ব ভুলিবনা ইহা,
যাও তুমি সঙ্গে তার, অতি সাবধানে
সাধিও এ কার্য্য মোর সুদূর বিদেশে।
কেহ যেন বিন্দু মাত্র নাপারে জানিতে
এই কথা, জানিলে যে ঘটিবে বিপদ।
পারিবেনা তুমি নছু করিতে পূরণ
মম বাঞ্ছা ?" "পারিব না কেন মহারাজ ?"
উত্তরিল নছিমদ্দী বিনম্র বচনে।

আবার সুধীর চন্দ্র কহিলা তাহারে
"পঞ্চদশ স্বর্ণ মুদ্রা নেও আজি নছু
কোন চিন্তা করিও না তুমি হৃদি মাঝে,
আমার ঈপ্সিত কার্য্য করিলে সাধন
ধনাঢ্য করিয়া দিব নিশ্চয় তোমারে;
নুরুদ্দীন আসিতেছে যাও শীঘ্র তুমি
প্রস্তুত হইয়া এ'স, বিলম্বিলে নছু
হয়ত সে যে'তে পারে একাকী চলিয়া।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভৃত্য করিল প্রস্থান।
নুরুদ্দীন ধীরে ধীরে আসিলা সেখানে
ম্লান মুখে, নেত্রদ্বয় পূর্ণ অশ্রু ধারে।
পশ্চাতে অসংখ্য ভৃত্য, পুত্র আলাউদ্দী
আরো বহু প্রতিবেশী দাঁড়াইল আসি'।
নুরুদ্দী বিষণ্ণ প্রাণে অঙ্গুলি হইতে
হীরক অঙ্গুরী এক করি উন্মোচন
নিক্ষেপিলা সরসীর অতল সলিলে,
হেরি তা' সুধীরচন্দ্র জিজ্ঞাসিলা তারে
"ফেলিয়া দিলেন কেন হীরক অঙ্গুরী?—
—এ যে বহু মূল্যবান?" বলিলা নুরুদ্দী
"মাতৃগর্ভ হ'তে আমি অঙ্গুরী লইয়া
জন্ম ত লভি নি বিশ্বে? ভে'বে দেখ মনে
রিক্ত হস্তে রিক্ত পদে লভেছি জনম

ধরাতলে, সঙ্গে আমি আনি নি ত কিছু ?
এ'সেছি উলঙ্গ, পুনঃ যাইব উলঙ্গ
সংসার ত্যাজিয়া আমি অন্তিম সময়ে।
এ সকল ধন রত্ন হীরক-অঙ্গুরী
সঙ্গে ত যাবেনা মোর সমাধি-গহ্বরে ?
তবে কেন এ সকল ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন
ধারণ করিব দেহে ? পরিলে এ সব
অহঙ্কার দর্প গর্ব্ব কামনা মাৎসর্য্য
নানাবিধ রিপুগুলি মানব-হৃদয়ে
উপজিয়া, ধ্বংস করে ধর্ম্ম বৃত্তি গুলি,
ধ্বংস করে মনুষ্যত্ব দেবত্ব বিবেক
আত্মার পবিত্র ভাব, করে মানবেরে,
পশু হ'তে ঘৃণনীয় নিকৃষ্ট অধম।
অতএব এ সকলে কোন প্রয়োজন ?
দেবত্ব ত্যজিয়া বল পশুত্ব লভিতে
কে চায় এ ধরাতলে ?" মলিন বদনে
নুরুদ্দীন নগ্ন পদে চলিলা হাটিয়া
ধীরে ধীরে, নম্রভাবে কহিলা সুধীর
"উঠুন শিবিকা পরে, নগ্ন পদে গেলে
কণ্টক বিঁধিবে পদে।" বিষণ্ন হৃদয়ে
উত্তরিলা নুরুদ্দীন "মাটির শরীর
মাটিতে মিশিয়া যাবে, করিবে ভক্ষণ

কৃমি কীট, এত যত্ন সে দেহের জন্য
অযথা করিব কেন ? শরীর ত নহে
পার্থিব সুখের জন্য, মানব-জনম
বিলাস ব্যসন জন্য নহে ধরাতলে !
কঠোর সাধনা করি বিশ্বের মঙ্গল
সাধিতে—লভিতে প্রাণে বিধাতার প্রীতি
মানবের জন্ম ভবে, আত্মার সদ্গতি
না হইলে, না জানিলে আত্ম পরিচয়
কেমনে চিনিবে বল পতিত পাবনে ?
আত্ম-পরিচয় ভিন্ন চিনিতে তাহারে
কেহই সমর্থ নহে, কর্ত্তব্য মহান
নিজেরে চিনিতে আগে, তা হ'লে নিশ্চয়
চিনিতে পারিবে তারে আত্মার ভিতরে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পর উপকার
মহাব্রত, এর সম কি আছে জগতে ?
নিরন্নেরে অন্ন, আর বস্ত্রহীনে বস্ত্র
প্রদানিলে, মুছাইলে পিতৃ মাতৃ হীন
দীন দুঃখী শিশুদের শোক-অশ্রু-ধারা,
লভিবে হৃদয়ে এক মহাপুণ্য জ্যোতিঃ,
সে জ্যোতির মধ্য দিয়া দেখিবে তখনি
অনন্ত বিরাট বেশে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
মূর্ত্তি তার, অবিরত করিছে আহ্বান

সমস্তেরে, রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ
এ সৌর জগৎ তারে করিছে প্রণাম
পলে পলে প্রতিদিন প্রদোষ প্রভাতে।
স্বার্থের কুহকে প'ড়ে ভুলিয়া তাহারে
ছিনু মত্ত, এ জীবনে ভ্রমেও সেদিকে
চাইনি কখনো ফিরে, রমণীর প্রেমে
মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর জীবন
লভিয়াছি, নিষ্পেষিত করেছি চরণে
কত জনে, জোর ক'রে নিয়াছি কাড়িয়া
কত দরিদ্রের অন্ন, সে কথা স্মরিলে
এখনো হৃদয় মোর উঠে শিহরিয়া।
সংসার ছাড়িয়া আমি ভিখারীর বেশে
আজি তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিনু,
তোমরা ক্ষমিও মোরে, করিও প্রার্থনা
বিধাতার কাছে মম আত্মার কল্যাণে।
আলাকে সঁপিয়া গেনু তোমাদের হাতে,
নির্ব্বোধ সরল শিশু পিতৃ মাতৃ হীন
সংসারের কুটিলতা এখনো পশেনি
হৃদে তার!" চক্ষুদ্বয় মুছিয়া বসনে
আবার জড়িত কণ্ঠে কহিলা কাতরে
"তোমরা দেখিও তারে সদা সর্ব্বক্ষণ।"
নুরুদ্দীন পদব্রজে যাইতে লাগিলা;

শশব্যস্তে ছত্র খুলি ভৃত্য একজন,
ধরিল মস্তকে তার, নুরুদ্দী সে ছত্র
কহিলা করিতে বন্ধ, মুহূর্ত্তে সে ভৃত্য
করিল তা' সঙ্কুচিত, আবার নুরুদ্দী
কহিলা কাঁতর ভাবে চাহি ভৃত্য পানে
"ছাতিতে কি প্রয়োজন এখন আমার ?
দরিদ্র ভিক্ষুক আমি, ভিখারীর বেশে
যাইতেছি আজি আমি তীর্থ পর্য্যটনে
[ ]না স্থানে, তীর্থে তীর্থে করিয়া ভ্রমণ
প্রাণের অশান্তি আমি করিব বারণ।
তীর্থের সে ধূলা বালি মাখিয়া হৃদয়ে
পবিত্র করিব এই মানব জীবন।
"আমার আমার" বলে কত গণ্ডগোল
ক'রেছি এ ধরাতলে, সে কথা স্মরিলে
এখনো হৃদয় কাঁদে, কেহ নহে কার,
আমিই আমার নহি—কে তবে আমার ?
জীবনের কার্য্যগুলি—সব ধূলা খেলা,
মাটির পুতুল গড়ি যেন ভেঙ্গে ফেলা ;
আমার বলিতে কেহ নাহি এ সংসারে।
পথের ভিখারী আমি, পথে ঘাটে পড়ে
অনশনে অনম্বরে যাপিব জীবন
তরু তলে—একাকী সে সুদূর বিদেশে !

ছাতিতে কি প্রয়োজন ? ধন রত্ন দিয়া
কি করিব ? সুখ ভোগ করিবনা আর
এ সকল ধনীদের ঐশ্বর্য্য বিকার।
মাটির শরীর মোর মাটিতে মিশাব,
সংসারের প্রতি তবে কেন ফিরে চাব ?
তোমাদের কাছে মোর এ শেষ প্রার্থনা,
অতীতের কথাগুলি ভুলে যে'ও সব,
না বুঝিয়া তোমাদেরে দিয়াছি যন্ত্রনা,
আমার সে অপরাধ ক'র সবে ক্ষমা !
আমার সে দাস দাসী যেখানে যে আছ,
মুক্তি দিনু সকলেরে, চ'লে যাও সবে
যথা ইচ্ছা, আজি হ'তে রোধিবে না কেহ
বহু কষ্ট তোমাদেরে দিয়াছি যে আমি,
ক্ষমা ক'র এ মিনতি তোমাদের কাছে।"
অগণিত দাস দাসী হাহাকার করি
কাঁদিয়া আকুল ভাবে পড়িল লুণ্ঠিয়া
নুরুদ্দীর পদতলে ; হতাশ হৃদয়ে
কহিতে লাগিল সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
"কার কাছে আমাদেরে রেখে গেলে প্রভো,
পুত্র সম কে মোদেরে করিবে যতন ?
বিপদে আপদে হায় কে দিবে আশ্রয়,
কার কাছে যে'য়ে মোরা দাঁড়াব এখন ?"

ঊর্দ্ধ দিকে দেখাইয়া কহিলা নুরুদ্দী
"জগদীশ তোমাদেরে রক্ষিবে সতত।"
পশ্চাতে আলার দিকে দাঁড়াইলা ফিরি'
একবার, শিরে তার হাত বুলাইয়া
নুরুদ্দীন ভগ্ন প্রাণে সঁপিয়া তাহারে
সুধীর চন্দ্রের করে কহিতে লাগিলা,
বিষাদে ব্যাকুল ভাবে সজল নয়নে
"আজি এ সোণার পুষ্প সঁপিনু তোমারে
সুধীর, অকালে যেন না পড়ে ঝরিয়া,
তোমার নিকটে মোর এ শেষ মিনতি।
অগতির গতি যিনি, দেখিবেন তিনি
তোমার সকল কার্য্য,—সদা রে'খ মনে।"
"বহু লোক প্রেরিয়াছি সদরের তরে
কোন স্থানে না পাইনু সন্ধান তাহার।
সে যদি ফিরিয়া কভু আসে এই দেশে,
তাহার সম্পত্তি তারে করিও প্রদান।
না আসিলে দরিদ্রেরে দিও বিলাইয়া
ধর্ম্মোদ্দেশে শুভ কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
অর্দ্ধেক সম্পত্তি র'ল আলার কারণ।
বিশ লক্ষ টাকা মোর রহিল এখন
গৃহ মাঝে, দশ লক্ষ সদর আসিলে
প্রদানিও, না আসিলে দিও বিলাইয়া

ধর্ম্মার্থে দরিদ্র সবে, অবশিষ্ট টাকা
আলার বিবাহ তরে রাখিও গচ্ছিত।
মুরুব্বী বিষণ্ণ প্রাণে রহিলা চাহিয়া
আপন প্রাসাদ পানে, স্তরে স্তরে স্তরে
সুউচ্চ প্রাসাদ গুলি পরশি গগন
শোভিছে কি মনোহর, অদূরে মস্জিদ
সুদৃশ্য, গম্বুজ গুলি ঝলমল করি
শোভিছে সূর্য্যের করে ; পার্শ্বে কুঞ্জবন
সুশোভিত নানাবিধ সুরভি কুসুমে।
সম্মুখে সরসী—নীরে রয়েছে ফুটিয়া
জলজ কুসুম গুলি নয়ন রঞ্জন।
অসংখ্য কপোত গুলি কপোতিনী ল'য়ে
"বাকুম্ বাকুম্" ব'লে প্রেম বিলাইছে
মুখে মুখে কত সুখে সানন্দ হৃদয়ে
উড়িয়া বসিয়া সেই প্রাসাদের শিরে।
যুবক আকুল প্রাণে ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস
কিছু দূরে অগ্রসরি দেখিলা সম্মুখে
ভার্য্যার সমাধি তার, হইল স্মরণ
অতীতের কথাগুলি একে একে একে !
—তারি দোষে ভার্য্যা তার অভিমান ভরে
করি আত্মহত্যা হায় পাপের সাগরে
ডুবিয়াছে চিরতরে ; সে যদি তখন

বুঝিত, অধর্ম্ম-পথে করি বিচরণ
না বাড়া'ত এত পাপ, জগদীশে স্মরি
ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত র'ত, তা' হলে কি আজ
হ'ত তার এই দশা ? সোণার সংসার
এই ভাবে চিরতরে যে'ত কি জ্বলিয়া ?
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি সমাধির পাশে
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় রহিলা দাঁড়া'য়ে
নুরুদ্দীন, অশ্রু-ধার ঝরিতে লাগিল
ঝর ঝর, তার সেই কাতর নয়নে।
নীরবে সে অশ্রুধারা মুছিয়া কাতরে
বঙ্গের সে সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জমিদার
নুরুদ্দী ভিক্ষুক বেশে পরিয়া কৌপীন
গেলা চলি ত্যাজিয়া এ সোণার সংসার
চিরতরে, কাঁদাইয়া আত্মীয় স্বজন !
চারি দিকে হাহা-ধ্বনি হইল উত্থিত
বহু নর নারী-কণ্ঠে, বিষাদ-সাগরে
ডুবিল সে রাজ পুরী. শোকের ছায়ায়
হইল আচ্ছন্ন আজি এ বঙ্গ ভবন।

এ সংসার কর্ম্ম-ভূমি,
কি বীজ রো'পেছ তুমি,
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ কি চিহ্ন রাখিয়া যাও।

অনুষ্ঠান পর্ব্ব

শিব-মন্দির।

কাব্য

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম সর্গ।

[ঢাকা, পুরাণা নাখাস—নুরুদ্দীনের প্রমোদ কানন ;
আলাউদ্দী লীলাবতী ও জাহানারা]

বিদায়

কল্পনে আইস সখি প্রেমময়ী তুমি,
গাইব প্রেমের গীত ভৈরবীর স্বরে !
প্লাবিয়া আকাশ তল—প্লাবিয়া ধরণী,
মিশিবে সে সুর যে'য়ে অতি দূরে দূরে।
শু'নে তা' দেবতা বৃন্দ মাতিয়া উঠিবে,
অমিয়া পড়িবে ঝ'রে হিল্লোলে হিল্লোলে !
পাপিয়া মিশাবে কণ্ঠ, কোয়েলা কুজিবে,
গোলাপ ফুটিবে কুঞ্জে,—কুমুদিনী জলে !

মধুমাস ; পিককুল গাইছে পঞ্চমে
"কুহু কুহু"—"পিউ পিউ" গাইছে পাপিয়া !
সুরভি ফুলের গন্ধ মাখিয়া হৃদয়ে
সমীরণ মৃদু মৃদু যাইছে বহিয়া !
দয়েলা কোয়েলা শ্যামা কানন-সঙ্গিনী
বহু পাখী, লুকাইয়া পল্লবের তলে
ছড়াইছে কি মধুর সুস্বর লহরী !
বসন্তের আগমনে ধরিত্রী সুন্দরী
সাঁজিয়াছে কি সুন্দর শ্যাম তরুদলে,—
—ফুটিয়া উঠেছে তার রূপের মাধুরী !
চারিদিকে কত শোভা !—সৌন্দর্য্য-ফোয়ারা
ছড়িয়ে প'ড়েছে যেন আকাশে ভূতলে !
সেজেছে কুসুমগুচ্ছে লতা মনোহরা,
বিটপী সেজেছে আজি মঞ্জরী মুকুলে !
প্রকৃতি আনন্দময়ী ফুল-ভূষা পরা,
ফুটন্ত যৌবন তার কুলে কুলে ভরা !
আলাউদ্দী হৃষ্ট চিত্তে লীলারে লইয়া
বেড়াইছে কুঞ্জবনে, উভয়ে সানন্দে
উভয়ের কণ্ঠ ধরি হেরিছে উদ্যানে
ফুটন্ত ফুলের শোভা থরে থরে থরে !
শ্বেত নীল রক্ত পীত নানাবর্ণ ফুল
ফুটে আছে চারি ধারে উদ্যান ভিতরে !

কোথাবা কৃত্রিম উৎস ঝরিছে সুন্দর
ঝর ঝর, পুষ্প রাশি ফুটিছে সে জলে !
সরসীর নীল জলে কুমুদ কহ্লার
শোভিছে কি মনোহর ; কোথাবা পুষ্পিত
সুচারু মাধবী লতা সহকার গলে !
নানাবিধ পুষ্প গুলি রয়েছে ফুটিয়া
বৃন্তে বৃন্তে, অলিকুল গুন্ গুন্ রবে
গুঞ্জরিছে, বুলবুল গাইছে মধুরে।
কোথাবা পুষ্পিতা লতা বিটপীর কণ্ঠ
জড়াইয়া সৃজিয়াছে কুঞ্জ মনোহর।
গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প গুলি রক্ত নীল পীত
নানাবর্ণ শোভিছে কি অতুল সুন্দর
সেই সব সুশ্যামল তরু শিরে শিরে।
কোথা কৃষ্ণচূড়া ঝাউ তমাল বকুল
কোথা জাম কোথা লেচু কোথা বা খর্জ্জুর
গুবাক বদরী আতা কমলা পেয়ারা
অসংখ্য ফলের বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর
শ্রেণীমত, সে মঞ্জুল নিকুঞ্জ কাননে।
স্থানে স্থানে ক্রীড়ামঞ্চ, প্রমোদ-ভবন
সুসজ্জিত মনোহর সামগ্রী সম্ভারে।
তরুলতা সুশোভিত কৃত্রিম পর্ব্বত
স্থানে স্থানে, লীলাবতী প্রমোদিত মনে

অসংখ্য সুরভি পুষ্প করিলা চয়ন ;
দু'ও জন ধীরে ধীরে, পুষ্প গুলি নিয়ে
বসিলা যাইয়া এক কূপের নিকটে
পরিষ্কৃত মনোহর রোয়াকের পরে।
লীলাবতী মালা গেঁথে দিলা পরাইয়া
আলার সুচারু কণ্ঠে, কহিলা সাদরে
আলাউদ্দী "কেন লীলা এ পুষ্প-মালিকা
দিলে মোরে ? নিরখিলে সুরেশ এখনি
তোমার পিতার কাছে বলিবে যাইয়া !
অনর্থক অপমান করিবে আমারে
তারা সবে।" লীলাবতী কহিলা তখন
ক্রুদ্ধ ভাবে "কেন আলা সুরেশ কে মোর ?
আমার উপরে তার কোন্ অধিকার ?
সে কেন আমার কার্য্যে বাধা দিবে আসি' ?
যদি দেয়, অপমান হ'বে সে আপনি ;
আমি তার কথা মত চলিব না কভু
জীবন থাকিতে, ইহা প্রতিজ্ঞা আমার।"
লীলার দক্ষিণ হস্ত ধরি আলাউদ্দী
সাশ্রু নেত্রে, ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলা
"লীলাবতী, এ জগতে কে আছে আমার ?
পিতৃ মাতৃ হীন আমি, আত্মীয় স্বজন
নাহি মোর, সকলেই ঘৃণার নয়নে

দেখে মোরে, মর্ম্ম-ব্যথা চে'পে রাখি মনে।
পিতৃদেব মম, তব জনকের করে
দিয়াছিলা সঁপে মোরে, তিনিও আমারে
সতত কঠোর বাক্যে করেন পীড়িত।
কি করিব ?—ভাগ্যহীন আমি হতভাগা
সতত মনের দুঃখে যাপি এ জীবন ;
তুমি কেন লীলাবতি অশনে বসনে
দিবা নিশি এত যত্ন করিছ আমারে ?
যাহা কিছু ভাল, তাহা এনে দেও মোরে,
এ জন্য পিতার কাছে গালা গালি কত
শুনিয়াছ, তিনি তোমা কত যে ভৎ র্সনা
ক'রেছেন, সব কথা শু'নেছি গোপনে।
আপনি না খে'য়ে তুমি দিয়াছ আমারে,
সে কথা সতত লীলা পড়ে মোর মনে।
এ দারুণ অগ্নিময় মরুভূ মাঝারে
যদি না থাকিতে লীলা আমার নিকটে
সদা তুমি, এ জীবন যাইত নিশ্চয়,
কেঁদে কেঁদে দিবা নিশি ঘোর হা হুতাশে।"
"প্রাণাধিক, ক্ষান্ত হও, এত শিষ্টাচার
শোভে না তোমার মুখে।" উত্তরিলা লীলা
"এ রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর তুমি
জানি আমি, পিতা মম ভৃত্য যে তোমারি,

কিন্তু সে স্বার্থের আশে প্রলোভনে পড়ি
অযথা তোমারে সদা করেন শাসন,
কিন্তু আলা, ধৈর্য্যধর, নিশ্চয় জানিও
ভগবান আছে,—তিনি দেখেন সকলি
যা'করি আমরা, তার সূক্ষ্ম সুবিচারে
পাপীর হইবে দণ্ড,—দুঃখ কি কারণ ?
প্রাণের অধিক আমি সতত তোমারে
বাসি ভাল, তোমা ভিন্ন জানিনে কিছুই
এ জীবনে, দেখ আলা এ পাপ সংসারে,
দেবতা আমার তুমি, না হেরিলে তোমা
যে কষ্ট আমর প্রাণে জানে অন্তর্যামী।
পিতৃমাতৃ হীন তুমি, তোমার নয়নে
নিরখিলে অশ্রু, মম হৃদয় ফাটিয়া
যায় সদা, সে যন্ত্রণা বুঝিবে কি তুমি ?
সত্য বটে পিতৃদেব অনেক সময়
তোমারে যাতনা দেন কঠোর বচনে,
সে কথা স্মরণ করি নির্জ্জনে বসিয়া
কত অশ্রুপাত করি তোমার কারণ।
পিতৃদেব অভাগীরে বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিতে সুরেশ সনে সদা সর্ব্বক্ষণ
করিতেছে বহু চেষ্টা, আমি কিন্তু আলা
স্পষ্টভাবে জননীরে বলেছি কাঁদিয়া

বিবাহে নাহিক স্পৃহা, পরাধীন হ'তে
নাহি সাধ, তার চে'য়ে মরণ মঙ্গল।
কোন কথা তব কাছে লুকা'ব না আজি
প্রিয়তম, প্রাণ খু'লে বলি আজ শোন
তোমারে বেসেছি ভাল অন্তরে অন্তরে ;
দেশাচার রাক্ষসের ভীষণ তাড়নে
সত্যবটে এ জীবনে পা'ব না তোমারে,
তবু আলা, এই ভাবে কাটাইব আমি
কেঁদে কেঁদে আমার এ কুমারী জীবন।
অন্তরে বে'সেছি ভাল, জানিবে না কেহ,
অন্তরের ভালবাসা অন্তরেই র'বে।
পাবনা তোমায় আমি এ নারী জনমে,
জানি তাহা, তথাপিও মনে মনে আলা
পতিত্বে বরণ "আমি ক'রেছি তোমারে।
আমার এ ভালবাসা স্বর্গীয় জিনিষ,"
কামনা কলুষ ছাড়া পবিত্র নির্ম্মল,
জগতে দুর্লভ ইহা, তুলনা ইহার
নাহি ভবে, কামনার পূতি গন্ধ ভরা
নহে ইহা, পূর্ণ সদা কুসুম সৌরভে,
রঞ্জিত কৌমুদী-রাগে, মন্দাকিনী-ধারা
বহে ইথে, নিস্বার্থতা পরতে পরতে।
এ জীবনে আমাদের হবেনা বিবাহ

জানি তাহা, তবু আমি ভালবাসি তোমা,
দুঃখ নাই, পর জন্মে পাইব তোমারে
স্বামীরূপে আমার এ সাধনার বলে।"
আলাউদ্দী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখন
কহিলা কাতর ভাবে লীলা পানে চাহি,
"মুসলমান ধর্ম্মমতে দোষ নাই কিছু
বিবাহ করিতে লীলা হিন্দু বালিকারে,
হিন্দু কেন ? বিধাতার এ বিশ্ব ভবনে
ইহুদি খৃষ্টান হিন্দু যেই জাতি হ'ক
মুসলমান ধর্ম্ম মতে নাহি কোন বাধা
শুভ পরিণয় পাশে করিতে বন্ধন।
অসংখ্য মোস্লেম বহু হিন্দু রমনীরে
আপনার ভার্য্যা রূপে করেছে গ্রহণ।"
"বিবাহে কি দোষ আলা ?" উত্তরিলা লীলা
"বিধাতার বিশ্বরাজ্যে হিন্দু মুসল্‌মান
একই পিতার পুত্র, আমরা নির্ব্বোধ
না বুঝিয়া সৃজিয়াছি জাতি ভেদ প্রথা ;
বিবাহে নাহিক দোষ হিন্দু বালিকার
মোস্লেম যুবক সনে—যদি পরস্পর
উভয়ের আত্মা আলা হয় সংমিলিত
প্রেম-পাশে, সে বিবাহ পবিত্র সুন্দর।
ভালবাসা এ জগতে অপার্থিব ধন,

স্বর্গীয় জিনিষ তাহা, হিন্দু মুসলমানে
কি প্রভেদ ?—প্রেম রাজ্যে সবি যে সমান।'
"চারিবর্ষ গত আলা, একদা শৈশবে
পড়ে মনে, খেলাছলে পরাইয়া মালা
তব কণ্ঠে স্বয়ংবরা হ'য়েছিনু আমি।
আজি পুনঃ যৌবনের প্রথম প্রভাতে
বাল্যের সে মধুমাখা খেলার বিবাহ
করিলাম চিরতরে সত্যে পরিণত
মালা দিয়া কণ্ঠে তব ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
আজি হ'তে স্বামী তুমি—আমি পত্নী তব।"
লীলার নয়ন প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু
শোভিল কি মনোহর মুকুতার মত
প্রভাত-শিশির যথা চারু নীলোৎপলে।
আলাউদ্দী এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলা
লীলার সে রূপ রাশি সৌন্দর্য্য-মাধুরী।
হৃদি মাঝে কত কথা উদিল তাহার
সে মুহূর্ত্তে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিলা নীরবে।
মুগ্ধ আলা সুধাস্বরে কহিলা লীলারে
"লীলাবতি, কেন জানি এ কূপ দেখিলে
কেঁপে উঠে হৃদি মোর, পারিনে বুঝিতে
অর্থ এর।" লীলাবতী উত্তরিলা হে'সে
"জান না তা' এই কূপে পরী বাস করে ?"

ক্ষণ পরে লীলাবতী জিজ্ঞাসিলা তারে
"কখন যাইবে তুমি মাতুল-আলয়ে ?
তোমারে ছাড়িয়া আমি থাকিব কেমনে
একাকিনী এ নির্জ্জন নরক-আবাসে ?
তোমার মামাতো ভগ্নী জাহানারা সনে
বহু কথা আজি প্রাতে হ'য়েছিল মম।"
উত্তরিলা আলাউদ্দী শুষ্ক হাসি হে'সে
ধরিয়া লীলার কর কাতর বচনে
"আজই ভাওয়ালে আমি যা'ব লীলাবতি
এসেছে মাতুল মোর নিয়া যে'তে মোরে,
কেমনে থাকিব হেথা না যে'য়ে সেখানে ?
কিছুদিন পরে আমি আসিব আবার,
তোমারে ছাড়িয়া আমি নারিব থাকিতে।"
"কে তব মাতুল আলো ?" জিজ্ঞাসিলা লীলা ;
"জাননা তা' ?" আলাউদ্দী কহিলা তাহারে
ভাওয়ালের অধিপতি গাজি বংশোদ্ভব
সুপ্রসিদ্ধ হবিবুল্লা মাতুল আমার।"
হেনকালে জাহানারা আসিলা সেখানে।
লীলাবতী স্নেহ স্বরে কহিলা তাহারে
"এ'স দিদি, তব কথা হ'তেছিল এবে
আলা সনে, বহুদিন বাঁচিবে যে তুমি।"
জাহানারা মৃদুহে'সে কহিলা তাহারে

"বহুক্ষণ তোমাদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া
নানা স্থানে, হেথা এসে পেয়েছি এখন।"
জিজ্ঞাসিলা লীলাবতী "কেন আমাদেরে
খুঁজিয়াছ তুমি?" হে'সে কহিলা মধুরে
জাহানারা "পিতৃদেব পাঠায়েছে মোরে
দাদারে লইয়া যে'তে নিকটে তাহার।
প্রহরেক পরে মোরা দাদারে লইয়া
যা'ব চলি আজ রাত্রে আমাদের দেশে
ভাওয়ালে, তাই তিনি ডে'কেছেন তারে।"
"ব'স দিদি" লীলাবতী কহিলা তাহারে
সুধাস্বরে "কেন তুমি যাইবে স্বদেশে
এত শীঘ্র? কিছুকাল থে'কে যাও হেথা।"
উত্তরিলা জাহানারা সুমধুর স্বরে
"না দিদি, থাকিতে হেথা পারিব না আর;
পিতৃদেব পত্র পে'য়ে তব জননীর
দাদারে লইয়া যে'তে এসেছেন হেথা।
অসুস্থতা নিবন্ধন থাকিতে এখানে
অনিচ্ছুক তিনি এবে, অদ্যই নিশিতে
যে'তে চান।" লীলাবতী কহিলা তাহারে
"এস দিদি, তব সনে কথা আছে মোর।"
লীলাবতী একটুকু অন্তরে যাইয়া
জিজ্ঞাসিলা "শুনিয়াছি আলাউদ্দী সনে

বিবাহ হইবে তব ? জনক তোমার
এসেছেন, নিতে তাই আলারে এখন।
এ কথা কি সত্য দিদি ? মিথ্যা বলিও না
আমার মাথার দিব্য।" অবনত মুখে
রহিলা বসিয়া সেথা জাহানারা লাজে।
লীলাবতী হাত ধ'রে জিজ্ঞাসিলা তারে
পুনর্ব্বার "আচ্ছা দিদি মাথা খাও মোর
সত্য বল, তুমি নাকি ভালবাস তারে ?"
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় রহিলা বসিয়া
জাহানারা, কোন কথা ফুটিল না মুখে,
আবার কহিলা লীলা "বলিলে না দিদি
তুমি কি প্রাণের সহ ভালবাস তারে ?"
মাথা নে'ড়ে জাহানারা করিলা স্বীকার
সেই কথা, হিংসানল উঠিল জ্বলিয়া
লীলার প্রাণের মাঝে, মুখখানি তার
কেন জানি রক্তবর্ণ করিল ধারণ !
আবার মুহূর্ত্ত মাঝে বিদূরি সে ভাব
লীলাবতী ফুল্লমুখে করিলা জিজ্ঞাসা
"জাহানারা, আলা ও কি ভালবাসে তোরে ?"
নতমুখে জাহানারা রহিলা নীরবে।
আবার কহিলা লীলা "লজ্জা কি লো দিদি ?
ব'লে ফেল্ আলাও কি ভালবাসে তোরে ?"

"জানিনে তা ?" জাহানারা উত্তরিলা ধীরে
লীলাবতী পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
"তুমি যদি বল দিদি, বিবাহের জন্য
পারি আমি অনুরোধ করিতে তাহারে ?
সে আমার বাল্য সখা একত্র সতত
পড়িয়াছি ; রহিয়াছি এক গৃহ মাঝে
নিশিদিন, আমার সে জননীর কাছে
কত সুখে, মাতা তার করেছিলা যবে
আত্মহত্যা ; সে কি দিদি অনুরোধ মোর
উপেক্ষা করিতে পারে ? অবশ্য শুনিবে
যদি আমি অনুরোধ করি কিছু তারে।"
বলিতে এ কথা গুলি লীলার হৃদয়
শতধা বিদীর্ণ হ'ল, নয়নের কোণে
দুই বিন্দু অশ্রুজল দেখা দিল আসি।
মুহূর্ত্তে ফিরায়ে মুখ মুছিলা সে অশ্রু
লীলাবতী পরিধেয় বসন অঞ্চলে।
জাহানারা মাথা নে'ড়ে নিষেধিলা তারে
বলিতে আলারে কিছু। মুহূর্ত্তেক পরে
লীলার দক্ষিণ হস্ত ধরি জাহানারা
কহিলা বিনীত ভাবে "যাই তবে আমি,
আমাদের অপেক্ষায় বাবা বুঝি সেথা
বসে আছে।" লীলাবতী সাদর সম্ভাষে

উত্তরিলা "যাও দিদি আসিও আবার।"
জাহানারা ধীরে ধীরে হ'য়ে অগ্রসর
আলার নিকটে এ'সে সুধাইলা তারে
"যাবেনা এখন তুমি ?" উত্তরিলা আলা
"হাঁ যাইব।" "এ'স তবে" কহিলা মধুরে
জাহানারা, বীণা যেন উঠিল বাজিয়া।
লীলাবতী বাধা দিয়া কহিলা তাহারে
"না দিদি, একটু পরে যাবে আলাউদ্দী
যাও তুমি, সে আমারে যাইবে ছাড়িয়া
কত দিন তরে, আর কবে হবে দেখা
কে জানে তা' ? এ জীবনে হ'বে কিনা হবে ?
কিছুক্ষণ তাঁরে ল'য়ে বসিয়া এখানে
আলাপিব বিদূরিতে অশান্তি প্রাণের।"
লীলার এ কথা শুনি জাহানারা হৃদে
কি যেন একটি ভাব হইল উদিত
মুহূর্ত্তে, ব্যথিত চিত্তে দুঃখিনী তখন
গেলা চলি তথা হ'তে জনকের কাছে।
লীলা আলা উভয়েই রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, ধীরে ধীরে উদিল চন্দ্রমা
নীলাকাশে ছড়াইয়া কিরণ মাধুরী।
চন্দ্রের বিমল রশ্মি মাখিয়া হৃদয়ে
হাসিয়া উঠিল ধীরে বসুধা সুন্দরী।

সমীরণ মৃদু মৃদু বহিল মধুরে
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ—কুঙ্কুম কস্তুরী।
আলাউদ্দী ক্ষণপরে কহিতে লাগিলা
সজল নয়নে, "লীলা ছে'ড়ে যে'তে তোমা
প্রাণ মোর ফেটে যায়, সহিব কেমনে
তোমার বিচ্ছেদ আমি ?—অশনে বসনে
সতত তোমারে লীলা পড়িবে যে মনে।
সে কথা স্মরিয়া আজ প্রাণের ভিতরে
উঠিছে ভীষণ ঝড়, সে ঘোর বেদনা
কেমনে সহিব আমি সে দূর বিদেশে ?
জানিনে কখন লীলা তব সনে পুনঃ
হইবে সাক্ষাৎ মোর।" সজল নয়নে
আলার মুখের পানে চে'য়ে লীলাবতী
উত্তরিলা "কিছুদিন থেকে যাও হেথা,
পরে যেও, মামা তব যা'ক চলি আজ।"
"না লীলা "করুণ স্বরে উত্তরিলা আলা
"না গেলে মাতুল মোর হ'বে রাগান্বিত,
এখনই যা'ব আমি তাহাদের সাথে,
বিশেষতঃ কিছুদিন দূরে থাকা ভাল,
সুরেশের কথা আর পারিনে সহিতে,
সে আমারে দিবা রাত্র করে উৎপীড়ন
তব কথা ল'য়ে, লীলা কও দেখি মোরে

কেমনে সহিব আমি এত কথা তার ?
যাব বটে তথা আমি, প্রাণ কিন্তু মোর
রহিবে পড়িয়া হেথা তোমার নিকটে,
কও লীলা, তুমি মোরে ভুলিয়া কি যা'বে ?
তোমারে অনেক কষ্ট দিয়াছি যে আমি
নিতি নিতি, স্মরিয়া তা কাঁদে মোর প্রাণ !
ক্ষমিও আমারে তুমি, হতভাগ্য কেহ
নাহি এ জগতে লীলা আমার সমান !
সাদরে আলার হস্ত ধরি লীলাবতী
কহিলা কাতর স্বরে "তোমার বিচ্ছেদে
মরমে মরিয়া আমি রহিব এখানে
প্রাণাধিক, প্রাণ মোর উধাও হইয়া
যাইবে তোমার কাছে,—সুরেশ কে মোর ?
ঝাঁটা মারি প্রিয়তম তাহার কপালে !
সে পাষণ্ড আমাদেরে যা ইচ্ছে বলুক
ক্ষতি কি মোদের তাতে ? তাহার কথায়
তুমি কেন প্রাণাধিক কষ্ট পাও মনে ?
লীলা যে তোমারি দাসী, জীবনে মরণে
সে তোমারে পারিবে না ভুলিতে কখন
এ জগতে, দাসী ব'লে রে'খ তারে মনে।
আবার আসিবে কবে ? বেশী দিন সেথা
থে'কনা, মিনতি মোর তোমার চরণে।

লীলারে বক্ষের কাছে টেনে আনি আলা
কহিলা “বিদাও দেও যাই প্রিয়তমে !”
মাথা নেড়ে লীলাবতা নিষেধিলা তারে,
উভয়েই কিছুক্ষণ রহিলা বসিয়া
নীরবে, মুহূর্ত্ত পরে কহিতে লাগিলা
লীলাবতী “তুমি গেলে কে পড়াবে মোরে ?”
উত্তরিলা আলাউদ্দী স্নেহ মাখা স্বরে
“সুরেশের কাছে তুমি পারিবে পড়িতে।”
“তা’ আর হইল কবে ?” বিরক্তির ভাবে
উত্তরিলা লীলাবতী “জীবন থাকিতে
সুরেশের কাছে আমি পড়িব না কভু ;
যদি পড়া ক্ষান্ত দেই, তাও মোর ভাল
তবুও উহার কাছে যাইব না আমি
এ জীবনে, তুমি মোরে বলিও না কিছু
এর জন্য, এ মিনতি তোমার চরণে।”
“কেন লীলা, তার কাছে পড়িবে না তুমি ?”
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ আলা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহিয়া তাহার পানে। উত্তরিলা লীলা
“সে শুধু তোমার নিন্দা করে অবিরত
যেখানে সেখানে, তাই দেখিলে তাহারে
জানিনে কেন যে মোর রাগ হয় মনে।
প্রাণাধিক, তব কাছে একটী প্রার্থনা

আজি মোর, সত্য ক'রে বল তুমি মোরে
তোমার মাতুল নাকি পরিণয়-পাশে
বাঁধিবে তোমারে শীঘ্র জাহানারা সনে ?
কও আলা তুমিও কি ভালবাস তারে ?"
"মিথ্যাকথা" আলাউদ্দী কহিলা সাদরে
লীলার অলকা গুচ্ছ সরাইয়া হাতে,
এ জীবনে তোমা ভিন্ন জানিনে কাহারে
কভু আমি ; হৃদয়ের পরতে পরতে
তোমারি মু-খানি লীলা রয়েছে অঙ্কিত।
মুগ্ধ প্রাণে আলাউদ্দী প্রদানিলা তারে
নিজের আলেখ্য খানি, হাত বাড়াইয়া
বিষাদে সে ফটোখানি করিয়া গ্রহণ
লীলাবতী বক্ষ মাঝে রাখিলা লুকা'য়ে।
আলাউদ্দী কেঁদে কেঁদে কহিলা তাহারে
"যাই তবে প্রাণময়ী, ভু'লনা আমারে।"
"ভু'লনা আমারে" এই শব্দ সকরুণ
লীলার প্রাণের মাঝে প্রতি তারে তারে
হইল ধ্বনিত, লীলা পুতুলের প্রায়
মাথা নে'ড়ে জানাইলা সম্মতি তাহারে।
চলি গেলা আলাউদ্দী বিষণ্ণ হৃদয়ে
ত্যজিয়া সে স্থান মরি, সংজ্ঞাহীন দেহে
রহিলা পড়িয়া লীলা সোপানের' পরে।

প্রাণ যেন সেই দণ্ডে আলার পশ্চাতে
উধাও হইয়া গেল ছাড়িয়া তাহারে।
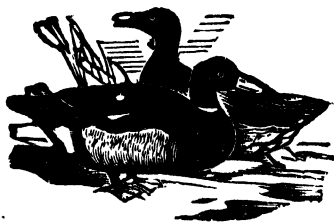
দ্বিতীয় সর্গ।

[রমণা—ঢাকা ; সদরুদ্দীনের পর্ণ কুটীর]

পোহাইল বিভাবরী ;—জাগিল ধরণী।
সঞ্চরিল ধীরে ধীরে, উষার পবন
ছড়ায়ে বসুধা-বক্ষে মৃত সঞ্জীবনী।
গাইল বিহগ বৃন্দ প্রভাত-সঙ্গীত,
দয়েলা ধরিল এবে ভৈরবী রাগিণী।
বলিভুক "কা-কা" রবে ঘোষিল প্রভাত ;
"উঠ-উঠ-উঠ" বলি গাইল মধুরে
বসি তরু—শাখে ঘুঘু কানন সঙ্গিনী।
দেশত্যাগী সদরের কুটীর প্রাঙ্গণে
অসংখ্য জনতা আজি, সকলেরি মুখে
বিষাদ-কালিমা-ছায়া চোখে অশ্রুজল।
কি যে এক হা হুতাশে পূর্ণ চারিদিক্ ;
নাহি আনন্দের চিহ্ন, প্রকৃতির বুকে
জ্বলিয়া উঠেছে যেন ভীষণ অনল !
হালিমা নাহিক তথা, শুধু গৃহখানি
খাখা-খাখা করিতেছে দুঃখিনী অভাবে।
তাহার সে ভগ্ন গৃহে বেড়া ও প্রাঙ্গণে
সর্ব্বত্র শোণিত-চিহ্ন ; সবাই বলিছে

হালিমা নিহত বুঝি ব্যাঘ্র আক্রমণে।
একজন প্রতিবেশী কহিল তখন
"গতকল্য সুগভীর নিশীথ সময়ে
একটী ভীষণ ব্যাঘ্র করে'ছে গর্জ্জন
বজ্রনাদে সদরের গৃহের পশ্চাতে
পুষ্করিণী তীরে।" অন্য এক প্রতিবেশী
কহিলা লক্ষিয়া তারে "শুধু কল্য নহে
সপ্তাহ হইতে আজি প্রতি নিশাকালে
ভীষণ শার্দ্দূল দুটি গর্জ্জিছে ভৈরবে
চারিদিকে, বোধ হয় উহারা নিশ্চয়
বধিয়াছে অসহায়া সদর-পত্নীরে
গত রাত্রে ; কি আক্ষেপ, রাজ-বধূ হ'য়ে,
অভাগিনী অন্নকষ্টে যাপিয়াছে দিন
কেঁদে কেঁদে ; নিরুদ্দেশ তিনটি বছর
সদরদ্দী, অভাগিনী এই দীর্ঘকাল
অন্নাভাবে—বস্ত্রাভাবে ভগ্ন গৃহ মাঝে
কিযে কষ্টে কাটিয়াছে, স্মরিলেও তাহা
কাঁদে হৃদি, অশ্রু জল ঝরে দুনয়নে।
মাঘের দারুণ শীতে জীর্ণ কন্থা এক
গায় দিয়া অভাগিনী রয়েছে বসিয়া
সারা নিশি ; বর্ষাকালে ভিজেছে দুঃখিনী
বৃষ্টি-জলে ; শুনিয়াছি মম ভার্য্যা-মুখে

নিজে অনাহারে থাকি, হায় সে·দুঃখিনা
করেছিল প্রাণাধিক আনিছে পালন।
সেও হায় দুঃখিনীরে গিয়াছে ছাড়িয়া।
এত দিনে সব শেষ,—নিজ বুদ্ধি দোষে
নুরুদ্দীন ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য বৈভব
জমিদারী, সব হায় করিল বিনাশ।
ধর্ম্মের বিচার সুক্ষ্ম;—পরিণামে সে যে
আপনি ভিক্ষুক সে'জে দেওয়ানের করে
সমর্পিয়া নিজ পুত্রে, গিয়াছে ছাড়িয়া
রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য ধন শান্তির আবাস।
যে সম্পত্তি-লোভে সে যে করি প্রতারণা
ঠকাইয়া ছিল হায় ভ্রাতারে আপন,
কে করিবে ভোগ তাহা?—অদৃষ্টের লেখা
তারি দোষে সদরের পত্নী অভাগিনী
শার্দ্দূলের গ্রাসে আজি হারা'ল জীবন!"
অন্য এক প্রতিবেশী কহিলা তখন
"কে জানে প্রকৃত তত্ত্ব, হয় ত তাহারে
প্রলোভনে ভুলাইয়া নিয়া গেছে কেহ
কোন স্থানে, ধূলি দিতে জগতের চক্ষে
রঞ্জিয়া গৃহের ভিত্তি ছাগের শোণিতে।
শুনি এই শ্লেষ বাক্য কহিলা সরোষে
অন্য জন "এ কি কথা? আমি জানি তারে

সে যে অতি সচ্চরিত্রা; কোন দোষ নেই
নির্ম্মল চরিত্রে তার, হায় সে দুঃখিনী
তিন বর্ষ একাকিনী ছিল এই ঘরে ;
শীত গ্রীষ্মে বস্ত্রাভাবে যে ঘোর যন্ত্রণা
সহিয়াছে, শুনিলে তা' পাষাণ বিদরে।
চরকায় সূতা কেটে, সূচ কার্য্য করি
সারা নিশি, ভাসি হায় নয়নের জলে
আপন জীবিকা সে যে করেছে অর্জ্জন
কত কষ্টে, বহুদিন অন্নের অভাবে
যাপিয়াছে উপবাসে দিবস শর্ব্বরী ;
ভাসিয়াছে বক্ষ তার নয়নের জলে।
তথাপি,—তথাপি এই দুঃখিনী রমণী
একটি দিনের তরে এই দীর্ঘ কালে
এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করেনি কখন।
এ সুদীর্ঘ কালে তার একটু দুর্ণাম
শুনিনি আমরা কভু, তুমি কেন ছিছি
করিতেছ কলঙ্কিত অনর্থক তারে ?
ধর্ম্ম আছে, বিনা দোষে নিন্দিলে কাহারে
জে'ন মনে, অব্যাহতি পাবেনা নিশ্চয়,
প্রতিফল পে'তে হবে বিধাতার কাছে।
পুত্রের মৃত্যুর পর কেঁদে কেঁদে আহা
অভাগিনী অনাহারে রয়েছে পড়িয়া

ধূলি ধূসরিত দেহে উন্মাদিনী প্রায়
দিবা নিশি, তার সেই সমাধির পাশে ।
কেহ এ'সে কোন কথা জিজ্ঞাসিলে তারে
বলে নি কিছুই, শুধু কেঁদেছে নীরবে।"
এ দুঃখ কাহিনী তার শুনিয়া সকলে
নীরবে ফেলিলা অশ্রু, কেহবা বিষাদে
ফেলিলা নিশ্বাস দীর্ঘ, সকলেরি হৃদি
হইল আকুল আজি ঘোর হা হুতাশে।
এই ভাবে কত লোক আসিল যাইল,
কত লোক কত কথা কহিল শুনিল,
সঁদরের শূন্য গৃহ হইল ধ্বনিত
কত শত মানবের করুণ উচ্ছ্বাসে।
প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝিল তখন
একমাত্র মুরুদ্দীর নির্ব্বুদ্ধিতা-দোষে
এই সব অঘটন হ'ল সংঘটিত।
সংসারের নানাবিধ দুর্ব্বিষহ কষ্টে
সদরদ্দী দেশত্যাগী ; চিকিৎসা-অভাবে
আনিছদ্দী মৃত্যু-মুখে হইল পতিত।
পতি-শোকে—পুত্র-শোকে দুঃখিনী হালিমা
দিবা রাত্র কেঁদে কেঁদে পাগলিনী প্রায়
যথা তথা প'ড়ে থে'কে শার্দ্দূল-কবলে
হইল নিহত আজি অদৃষ্টের দোষে।

নুরুদ্দীন পূর্ব্বে যদি বুঝিত এ সব,
তবে কি সে সুবিখ্যাত ভূস্বামীর গৃহ
এই ভাবে ডু'বে যে'ত ধ্বংসের সাগরে
চিরতরে, কাঁদাইয়া সমগ্র ধরণী।
অপরাহ্নে হৈমবতী আসি সেই স্থানে
চারিদিকে বহু লোক করিলা প্রেরণ,
অভাগিনী হালিমার লইতে সন্ধান।
কিন্তু কোন স্থানে তারে মিলিল না আর,
হৈমবতী ম্লান মুখে কাঁদিতে লাগিলা
শোক ভরে, প্রবেশিয়া হালিমার গৃহে
"দিদি দিদি" ব'লে বামা উঠিলা চিৎকারি।
দেখিলা জিনিষ পত্র স্ব স্ব স্থানে সব
আছে পড়ি, নাই শুধু হালিমা দুঃখিনী।
শুষ্ক শোণিতের চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া
চারি দিকে গৃহে দ্বারে ভগ্ন বেড়া পরে।
ঊর্দ্ধ দেশে বেড়া-গাত্রে দেখিলা সে বামা
সদরের প্রতিকৃতি, পদ-নিম্নে তার
হালিমার হস্তাক্ষরে রয়েছে লিখিত
একটি কবিতা যেন শোক-প্রস্রবণ;
দুঃখিনীর শোক দুঃখ অশ্রু হাহাকার
সংবলিত এ কবিতা কি ব্যথা ব্যঞ্জক,
হৈমবতী ভগ্ন প্রাণে পাগলিনী প্রায়

দ্বিতীয় সর্গ।

বাহিরিলা গৃহ হ'তে, কহিতে লাগিলা
কেঁদে কেঁদে "হায় দিদি যে কষ্টে জীবন
যাপিয়া গিয়াছ তুমি, স্মরিলেও তাহা
হৃদয় ফাটিয়া যায়, ঝরে দুনয়ন!
অন্ন কষ্টে—বস্ত্র কষ্টে যেপেছে জীবন
ভাসি অশ্রু ধারে, তবু পরমুখাপেক্ষী
হওনি কখনো তুমি; কতদিন আমি
কত মূদ্রা-কত অর্থ দিয়াছিনু তোমা,
তাও দিদি, তুমি হায় নেওনি কখন।
রাজরাণী ছিলে তুমি, তোমাদেরি ভৃত্য
ছিনু মোরা, তোমাদেরি অন্ন জল খে'য়ে
আমাদের এ উন্নতি, অদৃষ্টের দোষে
তোমরা হ'য়েছ এবে পথের ভিখারী!
ধন বল, জন বল, সব মিথ্যা ভবে,
দুদিনের এ জীবন--পুতলের খেলা;
এই আছে এই নাই, আলেয়া যেমন!
তাই দিদি, আমাদেরে ছে'ড়ে চলি গেলা
কোন্ প্রাণে ছিঁড়িয়া সে স্নেহের বন্ধন?"
বহুক্ষণ হৈমবতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গেলা দ্রুত কাঁঠালিয়া চাঁপা বৃক্ষ পাশে,
কহিলা আবেগ ভরে সজল নয়নে
"হে তরু কোথায় সেই হালিমা দুঃখিনী?

—যে তোমারে নিজ হস্তে রোপিয়া এখানে
কত যে করিত যত্ন দিবস রজনী ?
পতি যার প্রতি দিন সিঞ্চিত সলিল
তব মূলে—কোথা সেই হালিমা দুঃখিনী ?
কত কষ্টে ভাওয়ালের গাজী বাড়ী হ'তে
এ'নে তোমা পতি যার দিয়াছিল হায় !
তুমি যার একমাত্র পতি-চিহ্ন ব'লে
যে সদা তোমার পাশে রহিত বসিয়া
সাশ্রু নেত্রে, বল তরু সে আজি কোথায় ?
হৈমবতী ক্ষুণ্ণ প্রাণে আনিয়া ধীবর
ফেলি জাল সরোবরে করিলা সন্ধান।
কোথায় হালিমা ?—শুধু উঠিল সে জালে
ভগ্নপ্রায় অগণিত মৃন্ময় কলশী।
হৈমবতী বহুস্থানে করিলা সন্ধান,
কোথাও না পে'য়ে তারে, কাঁদিতে লাগিলা
ম্লান মুখে, হৃদি মাঝে উঠিল জাগিয়া
অতীতের কত স্মৃতি—স্বপনের মত !
দেখিতে দেখিতে দিবা হ'ল অবসান,
হৈমবতী ভগ্ন হৃদে যাইলা তখনি
দ্রুত পদে, আনিছের সমাধির পাশে !
দেখিলা অসংখ্য ক্ষুদ্র কুসুমিত তরু
উঠিয়াছে চারিদিকে সমাধি বেষ্টিয়া।

ঝর ঝর অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল
নেত্রে তার, অভাগিনী সকরুণ স্বরে
"হালিমা হালিমা" ব'লে ডাকিতে লাগিল।
পুনঃ পুনঃ আনিছের সমাধি-শিয়রে
দাঁড়াইয়া—কেহ তার দিল না উত্তর !
শুধু তার শ্রবণের পাশ দিয়া মরি
শ্মশান-প্রেতের মত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে
আনিছের সে নির্জ্জন সমাধি প্রাঙ্গণে
কি ভীষণ শোক তাপ বেদনা জড়িত
হাহাকার জানাইয়া হুহু হুহু ক'রে
নীরবে বহিয়া গেল উদাস পবন।
হৈমবতী কেঁদে কেঁদে জনমের মত
এ স্বর্ণ প্রতিমা খানি দিয়া বিসর্জ্জন
গেলা চলি, কিছু দূর হ'য়ে অগ্রসর
শিবিকার দ্বার খুলি আকুল অন্তরে
পশ্চাতে দেখিলা চাহি, হালিমা অভাবে
সদরের গৃহে আজি জ্বলিল না বাতি,
অন্ধকারে সে নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহ খানি
লোকাভাবে "খাখা খাখা" করিতে লাগিল
দূর হ'তে বিভীষিকা করি প্রদর্শন।

তৃতীয় সর্গ।

[ভাওয়াল-গাজী বাড়ী; গাজী হবিবুল্লা ও মুলফৎ খাঁ;
জাহানারা ও আলাউদ্দী]

মনোহর রাজপুরী। স্তরে স্তরে স্তরে
কত হর্ম্ম্য কত সৌধ কত অট্টালিকা
শোভিতেছে চারিদিকে নয়ন রঞ্জন।
গাজি বংশ সমুদ্ভব ভূস্বামী ত্রয়ের
এই সব হর্ম্ম্য বৃন্দে সুরম্য মস্‌জিদে
পাঠাগারে, ক্রীড়া ভূমে প্রমোদ উদ্যানে
সুশোভিত রাজপুরী, হেরিলে বারেক
আনন্দ-সাগরে ডুবে দর্শকের মন।
গাজি শ্রেষ্ঠ হবিবের * সুরম্য প্রাসাদ
শোভিছে কি মনোহর, সম্মুখে সরসী
সুশোভিত তিন দিক ঝাউ তরু দলে
সুউচ্চ, পশ্চিম তীরে সুরম্য মসজিদ।
মসজিদ্ সম্মুখে এক প্রশস্ত চত্বর;
চত্বরের পূর্ব্ব প্রান্তে সুউচ্চ মিনার।
সরসীর মধ্যস্থলে অতি মনোহর
সুগোল প্রাসাদ এক, সুগোল অলিন্দ

---

* ভাওয়ালের জমিদার গাজী হবিবুল্লা; ইনি জাহানারার পিতা, আলাউদ্দীনের মাতুল এবং নাজেমদ্দীনের পিসা।

তৃতীয় সর্গ।

চারিদিকে সেই চারু প্রাসাদ বেষ্টিয়া!
অলিন্দে রঞ্জিত টবে ক্ষুদ্র তরু পরে
নানাবর্ণ অগণিত সুরভি কুসুম
গুচ্ছে গুচ্ছে কি সুন্দর রয়েছে ফুটিয়া।
প্রাসাদের মধ্যস্থলে সুগোল প্রাঙ্গন ;
প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে একটি ফোয়ারা
মনোহর, উহা হ'তে সুশুভ্র সলিল
ঝর ঝর ঝর রবে ঝরিছে সতত
বিকীর্ণ করিয়া বহু শ্বেত পুষ্প রাশি।
এ উৎস বেষ্টিয়া বহু ফোয়ারা হইতে
বাসন্তি সবুজ নীল রক্তিম বেগুণি
বিবিধ বর্ণের জল ঝর ঝর ঝরি
বিকীর্ণ করিছে সদা স্তবকে স্তবকে
সেই সেই বরণের পুষ্প রাশি রাশি।
চুম্বি এ সরসী তীর এক লৌহ-সেতু
মিশিয়াছে কি সুন্দর সমরেখা প্রায়
সরসীর মধ্যস্থিত প্রাসাদের সনে।
বাপীর উত্তরে এক হর্ম্ম্য মনোহর
তুলিয়া উন্নত শির ঘোষিছে সতত
গান্ধী হবিবের বহু ঐশ্বর্য্য বৈভব।
প্রাসাদ পশ্চাতে এক সুরম্য উদ্যান
নন্দন কানন সম, কত পুষ্প-তরু

সুশোভিত নানাজাতি সুবাসিত ফুলে।
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, কোথাবা ঝরণা,
কোথা ক্রীড়া মঞ্চ, কোথা সরসী সুন্দর
সুশোভিত রাশি রাশি কুমুদ কহ্লারে;
কোথাবা ফলের বৃক্ষ পেয়ারা পনস
সহকার লেচু আতা ছেপাটা খর্জ্জুর
নারিকেল ন্যাসপাতি কমলা বদরী।
এ বাটীর সম্মুখস্থ সরসীর পূর্ব্বে
সুবৃহৎ হর্ম্ম্য এক, সুশুভ্র প্রাচীরে
আরসী দেওয়ালগীর নানাবিধ ছবি
মনোহর ঊর্দ্ধ দেশে চারু চন্দ্রাতপ,
নিম্নে তার অতি সুশ্রী ঝাড় ও ফানস
নানাবর্ণ চারিদিকে ঝুলিছে সুন্দর;
প্রাসাদের অভ্যন্তরে সুশুভ্র ফরাসে
গাজি শ্রেষ্ঠ হবিবুল্লা রয়েছে বসিয়া
অবলম্বি সুবৃহৎ চারু উপাধান।
পার্শ্বদেশে মুলফৎখাঁ দেওয়ান তাহার
কিছুদূরে কর্ম্মচারী আরো চারিজন
উপবিষ্ট সেই স্থানে ফরাসের পরে
সসম্ভ্রমে মুলফৎখাঁ বলিতে লাগিলা
"দানপত্রে আপনি যে সমস্ত সম্পত্তি
জাহানারা বেগমেরে দিলেন লিখিয়া,

জামাতার সনে যদি না থাকে সদ্ভাব
পরিণামে কি উপায় হ'বে আপনার ?"
"আমার উপায় ?—কেন, কিছু দিন পরে
আমি ত যাইব চলি মক্কা তীর্থ ধামে,
দ্বিসহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা ল'য়ে যা'ব সাথে
সেই স্থানে বাড়ী এক করিয়া নির্ম্মাণ
নিবসিব, জীবনের বাকী কয়দিন
যাপিব একাগ্র চিত্তে রোজা ও নমাজে
পুণ্য কাজে, সম্পত্তিতে কোন্ প্রয়োজন ?
তাই তার নামে আমি সমস্ত সম্পত্তি
দিলাম লিখিয়া ভাই,—দিব আর কারে ?
পুত্র নাই, একমাত্র কন্যা জাহানারা
আছে মম, ভেবেছিনু আলাউদ্দী সনে
বাঁধিব তাহারে আমি পরিণয়-পাশে,
সে আশা বিফল মোর, নাহি জানি কেন
আলাউদ্দী অস্বীকৃত মম সে প্রস্তাবে।
আলার জননী আর গৃহিনী আমার
ছিলেন জীবিত যবে, প্রতিজ্ঞার পাশে
ছিলেন আবদ্ধ দোঁহে আলাউদ্দী সনে
বাঁধিবেন তারে শুভ বিবাহ বন্ধনে।
উভয়েই স্বর্গধামে গিয়াছেন চলি,
কে রাখে প্রতিজ্ঞা সেই, কে শোনে সেকথা

হয় ত সে আলাউদ্দী কিছুকাল পরে
হতে পারে এ বিবাহে স্বীকৃত মুলফৎ
সম্পত্তির লোভে, তার দুষ্কৃতির কথা
লিখেছিলা মম কাছে ইন্দুপ্রভা সতী,
সে নাকি চরিত্র তার পারেনি রাখিতে
নিষ্কলঙ্ক, লিপ্ত সদা পাপ অনুষ্ঠানে!
যাহা হ'ক তোম্‌রা ত রহিলে এখানে,
আমি ত মাসেক পরে যাইব চলিয়া;
ভালরূপ দে'খে শুনে সুপাত্রের সনে
বাঁধিও তাহারে শুভ বিবাহ বন্ধনে।
সসম্ভ্রমে উত্তরিলা দেওয়ান মুলফৎ
"আপনার এ আদেশ হইবে পালিত
অবিলম্বে, নানাস্থানে অচিরেই মোরা
পাঠাইব ভৃত্য সৎপাত্রের সন্ধানে।
কক্ষান্তরে এ বাটীর অন্দর মহলে
একটি পর্য্যঙ্ক পরে ফুলরাণী প্রায়
জাহানারা হেলাইয়া স্বর্ণ দেহ খানি
মক্‌মল মণ্ডিত এক চারু উপাধানে
সমাসীনা; কিছুদূরে একটি আসনে
বসি রাজপুত্র প্রায় সৌন্দর্য্য-ললাম
আলাউদ্দী ম্লান মুখ, সম্মুখে তাহার
একটি টেবেল পরে স্ফটিক আধারে

নানাবর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুমের গুচ্ছ
সুবাসিত, গন্ধে তার গৃহ আমোদিত ;
অদূরে কিঙ্করী এক ব্যজনিছে তারে।
জাহানারা মৃদু হে'সে করিলা জিজ্ঞাসা
আলারে "মলিন কেন বদন তোমার
দাদা আজি ?" আলাউদ্দী করিলা উত্তর
লীলার একটি পত্র পে'য়ে আজি বোন্
কেন জানি হৃদি মোর হ'য়েছে অস্থির,
লি'খেছে সে, পিতা তার সুরেশের সনে
বাঁধিবে অচিরে তারে বিবাহ-বন্ধনে ;
যদি আমি পত্র পেয়ে সপ্তাহের মাঝে
না যাই সেখানে, তবে নিশ্চয় দুঃখিনী
করিবে যে আত্মহত্যা, কও জাহানারা
কেমনে এ পত্র পে'য়ে থাকিব এখানে ?
সে যদি আমার লাগি করে আত্মহত্যা
কেমনে বাঁচিব আমি তাহার বিচ্ছেদে ?"
জিজ্ঞাসিলা জাহানারা "কেন সে মরিবে
তব লাগি ?—সে তোমার কে এ ধরাধামে ?
তুমি কি তাহারে ভাই ভালবাস তবে ?"
উত্তরিলা আলাউদ্দী সজল নয়নে
কি বলিব জাহানারা ?—বলিতে আমার
হৃদয় ফাটিয়া যায়, ভীষণ অনল

মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠে এ অশান্ত মনে।
লীলা মোর একমাত্র হৃদয়ের রাণী,
সে বিনে এ ধরাধামে বাঁচিব কেমনে?"
মুহূর্ত্তে সে বালিকার ফুল্ল মুখ খানি
ঈর্ষায় রক্তিম বর্ণ করিল ধারণ;
হৃদয়ে ভীষণ বেগে উঠিল জ্বলিয়া
হিংসার বাড়বানল, দহিতে তখনি
প্রেমময়ী লীলার সে সুধেন্দু বদন!
"বস দাদা আসিতেছি" বলিয়া তখনি
মুহূর্ত্তেকে জাহানারা কক্ষের বাহিরে
গেলা চলি, প্রাণ ভরি কাঁদিয়া লইলা
এক দণ্ড, সবিষাদে ভাবিলা হৃদয়ে
প্রিয়তম, বুঝিলাম এ নারী জনমে
হবেনা আমার তুমি, লীলা ভাগ্যবতী
সে তোমার হৃদি মাঝে পূত প্রেমাসনে
সমাসীনা প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী রূপে।
আমাদের উভয়ের জননী যখন
ছিলেন এ ধরাধামে, প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে
ছিলেন আবদ্ধ তারা বাঁধিতে মোদেরে
পরিণয় পাশে,—আজি সবি তা' স্বপন!
আমি অভাগিনী হায় শৈশব হইতে
এ প্রাণ তোমারি করে করিয়া অর্পণ,

কি লভিনু ?—অশ্রুজল সারাটি জীবন !
যাও ভাই, কোন বাধা দিব না তোমারে,
পূর্ণ হ'ক তব ইচ্ছা, আমি চির দাসী
পূজিব ভক্তির পুষ্পে তোমার চরণ
দিবা নিশি, ইহা ভিন্ন নাহি কোন আশা।"
আঁচলে মুছিয়া চক্ষু জাহানারা সতী
পশিলা আবার কক্ষে, বাসিয়া পর্য্যঙ্কে
কহিলা আলারে "ভাই বিধাতার কাছে
বিনীত প্রার্থনা মোর, সুখী হও তুমি
লীলারে লইয়া এই পার্থিব জীবনে।
তোমাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ
সমস্ত সম্পত্তি আমি দিলাম তোমারে,
পে'য়েছি যা' সে দিবস পিতৃদেব কাছে;
অচিরেই দান পত্র করি সম্পাদন
প্রদানিব তব করে।" বাধা দিয়া আলা
কহিলা সজল নেত্রে "অদৃষ্টে আমার
নাহি সুখ, যতদিন আছি এ ভুবনে।
কিসের যৌতুক তুমি দিবে জাহানারা,
লালা হিন্দু, পিতা তার দিবে না বিবাহ
মম সনে।" এক দৃষ্টে চাহি আলা পানে
উত্তরিলা জাহানারা "দোষ কি বিবাহে
হিন্দু বালিকার সনে মোস্লেম যুবার ?

সৌন্দর্য্যে চরিত্রে গুণে বিমোহিত হ'য়ে
কত হিন্দু বালা কত মোস্লেম যুবকে
বরিয়াছে পতি ব'লে দেখিয়াছি দাদা।
আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর
ব্রাহ্মণের কন্যাদ্বয় মুগ্ধা হ'য়ে রূপে
দুইজন অতি সুশ্রী মোস্লেম যুবকে
পতিত্বে বরেছে দাদা, সুবর্ণ গ্রামের *
কুলীন কুমারী এক সৌন্দর্য্যের রাণী
বিদূষী, সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত সর্ব্বদা
যাহার রূপের ব্যাখ্যা বঙ্গদেশ যু'ড়ে
সে ও মুগ্ধা হ'য়ে এক মোস্লেম যুবার
সৌন্দর্য্যে, পতিত্বে তারে করেছে বরণ।
চরিত্রে ও রূপে গুণে মোস্লেম অপেক্ষা
কি কথায় হিন্দু শ্রেষ্ঠ ? বিশেষতঃ লীলা
গুণবতী বুদ্ধিমতী মোস্লেমের প্রতি
নাহি হিংসা, তব সনে বিবাহ তাহার
কি শুভ মিলন—যেন মণি ও কাঞ্চণ।
হেন মনে লয় দাদা নিশ্চয় আমার,
পিতা তার এ বিবাহে নাহি দিবে বাধা,
এমন সুপাত্র আর পাইবে সে কোথা ?
ইহাতে গৌরব ভিন্ন নিন্দা নাই তার।

---

* সোণার গাঁও

অতএব এ যৌতুক নিতে হ'বে দাদা'
অচিরেই দান পত্র করি সম্পাদন
দিব আমি তব করে কিছুদিন পরে
পিতা মোর মক্কা-ধামে করিলে গমন।
আমিও সম্পন্ন করি যথা রীতি মোর
সব কার্য্য, পুণ্য তীর্থ মক্কা মদিনায়
যাইব সংসার ত্যজি উদাসীন বেশে
যাপিতে এ পাপপূর্ণ নশ্বর জীবন।"
"কেন জাহানারা তুমি এ কচি বয়সে
যাইবে সে তীর্থ ধামে ?" জিজ্ঞাসিলা আলা।
"এখনো ত চৌদ্দ বর্ষ বয়ঃক্রম তব
হয়নি উত্তীর্ণ বোন্,—এ কেমন কথা ?
যৌবনের মধুমাখা প্রথম প্রভাতে
কত আশা কত সাধ কত যে কামনা
না পূরিতে, কেন তুমি সংসার ত্যজিয়া
যাইবে সে তীর্থ ধামে উদাসিনী বেশে ?
জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য পূত পরিণয়
এখনো ত হয় নাই সম্পন্ন তোমার ?
নাজেমদ্দী * প্রাণ দিয়া ভালবাসে তোমা,
কেন তুমি তার প্রতি বিমুখ এমন ?

---

* নাজেমদ্দীন—আটিয়ার জমিদার আলতাফউদ্দীনের পুত্র, এবং জাহানারার মামাতো ভাই।

সে তব মাতুল-পুত্র, জনক তাহার
কতবার করেছিল বিবাহ প্রস্তাব
তব জনকের কাছে, কিন্তু জাহানারা,
তুমি অসম্মত ব'লে সে শুভ বিবাহ
হয়নি সম্পান্ন আজো; তুমি হৃষ্ট চিত্তে
এখনো সম্মতি দিলে, বিবাহ তোমার
সুদিনে সম্পন্ন ক'রে সুখী হই মোরা।"
আঁচলে মুছিয়া চক্ষু কহিলা বিষাদে
জাহানারা—"দাদা তাহা নিশার স্বপন;
সে আশে দিয়াছি আমি চির জলাঞ্জলি।
শাজেমদ্দী অনর্থক ভাল বাসে মোরে,
আমি তার ছোট ভগ্নী, দাদা ব'লে তারে
ভক্তি করি—ভালবাসি; স্বামী বলে তারে
পারিব না—এ জীবনে ভাবিতে কখন।
কেন তবে অনর্থক বিবাহ প্রস্তাব
করে তারা? ক্ষমা চাই তাহাদের কাছে,
ধ'রে বেঁধে ভালবাসা হয় কি কখন?"
"কেন জাহানারা, তুমি বলিছ এ কথা?"
জিজ্ঞাসিলা আলাউদ্দী; কহিলা বিষাদে
জাহানারা আঁখি দুটি মুছিয়া আঁচলে
"সে কথা শুনিয়া দাদা কি হ'বে তোমার?"
"না না জাহানারা, তব বলিতে হইবে

সেই কথা” আলাউদ্দী কহিলা তাহারে।
“ক্ষমা কর দাদা মোরে” কহিলা সে বালা
“পারিব না তব কাছে বলিতে সে কথা
আজি আমি, এ মিনতি চরণে তোমার।”
সুবর্ণ-মৃণালবৎ হস্ত খানি ধরি
বালিকার, অভিমানে কহিলা আবার
আলাউদ্দী চাহি তার ইন্দুমুখ পানে
“জাহানারা, মাথা খাও লুকা’ওনা কিছু
মোর কাছে, সব কথা ভে’ঙ্গে বল মোরে
অন্যথা এখনি আমি যাইব চলিয়া
হেথা হ’তে, এই দেখা শেষ দেখা মোর।”
সরমে আনত মুখে কহিলা বালিকা
মৃদু কণ্ঠে “কি হইবে শুনিলে সে কথা
আজি দাদা? আমি হায় চির অভাগিনী।
সারাটি জীবন ভ’রে যেই দেবতারে
পূজিয়াছি, আজি আমি পেরেছি জানিতে
সে নহে আমার দাদা,—সে যে অপরের;
একটি কথাতে তার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
সারা জীবনের স্বপ্ন; অদৃষ্টে আমার
ছিল যা’ তা’ হইয়াছে, সুখ-শান্তি মোর
নাহি আর এ জীবনে, হৃদয় আমার
এ জন্মের মত হায় হ’য়েছে শ্মশান।

কিন্তু আমি পারিব না ভুলিতে তাহারে
এ জীবনে, মূর্ত্তি তার হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপিয়া পূজিব আমি আজীবন তারে,
ছুইব না কভু আর সেই দেবতারে।
তাহারি প্রেমের সেই মধুমাখা স্মৃতি
শোক দুঃখ সংজড়িত হা হুতাশ পূর্ণ
আমার এ জীবনের হইবে সমাধি।
বিস্মিত হৃদয়ে আলা জিজ্ঞাসিলা তারে
"কে সে ভাগ্যবান জাহানারা ?" উত্তরিলা
সবিনয়ে জাহানারা যুড়ি দুই কর
"ক্ষমা কর দাদা মোরে ধরি ও চরণে
বলিব না নাম তার কাহারো নিকটে
এ জীবনে, তুমি ইথে দিও না ক বাধা,
যদি তুমি একান্তই নাহি ছাড় মোরে
কি করিব, তব কথা নারিব ফেলিতে,
অবশ্য বলিতে হবে নামটি তাহার।
কিন্তু এই ভিক্ষা মোর—ক্ষমা কর মোরে,
জিজ্ঞাসা ক'রনা তুমি আর এ জীবনে
নাম তার।" আলাউদ্দী সজল নয়নে
ধরি তার স্বর্ণোজ্জ্বল কর-কোকনদ
কহিলা কাতর ভাবে "দেখ জাহানারা
নিতান্ত পরের মত ভাব তুমি মোরে,

নহিলে আমার কাছে লুকাইছ কেন ?
আমার এ প্রাণ দিয়া যদি আমি পারি
বাঁধিতে তোমারে বোন্ পরিণয়-পাশে
তার সনে, এ জীবন সার্থক আমার।
তুমি যদি পর ভাব, বল জাহানারা,
তোমার যৌতুক আমি ল'ব কোন্ মুখে ?
হয় তার নাম বল, লজ্জা কি ইহাতে ?
নতুবা বিদায় দেও আমারে এখন
চিরতরে, তব সনে এই দেখা শেষ,
বুঝিলাম জাহানারা হৃদয় তোমার
কঠিন পাষাণে গড়া নাহি দয়া লেশ !"
দাঁড়াইলা আলাউদ্দী—চলিলা সবেগে,
ক্ষিপ্র হস্তে জাহানারা ধরিয়া তাহারে
বসাইলা, দুঃখে লাজে সে কোমল হৃদি
শতধা বিচূর্ণ হ'য়ে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
ছল ছল নেত্রে হায় একটু কাগজে
অভাগিনী কি জানি কি লিখিয়া তখনি
আলার হস্তেতে দিয়া কক্ষের বাহিরে
চলি গেলা দ্রুত পদে। মুহূর্ত্তে যুবক
খুলি সে কাগজ খানি দেখিলা তাহাতে
লিখা আছে "আলাউদ্দী" উজ্জ্বল অক্ষরে।

চতুর্থ সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণানাথাস; লীলাবতীর পাঠাগার ;
লীলাবতী, লাবণ্য ও ললিতা]

গবাক্ষের পাশে বসি একটি বালিকা
হেরিছে বিষন্ন প্রাণে উদ্যানের শোভা
মনোহর ; পার্শ্বে তার টেবেল উপরে
বিবিধ পুস্তক গুলি রয়েছে পড়িয়া
বিশৃঙ্খল, অযতনে এলো মেলো ভাবে
গবাক্ষের নিম্নদেশে উদ্যান ভিতরে
গুচ্ছে গুচ্ছে নানাবিধ সুরভি কুসুম
হাসিতেছে কি সুন্দর তরু শিরে শিরে।
সুবাসিত সান্ধ্যানিল চুম্বি বালিকার
মুখ খানি থে'কে থে'কে বহিছে মধুরে
বালিকা একাগ্র চিত্তে হেরি বহুক্ষণ
সেই শোভা, ত্যক্ত ভাবে ফিরায়ে বদন
একখানি কাব্য নিয়া পঠিলা নীরবে
কিছুক্ষণ, পুনঃ উহা নিক্ষেপিলা দূরে।
আবার বিষন্ন ভাবে পিয়ানো লইয়া
বাজাইলা কিছুক্ষণ, সন্ধ্যার সমীরে
সেই স্বর ভে'সে ভেসে করিল বর্ষণ

সুধারাশি প্রকৃতির উদাস হৃদয়ে ;
পিয়ানো করুণ স্বরে গাইতে লাগিল

সে কেন সই আমার পানে
চে'য়ে চে'য়ে চ'লে গেল !

হেন কালে তথা এ'সে বসিলা নীরবে
লাবণ্য ললিতা দুটি লীলার সঙ্গিনী ;
পিয়ানো করুণ স্বরে গাইল আবার

সে কেন সই আমার পানে
চে'য়ে চে'য়ে চ'লে গেল !
আমি ত জানিনে লো সই
কি কথা তার মনে ছিল !
কেন সে যে এসেছিল, সেত তাহা না বলিল
যাওয়ার কালে চোখে তাহার
দে'খেছিনু অশ্রু জল !

"বড় ভাগ্য" লীলাবতী কহিলা হাসিয়া
"তোদের যে পদধূলি প'ড়েছে এখানে।"
ললিতা কহিলা হেসে "তোরা বড় লোক,
ভাগ্য কি অভাগ্য সব তোদেরি বেলায় !
আমরা দরিদ্রা অতি, কেউ না জিজ্ঞাসে,
দূর দূর করে সবে মোদেরে তাড়ায়।"
লাবণ্য কহিলা "ভাই ছেড়ে দে ও কথা

সত্য কথা বলিতে কি, বড় মিষ্টি লাগে
হাতের বাজনা তোর আমার নিকটে।”
শুষ্ক হাসি হেসে লীলা কহিলা তাহারে
“নে ভাই, কথাতে তোর বড় হাসি পায়!
আবার পিয়ানো ধীরে উঠিল বাজিয়া

আমি—চাইনে ভালবাসা।
ভাল বে'সে নয়ন ঝরে
মিটেনা—মোর প্রাণের আশা।

তারে——দেখলে আমার সাধ মেটেনা
বাড়ে আরো প্রাণের তৃষা
ভুল্‌তে গেলে মনে পড়ে
জাগে প্রাণে প্রেম-পিপাসা!
আমি—চাইনে ভালবাসা।

আমার—একুল ও কুল দুকুল গেল
প্রাণের মাঝে ঘোর নিরাশা!
সে যে—আস্‌বে ব'লে গেল চ'লে, কার প্রেমে সে র'ল ভু'লে
আমি—আকুল প্রাণে কেঁদে মরি,
মিছে করি তাহার আশা!
আমি—চাইনে ভালবাসা!

ললিতা মধুর কণ্ঠে কহিলা “ও লীলা
কেন তোর মুখখানি এত বিমলিন?

তুই যেন দিন দিন কাহার চিন্তায়
যে'তেছিস্ শুকাইয়া ; তোর সে লাবণ্য
দিন দিন হইতেছে কালিমা মণ্ডিত।
কারো সনে কথা তুই ক'সনে এখন,
সতত যাপিস্ দিন বসিয়া নির্জ্জনে
একাকিনী, হেনভাবে যাপিলে জীবন
স্বাস্থ্য তোর অচিরেই যাইবে ভাঙ্গিয়া।"
উত্তরিলা লীলাবতী "না ললিতা দিদি
চিন্তা ত করিনে আমি, উদাস উদাস
হৃদি মোর, কেন জানি বুঝিতে না পারি ;
কিছুই লাগেনা ভাল ক্ষণেকের তরে,
সুখ নাহি এ হৃদয়ে, বাঁচিব না দিদি
আমি আর বেশী দিন, সদা হয় মনে।"
"কেন দিদি ?" জিজ্ঞাসিলা লাবণ্য তখন,
"আমিও বুঝিনে দিদি" উত্তরিলা লীলা।
আবার স্নেহের স্বরে কহিলা লাবণ্য
"সত্য কথা বল্ দিদি, মাথা খা'স্ মোর
লুকা'স্ নে কোন কথা, তুই কি লো সেই
আলারে বাসিস্ ভাল ?—তারসনে তোর
বিবাহ যে অসম্ভব, ভুলে যা' তাহারে।"
বিনা বাক্যে লীলাবতী ফেলিলা কাঁদিয়া
মর্ম্ম দুঃখে, নেত্র হ'তে ঝর ঝর ঝর

অশ্রু বিন্দু গণ্ড বে'য়ে পড়িল ঝরিয়া।
ললিতা স্নেহের স্বরে কহিলা তাহারে
"পিতা মাতা হিন্দু তোর, আলাউদ্দী সনে
তারা কি কখন তোরে বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিবে? নিশ্চয় তোর সুরেশের সনে
হবে শুভ পরিণয়, তারি সনে তোর
যাপিতে হইবে দিদি সমগ্র জীবন।
অনর্থক গণ্ডগোলে কোন্ প্রয়োজন?
সুরেশের মন ভেঙ্গে পরিণামে তুই
কষ্ট পাবি, সে যে তোর রুক্ষ ব্যবহারে
মহা রুষ্ট, অনর্থক অশান্তি বর্দ্ধনে
কোন্ লাভ? সুরেশ যে মুহূর্ত্তেক আর
থাকিতে চাহেনা হেথা, মোস্লেম যুবকে
হিন্দু হ'য়ে দিদি তুই করিবি কেমনে
বিবাহ? জনক তোর দিবেনা নিশ্চয়
অনুমতি এ বিবাহে?" উত্তরিলা লীলা
অনিমিষ নেত্রে চাহি "কেন লো ললিতে
মোস্লেম মানব নহে?—পশু কি তাহারা?
ধাতা কি মানব কুলে করে নি সৃজন
তাহাদেরে?—সকলি ত তাহারি সন্তান,
তার কাছে কি প্রভেদ হিন্দু মুসল্মানে?
জাতি ভেদ প্রথা সে ত করে নি সৃজন?

আমরা মানব বৃন্দ দুর্ম্মতির বশে
জাতি ভেদ প্রথা দিদি করিয়া স্বজন
অনর্থক মারা মারি করিতেছে ভবে ?
ঝগড়া কলহ হেন ভ্রাতায় ভ্রাতায়
জাতি ভেদ লয়ে, তার নহে লো ঈপ্সিত ?
মন যারে চায়, তারে পাইব না আমি,
তার সনে পরিণয় হবে না আমার,
যারে আমি দুই চক্ষে পারিনে দেখিতে.
যাহারে দেখিলে মোর ঘৃণা হয় মনে,
শত্রু ব'লে ভাবি যারে, তার সনে মোর
বিবাহ হইবে শেষে ? সারা জীবনের
সুখ শান্তি তারি হস্তে করিব অর্পণ ?
এ কেমন বিধি দিদি ? জীবন থাকিতে
বরিব না কভু আমি পতিত্বে সুরেশে ?
ইহাপেক্ষা মৃত্যু মোর শত গুণে শ্রেয়ঃ
লীলাবতী হইবে না দ্বিচারিণী ভবে।"
আবার ললিতা তারে কহিলা প্রবোধি,
"ছিছি দিদি ধৈর্য্য ধর্, হিন্দু কন্যা তুই,
পিতার আদেশ তোর সব চে'য়ে বড়
এ জগতে, তার কাছে সারা জীবনের
সুখ শান্তি যত কিছু হবে বলি দিতে।
আজি হ'ক, কালি হ'ক, সুরেশের সনে

অবশ্য বিবাহ-পাশে করিবে বন্ধন
পিতা তোর, অনর্থক আলার চিন্তায়
করিস্ নে নষ্ট তুই শরীর আপন।”
লীলাবতী নেত্রদ্বয় মুছিয়া অঞ্চলে
কহিলা ফণিনী প্রায় গর্জ্জিয়া সরোষে
“কার সাধ্য দিদি মোরে সুরেশের সনে
বাঁধিতে বিবাহ-পাশে? যদি কেহ মোরে
ত্যক্ত করে, আত্ম হত্যা করিব নিশ্চয়।
পিতা মাতা কর্ত্তা মোর, অবশ্য তা’ মানি,
সকলি করিতে তারা পারে এ জগতে;
কিন্তু দিদি, ক্ষণ তরে আমার এ মন
ভাঙ্গিতে নারিবে তারা জীবন থাকিতে;
সত্য বটে আমার এ দেহের উপরে
সম্পূর্ণ ক্ষমতা তারা পারে চালাইতে,
কিন্তু হায়, তাহাদের কোন্ অধিকার
আছে দিদি, আমার এ মনের উপরে?”

পঞ্চম সর্গ।

[ঢাকা—টঙ্গী ; নদী তীরস্থ একটি সুগোল গৃহ ; আলাউদ্দীন, নাজেমদ্দীন, ও বৃদ্ধা তপস্বিনী]

গাও গাও গাও
শামা।
কৌমুদী রঞ্জিত পুষ্প সুবাসিত
রজনী দ্বিযামা।

গাইছে অনন্য মনে বসি এক যুবা
একটি দ্বিতল গৃহে বেষ্টিত সলিলে।
তিন দিকে জল রাশি এক দিকে স্থল,
সুগোল গৃহটি যেন মরালের মত
ভাসিতেছে ঊর্দ্ধমুখে জলের উপরে।
চারিদিকে মুক্ত দ্বার,—পশিয়া কৌমুদী
সেই পথে, গায়কের সুধেন্দু বদন
রঞ্জিয়াছে কি সুন্দর সোণালি কিরণে।
গৃহটির পাদদেশ করি প্রক্ষালিত
ছুটিয়াছে তরঙ্গিনী তর তর রবে।
তটিনীর নীল জল চন্দ্রমা কিরণে
শোভিছে কি মনোহর ঝল মল করি

* বেহাগ রাগিণীতে গেয়।

তরল কাঞ্চন সম ; কোথা জল'পরি
শোভিছে বিমল চন্দ্র শত খণ্ডে মরি !

দু একটি ক্ষুদ্র নৌকা এদিকে ওদিকে
ভাসিছে তটিনীবক্ষে সুনীল জীবনে।
নিশিথিনী সুগভীর ; নীরব অবনী ;
নাহি কোন সাড়া শব্দ, জীব জন্তু গুলি
ঘুমাইছে, সঞ্চরিছে নৈশ সমীরণ
মৃদু মৃদু, ফুটাইয়া কুসুমের কলি,
কানন-কুসুম-সুধা করিয়া হরণ।
যুবকের কণ্ঠস্বর উঠিয়া পড়িয়া
কি এক অমৃত ধারা দিল ছড়াইয়া
ঘুমন্ত ধরণী-বক্ষে তটিনী জীবনে।
যুবক অনন্য হৃদে চা'হি নদী পানে
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অনুপম,
গাইতেছে, মুক্তা যেন পড়িছে ঝরিয়া
কণ্ঠে তার, বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি।

গাও গাও গাও
শামা।
কৌমুদী-রঞ্জিত, পুষ্প সুবাসিত,
রজনী ত্রিযামা।

পাপিয়া ফুকারে "পিউপিউ," প্রকৃতি আপন হারা,
কোয়েলা কূজিছে "কুহু কুহু" দয়েলা ঢালিছে প্রেম-ধারা,
কি মধু যামিনী চাঁদনী নিরুপমা।
গাও গাও গাও
শামা।

প্রেমামোদে মত্তা কুমুদ মালতী, হাসিয়া আকুল গোলাপ চামেলী,
সমীর বহিছে ঝুরু ঝুরু, প্রেমে বিভোরা কামিনীও বেলী,
সে কোথা রহিল ছে'ড়ে আমা।
গাও গাও গাও
শামা।

কৌমুদী-রঞ্জিত, পুষ্প সুবাসিত
রজনী দ্বিযামা।

কিছুদূরে সেই ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী তীরে
বজরার কক্ষে বসি একটি বালক
এ সুধা-সঙ্গীত শুনি বিমুগ্ধ হৃদয়ে
ভাবিলা এ নিশা কালে গাজি হবিবের
সম্পর্কিত শ্যালকের পুত্র নাজেমদ্দী
গাইছে করুণ স্বরে প্রাণের সঙ্গীত।
জাহানারা দুঃখিনীরে ভাল বে'সে হায়
এ অভাগা, ডুবিয়াছে ধ্বংসের সাগরে।
না বুঝে তাহার মন পতঙ্গের প্রায়
প'ড়েছে অনল-কুণ্ডে জনমের তরে।

বালক অধীর চিত্তে ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস
উঠিলা, সৈকতে নামি চলি গেলা দ্রুত
সেই গোল কক্ষ মাঝে, যেখানে গায়ক
গাইছে প্রেমের গাথা মনের বিষাদে।
গায়ক বালকে দেখি হাত ধ'রে তার
বসাইলা নিজ পার্শ্বে, কহিলা সাদরে
"কেন আসিয়াছ আলা এ ঘোর নিশীথে?"
আলাউদ্দী মৃদু হে'সে কহিলা তাহারে
"তুমি কেন নাজেমদ্দি এ নির্জ্জন স্থানে
গাইছ এ নিশাকালে এ প্রেম-সঙ্গীত?"
নাজেমদ্দী উত্তরিলা "সে দুঃখের কথা
কি আর বলিব ভাই তোমার নিকটে?
তুমি ত সকলি জান, সংসার ছাড়িয়া
উদাসীন বেশে আমি চলেছি বিদেশে।
ধন রত্ন বাড়ী ঘর থাকুক পড়িয়া,
কাজ নেই সে সকলে, ভাই ভগ্নী মোর
ল'ক তা' বণ্টন করি, আটিয়াতে * আর
যাইব না, জাহানারা করে'ছে আমারে
প্রত্যাখ্যান, সে তোমারে ভালবাসে ভাই
প্রাণ দিয়া, তুমি কেন হৃদয় তাহার

---

* আটিয়া = ময়মনসিংহ জিলায় অবস্থিত

করিতেছ বিচূর্ণিত প্রত্যাখ্যান করি
তার প্রেম, আমি তার চির হিতাকাঙ্ক্ষী,
যদিও সে অভাগারে শত্রু ব'লে ভাবে,
তবু আমি প্রাণপণে মঙ্গল তাহার
সাধিব, আমার এই পবিত্র প্রেমের
প্রতিদান নাহি চাহি তাহার নিকটে ;
ভালবে'সে সুখ, তাই ভালবাসি তারে।
প্রেমের পীযূষ ভরা হৃদয় তাহার
ভে'ঙ্গনা, তোমার মন পাষাণে কি গড়া ?
এ হেন কোমল পুষ্পে দলিয়া চরণে
ফে'ল না কর্দ্দম মাঝে, সুখী কর তারে
বেঁধে চিরতরে পূত বিবাহ বন্ধনে।
তোমাদের এ বিবাহ দে'খে গেলে ভাই
শান্তি লভি' আমার এ মরুময় প্রাণে
যে'তে পারি সুখে এই সংসার ত্যজিয়া।"
"ও কথা ত'লনা ভাই," কহিলা কাতরে
আলাউদ্দী, আঁখি তার ছল ছল জলে ;
অসহ্য বেদনা ভরা প্রাণ খানি নিয়া
ছাড়িয়া সুদীর্ঘ শ্বাস রহিলা নীরবে
আলাউদ্দী, হেন কালে শুনিলা অদূরে
কে জানি করুণ স্বরে গাইছে সঙ্গীত
উদাস করিয়া সেই নৈশ প্রকৃতিরে।

'ওরে—আমার পাগ্‌লো পাখী!
আপন দেশে যে'তে রে তোর
আর কত দিন আছে বাকী?
সোণার খাঁচায় থে'কে থে'কে, সোণার বরণ হলুদ মে'খে
তুই—আপন দেশের কথা এখন
ভু'লে গেছিস্ নাকি!
ওরে—আমার পাগলা পাখী!

তুই—স্বার্থ লোভে অন্ধ হ'য়ে
বুঝ্‌লিনেরে মায়ার খেলা!
সে যে তোর চোখ্ বাঁধিয়ে
দিয়া গেছে বিষম ফাঁকী!
ওরে—আমার পাগ্‌লা পাখী!'

থামিল সঙ্গীত ধ্বনি, মুহূর্ত্তের পরে
আসিলা সে কক্ষে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী;
উভয়েই সসম্ভ্রমে প্রণমিলা তারে।
তপস্বিনী স্নেহভরে কহিলা "নাজেম
কেন তুমি অনর্থক বিদেশ ভ্রমণে
যাইতেছ?—সে সঙ্কল্প কর পরিহার।
আজি আমি এই মাত্র দরগা হইতে
ফিরে এ'সে, সব কথা শুনেছিরে বাছা

* কালেংড়া রাগিণীতে গেয়।

জাহানারা-মুখে, তুমি বুদ্ধিমান হ'য়ে
কেন বাছা অনর্থক নির্ব্বোধের মত
আপনার অমঙ্গল আনিছ ডাকিয়া ?
সোণার রাজত্ব তব, সুশ্রী মেয়ে দে'খে
পরিণয়-সূত্রে তারে করিয়ে বন্ধন
কর্ম্মক্ষেত্রে আপনারে কর নিয়োজিত,
মঙ্গল হইবে বাছা,. জাহানারা সতী
অপরে বেসেছে ভাল, কেমনে সে বল
তোমারে পতিত্বে তার করিবে বরণ ?
তার আশা ছে'ড়ে দেও, খুঁজিলে নিশ্চয়
তার চে'য়ে সুশ্রী মে'য়ে পাবে বাছা তুমি ?
হয়ত ভাবিতে পার তোমার ঐশ্বর্য্যে
মুগ্ধা হ'য়ে জাহানারা পতিত্বে বরিতে
পারে তোমা, বৃথা বাছা সে আশা তোমার,
ফলিবে না তাহা কভু এ মর জীবনে।
হবিবুল্লা মাতৃসম ভাবেন আমারে,
আমি ও পুত্রের মত দেখি বাছা তারে।
অকালে তাহার ভার্য্যা হইলে পতিত
কালগ্রাসে, আমি বাছা কন্যা নির্ব্বিশেষে
জাহানারা দুঃখিনীরে করেছি পালন।
তাহার মনের কথা সব জানি আমি,
যাহারে সে ভালবাসে, তাহারি চিন্তায়

হৃদি তার ভরপূর, মুহূর্ত্তের তরে
সে বিনে কাহারো কথা ভাবেনা সে হৃদে;
ব্যর্থ এ জীবন তার, সহিতে সে ভার
পারে না সে, যাহারে সে প্রাণের অধিক
বাসে ভাল, সে যখন ক'রেছে তাহারে
প্রত্যাখ্যান, অভিশপ্ত জীবন লইয়া
কেন তবে রহিবে সে এ পাপ-সংসারে ?
তাই আজি কষ্টে কষ্টে হৃদয় তাহার
হইয়াছে লৌহপ্রায় নিরেট পাষাণ।
সংসারের মায়া মোহে ভুলিবেনা আর
সে দুঃখিনী, সব বাঁধ করেছে ছেদন।
নিরাশ প্রণয়ে সে যে মর্ম্মাহত হ'য়ে
সোণার রাজত্ব তার ত্যজিয়া অচিরে
ভিখারিণী প্রায় সে যে যাইবে বিদেশে।
ধন রত্ন জমিদারী ঐশ্বর্য্য বৈভব
কিছুই তাহারে বাছা বাঁধিয়া রাখিতে
পারিবেনা, হৃদিতার মরুভূ সমান।
সংসারের সুখ স্পৃহা ত্যজি চির তরে
সে এখন হইয়াছে ঘোর উদাসিনী।
ফিরোজা রাণীর * কথা শুনিভরে বাছা

* ফিরোজা রাণী একটী হিন্দু জমিদারের গৃহিনী; স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি উন্মাদিনী বেশে ঘরের বাহির হইয়া বনে বনে ও

পিতা তব, তুমি কি করিবে অবহেলা ?
মাতৃহারা জাহানারা বড়ই দুঃখিনী,
ভুলে যাও তার কথা, সুশ্রী মে'য়ে দে'খে
বাঁধ তারে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে।
ঘুচে যাবে সব কষ্ট—অশান্তি প্রাণের ;
মহাসুখী হবে বাছা পার্থিব জীবনে।"
"কেন মা এ কথা তুমি বলিছ আমারে ?"

গিরি গহ্বরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। হঠাৎ একদিন একটি মুসলমান সাধকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দাক্ষিত করিয়া যোগ সাধনা শিক্ষা দেন, এবং নানা তীর্থে লইয়া যা'ন। এই মুসলমান সাধক গাজী হবিবুল্লার পিতার মোরশেদ্ অর্থাৎ গুরু ছিলেন। সেই সূত্রে গাজী হবিবুল্লার পিতা গাজী নবি নেয়াজ ফিরোজা রাণীকে মহাসমাদরের সহিত নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখেন। গাজী হবিবুল্লার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর ইনিই জাহানারাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করেন। ইঁহারই সাহচর্য্যে জাহানারার কোমল হৃদয়ে নানা সদগুণ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। উপরোক্ত সাধকের মৃত্যুর পর ফিরোজা রাণী একজন মহাসাধকের মাজারে অর্থাৎ সমাধি মন্দিরে যাইয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন এবং তথা হইতে প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরিফে যা'ন। সেই স্থানে তিনি একজন মহাসাধকের নিকটে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন এবং জাহানারার নিকটে আবার ফিরিয়া আসেন।

শিব-মন্দির।

উত্তরিলা নাজেমদ্দী মলিন বদনে
"স্বরগের দেবী সে যে, স্পর্শিয়া তাহারে
এ মর জীবনে, দেবি চাইনে করিতে
কলঙ্কিত তার সেই পবিত্র জীবন।
শুধু তার হিতাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গল তাহার
সতত প্রার্থনা মোর বিধাতার কাছে।
না জে'নে তাহার মন অজ্ঞানতা-বশে
বেসেছি তাহারে ভাল, কি করিব আমি ?
কেমনে মুছিব আমি সেই ভালবাসা
হৃদি হ'তে ? স্বার্থপর নহি আমি ভবে ?
সে ভাল বাসুক কিংবা না বাসুক মোরে
সে জন্য দুঃখ কি মোর ?—নাহি কোন আশা
ভাল বাসা পাব ব'লে ভাল ত বাসিনি ?
প্রতিদান নাহি চাহি এ মর জীবনে !
ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ভাল নাহি বাসি
তারে আমি, ত্রিদিবের পারিজাত সম
সে আমার, গন্ধে তার প্রাণ আমোদিত
দিবা নিশি, তাই তারে ভাল বাসি আমি।
আমার এ ভালবাসা নিস্বার্থ নির্ম্মল,
কামনার পূতিগন্ধ নাহি এর মাঝে।
অন্তরে বেসেছি ভাল, ক্ষতি কি তাহাতে ?
অন্তরের ভালবাসা অন্তরেই র'বে।

ভুলিতে নারিব তারে এ পাপ জনমে ;
ভুলিলে কি ল'য়ে আমি রহিব এ ভবে ?
আঁধার জীবনে মোর সেই ধ্রুব তারা ;
তারি স্মৃতি হৃদে ল'য়ে কঠোর সাধনা
করিব এ ধরা মাঝে, প্রেম-উপাসক
যদি হই, আত্মবলি দিতে পারি যদি
পরার্থে, তবেই মোর সার্থক জীবন।
চাইনে তাহারে আমি ; আমি শুধু চাই
আমার সে চিরারাধ্য মনের মানসী,—
—ধ্যানের সে জাহানারা দেবী প্রতিমারে,
যারে আমি দিবানিশি সাজাই যতনে
স্বর্গীয় সুরভি ভরা প্রেম-ফুলহারে।
আমি ত কামুক নহি ?—স্থূল দেহে তার
কোন্ প্রয়োজন মোর ? বিশ্বের মঙ্গল
সাধিব সতত আমি সারাটি জীবন।
বিবাহে নাহিক স্পৃহা, জগতের হিতে
উৎসর্গ করেছি প্রাণ, ব্রত মম এবে
দীন দুঃখী বিপন্নের অশ্রু বিমোচন।
করিলে আর্ত্তের সেবা, হইবে সার্থক
আমার এ লক্ষ্যহীন অনিত্য জীবন।"
"শত ধন্য বাছা তোরে" কহিলা যোগিনী
"সন্তুষ্ট করিলি তুই হৃদয় আমার

উপযুক্ত শিষ্য তুই, তোর পুণ্য কাজে
আমি ও হইব ধন্য, এসেছিনু আজি
উপদেশ দিতে তোরে, ভয় ছিল মনে
কি জানি সুপথ ছে'ড়ে য'াস যদি তুই
বিপথে? আশ্বস্ত হনু কথা শুনে তোর
আশীর্ব্বাদ করি বাছা এ পাপ-সংসারে
ইন্দ্রিয় সংযম করি পুণ্যের আলোকে
নিরখি গন্তব্য পথ জীবন-সংগ্রামে
প্রতি পাদক্ষেপে তুই চল্ সাবধানে।"
এত বলি তপস্বিনী করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, ক্ষণপরে আকাশ প্লাবিয়া
উঠিল সঙ্গীত ধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে
কি এক অমৃত ধারা করিয়া বর্ষণ

চে তদ্‌বির্ আয় মোসল্‌মানাঁ
কে মান্ খোদ্‌রা নামি দানম্।

এ সুধা সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়া পড়িয়া
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে চলিল ভাসিয়া
আত্ম বিস্মৃতির সুরা করি বরিষণ।
কি এক আবেশে মুগ্ধ হইয়া তখন
সঞ্চরিল ধীরে ধীরে নিশীথ পবন।
আবার মুহূর্ত্ত পরে ভাসিল সে ধ্বনি

চে তদ্‌বির্‌ আয় মোসল্‌মানাঁ
কে মান্‌ খোদ্‌রা নামি দানম্‌।
না তার্‌ছা ও এহুদিয়াম্‌
না গাব্‌রাম না মোসল্‌মানম্‌।

না শার্‌কিয়াম্‌ না গাব্‌রিয়েম,
না বাহ্‌রিয়েম, না বার্‌রিয়েম
না আজ্‌ মোল্‌কে এরাকিয়েম্‌
না আজ্‌ থাকে খোরাছানম্‌।

না আজ্‌ থাকম্‌ না আজ্‌ আজম্‌
না আজ্‌ বাদম্‌ না আজ আতস
না আজ্‌ আদম না আজ্‌ হাওয়া
না আজ্‌ ফের্‌দৌছে রেদ্‌ওয়ানম্‌।

থামিল সঙ্গীত, মুগ্ধ নিখিল ধরণী ;
ঝুর ঝুর ব'য়ে গেল নৈশ সমীরণ
কহিয়া প্রেমের কথা প্রতি ফুলে ফুলে।
আবার সে সুধা স্বর ভাসিল অম্বরে।
অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্মিত পুষ্প কলিগুলি
উঠিল ফুটিয়া সেই সঙ্গীতের স্বরে।

মকানম্‌ লা মকা বাশদ্‌
নৈশানম্‌ বে নেশাবাশদ্‌
না তান্‌ বাশদ্‌ না জান্‌ বাশদ্‌
না বাশদ্‌ একে জানম্‌

হু আল্ আউয়াল হু আল্ আখের
হু আল্ জাহের্ হু আল্ বাতেন্
বে জোজ্ ই আহু ও ইআমান্হু
দিগার চিজে নামি দানম্।

ঢুইরা চুঁ বদার করদম্
একে দিদাম্ দো আলম্রা
একে বিনাম্ একে জুইয়েম্
একে খানম্ একে দান্ম্।

সঙ্গীতের সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা উদারা মুদারা
তিন গ্রামে সপ্ত সুরে করি বিচরণ
রাশি রাশি মুক্তা যেন দিল ছড়াইয়া।
সমস্ত প্রকৃতি শুনি সে সুধা সঙ্গীত
আকুল অবশ হৃদে ঘুমের অলসে
"পিউ পিউ পিউ" রবে উঠিল জাগিয়া।
আবার—আবার সেই সুধামাখা স্বর
উঠিল ভাসিয়া নৈশ নিঝুম গগনে

এলায়া শামছেত্ তাব্রিজি
চেরা মস্তি দরি আলম!
বজোজ মস্তি ও মদ্ হুসি
দিগর চিজে নামি দানম।

নীরবিল সুধাস্বর; নীরব ধরণী।
সঙ্গীতের প্রতি তানে চন্দ্রমা কিরণ
তরলিত হ'য়ে যেন পড়িল ছড়া'য়ে
ধরা বক্ষে, শৈল শিরে তটিনী জীবনে।
আলাউদ্দী প্রণমিয়া নাজেমে তখন
চলি গেলা ক্ষুণ্ণ প্রাণে বজরার পরে।
উদাস হৃদয় তার, মলিন বদন,
বসি শয্যাপাশে ঘোর চিন্তা-ক্লিষ্ট প্রাণে
ভাবিতে লাগিলা কেন হইল এমন?
জাহানারা প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত
মম লাগি, হায় সে যে আমার কারণে
সোণার রাজত্ব তার করি পরিহার
তীর্থে তীর্থে দিবা নিশি করিবে ভ্রমণ
ভিখারিনী বেশে, আর আমি হত ভাগা
এমনি কৃতঘ্ন, তার পবিত্র প্রেমের
একটুকু প্রতিদান না পারিনু দিতে?
"ভালবাসি" শুধু এই মুখের কথাটি
বলিতেও না পারিনু তুষিতে তাহারে
ক্ষণতরে, হায় কেন হইল এমন?
আমি কি মানুষ নহি? হৃদয় আমার
পাষাণে কি গড়া তবে,—দয়া মায়া হীন?
ইচ্ছা হলে আমি তারে অবশ্য এখন

পারি যে করিতে সুখী, কেন তবে তাহা
নাহি করি ?—না,—তাহাতে বিঘ্ন আছে বহু,
—লীলার অগাধ প্রেম স্নেহ ভালবাসা।
লীলাকেও ভালবাসি, প্রাণের অধিক,
সেও মোরে ভালবাসে, হায় সে বালিকা
আমা ছাড়া একদণ্ড পারে না থাকিতে ;
আমা ভিন্ন এ জগতে বুঝে না সে কিছু,
কোন্ প্রাণে আমি হায় ভুলিব তাহারে ?
কেমনে তাহারে আমি করিব ছলনা ?
অবশ্য সে জাহানারা প্রাণের অধিক
ভালবাসে মোরে, হায় মাতৃ হীন চির
দুঃখিনী বালিকা সেযে, সেও আমা ভিন্ন
কিছুই বুঝে না আর ? নৃশংসের প্রায়
কেমনে ভাসাব তারে এ জন্মের মত
দুঃখের বারিধি নীরে ?—কি করি এখন ?
কোন পথে যাই আমি ? যে দিন হইতে
তাহার প্রেমের কথা হ'য়েছে প্রকাশ,
সেই দিন হ'তে সে যে নাহি দেয় দেখা
ক্ষণ তরে, কত চেষ্টা করেছিনু আমি ;
কত অনুরোধ তারে করেছিনু শেষে
তাহার বাঁদীকে দিয়া, তবু সে মানিনী
মম সনে একবার করিল না দেখা,

এ দুঃখ কাহার কাছে জানাইব আমি ?
কে বলিবে হায় কেন হইল এমন ?
শুনিনু বাঁদীর কাছে, বলেছে সে দিন
জাহানারা অতি কষ্টে সজল নয়নে,
সে নাকি আমার সনে করিবে না দেখা
এ জীবনে কভু আর। জনমের মত
পার্থিব সুখের আশা, স্নেহ ভালবাসা
সবি ফুরায়েছে তার, কেন তবে বৃথা
দেখা ক'রে, সে বিস্মৃত স্মৃতির অনলে
অনর্থক দিবানিশি মরিবে জ্বলিয়া ?
কি করিব এবে আমি ? প্রাণের অধিক
লীলাকে বেসেছি ভাল, ভুলিতে তাহারে
পারিব না এ জীবনে, যায় যা'ক্ প্রাণ,
সে জন্য মুহূর্ত্ত আমি ভাবিনা হৃদয়ে।
এ পৃথিবী রসাতলে যাউক ডুবিয়া,
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি পড়ুক খসিয়া,
গ্রহ উপগ্রহ সব কক্ষ চ্যুত হ'য়ে
ডু'বে যা'ক চির তরে সাগরের জলে।
তথাপি—তথাপি আমি লীলার নিকটে
অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক পারিব না হ'তে ;
দূর হ'ক অন্য চিন্তা, কেন আমি বৃথা
নিষ্ফল ভাবনা ভে'বে দেহ করি ক্ষয় ?

লীলা ত আমারি শুধু—আমিও লীলার,
ইহা ভিন্ন এ জগতে সব মিথ্যা হায়!
উন্মত্তের মত আলা লীলার মু-খানি
ভাবিতে ভাবিতে মরি পড়িলা ঘুমায়ে
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সেই কোমল শয্যায়!
স্বপ্ন দেবী এ'সে দ্রুত পাতিলা তখনি
রত্ন বিভূষিত চারু হৈম সিংহাসন
আলার সে সুকোমল হৃদয়-মন্দিরে!
সুরম্য বজরা খানি মন্থর গতিতে
চলিল ঢাকার দিকে, জলের উপরে
দাঁড়গুলি ঝপ্ ঝপ্ উঠিল পড়িল
উদ্ভ্রান্ত করিয়া সুপ্ত নৈশ প্রকৃতিরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণা নাথাস ; সুধীর চন্দ্রের প্রাসাদ ; মিলন]

বিজয়া দশমী।

বিজয়া দশমী আজি ; প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দের কোলাহল—মধুর নিক্কণ!
বঙ্গের যুবতী যুবা বালক বালিকা
নব বেশে সুসজ্জিত মধুর দর্শন!
শরতের স্নিগ্ধ চারু ফুল ভূষা পরা
প্রকৃতি ও হাস্যময়ী—রূপের মাধুরী
ছড়িয়ে প'ড়েছে যেন বসুধার বুকে ;
শোভিত মুকুলে ফুলে বিটপী বল্লরী ;
—সবাই মেতেছে আজি কি যেন কি সুখে !
জন-কোলাহলে আজি মুখরিত ঢাকা,
সেতার এস্রাজ বীণা পিয়ানো বাঁশরী
থে'কে থে'কে সুধা ধারা করিছে বর্ষণ !
নৌকা যোগে পদব্রজে সকলেই মরি
যাইবে দেখিতে আজি দেবী-বিসর্জ্জন !
সুধীর বাবুর গৃহে মহা কোলাহল,
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক দীন বহু নর নারী
উপস্থিত অর্থলোভে, নহবত-গৃহে

বাজিতেছে থে'কে থে'কে সুমধুর স্বরে
বিজয়ার সকরুণ শেষ সম্ভাষণ!
তরুলতা সমাবৃত বুড়ীগঙ্গা তীরে
অসংখ্য তরণী আজি হ'য়েছে সজ্জিত
পুষ্প-হারে, নানাবিধ পল্লব মুকুলে,
রক্ত নীল পীতবর্ণ সুরম্য কেতনে!
স্বয়ং সুধীর চন্দ্র বহু লোক ল'য়ে
সাজাইছে নৌকা এক অতি মনোহর
উঠাইতে বিজয়ার দুর্গা প্রতিমারে।
অগণিত ঢাল সড়্কি লাঠি তরবারে
সুসজ্জিত বহু লোক পাইকের বেশে
অসংখ্য তরণী পরে; হৈ হৈ রৈ রৈ রবে
চারিদিক্ বিকম্পিত, নিৰ্জ্জীব বাঙ্গালা
লভিয়াছে যেন আজি নূতন জীবন।

সুধীরের গৃহ আজি সজ্জিত সুন্দর
নানাবিধ পুষ্পদামে পল্লবে মুকুলে।
লীলাবতী পাঠাগারে বসিয়া নীরবে
করিতেছে সূচ-কাৰ্য্য, টেবেল উপরে
নানা বিধ বহিগুলি রয়েছে সজ্জিত
শ্রেণীমত, চিত্রগুলি সুশুভ্র প্রাচীরে।
টেবিলের চারি পাশে চারিটি চেয়ার
অতি সুশ্রী, লীলাবতী রয়েছে বসিয়া

একটি চেয়ার'পরে পরী-কন্যা প্রায়
আলোকিয়া গৃহ খানি রূপের ছটায় !
ঘন কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে
তুলিতেছে পৃষ্ঠ দেশে চুম্বিয়া মধুরে
অতি সুশ্রী—অনুপম নিতম্ব সুগোল !
পরিধানে স্বর্ণপেড়ে মিহি নীলাম্বরী
মনোহর, অতুলিত দেহের সৌন্দর্য্য
উঠেছে ফুটিয়া সেই বস্ত্রের ভিতরে !
সোণার প্রতিমা যেন নীলের আভায়
সুরঞ্জিত, কটিদেশে সুবর্ণ মেখলা,
কণ্ঠে হার, কর্ণে দুল, বাহুতে অনন্ত,
হাতেতে সোণার চুড়ি ঝলিছে মুকুতা
নাশিকায়, প্রভাতের শিশিরের মত।
সুবর্ণের ভূষা গুলি বিমলিন ঘোর
তার সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের বরণে।
সমস্ত দেহটি তার সজ্জিত সুন্দর
সুবাসিত মনোহর কুসুম-ভূষণে।
চম্পক-কররুহ শোভিছে সুন্দর
সূচসহ উঠে প'ড়ে কার্পেট উপরে।
টেবিলের তিন পার্শ্বে তিনটি চেয়ার
শূন্য এবে, টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে
একটি পুষ্পের তোড়া শোভিছে সুন্দর।

গৃহখানি সুবাসিত পুষ্পের সৌরভে।
হেনকালে ধীরে ধীরে আসিলা সুরেশ
সেই কক্ষে, স্মিত মুখে কহিলা লীলারে
"দশমী দেখিতে লীলা যাবেন এখন
মোর সঙ্গে? উঠ তবে সবি যে প্রস্তুত
এখনি যাইতে হবে।" সুরেশের পানে
চাহিয়া উদাস ভাবে কহিলা তখন
লীলাবতী "যাও তুমি বলিতে পারিনে
যা'ব কি না, এখনো তা হয় নাই ঠিক,
বোধ হয় দশমীতে যাইব না আমি।"
সুরেশ কহিলা পুনঃ "দেখি লীলাবতি,
কি রকম কাজ তুমি ক'রেছ কার্পেটে"
লীলাবতী ক্ষিপ্র হস্তে লুকাইলা তাহা
বস্ত্র মাঝে, বাঁকাইয়া চারু গ্রীবা খানি
কহিতে লাগিলা "দে'খ কি কাজ তোমা
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক যা' আছে আমারি,
তোমারে দেখিতে তাহা কেন দিব আমি
পরকে আমার কাজ দেইনা দেখিতে।"
সুরেশ মলিন মুখে কহিলা আবার
"কেন লীলা, দেখিলে তা' কি ক্ষতি তোম
আমি কি তোমার পর? আমারে দেখা'
কোন্ দোষ? মন্দ হ'লে ভে'বে দেখ ম

তাও যে উৎকৃষ্ট লীলা আমার নিকটে,
আমারে না দিলে ইহা দিবে তুমি কারে?"
বিনা বাক্যে লীলাবতী রহিলা চাহিয়া
অন্যদিকে, বিরক্তির চিহ্ন ঘোরতর
উঠিল ভাসিয়া তার সুধেন্দু বদনে
রাহু প্রায়, আবরিয়া লাবণ্যের আভা;
সৌন্দর্য্য মালিন্য যেন মাখামাখি ভাবে
সংমিলিত তার সেই বদন মণ্ডলে।
লীলার সে অনুপম সৌন্দর্য্যের ছটা
সুরেশের চিত্তমাঝে দিলেক ঢালিয়া
কি যে এক সুধামাখা মদিরা তরল।
সুরেশ বিমুগ্ধ প্রাণে লীলার নিকটে
অগ্রসরি, কণ্ঠ হ'তে খুলি পুষ্প-হার
লীলার সুবর্ণ-কণ্ঠে দিলা পরাইয়া
স্নেহ ভরে,—হৃদয়ের প্রীতি উপহার।
মহাক্রোধে লীলাবতী সে পুষ্প মালিকা
ফেলে দিলা ক্ষিপ্র হস্তে আরক্ত লোচনে;
ছিঁড়ে গেল পুষ্প-হার, পড়িল ছিটিয়া
পুষ্পগুলি চারিদিকে ঘরের ভিতরে।
সুরেশ সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা
"দেখ লীলা, প্রাণসম ভালবাসি আমি
তোমারে, হৃদয় মোর তোমারি প্রণয়ে

গৃহখানি সুবাসিত পুষ্পের সৌরভে।
হেনকালে ধীরে ধীরে আসিলা সুরেশ
সেই কক্ষে, স্মিত মুখে কহিলা লীলারে
"দশমী দেখিতে লীলা যাবেন এখন
মোর সঙ্গে? উঠ তবে সবি যে প্রস্তুত
এখনি যাইতে হবে।" সুরেশের পানে
চাহিয়া উদাস ভাবে কহিলা তখন
লীলাবতী "যাও তুমি বলিতে পারিনে
যা'ব কি না, এখনো তা হয় নাই ঠিক,
বোধ হয় দশমীতে যাইব না আমি।"
সুরেশ কহিলা পুনঃ "দেখি লীলাবতি,
কি রকম কাজ তুমি ক'রেছ কার্পেটে ?"
লীলাবতী ক্ষিপ্র হস্তে লুকাইলা তাহা
বস্ত্র মাঝে, বাঁকাইয়া চারু গ্রীবা খানি
কহিতে লাগিলা "দে'খে কি কাজ তোমার ?
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক যা' আছে আমারি,
তোমারে দেখিতে তাহা কেন দিব আমি ?
পরকে আমার কাজ দেইনা দেখিতে।"
সুরেশ মলিন মুখে কহিলা আবার
"কেন লীলা, দেখিলে তা' কি ক্ষতি তোমার ?
আমি কি তোমার পর ? আমারে দেখা'লে
কোন্ দোষ ? মন্দ হ'লে ভে'বে দেখ মনে

তাও যে উৎকৃষ্ট লীলা আমার নিকটে,
আমারে না দিলে ইহা দিবে তুমি কারে ?"
বিনা বাক্যে লীলাবতী রহিলা চাহিয়া
অন্যদিকে, বিরক্তির চিহ্ন ঘোরতর
উঠিল ভাসিয়া তার সুধেন্দু বদনে
রাহু প্রায়, আবরিয়া লাবণ্যের আভা ;
সৌন্দর্য্য মালিন্য যেন মাখামাখি ভাবে
সংমিলিত তার সেই বদন মণ্ডলে।
লীলার সে অনুপম সৌন্দর্য্যের ছটা
সুরেশের চিত্তমাঝে দিলেক ঢালিয়া
কি যে এক সুধামাখা মদিরা তরল।
সুরেশ বিমুগ্ধ প্রাণে লীলার নিকটে
অগ্রসরি, কণ্ঠ হ'তে খুলি পুষ্প-হার
লীলার সুবর্ণ-কণ্ঠে দিলা পরাইয়া
স্নেহ ভরে,—হৃদয়ের প্রীতি উপহার।
মহাক্রোধে লীলাবতী সে পুষ্প মালিকা
ফেলে দিলা ক্ষিপ্র হস্তে আরক্ত লোচনে ;
ছিঁড়ে গেল পুষ্প-হার, পড়িল ছিটিয়া
পুষ্পগুলি চারিদিকে ঘরের ভিতরে।
সুরেশ সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা
"দেখ লীলা, প্রাণসম ভালবাসি আমি
তোমারে, হৃদয় মোর তোমারি প্রণয়ে

আত্মহারা, তোমা ভিন্ন কিছুই জানিনে
জীবনে মরণে আমি, শৈশব হইতে
তোমার সে পিতৃদেব এনেছে আমারে
এই স্থানে, তব সনে করিতে বন্ধন
পরিণয়-পাশে,—একি প্রতিশোধ তার ?
আজি বাদে কালি তুমি হইবে আমার
অর্দ্ধাঙ্গিনী, তা' কি লীলা ভুলে গেলে তুমি ?
ভাবী পত্নী হ'য়ে মোর, কোন্ নীতি বলে
এত অবহেলা তুমি করিলে আমারে ?
চিরকাল তুমি মোরে ঘৃণার নয়নে
দেখিতেছে, ভাবিলে তা' ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে ;
এতই নিকৃষ্ট আমি তোমার নিকটে ?"
আবার আরক্ত নেত্রে ঘাড় বাঁকাইয়া
সিংহিনীর প্রায় লীলা কহিলা গর্জ্জিয়া
"কি সুরেশ, এত স্পর্দ্ধা ?—কি ভেবেছ মনে ?
এত বড় কথা তুমি বলিলে আমারে
দরিদ্র ভিক্ষুক হ'য়ে ? বামন হইয়া
চন্দ্রমা ধরিতে সাধ ? এ কথা বলিতে
লজ্জা কি হ'ল না তব ? কোন্ মুখে তুমি
আমারে বাঁধিতে চাও উদ্বাহ-বন্ধনে ?
এ রূপ জঘন্য কথা বলিলে কেমনে
মম কাছে ?—যাও তুমি ত্যজিয়া এ গৃহ ;

তোমারে দেখিলে মোর ঘৃণা হয় মনে।”
ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে মর্ম্মাহত প্রাণে
নীরবে সুরেশ চন্দ্র ত্যজিয়া সে স্থান
গেলা চলি, হৃদি মাঝে ভীষণ ঝটিকা
বহিতে লাগিল তার, নীরবে অভাগা
পশিয়া শয়ন-কক্ষে কাঁদিতে লাগিলা
শয্যাপরে উপাধানে মুখ লুকাইয়া।
লীলাবতী কিছুক্ষণ রহিলা বসিয়া
নীরবে সে কক্ষমাঝে, হৃদয়ে তাহার
অসংখ্য চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল
নীরবে প্রাণের মূলে দুকূল প্লাবিয়া।
দুই বিন্দু অশ্রুজল শোভিল তাহার
চটুল নয়ন-কোণে মুকুতার মত,
অথবা শিশির যথা ফুটন্ত কমলে।
ভাবিলা দুঃখিনী আজি ছয় মাস গত
গিয়াছে সে, এর মাঝে একটিও পত্র
লিখিল না, বুঝি হায় গিয়াছে ভুলিয়া
চিরতরে সে আমারে, জাহানারা-প্রেমে
মুগ্ধ হ’য়ে ; তা’না হ’লে পত্র মোর পে’য়ে
কেন সে উত্তর আজো দিল না আমারে ?
অথবা কি পত্র খানি পায়নি আমার ?
শুনেছি, সে নাকি সেথা ক’রেছে বিবাহ,

শিব-মন্দির।

এত প্রেম—এত স্নেহ দেখা'য়ে আমারে,
বাঁধিয়া আমার প্রাণ প্রেমের নিগড়ে,
কোন্ প্রাণে অন্যেরে সে করিল বিবাহ ?
ভুলেছে নিশ্চয় মোরে,—কি ক্ষতি তাহাতে ?
ভুলুক,—ভুলিতে দেও, কেন বাধা দিব ?
শৈশবে পুতুল খেলা খেলেছিনু মোরা,
গিয়েছে তা' ভেঙ্গে আজি অদৃষ্টের দোষে !
সে আজি পরের স্বামী, কোন্ অধিকার
আছে মোর, তারে আজি বলিতে আমার ?
ভুলে গেছে সে আমারে জনমের মত,
ভুলেছে সে অতীতের মধুমাখা স্মৃতি,
আমি ত ভুলিতে তারে পারিব না কভু
এ জীবনে ? তারি স্মৃতি শোণিতে শোণিতে
গিয়েছে মিশিয়া মোর, তারি মুখ খানি
হৃদয়ের মাঝে মোর রয়েছে অঙ্কিত
চিরতরে, আমি তারে ভুলিব কেমনে ?
কি আশ্চর্য্য, ছয় মাসে ভুলে গেল সব ?
সেই প্রেম—সে প্রতিজ্ঞা—সেই ভালবাসা
ভুলিতে কি হৃদি তার গেল না ফাটিয়া ?
ভুলেছে সে,—ভাল হ'ল, ক্ষতি কি আমার ?
তারি মূর্ত্তি হৃদি মাঝে করিয়া স্থাপন
সতত পূজিব তারে প্রেমের কুসুমে :

সে আমার প্রাণেশ্বর, আমি দাসী তার,
তারি স্মৃতি হৃদে লয়ে, তারি পূজা করি
যাপিব জীবন আমি, নাপে'লে তাহারে
এ জীবনে, পরজন্মে পাইব নিশ্চয়
এ প্রাণের আকর্ষণে, আত্মার ভিতরে
প্রেম ত অক্ষুণ্ণ থাকে জনমে জনমে !
কার্পেটের জুতা লীলা বুনিতে লাগিলা
পুনর্ব্বার, হৃদি যেন গেল চলি তার
কোন্ দেশে কত দূর কাহার উদ্দেশে।
লীলাবতী অন্য মনে গাইতে লাগিলা
একটি করুণ গীত গভীর বিষাদে
মৃদু স্বরে,*মুক্তা যেন ঝরিতে লাগিল
তার সেই সকরুণ মধুর ঝঙ্কারে।

আমি—কেমনে ভুলিব তারে।
সে নহে আমার সখি, ভালবাসি যারে !
অশ্রুজলে—শতদলে, পূজি সদা পলে পলে
যতনে রেখেছি যারে
হৃদয় মাঝারে :
সে কেন কঠিন প্রাণে, থাকে সদা মানে মানে,

---

*মূলতান রাগিণীতে গেয়।

ভাসা'য়ে আমারে সখি,
অকূল পাথারে।
এত সাধিলাম তারে, কাঁদিলাম পায়ে ধ'রে,
তবুত হলনা দয়া
কি পাষাণ হারে।
আমি—কেমনে ভুলিব তারে !

হেন কালে চুপে চুপে একটি বালক
পশ্চাতের দ্বার দিয়া পশিয়া সে কক্ষে
বালিকার চক্ষু দুটি ধরিলা চাপিয়া।
বালিকা তাহার হস্ত ধরিয়া মুহূর্ত্তে
কহিলা মধুর স্বরে লজ্জিত বদনে
"ছে'ড়ে দেও আলাউদ্দি, চিনেছি তোমারে।"
বালক বিস্মিত হৃদে ছাড়ি চক্ষু তার
কহিলা হাসিয়া "লীলা কেমনে চিনিলে
না দে'খে আমারে তুমি ?" উত্তরিলা লীলা
প্রাণাধিক, তব কর পরশিয়া আমি
দেহের সৌরভে স্পর্শে চিনেছি তোমারে।
তুমি কিন্তু এ জীবনে পারিবে না ভাই
চিনিতে এ ভাবে কভু না দে'খে আমারে।"
মুহূর্ত্তে হাসিয়া আলা করিলা উত্তর
"কেন পারিব না প্রিয়ে ? অবশ্য পারিব
পরশিয়া দেহ তব ; পুষ্প-গন্ধ প্রায়

দেহের সৌরভে তব পারিব চিনিতে।"
এক দৃষ্টে লীলাবতী চাহি আলা পানে
কহিলা মধুর স্বরে সজল নয়নে
"কখন এ'সেছ তুমি ?—এতদিন পরে
অভাগীর কথা নাথ প'ড়েছে কি মনে ?"
হাত ধ'রে আলাউদ্দী কহিলা সাদরে
"আজ প্রাতে আসিয়াছি তব পত্র পেয়ে ;
ছি লীলা, এমন পত্র লিখিতে কি আছে ?"
উত্তরিলা লীলাবতী মধুমাখা স্বরে
"যে কষ্ট সয়েছি আমি তোমার বিচ্ছেদে
এত দিন, তুমি তাহা বুঝিবে কেমনে
প্রিয়তম, এতদিন মুহূর্ত্তের তরে
পাইনি একটু শান্তি এ প্রাণের মাঝে।
মা আমার পিতৃদেবে অশনে বসনে
করিতেছে উত্তেজিত সুরেশের সনে
বাঁধিতে আমারে এবে বিবাহ বন্ধনে।"
আলাউদ্দী হৃষ্ট চিত্তে হে'সে মৃদু মৃদু
উত্তরিলা ধরি স্নেহে চিবুক তাহার,
"বেশ্ বেশ্ ভালইত সুখের বিবাহে
মহাসুখী হ'বে তুমি আপত্তি কি তাতে ?"
লীলাবতী মুখ খানি করি ভার ভার
মেঘে ঢাকা শশী যেন, কহিলা তাহারে

"যাও ভাই জ্বালাতন করিওনা তুমি,
এ সব রহস্য মোর ভাল নাহি লাগে।"
আলাউদ্দী হে'সে হে'সে কহিলা আবার
"আচ্ছা ভাই, বল দেখি বসি এ নির্জ্জনে
কার কথা মনে ক'রে এ প্রেম-সঙ্গীত
গাইতেছ লীলা তুমি? সুরেশ কি তবে
ভাল নাহি বাসে তোমা? শুনেছি এ মাসে
বিবাহ তাহারি সনে হইবে তোমার?"
"থা'ক ভাই, ও কথায় নাহি প্রয়োজন"
উত্তরিলা লীলাবতী "সুরেশের সনে
বাঁধিতে বিবাহ পাশে দুঃখিনী লীলারে
কার সাধ্য? এ ক্ষমতা কে রাখে জগতে?
পরিণয়-সূত্রে তুমি হ'য়েছ আবদ্ধ
শুনিয়াছি, সে বিবাহে হইয়াছ সুখী,
পারিবে মনের সুখে যাপিতে জীবন
আনন্দে সে ভাগ্যবতী জাহানারা সনে!
তাই অনুযোগ ক'রে লিখেছিনু পত্র
তব কাছে, ভেবেছিনু জ্বলিয়া পুড়িয়া
মরিব একাই আমি, দিবনা জানিতে
অন্য জনে, আমার এ অশান্তির কথা।
মাতুল-আলয় থে'কে কৌতুকের ছলে
আরো একবার তুমি মৃত্যুর সংবাদে

কাঁদাইয়া ছিলে মোরে, স্মরিলে সে কথা
এখনো শিহরি উঠে হৃদয় আমার ;
তুমি কি ভেবেছ মনে তোমার এ লীলা
তোমারে বাসেনা ভাল ? জনক জননী
কুলীন সুরেশে এনে রে'খেছে বাঁধিতে
বিবাহ বন্ধনে তারে, মিথ্যা সে ভাবনা,
থা'ক তারা কুল লয়ে, কোন্ প্রয়োজন
কুলে মোর ? বরিব না থাকিতে জীবন
সুরেশে পতিত্বে আমি—প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারি চরণ তলে ধূলি কণা প্রায়
প্রিয়তম, এ পরাণ দিব লুটাইয়া।
বিবাহ ক'রেছ তুমি শুনিয়া এ হৃদি
শতধা বিচূর্ণ প্রায়, মনের বিরাগে
কার্পেটের জুতা এক বু'নেছি যতনে
দিতে তোমা,—বিদায়ের শেষ উপহার।
কেন না দুঃখিনী আমি, নহি যোগ্যা তব
পরাইতে কণ্ঠে এবে কুসুমের মালা,—
—নাহি তাহে অধিকার দুঃখিনী লীলার ;
সে কার্য্যের উপযুক্ত নব পরিণীতা
ভার্য্যা তব, যারে তুমি সঁ'পেছ হৃদয়।
দাসী আমি তাই নাথ করেছি প্রস্তুত
এ পাদুকা পরাইতে চরণে তোমার।"

"দেখি লীলা, পাদুকাটি ?" কহিলা হাসিয়া
আলাউদ্দী সুধাস্বরে চে'য়ে লীলা পানে।
নীরবে আলার হস্তে প্রদানিলা জুতা
লীলাবতী, আলাউদ্দী দেখিলা বিস্ময়ে
কার্পেট-পাদুকা পরে পুষ্পগুচ্ছ নীচে
দুইটি কবিতা লিখা সোণালী অক্ষরে

"ভুলেছ কি প্রাণ সখা, ভুলিতে কি পারিবে ?
দুঃখিনী তোমারি দাসী,—কেমনে সে ভুলিবে ?"

সতৃষ্ণ নয়নে চাহি লীলাবতী পানে
জিজ্ঞাসিলা আলাউদ্দী সকরুণ স্বরে
"তবে কি এখনো লীলা ভুল নাই মোরে ?"
উত্তরিলা লীলাবতী মধুর বচনে
"জীবন থাকিতে নয় ; তোমার মু-খানি
স্থাপিয়া এ হৃদি মাঝে পূজিব তাঁহারে
আজীবন প্রেম-পুষ্পে ভকতি-চন্দনে।
তোমারে ভুলিলে নাথ, কেমনে বাঁচিবে
অভাগিনী হায় এই সংসার-নরকে ?
তুমি মোর একমাত্র আঁধার জীবনে
ধ্রুব তারা, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে
তোমারেই লক্ষ্য করি ছুটিয়াছি আমি
ছায়া শূন্য মরুপ্রায় জীবন-প্রান্তরে

দিবা নিশি, এ জীবনে যদিও তোমারে
নাহি পাই প্রিয়তম অদৃষ্টের দোষে।
জীবনের অবসানে—মরণের পরে
লভিব তোমারে আমি সাধনার বলে
স্বর্গধামে—বিধাতার চরণের তলে।”
মুহূর্ত্তেক পরে লীলা কহিলা আবার
“মাথাখাও আলাউদ্দি, লুকা'ওনা মোরে
একটুকু, সত্যই কি ক'রেছে বিবাহ
জাহানারা বেগমেরে তুমি তথা যেয়ে?”
“কে ব'লেছে লীলা ইহা?” উত্তরিলা আলা:
“সুরেশ বলেছে” লীলা কহিলা তাহারে।
“হাঁ ক'রেছি” হাসি মুখে উত্তরিলা আলা।
অভাগিনী লীলাবতী সজল নয়নে
কহিলা তাহারে “বেশ্ ক'রেছ ভালই,
সুখে থাক।” হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে গেল তার
বলিতে এ কথা দুটি, মুহূর্ত্তের মাঝে
ফুটন্ত কমল প্রায় চারু মুখ খানি
মলিন হইয়া গেল গভীর বিষাদে।
হেরিয়া লীলার দশা, হাসিলা অন্তরে
আলাউদ্দী, হৃদে তার আনন্দের ধারা
প্রবাহিল। ক্ষণ পরে ম্লান হাসি হে'সে
লীলার মুখের কাছে নিয়া মুখ খানি

কহিলা "না লীলা, আমি করিনি বিবাহ;
অদৃষ্টে নাহিক তাহা, এ জীবনে আর
পরিব না পায় আমি সে লৌহ-নিগড়,
তুমি কি জান না লীলা এ প্রাণের ব্যাথা?
কেন তবে পুনর্ব্বার সুধাও আমারে?
তোমারে বে'সেছি ভাল, তোমারি মুরতি
হৃদয়-মন্দিরে আমি করিয়া স্থাপন
সাজাব প্রেমের পুষ্পে সারাটি জীবন।
ছয় মাস ছিনু আমি মাতুল আলয়ে,
এর মাঝে একদিন মুহূর্ত্তের তরে
পারিনি লভিতে শান্তি, পারিনি ভুলিতে
তব মুখ প্রাণময়ি ক্ষণেকের তরে।
অশনে বসনে ধ্যানে শয়নে স্বপনে
তোমারি প্রেমের স্মৃতি জাগিয়া হৃদয়ে
যে কষ্ট দিয়াছে মোরে, বুঝিবে না তুমি
লীলাবতি, কতদিন ফেলেছি কাঁদিয়া;
তোমারি এ মুখ ইন্দু ভাবিয়া হৃদয়ে;
উন্মাদের মত আমি ছিনু দিবা নিশি।
তোমার নিকটে পত্র লিখি নাই কেন
শুনিবে তা'? শুধু লীলা সুরেশের ভয়ে।
কেন না তাহার হস্তে পড়িলে সে পত্র
বিষম অনিষ্ট শেষে ঘটিত নিশ্চয়।

তব শেষ পত্র পে'য়ে এসেছি ছুটিয়া
তব কাছে যুড়াইতে প্রাণের যাতনা।
তুমি কি দিবেনা স্থান অভাগা আলারে
তোমার ও বক্ষ মাঝে ? বড় সাধ লীলা,
সংসারের সুখ দুঃখ হইয়া বিস্মৃত
স্বর্গ সম তোমার ও শান্তিময় ক্রোড়ে
রহিব ঘুমায়ে আমি জনমের মত।”
উত্তরিলা লীলাবতী সজল নয়নে
“প্রাণেশ্বর, এ হৃদয় দিয়াছি তোমারে
বহুদিন—আমার সে শৈশব সময়ে।
এ বক্ষ তোমারি তরে রেখেছি পাতিয়া
চিরদিন; কিন্তু নাথ ধক্ ধক্ করি
জ্বলিছে অনল ইথে, তুমি সে অনলে
জ্বলিয়া পুড়িয়া হায় মরিবে সতত ;
সে কষ্ট কি প্রিয়তম পারিবে সহিতে ?”
দুই বিন্দু অশ্রুজল শোভিল সুন্দর
লীলার চটুল চক্ষে, নিশির শিশির
শোভে যথা প্রভাতের চারু নীলোৎপলে
মুকুতার মত ; আলা বিমুগ্ধ হৃদয়ে
আরো একটুকু মরি হ'ল অগ্রসর ;
অজ্ঞাতে অধর তার পড়িল নুইয়া
লীলার অধর-পুষ্পে—অমৃত-ভাণ্ডারে।

পুষ্পের উপরে পুষ্প—মরি কি সুন্দর
দুইটি গোলাপ যেন উঠিল ফুটিয়া
এক বৃন্তে প্রণয়ের বাসন্তী সোহাগে।
আছিছি তুলিকে, তুই কি চিত্র আঁকিলি ?
—সুরুচির ধ্বজাধারী বহু শত্রু তোর
পাঠা'বে নিশ্চয় তোরে এই অপরাধে
দ্বীপান্তরে, সেই ভয়ে আমি ও যে বাছা
চ'লে যা'ব হিমাদ্রির নিভৃত গহ্বরে।
কল্পনে, তোরে ও সখি হাত পাও বেঁধে
নিশ্চয় ডুবাবে তারা সাগর-সলিলে।
কি আর উপায় তবে ?—এঁকে যাবে বাছা
যা থাকে অদৃষ্টে,—হ'ক, কি হবে ভাবিলে ?
উভয়ের দেহে যেন মুহূর্ত্তের মাঝে
বিদ্যুৎ ঝলিয়া গেল ; স্বর্গীয় মদিরা
ঢালিয়া প্রাণের মাঝে অধর পরশে।
উভয়েই আত্মহারা, এমনি সময়ে
নিরখিলা লীলাবতী সুধাংশুর মত
একটি বালিকা মরি, গেলা চলি দ্রুত
দ্বারের সম্মুখ দিয়া, সমীর হিল্লোলে
সুনীল অঞ্চল তার দুলিতে দুলিতে
অদৃশ্য হইয়া গেল চক্ষের নিমিষে।
কিছুক্ষণ পর লীলা ধরিয়া সস্নেহে

আলার দক্ষিণ কর, সুধাইলা তারে
"দশমী দেখিতে আজি যাইবে না তুমি ?"
উত্তরিলা আলাউদ্দী সরায়ে সাদরে
লীলার কুন্তল রাশি "না,—আমি যা'বনা
প্রতিমা দর্শন করা ঘোরতর পাপ
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে, রোজা ও নমাজ
না করি যাহারা, সদা পাপ আচরণে
কলঙ্কিত করে এই মানব-জীবন ;
ফেৎরা জাকাত হজ্জ ধর্ম্ম-ক্রিয়াগুলি
না করিয়া, দিবা নিশি বিধর্ম্মীর সাথে
প্রতিমা পূজায় যারা লিপ্ত হৃষ্ট মনে,
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া যারা
ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করে সম্পাদন
নিশ্চয় তাহারা লীলা যাইবে নরকে।
মোস্লেম হইয়া আমি কেমনে যাইব
প্রতিমা দেখিতে আজ ?—তুমি যাবে লীলা !"
"আমি ও যা'বনা আলা, তুমি নাহি গেলে ?"
উত্তরিলা লীলাবতী মধুর বচনে।
লীলার নিকটে এক সুদৃশ্য চেয়ারে
বসিলা যাইয়া আলা ; মুহূর্ত্তের পরে
ইন্দুপ্রভা ধীরে ধীরে আসিলা সে কক্ষে,
আলারে দেখিয়া সেথা বিস্মিত হৃদয়ে

জিজ্ঞাসিলা "আলাউদ্দি কবে এলে তুমি ?
ভাল আছ ?" সসম্ভ্রমে উত্তরিলা আলা
আছি ভাল, অদ্য প্রাতে এসেছি জননি
এই স্থানে।" ইন্দুপ্রভা কহিলা আবার
স্নেহ ভরে ? "বহুদিন মাতুল আলয়ে
ছিলে বাবা, বুঝি তুমি গিয়াছিলে ভু'লে
আমাদের কথা, লীলা অশনে বসনে
সতত তোমার কথা করিত স্মরণ।
লীলা মোর তুমি ভিন্ন অপরের কাছে
পড়িত না এক দণ্ড, কত যে ব'কেছি
পড়িতে তাহারে আমি সুরেশের কাছে;
তথাপি সে ক্ষণতরে পড়েনি কখন
তার কাছে, বলিত সে নিয়ত আমারে
"আলা ভিন্ন কারো কাছে পড়িব না আমি,
আলারে লিখেছি পত্র, আসিবে সে শীঘ্র,
সে আসিলে তার কাছে পড়িব নিশ্চয়,
সে ভিন্ন পড়াতে কেহ পারে না আমারে।"
শেষ না হইতে কথা কহিলা হাসিয়া
লীলাবতী "না ভুলিলে আমাদের কথা
কেনা মা এ দীর্ঘ কাল মাতুল আলয়ে
ছিল আলা ?—পত্র লিখে এনেছি তাহারে।
গত রাত্রে এক পত্র লিখিয়াছি আমি

পুনর্ব্বার, আজি তাহা দিয়াছি পাঠায়ে।”
“তোমাদের স্নেহ মাগো পারিনি ভুলিতে
ক্ষণ তরে” সসম্ভ্রমে উত্তরিলা আলা।
ইন্দুপ্রভা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা তারে
“জাহানারা সনে তব শুভ পরিণয়
হয়েছে কি সুসম্পন্ন?” উত্তরিলা আলা
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি “মাতুল আমার
ছিলেন স্বীকৃত আমি করিনি বিবাহ।
সমস্ত সম্পত্তি তার জাহানারা নামে
লি’খে দিয়ে, স্বর্গধামে গিয়াছেন চ’লে
গত মাসে, জাহানারা সমস্ত সম্পত্তি
পিতার মৃত্যুর পর দিয়াছে আমারে;
দানপত্র সম্পাদিয়া পাঠাইয়া ছিল
মম কাছে, আমি তাহা করিনি গ্রহণ।
সে নাকি যাইবে মাগো মক্কা ও মদিনা
তপস্বিনী বেশে, তীর্থে তীর্থে বেড়াইয়া
আর্ত্তের সে সেবা ব্রত করিয়া গ্রহণ
যাপিবে জীবন তার ভজনে পূজনে।”
ইন্দুপ্রভা ম্লান মুখে কহিলা তাহারে
“ভাল কর নাই বাছা বিবাহ না করি”
মুহূর্ত্তে ফিরায়ে মুখ লীলাবতী পানে
ইন্দুপ্রভা পুনর্ব্বার কহিলা সাদরে

"যা লীলা মিষ্টান্ন এনে খে'তেদে এখন
আলা ও সুরেশ ; পরে যাইবি ত তোরা
দশমী দেখিতে, নৌকা হয়েছে সজ্জিত।"
লীলাবতী মাতৃপানে করিয়া বর্ষণ
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, উত্তরিলা বিরক্তির ভাবে
"তুই যে'য়ে দেনা তোর বাপের ঠাকুরে
খে'তে এবে, পারিব না আমি দিতে তারে,
আমি যে'য়ে এ'নে দেই আলারে এখন।"
ইন্দুপ্রভা মনে মনে ভাবিলা তখন
"সুরেশের সনে তার বিবাহ সুস্থির,
তাই বুঝি লজ্জাভরে অনিচ্ছুক তারে
খে'তে দিতে।" আলাউদ্দী কহিলা তাহারে
সবিনয়ে "ক্ষুধা নাই পারিব না খে'তে
আমি এবে।" ইন্দুপ্রভা কহিলা লীলারে
স্নেহভরে "লীলাবতি, তুই যানা তবে,
খে'য়ে আয়, যাইবিনে দশমী দেখিতে ?"
উত্তরিলা লীলা "আমি পারিব না খে'তে,
অসুখ হ'য়েছে মোর, আরো হ'বে বেশী
খে'লে এবে।" ইন্দুপ্রভা কহিলা আবার
"বহুক্ষণ জে'গে তুই লি'খেছিলি পত্র
কাল রাত্রে, তাই আজি হ'য়েছে অসুখ,
না শুনে আমার কথা, তুই ত সতত

পরিস্ বিপদে কত ; তোরি ইচ্ছামত
সব কার্য্য সদা তুই করিস অভাগী
না শু'নে নিষেধ মোর ; যাই এবে আমি
সুরেশের কাছে, তারে খে'তে দিতে হবে
এই বেলা, বোধ হয় কর্ত্তাও এখনি
গিয়াছে আহার্য্য তরে অন্দর মহলে।"
ইন্দুপ্রভা দ্রুতপদে করিলা প্রস্থান
তথা হ'তে, আলাউদ্দী কহিলা লীলারে
"অসুখ হ'য়েছে তব আমি ত জানিনে,
এতক্ষণ আমারে তা' বল নাই কেন ?"
হাসিয়া কহিলা লীলা "তুমি যেন সব
ভুলে যাও,—মনে নাই বাসন্তী পূজায়
সন্দেশ ও মণ্ডা আমি খাই নাই কেন ?"
লীলার অলকা গুচ্ছ সরা'য়ে আদরে
আলাউদ্দী স্মিতমুখে করিলা উত্তর
"আছে মনে, ছিল যে তা' পূজার নৈবেদ্য,
তাই আমি খাই নাই, খাওনি তা' তুমি।
কেননা ইস্লাম ধর্ম্মে মহাপাপ লীলা
পূজার নৈবেদ্য খে'লে—প্রতিমা দেখিলে।"
লীলাও সস্মিতমুখে কহিলা আবার
আজিও খাব না আমি তুমি না খাইলে ;
তুমি খেলে খে'তে পারি, তুমি যা খাবে না

পাপ বলে, আমি তাহা খাইব কেমনে ?
তোমারি যে দাসী আমি, যে পথে যাইবে
যাহা শিক্ষা দিবে, আমি সেই শিক্ষা লভি'
যাইব সে পথে সদা, বিপদে সম্পদে
আমি যে সতত তব ধর্ম্মের সঙ্গিনী।"
উভয়েই কিছুক্ষণ রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, আলাউদ্দী পঠিতে লাগিলা
একখানা কাব্য গ্রন্থ ; পৃষ্ঠদেশে তার
চিম্‌টি কে'টে লীলাবতী ভাঙ্গিল তাহার
তন্ময়তা, হাসিমুখে বালিকার পানে
নিরখিলা আলাউদ্দী, কহিলা তাহারে
লীলাবতী "তিষ্ঠ তুমি দে'খে আসি যে'য়ে
মা সেখানে কি করিছে, যেও না এখন।"
"এস যে'য়ে" উত্তরিলা বিমুগ্ধ বালক
বন্ধ করি কাব্যখানি—ভাবিলা হৃদয়ে
"এত রূপ এত প্রেম এত সুধা-হাসি
কোথা আছে ? এ প্রেমে ত কামের দুর্গন্ধ
নাহি একটুকু, এযে পবিত্র সুন্দর
স্বার্থশূন্য।" লীলাবতী কহিলা আবার
"আকাশের পানে চে'য়ে কি ভাবিছ তুমি ?"
উত্তরিলা আলাউদ্দী হস্ত ধরি তার
"তব প্রেমামৃত, লীলা পান করি আমি

আত্মহারা, তাই আমি আকাশের পটে
তোমারি সুধেন্দু মুখ ছিলাম দেখিতে
মুগ্ধ হ'য়ে, ভেবেছিনু দিবসেই আজ
পূর্ণিমার শশী বুঝি হইল উদয়
এই স্থানে, হেনকালে ভেঙ্গে দিলে তুমি
স্বপ্ন মোর।" "স্বপ্ন কেন?" উত্তরিলা লীলা
"আমি ত তোমারি কাছে আছি দাঁড়াইয়া
সশরীরে।" আলাউদ্দী হাত বাড়াইলা
মুগ্ধভাবে, লীলাবতী বিদ্যুতের বেগে
কি যে এক আকর্ষণে পড়িলা ঝাঁপিয়া
বক্ষে তার, উভয়েই ঘোর আত্মহারা!
মুহূর্ত্তে অজ্ঞাত ভাবে অধর লীলার
নুইয়া পড়িল যে'য়ে আলার অধরে
ঢালিয়া হৃদয়ে তার প্রেম-সুধা ধারা!
হেনকালে কক্ষ দ্বারে দাঁড়ায়ে সুধাংশু
আহ্বানিলা "লীলাবতি?" সরমে বালিকা
গেলা ছুটি ঝড় বেগে সুধাংশু সমীপে।

সপ্তম সর্গ।

পুরাণা নাখাস—ঢাকা ; সুধীরচন্দ্রের প্রাসাদ]

সুরুদ্দীর প্রাসাদের উত্তর পশ্চিমে
সুধীর চন্দ্রের চারু দ্বিতল প্রাসাদ ;—
—তাহারি সংলগ্ন এক বৃহৎ অলিন্দে
নীরবে সুধীরচন্দ্র বসি রৌপ্যাসনে
ম্লান মুখ ; কিছু দূরে লীলার জননী
ইন্দুপ্রভা, মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলা
"লীলাই ত পত্র লি'খে এনেছে আলারে।
আমি ত এ জন্য পূর্ব্বে ব'লেছিনু তোমা
আলা আসিবার আগে সুরেশের সনে
লীলার বিবাহ দেও, আলাউদ্দী এ'লে
শেষে কোন গণ্ডগোল ঘটিতেও পারে।
কেননা লীলার মন বুঝেছি যে টুক
বোধ হয় তাতে মোর, লীলাবতী তব
আলারে স'পেছে মন, তা না হ'লে লীলা
প্রত্যেক কথায় কেন আলার স্বপক্ষে
করে তর্ক. সুরেশেরে পারে না দেখিতে ;
আলারে যে মন্দ বলে শত্রু ভাবে তারে।
আলাই তাহার কাছে সব চে'য়ে ভাল,

নিশ্চয় সে মনে মনে ভালবাসে তারে ।
বহু পূর্ব্বে লীলার এ মতি গতি দে'খে
পত্রসহ একজন ভৃত্য পাঠাইয়া
আলার মাতুলে এ'নে বলেছিনু তারে
এখানে থাকিলে আলা নষ্ট হ'য়ে যাবে ;
আপনি তাহারে নিয়ে আপনার গৃহে
বাঁধুন বিবাহ-পাশে জাহানারা সনে
অবিলম্বে । তাই তিনি আলারে লইয়া
গেছিলেন নিজ দেশে বিবাহের তরে ।
তোমারি মেয়ের দোষ, সেই ত তাহারে
পত্র লে'খে এই স্থানে এনেছে আবার"
"ইন্দুপ্রভা, কেন তুমি ভয় কর এত ?"
কহিলা সুধীরচন্দ্র সম্বোধিয়া তারে
"লীলা মোর সে রকম দুষ্ট মে'য়ে নহে ;
বারেক ভাবিয়া দেখ ত্রয়োদশ বর্ষ
বয়স্কা বালিকা লীলা, কি জানে সে আজি
প্রণয়ের ? এ বয়সে জানিবে কেমনে
ভালবাসা কিযে বস্তু, শৈশব হইতে
আলার সহিত সে যে খে'লেছে প'ড়েছে,
একত্র র'য়েছে সদা তাই সে আলারে
শৈশবের সাথী ব'লে এত ভালবাসে ।
সুরেশের সহ তার হইলে বিবাহ,

ক্রমে ক্রমে সকলি তা' ভুলে যাবে প্রিয়ে,
স্বামী ব'লে অবশ্য সে বিবাহের পর
সুরেশে বাসিবে ভাল, দ্বিধা নাই ইথে।"
ইন্দুপ্রভা ত্যক্ত হ'য়ে কহিলা তাহারে
শ্লেষ-বাক্যে, "তুমি তবে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে
ঘুমাইয়া থাক এবে, কিছু না ঘটিলে
চৈতন্য হবে না তব, আমি বলি শুন,
যে রকম ভাব আমি দেখিতেছি এবে,
তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর নির্দ্ধারণ
অবিলম্বে, আপনার ভাল চাও যদি।"
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ কহিলা সে বামা
"আমি যাহা বলেছিনু কি করিলে তার ?
স্তোভ বাক্যে কত দিন ভুলাবে আমারে ?
আজিও ত পারিলে না সাধিতে সে কাজ ?
যদি তুমি সেই কার্য্য করিতে সাধন,
নিশ্চিন্ত হতেম আমি, সমস্ত সম্পত্তি
হাতে এ'ত, কন্যাটিও সুরেশের করে
পারিতাম সমর্পিতে, কলঙ্ক হইতে
বাঁচিতাম চিরতবে, রাজ্য ও জামাতা
দু-ই তবে হ'ত লাভ, কিন্তু এ অদৃষ্টে
কি জানি কি আছে হায় বিধাতাই জানে।
চারিটি বছর আজি গেছে মুরুদ্দীন

সেই হ'তে তুমি সদা করিবে করিবে
বলিতেছ, আজি ও তা নাহি হল করা।
সে কার্য্যটি শেষ ক'রে, কবে আর তুমি
গড়িবে মন্দির সেই কূপের উপরে?
কবে আর শিবমুর্ত্তি করিবে স্থাপন
সে মন্দিরে? তা' না হ'লে লভিবে কেমনে
এ বিশাল রাজ্য ধন ধীরেণ তোমার?"
কহিলা সুধীরচন্দ্র সুগম্ভীর ভাবে
"ইন্দুপ্রভা, ধীরে ধীরে করিব সমাধা
সবকার্য্য, তুমি কেন হ'য়েছ উতলা
সে জন্য? জাননা তুমি পিতারে তাহার
কি করেছি দূরদেশে করি বশীভুত
অর্থ দিয়া নছিমেরে? করি ষড়যন্ত্র
বাকী খাজানার দায় অনেক সম্পত্তি
উঠায়ে নিলামে, আমি করেছি তা' ক্রয়
বিনামী, সমস্ত কার্য্য একত্র সাধিলে
হয়ত কাহারো মনে, দেখিয়া এ সব
সন্দেহ হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সব
সাধিব, আলারে যদি লীলার নিকটে
আসিতে নিষেধ করি, অথবা লীলারে
অবরুদ্ধ করি' গৃহে, না দেই যাইতে
আলার নিকটে আর, হিতে বিপরীত

হলে ও হইতে পারে, বিপক্ষে আমার
দাঁড়াইলে আলা, সব পণ্ড হবে মোর।
তাই আমি ধীরে ধীরে কার্য্যগুলি মম
সাধিতেছি সুকৌশলে, তুমি কেন প্রিয়ে
উতলা হইলে এত? ভে'বে দেখ মনে
আলউদ্দী এখনও ত যৌবন-সীমায়
হয় নাই উপনীত, সপ্তদশ বর্ষ
বয়স্ক বালক সে যে, কি জানে কামের?
তাহার চরিত্র কভু হয়নি দুষিত
ইহাই বিশ্বাস মোর, বিশেষতঃ সে যে
সচ্চরিত্র শান্ত শিষ্ট সরল বালক,
লীলারে সে ভালবাসে, পবিত্র নির্ম্মল
তাহার সে ভালবাসা।" বাধা দিয়া তারে
ইন্দুপ্রভা ক্রুদ্ধ ভাবে কহিতে লাগিলা
"মানি তাহা বালক সে, কামের প্রভাব
হয় নাই হৃদে তার, উভয়ের মনে
কে বলিল অনুরাগ হয় নি সঞ্চার?
আমি বলি আলা লীলা উভয়ের প্রাণে
প্রেমের অঙ্কুর এবে লভেছে জনম।
অঙ্কুরেই ইহা এবে নাহি বিনাশিলে
পরিণামে ফলিবে যে বিষময় ফল!
অতএব সাবধান" হেনকালে তথা

আলাউদ্দী ধীরে ধীরে বসিলা আসিয়া
একখানা কাষ্ঠাসনে, সাদরে সুধীর
জিজ্ঞাসিলা তারে "বাবা আছত কুশলে ?
কবে এলে হেথা তুমি ?" উত্তরিলা আলা
"আসিয়াছি গত কল্য, আপনি ত ভাল ?"
কহিলা সুধীর চন্দ্র মৃদু মৃদু হে'সে
"হাঁ বাবা ভালই আছি, ব্যস্ত আছি বড় ;
তোমার সম্পত্তি নিয়া ভারি গণ্ডগোল
এ বৎসর, গতবার অর্দ্ধেক সম্পত্তি
গিয়াছে নিলাম হ'য়ে, এবারো শুনেছি
বাকী রাজস্বের দায় উঠিবে নিলামে।
কি ক'রে রক্ষিব আমি সম্পত্তি তোমার ?
ধার ও মিলে না কোথা, ঘোর শোচনীয়
প্রজার অবস্থা, আমি অর্থ পাব কোথা ?
তাহে পুনঃ শত্রুদের ঘোর ষড়যন্ত্রে
বহু মহালের প্রজা হ'য়েছে বিদ্রোহী।
চারিদিকে যে বিপ্লব, নাহি কোন আশা,
তোমার এ বৈষয়িক কার্য্যগুলি নিয়ে
বড় ব্যস্ত আমি, রাত্রে নাহি হয় ঘুম
এ সব চিন্তায়, সদা অস্থির হৃদয়।"
ম্লান মুখে আলাউদ্দী কহিলা তাহারে
"পিতৃ মাতৃহীন আমি, আমার বলিতে

নাহি কেহ এ সংসারে ; পিতৃদেব মম
গিয়াছেন সঁ'পে মোরে আপনারি করে।
আপনিই পিতৃতুল্য, আপনি ব্যতীত
কে আর রক্ষিবে মোরে এ ঘোর বিপদে ?"
"তা'ত বটে,—কিন্তু আমি দেখিনে উপায়"
কহিলা সুধীর শির করি কুণ্ডয়ন।
কিছুক্ষণ সকলেই রহিলা নীরব ;
ইন্দুপ্রভা পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা
"লীলার বিবাহে আর বিলম্ব না সহে,
যা করিবে শীঘ্র কর, শেষে কিন্তু তুমি
অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে নিশ্চয়।"
হেনকালে লীলাবতী আসিলা সেখানে
ক্রোড়ে করি আপনার ধীরেণ অনুজে ;
সুধীর কহিলা ধীরে ইন্দু পানে চে'য়ে
"লীলার বিবাহ আমি দিব অবিলম্বে
সুরেশের সনে, তুমি ভে'বনা সে জন্য
মুহূর্ত্ত" ফিরায়ে চক্ষু আলাউদ্দী পানে
কহিলা আবার "আলা তোমার কি মত ?
কুলে শীলে ধনে মানে সুরেশের মত
নাহি পাত্র এতদ্দেশে. গাভার কায়স্থ
এরা, শ্রেষ্ঠ সুকুলীন, গুণে মানে বাবা
লীলারি সে উপযুক্ত, তারি সনে আমি

লীলারে বাঁধিতে চাই বিবাহ-বন্ধনে।”
উদাস হৃদয়ে আলা কহিলা তখন
“আমাদের মতামতে কোন্ ফল হ’বে ?
আপনার মে’য়ে, তার ভাল হয় যাতে
অবশ্য তা’ করিবেন, কে করিবে মানা ?
অপরের মতামতে কোন্ প্রয়োজন ?”
মুহূর্ত্তে মলিন মুখে লীলাবতী পানে
চাহিলা বিষাদে আলা, দেখিলা তখন
ছল ছল করিতেছে লীলার নয়ন
অশ্রুজলে, হৃদয়ের অতি গুরু ভারে
মুখখানি বিমলিন ; লীলাও তখনি
চাহিলা ব্যাকুল ভাবে আলাউদ্দী পানে ;
উভয়ের চারি চক্ষু মিলিল যখন
লীলাবতী জলভরা আঁখি দুটি নিয়ে
ম্লান মুখে কক্ষ হ’তে করিলা প্রস্থান।
আলাও মুহূর্ত্ত পরে সজল নয়নে
চলি গেলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যজিয়া।
ইন্দুপ্রভা স্বামী পানে চাহিয়া তখন
কহিতে লাগিলা ক্রোধে আরক্ত নয়নে
“দে’খেছ এদের ভাব ? বহুদিন আমি
করেছি শাসন এই কন্যারে তোমার ;
যাইতে আলার সনে ক’রেছি বারণ

কত দিন, কোন কথা বলিলে তাহারে
ভুজঙ্গিনী প্রায় সে যে উঠে গরজিয়া ;
তর্ক ক'রে মুখে মুখে বহুদিন মোরে
ব'লেছে সে, আলা সনে খেলিতে তাহার
নাহি দোষ, সে যে তার বাল্য সহচর ;
সুরেশে তাচ্ছল্য করি ব'লেছে সে দিন
পথের ভিক্ষুক সে যে, কার সাধ্য তারে
বাঁধিতে বিবাহ-পাশে সুরেশের সনে ?"
"এত বড় কথা ?" ক্রোধে কহিলা সুধীর
"এতটুকু মে'য়ে তার এত বড় কথা ?
ভেবেছে কি ? অচিরেই বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিব তাহারে আমি সুরেশের সনে,
দেখি সে আমার কার্য্যে বাধা দেয় কিসে ?"

অষ্টম সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণা নাথাস ; সুরুদ্দীর প্রমোদ কানন ;
লীলাবতী, সুধাংশু, আলাউদ্দীন ও সুরেশচন্দ্র]

সায়াহ্নের স্নিগ্ধবায়ু বহিছে মধুরে
চুম্বিয়া কুসুম-কলি নিকুঞ্জ কাননে!
কাঁদিছে মলিন মুখে নলিনী সুন্দরী
ডুবিয়া গিয়াছে ভানু পশ্চিম গগনে।
মেঘগুলি স্তরে স্তরে গিরি-শৃঙ্গ প্রায়
তুলিয়া উন্নত শির শোভিছে সুন্দর
নীলাকাশে, চূড়াগুলি সিন্দুর মণ্ডিত।
ফুটেছে একটি তারা সন্ধ্যার ললাটে
পাখীদল ছুটিয়াছে নীড় অন্বেষণে।
একটি বালিকা মরি অপ্সরার প্রায়
স্বর্গ হ'তে এসে যেন এই মর্ত্ত্য ভূমে
বসি অই ঝাউ তলে সরসী-সোপানে
গাঁথিছে মালিকা এক বিবিধ বর্ণের
সুবাসিত ফুল দলে ; সান্ধ্য সমীরণ
উড়াইছে কেশ তার হিল্লোলে হিল্লোলে,
কভুবা ফেলিছে এনে মুখের উপরে।
বালিকা অনন্য মনে মৃদু মৃদু স্বরে
গায়িছে সঙ্গীত এক সজল নয়নে।

আপন মন পরকে দিয়ে *
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জীবন গেল !
তার—আসার আশে জে'গে নিশি, ফুলগুলি মোর হ'ল বাসি,
কার গলে এ মালা দিব
প্রাণ বঁধূয়া নাহি এ'ল !

হেনকালে চুপে চুপে একটি বালিকা
সাবধানে,—অতি ধীরে দাঁড়াইলা আসি
গায়িকা পশ্চাতে, বালা আপনার ভাবে
আপনি বিভোর, দৃষ্টি নাহি অন্যদিকে,
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে গাইলা আবার,

প্রেমামৃত পাব ব'লে, ঝাঁপ দিয়াছি সিন্ধু-জলে
কপাল দোষে মরি শেষে
সুধা আমার গরল ভেল !
আমার—প্রাণ বঁধুয়া নাহি এল !

বালিকা মালার দিকে একাগ্র হৃদয়ে
নিরখিয়া কিছুক্ষণ, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস
বিষাদে করুণ কণ্ঠে গাইলা আবার

---

* ভৈরবী রাগিণীতে গেয়।

পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, শত্রুর হাতে স'পে দিয়ে
আমার—বুকের মাঝে শূল বসা'য়ে
প্রাণের বাঁধন কে'টে দিল!
আমার—প্রাণ বঁধুয়া নাহি এল!
আপন মন পরকে দিয়ে
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জীবন গেল!

পশ্চাৎ হইতে সেই আগন্তুক বালা
শুনি গায়িকার এই সকরুণ গীতি,
বিরক্তির তীব্রভাব উঠিল ভাসিয়া
মুখে তার, ক্রোধ ভরে কহিতে লাগিলা
"কিলো তুই কার লাগি গেঁথেছিস্ মালা ?
কে লো তোর প্রাণবঁধুয়া ?—মর্ অভাগিনী।
কি ক'রেছে পিতা মাতা ? কেন তাঁহাদেরে
দুষিস্ অভাগি ? তারা তোরি যে হিতার্থে
শুভ পরিণয় তোর ক'রেছে সুস্থির।"
গায়িকা পশ্চাতে ফিরি দেখিলা তখন
সুধাংশু অদূরে তার আছে দাঁড়াইয়া
ক্রুদ্ধ ভাবে ; লজ্জা পে'য়ে কহিলা গায়িকা
কাতরে "সুধাংশু দিদি ক্ষমা কর্ মোরে।"
সুধাংশু ঘৃণার স্বরে কহিলা আবার
"ছিছি লীলা সবি আমি করেছি শ্রবণ
হিন্দুকন্যা তুই, তোর এ কি ব্যবহার ?

মুসলমান আলাউদ্দী, তারি প্রেমে তুই
এত আত্মহারা ?” লীলা রহিলা বসিয়া
অধোমুখে, বাক্য তার সরিল না মুখে ;
ঝর ঝর অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল
নেত্রে তার ! পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা।
সুধাংশু মোহিনী, “তুই আলারে সে দিন
পাঠাগারে ব’লেছিলি কেন এত কথা ?
তোরি ত সকল দোষ, তুই যদি তারে
ভালবাসা না দেখাতি, তবে কি সে আলা
এত ভালবাসা তোরে দেখা’ত কখন ?
বিবাহ করুক কিংবা না করুক আলা,
সে কথায় তোর লীলা কোন্ প্রয়োজন ?
জাহানারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তোরে
কেন তুই তার প্রতি হইয়া বিরূপ
পত্র লে’খে এনেছিস্ আলারে এখানে ?
তার সঙ্গে তুই যদি বিবাহ-প্রসঙ্গ
না উঠাতি, তবে কি সে নির্ভয় হৃদয়ে
এত কথা তোর কাছে পারিত বলিতে ?
আমিত সকল কথা শুনেছি সে দিন
কেন তুই মোর কাছে করিস্ গোপন ?
কথা রাখ্, আমি বলি ভাল চা’স যদি
যা’স নে তাহার কাছে, ভুলে যা তাহারে,

তার কথা কভু আর আনিস্‌নে মুখে।
ভেবে দেখ্ তুই হিন্দু, আলা মুসলমান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য তার সনে প্রভেদ যে তোর,
কেমনে বাসিস্ ভাল হিন্দু কন্যা হ'য়ে
মোস্লেম আলারে ? ছিছি ম'রে যাই লাজে
অচিরেই এ কলঙ্ক রটিবে চৌদিকে,
কেমনে দেখাবি মুখ স্বজাতি সমাজে ?
সুরেশের সনে তোর বিবাহ যে স্থির,
দুই দিন পরে তোর হইবে বিবাহ
তার সনে, কোন রূপে সে যদি এ কথা
জানে লীলা, বল্ দেখি হৃদয়ে তাহার
কি ভীষণ ঈর্ষানল উঠিবে জ্বলিয়া ?
এত বাড়াবাড়ি যদি করিস্ এ ভাবে
লীলা তুই, তবে আমি মাসিমার কাছে
ব'লে দিব সব কথা, এখনো সে আশা
পরিহরি, আপনার মর্য্যাদা রক্ষিয়া
কার্য্য কর্, তা' না হ'লে বিষম বিপদে
পড়িবি অচিরে তুই, তোদের এ ভাব
দে'খেছি দিবস ত্রয়, এত বাড়াবাড়ি
ভাল নহে, পরিণামে হ'বে অমঙ্গল।"
নীরব নিশ্চল লীলা, ফুলিয়া ফুলিয়া
কাঁদিতে লাগিলা চাহি মৃত্তিকার পানে।

সুধাংশু ধরিয়া হস্ত উঠাইলা তারে
স্নেহভরে, অভাগিনী কাঁদিতে লাগিলা।
মর্ম্ম দুঃখে আরো যেন পাইয়া আদর।
অবরুদ্ধ শোকোচ্ছাস হৃদয় ভেদিয়া
বাহিরিল শতধারে; আবার সে বালা
স্নেহভরে হাত ধরে কহিলা তাহারে
"কেন তুই কেঁদে কেঁদে হৃদয়ে আমার
দিস্ কষ্ট, আয় বোন্ যাই চলি' গৃহে
শত অনুরোধ মোর ভু'লে যা আলারে।"
অভাগিনী কেঁদে কেঁদে চরণ দুখানি
ধরি তার, ম্লান মুখে কহিলা কাতরে
"কেমনে সুধাংশু দিদি ভুলিব তাহারে ?
ভুলিতে যে এ হৃদয় যাইবে ভাঙ্গিয়া,
ক্ষমা কর্ তুই মোরে, জীবন থাকিতে
পারিব না দিদি আমি ভুলিতে তাহারে।
সে আমার দিবা নিশি প্রাণের ভিতরে
রয়েছে প্রচ্ছন্ন ভাবে, নয়ন মুদিলে
অন্তরে বাহিরে আমি সদা দেখি তারে।
তারি প্রেম, তারি স্নেহ, তারি ভালবাসা
মিশিয়া গিয়াছে মোর শোণিতের সনে;
এ জীবনে তারে আমি ভুলিব কেমনে ?
তারি স্মৃতি ধরি হৃদে এ জন্মের মত

পবিত্র কুমারী ব্রত করিব গ্রহণ!
সে আমার চিরারাধ্য প্রাণের দেবতা,
তারি মূর্ত্তি ধ্যান করি পূজিব তাহারে,
তারে আমি হৃদি মাঝে করিয়া স্থাপন।
ভগবান সাক্ষী, আমি করিনু প্রতিজ্ঞা
সুরেশের পত্নী আমি হইব না কভু,
আমার এ হৃদ্ পিণ্ড করে উৎপাটন
কেহ যদি, তবু হায় হইবে না ব্যর্থ
এ প্রতিজ্ঞা, দিদি আমি কাঁদিতে কাঁদিতে
ধূলি সনে এ জীবন দিব লুটাইয়া ;
ধূলি হ'য়ে দিদি আমি চরণে তাহার
যা'ব মিশি প্রেম-ব্রত করি উদ্‌যাপন।
জানি আমি এ জীবনে পাইব না তারে,
সমাজের হিংসা পূর্ণ ঘোর অবিচারে,
দেশাচার রাক্ষসের তীব্র কষাঘাতে
বিচূর্ণিত হবে দিদি হৃদয় আমার,
জানি তাহা, এ প্রাণের প্রতি রক্ত-বিন্দু
অর্পিবে সতত অর্ঘ্য সেই দেবতারে।
কেঁদে কেঁদে দিদি আমি সারাটি জীবন
করিব তপস্যা তার, জীবন-সন্ধ্যায়
আমার অন্তিম শ্বাস হাহাকার করি
ঝঞ্ঝা রূপে বিধাতার চরণে যাইয়া

লুন্ঠিয়া ভকতি ভরে লইবে আলারে
ভিক্ষা মাগি, প্রেম-পুষ্পে পূজিতে তাহারে
হৃদয়-মন্দিরে স্থাপি' জনমে জনমে।
বিধাতার অনুগ্রহে সে আশা লীলার
হবে পূর্ণ, দেবগণ বর্ষিবে কুসুম,
ফলিবে তপস্যা তার, লভিবে তাঁহারে
প্রাণের দেবতা রূপে জন্ম জন্মান্তরে।
সেই আশে এ হৃদয় বেঁধেছি পাষাণে,
মে'রে ফেল,—কেটে ফেল,—ভস্ম ক'রে ফেল
যা ইচ্ছে সকলি কর, কিছু না বলিব,
আলার লাগিয়া আমি সকলি সহিব।
জীবন ত অতি তুচ্ছ, তা হ'তে ও বেশী
যদি কিছু থাকে দিদি, তা' ও আমি দিব,
তবু ও আলারে আমি ভুলিতে নারিব।
ভে'বে দেখ সে আমার বাল্য সহোচর,
উভয়ে একত্র দিদি হয়েছি বৰ্দ্ধিত,
এক সঙ্গে লেখা পড়া, এক সঙ্গে খেলা,
এক সঙ্গে অনুক্ষণ রহিয়াছি মোরা।
পিতা নাই, মাতা নাই, কে আছে তাহার
এ জগতে? ধনরত্ন সকলি ত আছে,
তাহারি রাজত্ব মোর পিতা ভোগ করে;
তবু তারে কত গালি দিতেছে সকলে।

কত অপমান তারে ক'রেছে সুরেশ,
আমার মুখের পানে চাহিয়া সে সদা
সহিতেছে সব কষ্ট, কও তবে দিদি
কেমনে ভুলিব আমি সেই দেবতারে ?
আলা ভিন্ন এ জীবনে কিছুই জানিনে
আলা-লীলা একবৃন্তে দুইটি কুসুম ;—
—একটি ছিঁড়িলে, অন্য পড়িবে ঝরিয়া !
প্রেমের নিগড়ে তারা বাঁধা দুই জন ;
যা' আছে অদৃষ্টে,—হবে, কি ফল ভাবিয়া ?
প্রেম ত স্বর্গীয় রত্ন—অপার্থিব ধন।
প্রেমে যে পাষাণ গলে, অনল যে নিভে,
যমুনা উজান বয়, বজ্রের অনলে
কুসুম ফুটিয়া উঠে প্রেমের পরশে ;
জাতি ধর্ম্ম সব ছার প্রেমের নিকটে।
প্রেমের নিকটে দিদি হিন্দু মুসল্‌মানে
কোন্ ভেদ ? প্রেম ভিন্ন সব মিথ্যা ভবে ;
প্রেম যে পরশমণি সংসারের মাঝে।
প্রেম ধর্ম্ম, প্রেম কর্ম্ম, সাধনা তপস্যা
সবি প্রেম, ভগবান নিজে প্রেমময়,
এ সংসারে সবি স্বর্ণ প্রেমের পরশে।
সে প্রেমে কলঙ্ক কেন ? প্রেমের বন্ধনে
বাঁধা দিদি আমাদের উভয়ের মন।

কপট সমাজ আর ভণ্ড দেশাচার
কেন তবে আমাদেরে করে নির্য্যাতন ?
সমস্ত মানব এক পিতার সন্তান
এ জগতে, কতগুলি স্বার্থপর লোক
বিদ্বেষের বশে শুধু ঘটা'তে বিরোধ
হিন্দু মুসল্‌মানে, দিদি জাতি ভেদ-প্রথা
অনর্থ ক'রেছে সৃষ্টি মানব সমাজে।
মোশ্লেম ত নীচ নহে হিন্দু হ'তে দিদি ?
একই পিতার পুত্র তাহারা উভয়ে,
জাতি ভেদ মিথ্যা কথা, শুধু দেশাচার।
মহামতি জাহাঙ্গির সম্রাট প্রধান
হিন্দু রমণীর গর্ভে লভিয়া জনম
ছিল না কি বরণীয় উভয় সমাজে ?
তারি কাছে মানসিংহ দেয় নি বিবাহ
ভগ্নী তার ? পিতা মোর তা' হ'তে কি বেশী
সম্মানিত ? কেন তবে অভাগীর প্রতি
এত নির্য্যাতন দিদি, এত অত্যাচার ?
পূর্ব্বে ত অনেকে দিদি করেছে বিবাহ
হিন্দু কন্যা, কোন্ দোষ হ'য়েছে তাহাতে ?
থা'ক দিদি, সে কথায় নাহি প্রয়োজন
পিতারে বলিও, যেন বিবাহের জন্য
ব্যগ্র নাহি হ'ন তিনি,—কি কাজ বিবাহে ?

আলারে বেসেছি ভাল, তারি প্রেম-স্মৃতি
হৃদে ল'য়ে, আজীবন রহিব কুমারী।"
অতি উত্তেজনা বশে উঠিলা দাঁড়ায়ে
লীলাবতী, অকস্মাৎ বক্ষ হ'তে তার
এক খানা ক্ষুদ্র ফটো পড়িল ছুটিয়া
ভূ-পৃষ্ঠে, সুধাংশু তাহা লইলা তুলিয়া
ক্ষিপ্র হস্তে, দেখি তাহা চন্দ্রের আলোকে
কহিলা বিস্ময়ে "লীলা, কোথা পেলি তুই ?
—ইহা যে আলার ফটো ? প্রীতি উপহার
তাহারি হস্তের লেখা রহিয়াছে নীচে,
এ ছবি দিব না আমি।" ত্রস্তে লীলাবতী
সুধাংশুর হাত হ'তে নিলা ছবি কাড়ি'।
কহিলা সলজ্জভাবে "এই ফটোখানি
দিয়াছেন তিনি মোরে প্রীতি উপহার,
কেমনে এ ফটো আমি দিব দিদি তোরে ?
এ যে তারি প্রীতি-চিহ্ন, এই ছবি দিদি
মরুভূ জীবনে মোর শান্তি-নির্ঝরিণী !
এই ছবি দিলে তোরে ক' সুধাংশু দিদি
কি লয়ে থাকিব আমি সংসার-নরকে ?
অভাগিনী আমি দিদি, সারাটি জীবন
ভীষণ অনলে হায় হ'ব দগ্ধীভূত ;
তুই যদি দয়া ক'রে স্নেহময় ক্রোড়ে

নাহি দিস্ স্থান, দিদি কেমনে বাঁচিব
এ অশান্ত প্রাণ ল'য়ে আমি অভাগিনী ?”
দুঃখিনী সজল-নেত্রে ধরিলা যাইয়া
সুধাংশুর পা দুখানি মনের আবেগে।
সস্নেহে লীলারে তুলি কহিলা সুধাংশু
“কেন বোন্, তুই এত হলি উচাটন ?
ধৈর্য্য ধর্, কি উপায়ে পাইবি আলারে
ভেবে দেখ্, পিতা তোর শুনিলে এ কথা
ভয়ানক কষ্ট হবে, এই মাসে তোর
বিবাহ হ'য়েছে স্থির সুরেশের সনে।
উপায় দেখি না আমি, কেমনে ভাঙ্গিবি
এ প্রস্তাব ?” ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা গর্জ্জিয়া
লীলাবতী “কার সাধ্য সুরেশের সনে
বিবাহ-বন্ধনে মোরে বাঁধিবে ভগিনি ?
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা হ'লে কক্ষচ্যুত,
অথবা এ পৃথ্বী ভেঙ্গে গেলে রসাতলে,
তথাপি,—তথাপি দিদি এ দুঃখিনী লীলা
হবে না আবদ্ধ কভু বিবাহ-বন্ধনে
থাকিতে জীবন সেই সুরেশের সনে।”
সুধাংশু কহিলা পুনঃ “মানিলাম তুই
আলারে বাসিস্ ভাল, পিতার আদেশ
কেমনে অমান্য তুই করিবি ভগিনি ?

অষ্টম সর্গ।

মাসেকের মধ্যে তিনি পরিণয়-পাশে
বাঁধিবেন তোরে সেই সুরেশের সনে।
সে কথা স্মরিলে মোর শিহরে হৃদয়,
না জানি কি কাণ্ড তুই করিস্ তখন।”
আবার দুঃখিনী লীলা কহিলা গর্জ্জিয়া
ক্রুদ্ধ ভাবে, “সবি তারা পারিবে করিতে,
মানি তাহা, কিন্তু তারা হৃদয় আমার
পারিবে না ফিরাইতে থাকিতে জীবন।
তু-ই বল্ আমার এ হৃদয়ের পরে
কোন্ অধিকার দিদি আছে তাহাদের ?
পিতা মাতা হ'তে আমি পেয়েছি এ দেহ
সত্য বটে, কিন্তু এই বিধাতার রাজ্যে
মন ত স্বাধীন মোর, মনের উপরে
পরের প্রভুত্ব দিদি কোন শাস্ত্রে বলে ?
সকলি করিতে তারা পারিবে তা' মানি,
কিন্তু এই মন মোর নারিবে ভাঙ্গিতে
যত দিন এ জগতে বাঁচিবে দুঃখিনী।
সারাটি জীবন আমি আলার মূরতি
স্থাপি হৃদে, ভক্তিভরে পূজিব তাহারে
ইহ জন্মে, পরজন্মে—জনমে জনমে।
পিতা মাতা যদি দিদি করে অত্যাচার,
আত্মহত্যা তবে আমি করিব নিশ্চয়

অথবা যোগিনী হ'য়ে যাইব চলিয়া
একদিকে, গিরিমূলে নির্জ্জন কাননে।"
অকস্মাৎ বাধা দিয়া কহিলা সুধাংশু
"ও লীলা, একটি কথা সুধাইতে তোরে
ভুলে গেছি, সত্য ক'রে বল্ দেখি মোরে,
একজন সন্ন্যাসিনী দে'খেছি সে দিন
তোর কাছে, উদ্যানের খিড়কি দুয়ারে
সন্ধ্যাকালে, অন্ধকারে নারিনু চিনিতে।
কে সে লীলা ? কোথা হ'তে এসেছে এখানে
কি উদ্দেশ্যে ?" লীলাবতী করিলা উত্তর
"যোগীকুল শ্রেষ্ঠ এক তাপসের শিষ্যা
এই বৃদ্ধা তপস্বিনী, নিবসে সে সদা
গাজী হবিবের বাড়ী ভাওয়াল নগরে।
সকলেই ভক্তি করে, বহু শিষ্য এর,
বঙ্গ ও বিহার দেশে শ্রীহট্ট চট্টলে
তাপসী ফিরোজা রাণী বলে সবে এরে।
সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী, দেখিলে মুহূর্ত্ত
ইচ্ছা হয় ভক্তি-পুষ্পে পূজিতে তাহারে।
জাহানারা, আলা, আমি হইয়াছি শিষ্য
এর দিদি, দেবী তিনি, আমাদের প্রতি
অত্যধিক স্নেহ তার, প্রতি শুক্রবার
সায়াহ্নে আসেন তিনি আমার নিকটে

চল্ দিদি গৃহে যাই সন্ধ্যা গেছে ব'য়ে।"
উভয়ে গৃহের পানে চলিলা নীরবে
ধরি পরস্পরে, সুধা অন্দর মহলে
প্রবেশিয়া, গেলা চলি মাসীমার কাছে
দ্রুত পদে, লীলাবতী করিলা প্রবেশ
পাঠাগারে, নিরখিলা টেবিল সম্মুখে
আলাউদ্দী ব'সে আছে একটি চেয়ারে
তারি জন্য; লীলাবতী কহিলা হাসিয়া
"কতক্ষণ?" আলাউদ্দী করিলা উত্তর
"সন্ধ্যা হ'তে ব'সে আছি; মায়ের * নিকটে
জিজ্ঞাসিয়াছিনু আমি তব কথা লীলা,
বলিলেন তিনি মোরে কিছুক্ষণ হ'ল
লীলাবতী গেছে চ'লে উদ্যানের দিকে,
সুধাংশুরে তার কাছে পঠিয়েছি আমি,
সেও ত এখন বাবা আসে নি ফিরিয়া;
বোধ হয় বাগানেই ব'সে আছে তারা।"
লীলাবতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা তারে
"কেন তবে যাও নাই বাগানের দিকে?"
"গিয়াছিনু" আলাউদ্দী উত্তরিলা হে'সে
"তোমারে নিবিষ্ট চিত্তে সুধাংশুর সনে

আলাপ করিতে দে'খে এসেছি ফিরিয়া।"
লীলাবতী স্মিতমুখে বসিলা যাইয়া
আলার দক্ষিণ দিকে একটি চেয়ারে।
বস্ত্রাঞ্চল হ'তে লীলা পুষ্পমালা দুটি
সযত্নে বাহির করি কহিলা আলারে
"তোমার লাগিয়া আমি বহু যত্ন করি
গেথেছি এ মালা আজি, ধর উপহার
এ মালার উপযুক্ত তোমা ভিন্ন আর
নাহি কেহ।" লীলাবতী উঠিয়া তখনি
হাসি মুখে মালা দুটি দিলা পরাইয়া
আলার সুচারু কণ্ঠে, কক্ষের বাহিরে
দাঁড়ায়ে সুরেশচন্দ্র নিরখি এ দৃশ্য
আপাদ মস্তক তার উঠিল জ্বলিয়া।
ক্রোধ ভরে পাঠাগারে করিয়া প্রবেশ
কহিলা গর্জ্জিয়া "লীলা একি ব্যবহার ?
অস্পৃশ্য মোস্লেম কণ্ঠে হিন্দু বালিকার
মালা দান ? প্রতিফল পাইবি এখনি
আলাউদ্দি, কেন তুই এসেছিস হেথা
হিন্দু বালিকার কাছে ? জানিস্‌নে তুই
সে আমার ভাবী পত্নী লজ্জা কি হল না
হিন্দু বালিকার মালা করিতে গ্রহণ ?
নিতান্ত নির্লজ্জ তুই, বহুদিন আমি

নিষেধ করেছি তোরে, আসিয়া এখানে
আলাপিতে লীলা সনে, তবুরে পাপিষ্ঠ
শুনিলি নে বাধা মোর ? থাক্ ক্ষণকাল
উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি ইহার।"
মুহূর্ত্তে সিংহিনী প্রায় উঠিলা গর্জ্জিয়া
লীলাবতী, ক্রোধ ভরে কহিলা সুরেশে
"কেরে তোর ভাবী পত্নী ? যা' আসে তা' মুখে
বলিস্ রে নরাধম ? বাঁধিতে আমারে
কার সাধ্য তোর সনে বিবাহ-বন্ধনে ?
পথের ভিক্ষুক তুই, কপর্দ্দক হীন,
থাকিয়া আলার দেশে, তারি সনে তুই
কি সাহসে অবিরত করিস্ ঝগড়া ?
আলারে বলিতে মন্দ কে তুই এখানে ?
শোন্ তবে, আজি আমি স্পষ্ট কথা বলি,
আলা মোর প্রাণেশ্বর, তুই তার কাছে
অতি হেয়, পদানত ভৃত্যের সমান।
জানিস্ নে এ রাজ্যের অধীশ্বর সেই ?
কোন্ মুখে তুই তারে যেখানে সেখানে
করিস্ সতত পাপি এত অপমান ?
শুনিলে ভৃত্যেরা তার এখনিরে পাপি,
খণ্ড খণ্ড করে তোরে ফেলিবে ছিঁড়িয়া।
যা চ'লে এস্থান হ'তে কামুক কুকুর,

দেখা যাবে পিতা মোর কি করে বিচার ?"
সক্রোধে সুরেশচন্দ্র ত্যজিয়া সে স্থান
গেলা চলি, আলাউদ্দী উঠিয়া তখনি
চলিলা বিষণ্ণভাবে, উন্মাদিনী প্রায়
লীলাবতী ক্ষিপ্রহস্তে ধরিলা তাহারে।
"কোথা যাও প্রিয়তম" বলি লীলাবতী
আলারে লইলা টানি হৃদয়ের দিকে,
কাঁদিয়া ফেলিলা আলা, দুই বিন্দু অশ্রু
আলার নয়ন হ'তে পড়িল ঝরিয়া
ফুটন্ত কমল প্রায় লীলার আননে,—
—ঝরে যথা কুবলয়ে প্রভাত-শিশির
বিকসিতে অধঃস্থিত ফুল্ল কোকনদে
উঠে যবে তিমিরারি উদয় অচলে।
চমকিয়া লীলা তারে কহিলা সাদরে
কেন কাঁদ প্রাণেশ্বর ?—আমি ত তোমারি!"
লীলার অধর-পুষ্প পড়িল নুইয়া
অজ্ঞাতে আলার দুটি অধর উপরে।
সংসারের সুখ দুঃখ ভুলিয়া তখনি
উভয়ের প্রাণ যেন উধাও হইয়া
চলি গেলা নাহি জানি কোন্ দূর দেশে ?
হেনকালে গৃহ মাঝে অতি ত্রাস্ত ভাবে
প্রবেশি সুধাংশুবালা কহিলা লীলারে

"লীলাবতি, সর্ব্বনাশ করেছিস্ তুই,
সুরেশ মেসোর কাছে যাইয়া এখনি
তোর ও আলার নিন্দা করেছে অনেক,
তুই নাকি সুরেশেরে দিয়াছিস্ গালি
অনর্থক, পিতা তোর রাগে গড় গড়,
কি জানি কি হয় লীলা, ভয় হয় মনে।"
সুধাংশুর বাক্য শুনি ভাঙ্গিল চমক
উভয়ের, সবকথা পশিল না কাণে;
অন্য মনে লীলাবতী করিলা উত্তর
"যা হবার হ'বে, আমি ডরিনা কাহারে।"
আলাউদ্দী ম্লানমুখে লইয়া বিদায়
গেলা চলি নিজ গৃহে। সুধাংশু ও লীলা
বসি তথা কত কথা ভাবিতে লাগিলা,
কত স্মৃতি একে একে উঠিল জাগিয়া
লীলার সে ভগ্ন হৃদে; দুঃখিনী বিষাদে
সুধাংশুরে সঙ্গে লয়ে অতি ধীরে ধীরে
গেলা চলি আপনার শয়ন-মন্দিরে।

নবম সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণা নাখাস; সুধীর চন্দ্রের বাগান বাটীর খিড়কি দ্বার;
লীলাবতী, জাহানারা ও তপস্বিনী]

সন্ধ্যা দেবী বসুন্ধরে তুষিয়া সাদরে
বিহগের মধুমাখা কাকলি-সঙ্গীতে
গেলা চলি নিজ দেশে ; দেখিতে দেখিতে
নিকুঞ্জের ফাঁক দিয়া উকি ঝুকি মারি
পূর্ণিমার শশধর উদিল আকাশে।
বাগান বাটীর ক্ষুদ্র খিড়কির দ্বারে
লীলাবতী, পার্শ্বে তার দুটি তপস্বিনী
একজন অতিবৃদ্ধা, অন্যটি বালিকা
গৈরিক বসন পরা ভস্মে আচ্ছাদিত
স্বর্ণ-কান্তি—অর্দ্ধস্ফুট সোণার নলিনী।
অথবা স্বর্গের সেই গোলাপ গঞ্জিত
সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—অপ্সরা-নন্দিনী।
লীলাবতী জিজ্ঞাসিলা সুমধুর স্বরে
বালিকারে "জাহানারা, কেন তুই দিদি
তপস্বিনী বেশে আজি এসেছিস হেথা?"
জাহানারা ম্লান মুখে শুষ্ক হাসি হে'সে
উত্তরিলা "লীলাবতি, ভাগ্যবতী তুই
এ জগতে, তোর সম কে আছে-লো দিদি

সুখী আর ? আলাউদ্দী ভালবাসে তোরে
প্রাণ সম, আমি দিদি শুনেছি সকলি
তার মুখে ; তুই ও লীলা শৈশব হইতে
প্রাণের সমান ভাল বাসিস্ তাহারে।
তোদের সুখের পথে হ'বনা কণ্টক
আমি আর, পিতৃদেব মাসাধিক হ'ল
গিয়াছেন স্বর্গধামে, একমাত্র কন্যা
আমি তার, পাইয়াছি সমস্ত সম্পত্তি
জনকের, কি করিব এ ধন রতনে ?
কোন কথা দিদি, আজি লুকাব না আমি
তোর কাছে, লুকাইলে কি হবে আমার ?
আলারে প্রাণের সম ভালবাসি আমি,
আমার এ হৃদয়ের প্রতি রক্ত-বিন্দু
তাহারি প্রেমের আশে সদা আত্মহারা,
চির অভাগিনী আমি, সে বিহনে দিদি
ভীষণ তমিস্রময় জীবন আমার।
এ প্রাণের অন্তঃস্থলে হৃদয়ের মাঝে
আলার মুরতি ভিন্ন কিছু নাই আর।
তা' হ'লে কি হবে দিদি ? আমি অভাগিনী,
আমার সুখের জন্য তোদের প্রণয়ে
বাধা দিয়া, কেন আমি করিব অসুখী
তোদেরে ? তোরা ত মোর নহিস্ অপর ?

তোদের সুখের জন্য জীবন আমার
করেছি উৎসর্গ, আমি ছে'ড়েছি সংসার,
কেননা জীবন মোর উদ্দেশ্য বিহীন,
বৃথা এ জীবন-ভার বহিয়া কি ফল?
নিজের জীবন দিয়া আর্ত্তের বিপদ
বিদূরিলে, অসহায় পিতৃ মাতৃহীন
দীন দুঃখী শিশুদের নয়নের জল
মুছাইলে, পাব শান্তি প্রাণের ভিতরে।
বিপন্নের সেবাব্রত করিয়া গ্রহণ
যাপিব জীবন আমি ভজনে পূজনে।
পৃথিবীর সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্য বৈভব
তেয়াগিয়া, হায় দিদি ভিখারিণী বেশে
চলিয়াছি আজি আমি পুণ্য তীর্থ ধামে;
জগতের তীর্থগুলি করি পর্য্যটন
একে একে, যাব আমি মক্কা মদিনায়,
সেই সব পুণ্যতীর্থে কাবার মস্‌জিদে,
হজ্‌রতের সমাধির ধূলা মাখি হৃদে,
পাপ তাপ পরিপূর্ণ এ ক্ষণভঙ্গুর
জীবন আমার, আমি দিব লুটাইয়া;
সুখ দুঃখ মম কাছে সকলি সমান।
তাই দিদি তব কাছে আসিয়াছি আজি,
সমস্ত সম্পত্তি মোর দিয়াছি লিখিয়া

প্রাণের দেবতা সেই আলারে আমার।
এই সেই "দান পত্র" নেও দিদি তুমি
দিও তারে, তোমাদের বিবাহ-যৌতুক
দিনু আমি ; হিন্দু তুমি, তোমাদের মতে
যদিও এ পরিণয় ধর্ম্ম বিগর্হিত,
তথাপি, তুমিত দিদি হৃদয় তোমার
বহুদিন হ'তে তারে করিয়াছ দান।
বাস্তবিক সেই হ'তে বিবাহ তোমার
হ'য়েছে সম্পন্ন, তবে লৌকিক আচার
হয়নি এখনো দিদি,—কি ক্ষতি তাহাতে ?
বিবাহ যে উভয়ের আত্মার বন্ধন
ধর্ম্ম মতে।" জাহানারা সজল নয়নে
ক্ষুদ্র এক বাক্স খুলি হীরক খচিত
বহুবিধ স্বর্ণ-ভূষা দিলা পরাইয়া
লীলারে। কহিলা পুনঃ গভীর বিষাদে
"তোমাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ
দিনু ইহা, আমি এবে দীনা ভিখারিণী ;
সমস্ত পৃথিবী অই রয়েছে পড়িয়া
আমার সম্মুখে, ধ্যান করিতে করিতে
সতত তাহারে, আমি পেয়েছি আমার
প্রাণের সে দেবতারে হৃদয়ের মাঝে।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যুড়ে আছে সে এখন

ভগিনি, আলার রূপে হ'য়েছে বিকাশ
হৃদে মোর, মানবের ক্ষুদ্র অন্তঃপুর
নহে দিদি দুঃখিনীর সংসার এখন।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবে সংসার আমার,
ব্রহ্মাণ্ডের নরনারী যত আছে দিদি
সকলেই আজি হ'তে পুত্র কন্যা মোর।
পর ত কেহই নহে জগতে আমার ;
সকলেরি মাতা আমি, সকলেরি তরে
দিন রাত কাঁদে দিদি আমার এ প্রাণ।
যদি তারা কেহ মোরে করে শেলাঘাত,
আয় বাছা ব'লে দিব হৃদয় পাতিয়া,
শত্রু মিত্র সকলি যে আমারি সন্তান।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি নরকের কীট,
আমার কি শক্তি দিদি ? যেই শক্তিমান
অনন্ত বিরাট বেশে আছে বিশ্ব যুড়ে,
সেই দিদি অভাগীরে নিয়াছে টানিয়া
বিরাট সংসারে তার, আমার আমিত্ব
বিলোপিয়া, আমি দিদি গিয়াছি মিশিয়া
তারি সনে, আমি ব'লে কিছু নাই আর।
তুমি যারে দেখিতেছ তোমার সম্মুখে
জাহানারা-রূপে, এযে ছায়া মাত্র তার।
এ সৌর জগৎ মূলে যেই মহাশক্তি,—

—চালাইছে এক ভাবে এ বিশ্ব সংসার,
এ তাহারি স্নেহ-দান ; তাহারি শক্তিতে
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে স্বস্ব কর্ম্ম করিছে সকলি ;
কর্ম্ম-ফল কার প্রাপ্য বুঝিব কেমনে
আমি মূর্খ. সে নিগূঢ় তত্ত্ব সুগভীর ?
কর্ম্মের ঈশ্বর তিনি এই মাত্র জানি ।
না বু'ঝে মানবগণ আত্ম অভিমানে
স্ফীত বক্ষ, অহংজ্ঞানে অন্ধ প্রায় দিদি ;
আমি ব'লে কিছু নাই এ বিশ্ব সংসারে।
সকলি ভোজের বাজী—এই আছে, নাই ;
সে বিহনে এ সংসার সকলি অসার।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জড় ও অজড়,
জীব জন্তু, যাহা কিছু এ সৌর জগতে,
তাঁহারি সে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত শক্তির
একবিন্দু শক্তি-কণা,—আমি কোন ছার ?"
লীলাবতী ভক্তি ভরে প্রণমিয়া তারে
সযত্নে লইলা তুলি পদ-রেণু তার
শিরো'পরে। ক্ষণ পরে কহিলা আবার
জাহানারা "লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি
ওয়াক্ফ ক'রেছি আমি, উপস্বত্বে তার
একটি মস্‌জিদ আর অন্নছত্র গড়ি
নামে মোর, দীন দুঃখী ভিখারী নির্ধনে

অন্ন বস্ত্র বিলাইতে বলিও তাহারে
লীলা দিদি, এ প্রার্থনা তোমাদের কাছে।”
“অবশ্য সে ইচ্ছা তব হইবে পূরণ”
উত্তরিলা লীলাবতী। রহিলা দাঁড়ায়ে
সকলেই কিছুক্ষণ খিড়কির দ্বারে
বিনা বাক্যে, ক্ষণ পরে বৃদ্ধা তপস্বিনী
লীলার মস্তকে স্নেহে হাত বুলাইয়া
কহিলা “মা লীলাবতি, ভুল'না কখন
যে সকল উপদেশ দিয়াছি তোমারে;
এক ভিন্ন অন্ন নাই উপাস্য এ ভবে,
মনে রে'খ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি,
তাহারি ইঙ্গিত ক্রমে সমগ্র জগৎ
ছুটিয়াছে প্রতিপলে উন্নতির পথে;
তিনি ভিন্ন পূজনীয় নাহি কেহ ভবে;
অনাদি অনন্ত তিনি, সর্ব্ব শক্তিমান
সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বব্যাপী, তার সমকক্ষ
তিনি ভিন্ন এ জগতে নহে কোন জন।
হজরত মোহাম্মদ * তাহারি প্রেরিত
ধরাধামে, উদ্ধারিতে পাপী তাপী নরে।
পৌত্তলিক হিন্দুজাতি ভ্রমান্ধ নির্ব্বোধ,

* মুসলমানগণ দরুদ পাঠ করিবেন।

না বুঝে এ গূঢ় তত্ত্ব, সুপথ ছাড়িয়া
চ'লেছে কুপথে সদা ; প্রতিমা পূজিয়া
হইতেছে অগ্রসর নরকের পথে।
তুমি কিন্তু সে পথে মা যে'ওনা কখন,
নিরাকার ঈশ্বরের করিও অর্চ্চনা,
একমাত্র তিনি মাগো উপাস্য মোদের,
অংশীতার কেহ নাই এ সৌর জগতে ;
প্রতিমা পূজিয়া তুমি যে'ওনা নিরয়ে।
তুমি ত আমারি শিষ্যা, তাই মা তোমারে
দিনু এই উপদেশ,—রাখিও হৃদয়ে।"
"জাহানারা শিষ্যা মম, আজন্ম দুঃখিনী ;
শৈশব হইতে সে যে মাতৃহীনা মাগো,
সেই হ'তে তারে আমি করেছি পালন
কন্যা সম, ছিনু আমি এদেরি বাড়ীতে
বহুদিন, ইঁহারই বৃদ্ধ পিতামহ, *
পিতা † মাতা, সকলেই শিষ্য ছিলা মোর।
বহুদিন পরে মাগো মনের বিরাগে
ছিন্ন করি ইহাদের স্নেহের বন্ধন
এক জন সাধকের সমাধি-মন্দিরে
ছিনু যে'য়ে, মাগো আমি প্রতি বর্ষে বর্ষে

---

* গাজি নবি নেওয়াজ।

† গাজি হবিবুল্লা।

হজ্জ আশে গিয়াছিনু মক্কা তীর্থ ধামে,
সেইস্থানে লভিয়াছি তত্ত্বজ্ঞান আমি
এক সাধকের কাছে, সেই হ'তে মাগো
আমার এ অন্ধ আঁখি গিয়াছে খুলিয়া ;
কিন্তু আমি অদ্যাপিও পারিনি ভুলিতে
জাহানারা মেয়েটিরে, বর্ষে বর্ষে তাই
দেখিতে উহারে আমি আসি এই দেশে।
কি করিব ?—সংসারের ঘোর নিষ্পেষণে
দুঃখিনীর হৃদিখানি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
চিরতরে, একমাত্র জনক তাহার
ছিলা ভবে, সেও হায় গিয়াছে ছাড়িয়া
দুঃখিনীরে ; অভাগিনী ভগ্নপ্রাণ হ'য়ে
যৌবনের মধুমাখা বসন্ত-প্রভাতে
হইয়াছে তপস্বিনী, ত্যজি মর্ম্ম দুঃখে
জীবনের সুখ শান্তি জনমের মত।
ছিল রাজ-কন্যা, সে যে স্বইচ্ছায় আজি
হইয়াছে ভিখারিণী, দিয়াছে লিখিয়া
আলারে নিস্বার্থ ভাবে পঞ্চলক্ষ টাকা
আয়ের সম্পত্তি, বহু হীরক খচিত
সুবর্ণের ভূষা এ'নে দিয়াছে তোমারে।
সে যে মা আমার সঙ্গে সংসার ত্যজিয়া
চলিয়াছে চির তরে হ'য়ে সন্ন্যাসিনী

আর্ত্তদের সেবা ব্রত করিয়া গ্রহণ।
পৃথিবীর সব তীর্থ সঙ্গে ল'য়ে তারে
বেড়াইয়া, যাইব মা পবিত্র মদিনা,
হজরতের সুপবিত্র রওজা মোবারক্
নিরখিয়া, যা'ব মোরা মক্কা তীর্থ ধামে,
সেই স্থানে—মোশ্লেমের চির আকাঙ্ক্ষিত
কাবা মস্‌জিদের সেই পূত ধূলা বালি
মাখি হৃদে, এ জীবন দিব লুটাইয়া।"

"দুঃখিনীর কথা মোর মনে হয় যবে,
আমাতে থাকিনে আমি, প্রাণ যেন মোর
আকুল হইয়া উঠে,—সন্ন্যাসিনী আমি,
সংসারের সুখ দুঃখ কামনা বাসনা
ত্যজিয়াছি চিরতরে, তবু আমি লীলা,
থাকিতে পারিনে ওর স্নেহ-আকর্ষণে।
স্বার্থপর জগতের সুখ ও ঐশ্বর্য্য
সকলের ভাগ্যে কভু নাহি ঘটে লীলা;
এ সংসার মরুময় মায়া-মরীচিকা
রয়েছে পড়িয়া অই জীবের সম্মুখে;
কত দুঃখ, কত শোক, কত যে বিষাদ
অশান্তি আপদ কত মানব-অদৃষ্টে
বজ্ররূপে পড়ে আসি অজানিত ভাবে
এ সংসারে, নিষ্পেষিত করিতে মানবে।

কত আশা, কত সুখ, কত সাধ হ'তে
প্রবঞ্চিত হ'তে হয়; কত প্রিয়জনে,
কত যে সাধের ধনে জনমের মত
তেয়াগিতে হয় আহা অদৃষ্টের দোষে।
এ সংসার সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের
রণ-ক্ষেত্র, জীবগণ হয় নিষ্পেষিত
এই স্থানে পলে পলে জীবন-সংগ্রামে।
যাই তবে লীলাবতি, আশীর্ব্বাদ করি
সুখী হও, এ সংসারে আলারে লইয়া।
বোধ হয় এ জীবনে তব সনে আর
হবে না সাক্ষাৎ কভু, কেননা এ দেশে
আসিব না আমি আর কভু এ জীবনে।
সম্প্রতি যাইব আমি এ দেশেরি এক
সাধুর সমাধি-ভূমে, পারি যদি পুনঃ
তথা হ'তে এসে লীলা করিব সাক্ষাৎ
একবার, তা' না হ'লে এই দেখা শেষ।
যোগাসনে একমনে বসি আমি যবে
কি বলিব লীলা, হায় মানস-নয়নে
দেখি আমি তোমাদের অদৃষ্ট-আকাশে
কিযে এক ভয়ঙ্কর কাল মেঘ-ছায়া
ধীরে ধীরে উঠে ভাসি, ভয়ে ও বিস্ময়ে
কেঁপে উঠি,—সেই দৃশ্য হেরি পুনর্ব্বার।

এ ঘোর বিপদ হ'তে রক্ষা পে'তে আর
নাহি পথ, বিনা এই "এছম আজম।"
এই নামে দুঃখ তাপ সবি হবে দূর।
এ'স লীলাবতি সেই "এছ্‌মে আজম"
দেই তোমা শিখাইয়া, এ বড় পবিত্র,
ইহারি শক্তিতে বহু অসাধ্য সাধন
করিতে পারিবে তুমি, সহস্র লোকের
সম্মুখ হইতে তুমি অদৃশ্য হইতে
পারিবে, উত্তুঙ্গ গিরি পারিবে লঙ্ঘিতে
এক পলে, ইচ্ছা হ'লে সিন্ধু পরপারে
যাইতে পারিবে তুমি মুহূর্ত্তের মাঝে
অবরুদ্ধ লৌহময় সুদৃঢ় মন্দিরে
পশিতে পারিবে তুমি, উড়িতে পারিবে
ইচ্ছা হ'লে অতি উচ্চ সুদূর আকাশে
বিহগের প্রায় এই এছমের বলে।
মুসলমান ধর্ম্মে রাখি অটল বিশ্বাস
রছুলের আজ্ঞা মানি যদি চল তুমি
এ সংসারে, প্রতিদিন পবিত্র হৃদয়ে
নমাজান্তে এ এছম পড় যদি তুমি
লক্ষবার, নরকের অনল ভীষণ
দহিতে নারিবে কভু শরীর তোমার।
কাহারেও এ এছম দিওনা শিখায়ে।"

বলিয়া এ তপস্বিনী লীলারে তখন
দিলা শিখাইয়া এই পবিত্র এছম
কাণে কাণে, লীলাবতী করিলা প্রণাম
যোগিনীরে, পদধূলি করিয়া গ্রহণ।
যোগিনী আবার তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"আলা কোথা ? তার সনে হল না সাক্ষাৎ
যাত্রাকালে, দেখা পেলে শেষ দেখা দেখি
আশীর্ব্বাদ ক'রে আমি যাইতাম তারে।"
উত্তরিলা লীলাবতী "জানিনে কোথায়
গেছে আলা, বোধ হয় গিয়াছে ভ্রমিতে ;
দাঁড়ান আপনি, আমি ডে'কে আনি তারে
এখনি পাঠা'য়ে ভৃত্য।" বাধা দিয়া তারে
উত্তরিলা জাহানারা উদ্বেলিত হৃদে
"না না,—আবশ্যক নেই, ডাকিয়া এখানে ?"
আবার যোগিনী পানে কহিলা চাহিয়া
"চল্ মা, চলিয়া যাই কি কাজ থাকিয়া
হেথা আর ? আমাদের যে'তে হবে দূরে।"
যোগিনী ও জাহানারা উভয়ে তখন
বিদায় লইয়া দ্রুত করিলা প্রস্থান।
লীলাবতী ম্লানমুখে 'দানপত্র' ল'য়ে
চলিলা গৃহের দিকে, কত কথা ভে'বে ;
অৰ্দ্ধপথ যে'য়ে সে যে দেখিলা অদূরে

বাহির বাটীর চারু সরসী-সোপানে
আলাউদ্দী ব'সে আছে চন্দ্রের কিরণে।
পশ্চাৎ হইতে লীলা ডাকিলা তাহারে,
অকস্মাৎ চমকিয়া চাহিলা সে দিকে
আলাউদ্দী ; লীলাবতী কহিলা তাহারে
ম্লানমুখে "জাহানারা দানপত্র লি'খে
সমস্ত সম্পত্তি তোমা ক'রেছ প্রদান ;
এই সেই দান পত্র।" উদাস হৃদয়ে
উত্তরিলা আলাউদ্দী "কোন্ প্রয়োজন
আছে মোর সম্পত্তিতে ? দিও ফিরাইয়া
যার ধন তার হস্তে ; কোথায় গিয়েছে
সে এখন ?" উত্তরিলা লীলাবতী পুনঃ
"সন্ন্যাসিনা হ'য়ে সে যে গিয়াছে চলিয়া
চিরতরে ছাড়িয়া এ সোণার সংসার।
কি আক্ষেপ!—অভাগিনী শৈশব হইতে
প্রাণের অধিক ভাল বাসিত তোমারে ;
বোধ হয় তুমি তারে করি প্রত্যাখ্যান
কোন দিন, বলেছিলে কথার প্রসঙ্গে
আমরা উভয়ে ভাল বাসি উভয়েরে,
তাই সে প্রদানি তার সমস্ত সম্পত্তি
তোমারে, সংসার ত্যজি সন্ন্যাসিনী বেশে
গেছে চলি তীর্থধামে।" লীলার বদন

ঈর্ষায় রক্তিম বর্ণ করিল ধারণ।
মুহূর্ত্তে সে ভাব লীলা করি বিদূরিত
কহিলা করুণ স্বরে "যাইবার কালে
হীরক খচিত এই স্বর্ণ ভূষা গুলি
প্রদানি' সে, বলেছিলা কাতর বচনে
"তোমাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ
দিনু ইহা।" আলাউদ্দী কহিলা লীলারে
"হেন অসম্ভব কথা কেমনে বলিল
জাহানারা ?—আমাদের বিবাহ-যৌতুক ?-
—আকাশ-কুসুম তাহা. সে আশা আমার
নাহি লীলা, এ সংসার ত্যজিয়া অচিরে
যাব আমি দূর দেশে কানন-কান্তারে
উদাসীন বেশে, প্রাণ তিষ্ঠে না এখানে।
সুরেশের কটু বাক্যে ঝালাপালা হৃদি
সংসার আমার কাছে নরক সমান।"
লীলাবতী ক্রুদ্ধা হ'য়ে কহিলা তাহারে
সুরেশের কথা তুমি বল' না আমারে
সে পাষণ্ড শত্রু মোর, তাহার সহিত
কি সম্পর্ক আছে মম ? কার সাধ্য মোরে
বাঁধিতে তাহার সনে বিবাহ-বন্ধনে ?"
সহসা অন্দর হতে "লীলা লীলা বলি
সুধাংশু ডাকিলা তারে, উঠিয়া তখনি

"আসি তবে" ব'লে লীলা গেলা দ্রুত চলি
অন্তঃপুরে ; আলাউদ্দী বসিয়া সোপানে
ভাবিতে লাগিলা নিজ অদৃষ্টের কথা।
চন্দ্রের বিমল রশ্মি ঝলমল করি
সরসীর নীল জলে ঝলিতে লাগিল
কি সুন্দর, প্রাণে তার দিয়ে ঘোর ব্যথা।
সুশীতল নৈশ বায়ু বহিতে লাগিল
মৃদু মন্দ, ছড়াইয়া স্নিগ্ধ মধুরতা
উদাসিনী প্রকৃতির উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে।
দূরে দূরে দু'একটি সুকণ্ঠ গায়ক
বন-পাখী, প্রতিধ্বনি তুলিয়া সে বনে
কদাপি গাইতেছিল মধুর ঝঙ্কারে।
তরু শিরে নানাবিধ পুষ্প রাশি রাশি
নীরবে হাসিতেছিল সৌরভ বিলায়ে
চারিদিকে চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে !
আলাউদ্দী নিরখি এ শোভা অনুপম
উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে তথা রহিলা বসিয়া !
কণ্টকের মত তার বিঁধিতে লাগিল
চিত্ত মাঝে ; দেখিলা সে প্রাণের ভিতরে
অবিচ্ছিন্ন তমরাশি—নাহি ক্ষীণ আলো ;
আশার একটি তারা নাহি ঝলে তথা।
মুছাইতে অশ্রুজল বিপদে আপদে

আত্মীয় বান্ধব তার নাহি কেহ ভবে।
ধীরে ধীরে উঠিয়া সে গৃহ অভিমুখে
চলিলা বিষাদ ভরে সজল নয়নে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক ফেলিয়া নীরবে।
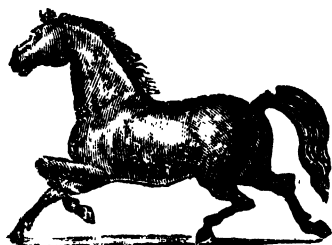
দশম সর্গ।

[ঢাকা পুরাণা নাখাস; নুরুদ্দীনের প্রমোদ
কানন; আলাউদ্দী, লীলাবতী ও
সুধীর চন্দ্র]

অপরাহ্ণ; সারাদিন বর্ষিয়া অনল,
ক্লান্ত দেহে ধীরে ধীরে প'ড়েছে ঢলিয়া
পশ্চিম গগনে অই সহস্র কিরণ।
কাননে কন্দরে ঝোপে বিটপীর তলে
ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ ছায়া আসিছে ঘনা'য়ে,
সঞ্চরিছে মৃদু মৃদু শীতল পবন!
কলকণ্ঠ পাখী গুলি বসি তরুশাখে
গাইতেছে থে'কে থে'কে বসন্ত বাহার।
ফুটন্ত মল্লিকা বক্ষে বসিয়া বুল্‌বুলি
কহিছে প্রেমের কথা কাণে কাণে তার!
ফুল গুলি ফু'টে ফু'টে মরি কি মধুরে
বিতরিছে সুধারাশি স্নিগ্ধ সমীরণে!
সরসীর নীল জলে ক্ষুদ্র বীচি গুলি
ঝলসিছে কি সুন্দর ভানুর কিরণে।
অলি গুলি ধে'য়ে ধে'য়ে এ ফুলে ও ফুলে
মধু খে'য়ে উড়ে যায় "গুণ গুণ" গেয়ে!

ফুল গুলি প্রেম-মদে—বিবশ পরাণ,
—আকুল নয়নে থাকে অলি পানে চে'য়ে।
উৎস হ'তে বারি গুলি মরি কি মধুরে
ঝরিতেছে অবিরত ঝুর ঝুর ঝুর।
হীরকে গ'ড়েছে যেন রাশি রাশি ফুল
কোথাকার কোন্ শিল্পী কেমন চতুর!
অইযে পুষ্পিত কুঞ্জে স্নিগ্ধ ছায়া তলে
বসি' আলা ম্লান মুখে কহিলা লীলারে
"না ভাই এখন আমি যাই হেথা হতে।"
লীলাবতী মুখ খানি করি ভার ভার
কহিলা আলার পানে চাহিয়া কাতরে
"কেন ভাই, আজ তুমি করিছ এমন?
তুমি গেলে আমি হেথা থাকিব কেমনে,
আজ জানি ভাব তব কেমন কেমন?
গম্ভীর মু-খানি তব, হৃদয়ে তোমার
বোধ হয় কোন কথা হ'য়েছে এখন?
তা না হলে কেন মোরে যে'তে চাও ছে'ড়ে?
কোন্ দোষে আজি তুমি নিদয় এমন?
অপরাধ করিনি ত কিছু তব কাছে?
এ ভাব দেখিয়া তব, আজি মনে হয়,
দুঃখিনীর প্রতি তব নাহি ভালবাসা,
নাহি প্রেম,—মন রাখা তোমার প্রণয়!

তাই আজি দূরে দূরে থাকিতে বাসনা,
তাই আজি দুঃখিনীরে যে'তে চাও ছে'ড়ে
জনমের মত হায় একাকী ফেলিয়া ?
পড়ে মনে, প্রতি দিন প্রদোষ প্রভাতে
দিয়াছি তোমারে কত কুসুম্ তুলিয়া ?
সে কথা কি ভুলে গেছ ? সেই ভালবাসা
সেই প্রেম আজি নাথ পড়ে নাকি মনে ?
তুমি ও ত স্নেহ ভরে কত পুষ্প তুলি
দিয়াছ পরা'য়ে মোর কবরী-কুসুমে ?
আজি কেন যে'তে চাও ফেলিয়া আমারে,
কি দোষ ক'রেছি আমি তোমার চরণে ?"
উত্তরিলা আলাউদ্দি অতি মৃদু স্বরে
সজল নয়নে চাহি লীলাবতী পানে।
"না ভাই, অমন কথা ব'লে অনর্থক
কেন তুমি কষ্ট দেও আমার এ মনে ?
প্রাণের অধিক ভাল বাসি আমি তোমা,
এ বিশ্বে তোমারে লীলা না বাসিলে ভালো,
কি ল'য়ে থাকিব আমি এ নরক মাঝে ?
আঁধার জীবনে তুমি পূর্ণিমার আলো !
তুমি ভিন্ন এ জগতে কে আছে আমার ?
পিতা নাই, মাতা নাই, নাই ভগ্নী ভ্রাতা ;
আমার বলিতে কেহ নাহি এ সংসারে !

শুষ্ক তৃণ প্রায় আমি চ'লেছি ভাসিয়া
এ ভব-অর্ণবে, তুমি না বুঝিয়া লীলা
বৃথা অনুযোগ কেন দিতেছ আমারে ?
সর্ব্বস্ব আমার তুমি এ নিখিল ভবে,
জীবনে মরণে তুমি প্রাণের সঙ্গিনী !
মুহূর্ত্ত তোমার মুখ না দেখিলে প্রিয়ে,
আঁধার জীবন মম—আঁধার ধরণী !
তোমারে ছাড়িয়া আমি দুদিন জগতে
নারিব থাকিতে ভাই ; এ প্রেম-যজ্ঞের
নিশ্চয় আহুতি লীলা আমার এ প্রাণ !
তোমারে সুরেশ সনে পরিণয়-পাশে
বাঁধিতে জনক তব কত আয়োজন
করিতেছে, অসম্ভব মোদের মিলন
এ জীবনে,—তুমি হিন্দু, আমি মুসল্‌মান।
সেদিন সুরেশ বসু সবারি সাক্ষাতে
কত গালা গালি লীলা দিয়াছে আমারে।
এখনো ভাবিলে তাহা কেঁদে উঠে প্রাণ,
বক্ষটি ভাসিয়া যায় নয়ন-আসারে।
সে আমারে তব কাছে যে'তে নিষেধিয়া
ব'লেছে, যাইলে আমি তোমার নিকটে,
কুকুরের মত মোরে দিবে তাড়াইয়া।
আবার পুণ্যাহ দিন দেখিয়া তোমারে

মম কাছে, ক্রোধ ভরে উঠেছিল জ্ব'লে,
সে তখনি কত কথা বলেছিল লীলা,
আমার বিরুদ্ধে, তব জনকেরে যে'য়ে ;
তিনিও তখনি এসে মহা ক্রোধ ভরে
বলেছিলা মোরে কত গালা গালি দিয়ে,
"বয়স্থা হ'য়েছে লীলা, সুরেশের সনে
দুই দিন পরে তার হইবে যে বিয়ে ?
তোমারে লীলার কাছে দেখিয়া সেদিন
হ'য়েছে সে মহাক্রুদ্ধ, সে নাকি তোমারে
যাইতে লীলার কাছে করেছে নিষেধ,
তবু তুমি মাননি' তা' ? সতত নির্জ্জনে
একত্র বেঁড়াও তুমি কেন তার সনে ?
এ তোমার কোন্ রীতি ? পর-যায়া সনে
কেন যাও আলাপিতে ? লজ্জা নাই তব ?
লীলা তার ভাবী পত্নী জাননা কি তুমি ?
পড়ার ছুতায় তুমি ব'সে থাক কেন
পাঠাগারে প্রতিদিন ? প্রমোদ কাননে
একত্র বেড়াও তুমি কেন তারে ল'য়ে ?
যাও যদি পুনঃ, তবে নিশ্চয় জানিও
এ দেশ হইতে তোমা দিব তাড়াইয়া।"
এই রূপ নানা কথা ব'লে সে আমারে
কত গালাগালি লীলা দিয়াছে সে দিন,

সে কথা স্মরণ হ'লে বুক ফে'টে যায়।
হারায়েছি পিতা মাতা, ঐশ্বর্য্য-বৈভব
ধন-রত্ন, তা'ও লীলা ব'সেছি হারা'তে।
যা'ক সেই ধন-রত্ন ঐশ্বর্য্য-বৈভব,
চাইনে কিছুই আমি, তরুতলে থাকি'
ভিক্ষা ক'রে খাইলেও দুঃখ নাহি ছিল,
যদি আমি প্রাণময়ি পে'তেম তোমারে।
সকলি অদৃস্ট মোর, দোষ দিব কার?
ভাগ্য যদি অভাগার হইত সহায়,
তবে কি সে মাতৃদেবী আত্ম-হত্যা করি
যাইতেন ছে'ড়ে মোরে শৈশব সময়ে।
পিতাও আমারে সেই বিপদ সময়ে
ডুবাইয়া চিরতরে সাগরের জলে
হইলেন দেশত্যাগী, সারাটি জীবন
যাইবে আমার লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে!
যার হাতে স'পে দিয়ে গেলেন আমারে,
তিনিও তাড়া'তে চান অদৃষ্টের দোষে।
এক মাত্র তুমি মোর ছিলে ধ্রুব-তারা,
তুমি ও চলিলে ছে'ড়ে জনমের তরে।
তোমার বিচ্ছেদে হৃদি ভেঙ্গে চূরে যাবে,
সে আঘাত এ জীবনে সহিব কেমনে?
আমাদের ভালবাসা পবিত্র নির্ম্মল

কামনা-কলুষ ছাড়া, এ মর জগতে
তুলনা নাহিক তার,—স্বর্গীয় রতন।
ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহি লালায়িত
কামুকের মত মোরা ; ত্রিদিবে মোদের
হইবে বিবাহ, লীলা মজনু-মতন।
ভুলে যাও তুমি মোরে, দেবী তুমি ভবে,
বাঁধ হৃদি ঈশ প্রেমে, জগতের শুভ
সাধ' সদা, বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ
হইবে বর্ষিত সদা, কুসুমের মত
আমাদের শির'পরে, আত্মার ভিতরে
লভিব বিমল শান্তি, কুসুম-ভূষণে
হইয়া সজ্জিত মোরা কুসুমের মত
শোভিব সে বিধাতার চরণের তলে।
নিস্বার্থ মোদের প্রেম, পবিত্র নির্ম্মল,
করিও না কলঙ্কিত কামনা-কলুষে।
আমি ও চলিনু লীলা এ জন্মের মত,
এ জীবনে কভু আর ফিরিব না দেশে!
সন্ন্যাসীর বেশে লীলা এ দেশে ও দেশে
সমগ্র জীবন আমি করিয়া ভ্রমণ
করিব আর্ত্তের সেবা, বিপন্নের অশ্রু
প্রাণ পণে সদা আমি করিব মোচন।
এই দেখা শেষ দেখা, কালি আমি লীলা,

যা'ব চলি চিরতরে এ দেশ ত্যাজিয়া!
অভাগা আলার স্মৃতি এ দেশ হইতে
হায় লীলা, চির তরে যাইবে মুছিয়া!
আর কি বলিব হায়, হৃদয়ে আমার
বহিতেছে দিবা নিশি ঝটিকা ভীষণ,
ক্ষমিও আমারে তুমি, ভুলে যাও লীলা
শৈশবের মধুমাখা প্রেমের স্বপন!
গত রজনীতে আমি দেখেছি স্বপন
মা যেন ত্রিদিব হতে হৈমরথ লয়ে
এসেছিলা অভাগারে সঙ্গে নিয়া যেতে
স্বর্গ ধামে, আমি কিন্তু তোমারে ছাড়িয়া
যাইতে স্বীকৃত লীলা হইনি তখন,
বলেছি মায়েরে, আমি কিছু দিন পরে
তোমারে লইয়া সঙ্গে যাইব ত্রিদিবে,
সে কথা স্মরণ হ'লে ফেটে যায় হৃদি।
আজি আমি এ হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে
চলিনু জন্মের মত ত্যজিয়া তোমায়,
আজি আমি তব কাছে এসেছি গোপনে
চির জীবনের তরে লইতে বিদায়!
বোধ হয় এ জীবনে দেখা নাহি হবে
আর লীলা, ক্ষমিবেনা তুমি অভাগায়?
কতদিন কত কথা বলেছি তোমারে

রাগ করে, স্মরিলে তা' কেঁদে উঠে প্রাণ!
আসিতে তোমার কাছে বিলম্ব হইলে,
কত দিন তুমি লীলা করিয়াছ মান!
চারিটি বৎসর হল পিতৃদেব মম
নিরুদ্দেশ,—দেশে আর আসিলনা ফিরে!
যাইবার কালে তার মলিন বদন,
ছল ছল আঁখি ছুটি, সে কাতর বাণী
এখনো বৃশ্চিক প্রায় দংশিছে আমারে!
দেখ লীলা, এ সম্পত্তি আমারি পিতার
কতনা কৌশলে ছলে জনক তোমার
বঞ্চিত করিয়া মোরে, সবি আত্মসাৎ
করিছেন দিন দিন, অদৃষ্টের দোষে,
হায় লীলা, আজি আমি পথের ভিখারী!
যা'ক তাহা, নাহি চাহি এক কপর্দ্দক,
তব সনে তরুতলে করিলে বসতি
সহস্র সৌভাগ্য আমি সদা মনে করি!
খেলার সঙ্গিনী তুমি, হৃদয়ের রাণী,
তোমারে লভিলে আমি সমস্ত যাতনা
ভু'লে গিয়ে, স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জিতাম প্রিয়ে,
সে আশাও চিরতরে হ'য়েছে নির্ব্বাণ!
দেশাচার রাক্ষসের দারুণ কবলে
এ জন্মের মত লীলা হারানু তোমারে,

আহুতি এ প্রেম যজ্ঞে আমার এ প্রাণ।"
ঝর ঝর অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল
নেত্রে তার, আলাউদ্দী মুছিয়া নয়ন
কহিতে লাগিলা পুনঃ কাতর বচনে
"প্রাণের আবেগে আজি বলিনু তোমারে
বহু কথা,—যাই লীলা ক্ষমিও আমারে।"
মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ বেগে করিলা প্রস্থান
আলাউদ্দী; লীলাবতী পশ্চাৎ হইতে
ডাকিতে লাগিলা তারে উন্মাদিনী প্রায়
"আলা,—আলা, ফিরে এস,—ফিরে এস সখা,
যে'ওনা যে'ওনা আজি ত্যজিয়া আমারে,
যদি কোন অপরাধ করে থাকি সখা,
ক্ষমা কর, মাথা খাও, এস তুমি ফিরে !
এস সখা,—এস এস, জনমের মত
ভুলিলে কি শৈশবের মধুমাখা স্মৃতি ?"
কোথা আলা ?—সে করুণ কাতর আহ্বানে
কাঁদিয়া উঠিল যেন মলিনা প্রকৃতি !
উদাস হৃদয়ে লীলা উন্মাদিনী প্রায়
রহিলা দাঁড়ায়ে সেই নিকুঞ্জ বিতানে;
একে একে শৈশবের কত কথা তার
উদিল হৃদয়ে, প্রাণ হইল অস্থির !
পদ নিম্নে ধরা যেন চলিল সরিয়া,

ঘুরিল মস্তক তার, অবশ শরীর !
অভাগিনী কেঁদে কেঁদে আকুল হৃদয়ে
বসিলা যাইয়া ধীরে সরসী-সোপানে !
প্রাণের ভিতরে তার ভীষণ ঝটিকা
বহিতে লাগিল, প্রাণ উধাও হইয়া
কোথায় চলিয়া গেল আলার সন্ধানে !
সন্ধ্যা সমাগতা হেরি বিহগ নিচয়
ধীরে ধীরে নীড় পানে আসিল ছুটিয়া !
ধীরে ধীরে কমলিনী মুদিল নয়ন
পতির বিচ্ছেদ স্মরি আকুলিত হিয়া !
আইল গোধূলি, ভানু ডুবিল গগনে
ধীরে ধীরে, দীর্ঘ দিবা হ'ল অবসান !
সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে আইল নামিয়া
ধরাতলে, পাখীগুলি কুলায় বসিয়া
ধরিল পুরবী স্বরে বৈতালিক গান।
তারাদল একে একে ফুটিল গগনে ;
মর্ম্মরের মূর্ত্তি প্রায় লীলাবতী সতী
বাম গণ্ড ন্যস্ত করি বামী করতলে
স্পন্দহীন, নাহি সংজ্ঞা, কি শোভা সৌন্দর্য্য
উঠেছে ফুটিয়া সেই রূপের কিরণে।
প্রাণ যেন দেহ ছাড়ি হইয়া উধাও
কি যেন কোন্ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর লাগিয়া

কোথায় চলিয়া গেছে কার অন্বেষণে ?
অদূরে তমাল-শাখে "চোখ গেল" ব
একটি পাগল পাখী উঠিল ডাকিয়া।
সেই রবে লীলাবতী লভিলা চেতনা ;
দুঃখিনী আকুল প্রাণে ভাবিতে লাগিলা
"আমারে বিবাহ দিবে সুরেশের সনে ?—
—অসম্ভব, কার সাধ্য বাঁধিতে আমারে
বিবাহ-বন্ধনে ?—পিতা ? মানিব না তার
সে আদেশ, আত্মহত্যা করিব নিশ্চয়,
তথাপি হবনা বদ্ধ বিবাহ বন্ধনে
তার সনে ? যার ছবি হৃদয়ের মাঝে
রাখিয়াছি, কোন্ প্রাণে ভুলিব তাহারে ?
আলারে বেসেছি ভাল, তাহারে ছাড়িয়া
ত্রিদিবেও সুখ নাই, যায় যাবে প্রাণ,
কি দুঃখ তাহাতে ? তবু পূজিব তাহারে
স্বামী রূপে দিবা নিশি জীবনে মরণে।
মরণের পর যদি আরো কিছু থাকে,
তখনো তাহার স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে
খুঁজিব তাহারে আমি জনমে জনমে।
তিল তিল করি নিশি চলিল বহিয়া
সময়-সাগরে,—এবে দ্বিতীয় প্রহর !
লীলাবতী ক্ষুণ্ণ প্রাণে ভাবিতে লাগিলা

"কেন হেথা বসে আছি ? যাইনা এখনি
আলার শয়ন-ঘরে, কে দেখিবে মোরে ?
আমারি ঘরের পাশে ঘর ত তাহার ?
কেঁদে কেঁদে আমি তার চরণে ধরিয়া
কাতরে চাহিব ক্ষমা, না—না, সেথা গেলে
হয় ত সুধাংশু মোরে দেখিতেও পারে ?
অথবা আমার স্বর শুনিলে সে তথা
এখনি পিতার কাছে বলিবে যাইয়া।
এক খানা পত্র লিখে পাঠাব নুরুকে *
প্রাতে, নিষেধিয়া তারে যাইতে বিদেশে।
শুনিয়াছি কালি মোর হইবে বিবাহ,
শেষ অনুরোধ আমি করিব তাহারে,
সে যেন হৃদয় তার বাঁধিয়া পাষাণে
—দেখে এ'সে আমার সে সাধের বিবাহ,
কেমনে সম্পন্ন হয় কৃতান্তের সনে
বিবাহ-বাসর রূপ শ্মশান-চুল্লীতে ;
—সেই মোর ফুল শয্যা, সে যেন দাঁড়ায়ে
দূর হ'তে দেখে তাহা জনমের মত !
সেই ফুল-শয্যা—সেই শ্মশানের চুল্লী
নিবে গেলে, আমার সে ভস্মের উপরে
দুই ফোটা অশ্রু যেন ফেলে সে নীরবে।

* সুরুদ্দীনের কর্ম্মচারীর পুত্র নুরল হক

সে অশ্রুতে,—সে শ্মশানে উঠিবে ফুটিয়া
আমার প্রাণের পুষ্প, পূজিতে তাহারে
স্বর্গীয় সুষমা ভরা মধুর সৌরভে।
জোর ক'রে তারা মোরে দিতে চায় বিয়ে,
তা' আর হইল কবে ? এ মর জীবনে
আলারে ভুলিয়া আমি মুহূর্ত্তের তরে
হইব না দ্বিচারিণী সুরেশের সনে।
প্রতিদিন নিশাকালে যার ছবিটিরে
এ প্রাণের অর্ঘ্য দিয়া পূজেছি গোপনে ;
আজি আমি কোন প্রাণে ভুলিয়া তাহারে
পূজিব সুরেশে ছিঁচি প্রেমের কুসুমে ?"
লীলাবতী ক্ষুব্ধ প্রাণে দেখিলা চাহিয়া
সরসীর নীল জলে চন্দ্রের কিরণ
শোভিছে কি মনোহর ঝলমল করি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি পরে। জনক তাহার
প্রতি গৃহে, পাঠাগারে, দেবতা মন্দিরে
বহু স্থান খুঁজে, কোথা না পে'য়ে তাহারে
ক্রুদ্ধ প্রাণে, অবশেষে আসিলা উদ্যানে।
হেরিলা সে লীলাবতী বসিয়া সোপানে
বাম গণ্ড করি ন্যস্ত বাম করতলে
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় স্পন্দহীন দেহে
কি ভাবিছে, ক্রোধভরে পশ্চাৎ হইতে

ডাকিলা সুধীর "লীলা !" উঠিলা চমকি
লীলাবতী, পিতৃদেবে করিয়া দর্শন
অভাগিনী, ব্যস্তভাবে দাঁড়াইলা উঠি' ।
সরোষে সুধীরচন্দ্র কহিতে লাগিলা
"সন্ধ্যা হ'তে কত স্থান খুঁজিয়া তোমারে
ক্লান্ত আমি, এই মাত্র সুরেশের মুখে
শুনেছি, আলার সনে এসেছিলে তুমি
সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে উদ্যানের দিকে,
তাই আমি আসিয়াছি তোমার সন্ধানে
কি আশ্চর্য্য, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে:
এখনো যে'তেছ তুমি আলাউদ্দী সনে
যথা তথা ? অপমান করিয়া সুরেশে
যা' ইচ্ছে তা' বলিতেছ স্বপক্ষে আলার ?
তোমার এ ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত
হ'য়েছে সে, কেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
যে'য়ে তুমি অসন্তুষ্ট করিছ তাহারে ?
লীলাবতি, এ তোমার কেমন স্বভাব ?
বয়স্থা হ'য়েছ তুমি, এ নির্জ্জন স্থানে
একাকিনী রাত্রিকালে র'য়েছ বসিয়া
কি সাহসে ? ভয় নাই হৃদয়ে তোমার
আলাউদ্দী সনে তুমি সতত ভ্রমিয়া
এ উদ্যানে পুষ্পরাশি কর বিচয়ন ।

হিন্দুকন্যা তুমি, তাহে যৌবন-সীমায়
করিতেছ পদার্পণ, ভে'বে দেখ মনে
আলাউদ্দী মুসল্‌মান, অতি নীচ জাতি
অস্পৃশ্য ঘৃণিত সে যে, ছুইলে তাহারে
স্নানবিধি, এ কথা কি ভুলে গেছ তুমি ?
কেন তবে হিন্দু হ'য়ে কোন্ মোহ বশে
অস্পৃশ্য মোস্লেম সনে ভ্রমিয়া বেড়াও ?
তোমার এ ভাব দে'খে কত লোকে ছিছি
কত কলঙ্কের কথা করিছে রটনা ;
আমার এ উচ্চ শির হেট্ হ'য়ে যাবে
সে কলঙ্কে, চিরতরে যাইবে সম্মান,
কেমনে এ মুখ আমি দেখা'ব সমাজে ?
আজ হ'তে লীলাবতি নিষেধি তোমারে,
পুনঃ যদি তার সনে কথা কও তুমি,
অথবা তাহার সনে যাও বেড়াইতে,
জীবন্ত প্রোথিত আমি করিব তোমারে
মৃত্তিকা ভিতরে।" লীলা নির্ভীক হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া পিতৃপাশে করিলা উত্তর
স্থির কণ্ঠে "ক্ষমা চাই তব কাছে পিতঃ
সত্য কথা না বলিলে মহাপাপ ভবে,
এই আদেশের অর্থ নারিনু বুঝিতে,
ঈশ্বরের রাজ্য মাঝে সকলি সমান,

ছোট বড় ভেদ নীতি কে ক'রেছে ভবে ?
আলাও মানব, পিতঃ আমিও মানব,
তবে কেন তারে আমি ঘৃণার নয়নে
নিরখিব ?—কোন শাস্ত্রে আছে এ বিধান ?
মোস্লেম অস্পৃশ্য কেন ? বুঝিতে নারিনু!
এ কোন্ বিচার ?—তারা নহে কি মানব ?
কি দোষ ক'রেছে তারা ? একই ঈশ্বর
মানে তারা, নহে তারা আমাদের মত
প্রতিমা পূজক, তারা করেনা স্বীকার
ঈশ্বরের অংশীরূপে আছে কেহ ভবে।
আমাদেরি ধর্ম্ম ভিত্তি অতীব শিথিল
আমাদেরি ধর্ম্মে মোরা ঘোর আস্থাহীন
একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলে আমরা
পূজা দেই, মনে করি ইহাতেই হরি
নিবসিছে, শিলা খণ্ড পূজি হরি ব'লে।
তারা ত এরূপ নহে, অটল বিশ্বাস
রাখে তারা নিজ ধর্ম্মে, নাহি কোন গোল,
তাহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
সকলি ত ভাল, তবে কি দোষ তাদের ?
আমাদেরি বেদে আছে একি পরমেশ,
একমেবাদ্বিতীয়ম্ অন্য নাই, লৌকিক আচারে
অবশ্য থাকিতে পারে সামান্য প্রভেদ

এ দুই জাতির মাঝে, ক'ও দেখি পিতঃ
তারি জন্য এত হিংসা ?—এত দলাদলি ?
তাহাদের ধর্ম্মে আমি দেখিনে ত দোষ,
তবে কেন স্নান বিধি ছুইলে তাদেরে ?
তাহারা কি বিধাতার সৃষ্ট জীব নহে ?
কুক্কুর ছুইলে মোরা, নাহি করি স্নান,
তারা কি কুক্কুর হ'তে অধম জগতে !
বিধাতার রাজ্য মাঝে সর্ব্ব জীব হ'তে
মানব প্রধান, সেই মানবে মানবে
এত হিংসা, এত দ্বেষ, এত কাটা কাটি,
ইহাই কি মানবের ধর্ম্ম সনাতন ?
পশুও ত এর চে'য়ে শত গুণে শ্রেয়ঃ,
বিশেষতঃ অতি স্নেহ করে সে আমারে,
কোন প্রাণে তারে আমি ঘৃণার নয়নে
নিরখিব ? সে যে পিতঃ পিতৃ মাতৃ হীন,
ঘৃণার নয়নে তারে দেখিলে মুহূর্ত্ত
নিশ্চয় হৃদয় তার যাইবে ভাঙ্গিয়া।
আপনারে সদা সে যে পিতৃ সমতুল
ভাবে মনে, ইহাই কি প্রতিদান তার ?
সে আমারে ভালবাসে ভগিনীর মত,
কোন্ প্রাণে জীব শ্রেষ্ঠ মানব হইয়া
দিব তারে সে স্নেহের এই প্রতিদান ?

ঘৃণিত পশুও যাহা না পারে করিতে ;
মানবের হৃদি ল'য়ে কও পিতঃ হায়
বিধাতার জীব শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি
কেমনে করিব আমি সেই ব্যবহার ?
ইহাপেক্ষা শতগুণে মৃত্যু মোর ভাল,
তথাপি অন্যায় কার্য্য করিয়া কখন
করিব না কলঙ্কিত জীবন আমার !
প্রগল্‌ভতা ক্ষমা চাই মিনতি চরণে,
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু চাহেনা দুঃখিনী।
সুরেশের সনে মম কি সম্বন্ধ পিতঃ ?
—কে সে মোর ? এ জগতে কে কার অধীন ?
মানবের হৃদি পিতঃ সতত স্বাধীন।
স্বাধীন হৃদয় মোর, নহে সে অধীন্
সুরেশের, কেন মোর স্বাধীনতা প্রতি
করিছে সে হস্তক্ষেপ ? আমার উপরে
কি আছে প্রভুত্ব তার ?—নহি তার দাসী ;
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তার, এ কেমন কথা ?
দিন নাই, রাত নাই, যার তার কাছে
করিছে সে নিন্দা মোর ? ইহাই কি নীতি ?
কি.ক'রেছে আমা তার, সর্ব্বদা তাহারে
করিছে সে অপমান নৃশংস হৃদয়ে।
সুরেশের মত হেন নিকৃষ্ট অধম

বুঝি আর কেহ পিতঃ নাহি এ সংসারে ;
সে কেন আমার দোষ খোঁজে অবিরত ?
প্রাণের সহিত আমি ঘৃণা করি তারে,
তোমার আদেশ পিতঃ শিরোধার্য্য মম,
সুরেশের কথা কিছু ব'লনা আমারে।
প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি কাহারো
ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা শুনিব না আমি।”
সরোশে সুধীর চন্দ্র কহিলা গর্জ্জিয়া
“চুপ কর্, ধর্ম্ম কথা শুনিতে চাহিনে
তোর কাছে ; অন্দরে যা, কর্ত্তব্য আপন
কর্ যে'য়ে, রমণীর অবাধ ভ্রমণ
সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে পাপ গুরুতর।
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কি বুঝিবি তুই ?
আলার নিকটে গেলে গুরুতর দণ্ড
দিব আমি, সাবধান মনে যেন থাকে।”
লীলারে লইয়া সঙ্গে গেলা সে তখনি
অন্তঃপুরে, হৃদে তার অশান্তি ভীষণ।
সুধীর বিষণ্ণ হৃদে গেলা চলি ধীরে
নিজ কক্ষে, ভার্য্যা তার প্রবেশিয়া তথা
দ্রুতপদে, জিজ্ঞাসিলা “কোথা লীলাবতী ?”
সুধীর কহিলা তারে “পেয়েছি উদ্যানে ;
ছিল সে একাকী সেথা বসি সরঃ তীরে ;

প্রতিভার* কাছে এবে রয়েছে বসিয়া
অই কক্ষে, দেখ ইন্দু লীলার চরিত্র
ভাল নহে ; মোশ্লেমের কাছে থে'কে থে'কে
মুসল্মান ভাবাপন্ন হ'য়েছে সে এবে।
দেব দেবী নাহি মানে, প্রতিমা পূজায়
বীতস্পৃহ ; সতত সে আলার নিকটে
থাকিতেই ভালবাসে, সংসারের কার্য্যে
সদাই সে উদাসীন, আজ মম সনে
ক'রেছে সে বহু তর্ক, কি বলিব ইন্দু
স্মরি তাহা হৃদি মোর উঠিছে জ্বলিয়া।
সর্ব্বদা ফুলের মালা, পুষ্প তোড়া নিয়ে
দেয় সে আলারে, ইহা নহে বাঞ্ছনীয়
হিন্দু বালিকার পক্ষে ; বহু যত্ন করি
একটি কুলীন পাত্র উদ্বাহের জন্য
আনিয়া রেখেছি আমি, পাপিষ্ঠা তাহারে
অনর্থক বিনা দোষে দেয় গালাগালি।
তাহারি ইঙ্গিত ক্রমে উদ্যানে যাইয়া
পেয়েছি লীলারে আজি সরসীর তীরে।
শুনেছি আলাও নাকি ছিল সেইখানে
পাষণ্ড একটু পূর্ব্বে গিয়াছে চলিয়া
তথা হ'তে, এ যে বড় সাংঘাতিক কথা,

* প্রতিভা—সুধীর চন্দ্রের ভগ্নী।

দিন নাই, রাত নাই, যেখানে সেখানে
পর পুরুষের সনে বসিয়া নির্জ্জনে
আলাপন, নিশাকালে উদ্যান ভ্রমণ,
বাদশাহা কন্যার পক্ষে বড় দুষণীয়,
এ কথা প্রকাশ হ'লে কেমনে দেখাব
মুখ আমি স্বসমাজে ? জাতি যা'বে মোর ;
প্রিয়তমে, কও দেখি কি করি এখন ?"
উত্তরিলা ইন্দুপ্রভা "জানি প্রাণেশ্বর,
সব কথা ; লীলাবতী আমার নিকটে
বলেছিল একদিন বিরক্তির ভাবে
বিবাহে সে অনিচ্ছুক, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
পালিবে সে আজীবন, পূজি নারায়ণে
ফলে পুষ্পে ভক্তি ভরে প্রাণের আনন্দে,
সন্ন্যাসিনী প্রায় সদা থাকি তীর্থে তীর্থে
কুমারী জীবন সে যে করিবে যাপন।
চন্দ্রনাথে কামাখ্যায় কাশী ও প্রয়াগে
ভ্রমিয়া সে দুঃখ তার করিবে বারণ।"
"রেখে দাও তার কথা ?" কহিলা সুধীর
ক্রুদ্ধ ভাবে, চক্ষুদ্বয় করিয়া রঞ্জিত
রক্ত-রাগে, "দেখ ইন্দু সব বুঝি আমি,
কি তার প্রাণের দুঃখ ? নিশ্চয় আলার
পরামর্শে নানা কথা বলিছে এখন।

সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে দেখিও তাহার
গতি বিধি, ক্ষণতরে দিওনা যাইতে
আলার নিকটে আর।” ইন্দুপ্রভা পুনঃ
কহিলা “পূর্ব্বেই আমি বলেছিনু তোমা,
এ ইত সে কথাটি শোননি তখন ?”
আবার কহিলা সতী কাণে কাণে তার
“চারিবর্ষ গত প্রায়, ব’লেছিলে মোরে
আমার ঈপ্সিত কার্য্য করি সম্পাদন,
অচিরে গড়িবে তুমি শিবের মন্দির,
সে কার্য্যের কি করিলে ?” কহিলা সুধীর
“সেজন্য চিন্তা কি ইন্দু ? ভুলি নাই আমি
সেই কথা, সব ঠিক, নিশি অবসানে
লীলার বিবাহ কালি করিয়া সম্পন্ন
পরশ্বঃ তোমার বাঞ্ছা করিব পূরণ।
ঃাষ্ট জন ভৃত্যে আমি দিয়াছি বলিয়া
লীলার বিবাহ অন্তে যবে পুরবাসী
থাকিবে ব্যাপৃত সবে নিজ নিজ কাজে,
তখনি আলারে নিয়ে উদ্যান ভিতরে
কৌশলে সে কার্য্য তারা করিবে সাধন।
ইষ্টক সূড়কি চূণ সকলি প্রস্তুত,
দুই দিনে তারা পরী-কূপের উপরে
গড়িয়া মন্দির শিব করিবে স্থাপন।

দিন নাই, রাত নাই, যেখানে সেখানে
পর পুরুষের সনে বসিয়া নির্জ্জনে
আলাপন, নিশাকালে উদ্যান ভ্রমণ,
বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে বড় দুষণীয়,
এ কথা প্রকাশ হ'লে কেমনে দেখাব
মুখ আমি স্বসমাজে ? জাতি যা'বে মোর ;
প্রিয়তমে, কও দেখি কি করি এখন ?”
উত্তরিলা ইন্দুপ্রভা “জানি প্রাণেশ্বর,
সব কথা ; লীলাবতী আমার নিকটে
বলেছিল একদিন বিরক্তির ভাবে
বিবাহে সে অনিচ্ছুক, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
পালিবে সে আজীবন, পূজি নারায়ণে
ফলে পুষ্পে ভক্তি ভরে প্রাণের আনন্দে,
সন্ন্যাসিনী প্রায় সদা থাকি তীর্থে তীর্থে
কুমারী জীবন সে যে করিবে যাপন।
চন্দ্রনাথে কামাখ্যায় কাশী ও প্রয়াগে
ভ্রমিয়া সে দুঃখ তার করিবে বারণ।”
“রেখে দাও তার কথা ?” কহিলা সুধীর
ক্রুদ্ধ ভাবে, চক্ষুদ্বয় করিয়া রঞ্জিত
রক্ত-রাগে, “দেখ ইন্দু সব বুঝি আমি,
কি তার প্রাণের দুঃখ ? নিশ্চয় আলার
পরামর্শে নানা কথা বলিছে এখন।

সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে দেখিও তাহার
গতি বিধি, ক্ষণতরে দিওনা যাইতে
আলার নিকটে আর।” ইন্দুপ্রভা পুনঃ
কহিলা “পূর্ব্বেই আমি বলেছিনু তোমা,
এ ইত সে কথাটি শোননি তখন ?”
আবার কহিলা সতী কাণে কাণে তার
“চারিবর্ষ গত প্রায়, ব’লেছিলে মোরে
আমার ঈপ্সিত কার্য্য করি সম্পাদন,
অচিরে গড়িবে তুমি শিবের মন্দির,
সে কার্য্যের কি করিলে ?” কহিলা সুধীর
“সেজন্য চিন্তা কি ইন্দু ? ভুলি নাই আমি
সেই কথা, সব ঠিক, নিশি অবসানে
লীলার বিবাহ কালি করিয়া সম্পন্ন
পরশ্বঃ তোমার বাঞ্ছা করিব পূরণ।
অষ্ট জন ভৃত্যে আমি দিয়াছি বলিয়া
লীলার বিবাহ অন্তে যবে পুরবাসী
থাকিবে ব্যাপৃত সবে নিজ নিজ কাজে,
তখনি আলারে নিয়ে উদ্যান ভিতরে
কৌশলে সে কার্য্য তারা করিবে সাধন।
ইষ্টক সুড়কি চূণ সকলি প্রস্তুত,
দুই দিনে তারা পরী-কূপের উপরে
গড়িয়া মন্দির শিব করিবে স্থাপন।

তা' হ'লে কেহই আর নারিবে বুঝিতে
এ রহস্য আমাদের, সবাই বলিবে
হত ভাগা নিরুদ্দেশ গত নিশি হ'তে।
সমস্ত সম্পত্তি তবে হইবে মোদের
হস্তগত, প্রতিবাদ কে করিবে ইথে ?
নুরুদ্দীর যাত্রাকালে করি বশীভূত
নছিমেরে অর্থদিয়া, বলেছি বধিতে
নুরুদ্দীরে পথিমাঝে তীব্র হলাহলে,
বোধ হয় সেও নাই, ভয় কারে আর ?
সদর ত দেশত্যাগী, আছে না ম'রেছে
কে জানে ? পত্নী ও পুত্র বিগত জীবন।
যদিও জীবিত থাকে, কি ভয়, আমার ?
অনেক সম্পত্তি আমি করিয়া চক্রান্ত
বাকী খাজানার দায় উঠা'য়ে নিলামে
করিয়াছি ক্রয় ইন্দু, ধীরেনের * নামে।
বাকী যাহা আছে, আমি তাও যে কিনিব,
একে একে এই ভাবে উঠায়ে নিলামে।
কে বুঝিবে সেই সব চক্রান্ত আমার
এ জগতে ?—আমি ভিন্ন কে জানে তা প্রিয়ে ?
ধীরেন রাজার মত পারিবে ভোগিতে
সে সম্পত্তি মহাসুখে সারাটি জীবন।"

---

* ধীরেন্দ্র—সুধীরচন্দ্রের পুত্রের নাম।

ইন্দুপ্রভা মৃদুস্বরে করিলা জিজ্ঞাসা
পরশ্বঃ কি এ সকল পারিবে সাধিতে ?
দুইটি দিবসে তুমি করিবে কেমনে
এত কার্য্য ?" উত্তরিলা সুধীর আবার
"পূর্ব্ব হ'তে সবি আমি ক'রেছি সংগ্রহ
ইষ্টক সূড়কি চূণ কাষ্ঠ রাজ মিস্ত্রী
যাহা কিছু প্রয়োজন সবি ঠিক আছে।
অষ্ট জন ভৃত্যে আমি ক'রেছি আদেশ
সাধিতে এ সব কার্য্য অতি সংগোপনে ;
সে জন্য চিন্তিত তুমি কেন অকারণ ?"
স্বামীর সমস্ত কথা শুনিয়া নীরবে
হাসির কনক-রেখা উঠিল ভাসিয়া
ইন্দুর বদনে, দোহে হাসিলা নীরবে।
অদূরে অশোক বৃক্ষে নিভৃত কোটরে
বসিয়া পেচক রাজ বিহঙ্গম ঋষি
সহস্র ধিক্কার দিয়া কহিলা গর্জ্জিয়া
"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে বহুদূর।"

একাদশ সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণানাখাস ; স্থধীরচন্দ্রের প্রাসাদ]

লীলাবতীর বিবাহ।

বাজিতেছে নহবত মরি কি মধুরে
স্থধীরের সিংহদ্বারে, শোভিছে চৌদিকে
স্থরম্য প্রাসাদ গুলি ঝলিয়া নয়ন
পল্লবে মুকুলে ফুলে আলোকের হারে !
বিবিধ কুস্থম গুচ্ছ স্তবকে স্তবকে
শোভিতেছে প্রাসাদের প্রতি দ্বারে দ্বারে ;
অসংখ্য আলোক-স্তম্ভ, বিবিধ বরণ
নির্ম্মিত স্ফটিক-পাত্রে, পথের দুধারে
চারিদিকে নানাবর্ণ পতাকা স্থন্দর
দুলিতেছে থে'কে থে'কে মৃদুল সমীরে।
শোভিছে দিনের মত গৃহ ও প্রাঙ্গণ
ইন্দ্রপুরী প্রায় মরি উজ্জ্বল আলোকে।
কোথা যাত্রা, কোথা ঢপ, কোথাবা কীর্ত্তন,
কোথাবা নর্ত্তকীগণ থমকে থমকে
হে'লে দু'লে নাচিতেছে অঙ্গ ভঙ্গি করি
হাতে ধরি ঘুরি ফিরি উলটি পালটি
নানাভাবে, অগণিত রমণী-কুস্থম

উঠেছে ফুটিয়া যেন রূপের কাননে।
তাহাদের সুধাকণ্ঠে মধুর ঝঙ্কারে
রাগিণীর আলাপনে—স্তরে স্তরে স্তরে
ঝরিতেছে মুক্তা যেন সে নৈশ গগনে।
কোথাবা অপ্সরা প্রায় বাঈজীর দল
অসংখ্য দর্শক বৃন্দে করি বিমোহিত
গাইছে মধুর স্বরে তরঙ্গে তরঙ্গে
আলাপি' কালেংড়া, গৌরী,—মধুর রাগিণী ;
সেই সুধা মাখা সুর—সে মধুর তান
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে যে'তেছে মিশিয়া
সুদূর গগনে, সুধা করিয়া বর্ষণ,
প্লাবিয়া ধরণী তল—প্লাবিয়া তটিনী !
বাটীর সম্মুখে এক সরসী সলিলে
বিবিধ আতসবাজী ডুবিয়া ভাসিয়া
জ্বলিতেছে প্রদর্শিয়া ঝাকে ঝাকে ঝাকে
ফুটন্ত কুসুম গুচ্ছ—হীরকের মালা।
অসংখ্য হাওই গুলি উঠিয়া আকাশে
তীরবেগে, প্রদর্শিছে রক্ত নীল পীত
নানাবর্ণ রাশি রাশি তারকা উজ্জ্বল !
কোথাবা চড়খিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
শোভিতেছে স্থানে স্থানে করি প্রদর্শন
রক্ত-কুমুদিনী—আর নীল শতদল।

ভূতলে তুমড়ীগুলি কুসুমের ঝাড়
স্থজিতেছে, কোথা কিল্লা ক্রম ক্রম রবে
ফুটে ফুটে প্রদর্শিছে দৃশ্য মনোহর!
কোথাবা পূজারিগণ নৈবেদ্য সম্ভারে
করিছে চামুণ্ডা পূজা মঙ্গল উদ্দেশে।
কোন স্থানে অগণিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
বসেছে আহার আশে, দরিদ্র ভিক্ষুক
কোন স্থানে; আনন্দের মহা কোলাহলে
মুখরিত আজি এই দেওয়ান-ভবন।
অন্দরেও মহাধূম, অসংখ্য রমণী
ঘোর ব্যস্ত, এয়োগণ সজ্জিত ভূষণে!
আজি কি সুখের দিন, সবারি আনন্দ,
লীলার বিবাহ আজি সুরেশের সনে।
হেন কালে ঊর্দ্ধ শ্বাসে পশি এক গৃহে
সুধাংশু মলিন মুখে কহিলা কাঁদিয়া
"মাসি মাগো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মোদের
লীলা ত খে'য়েছে বিষ!" শুনিয়া এ কথা
উন্মাদিনী প্রায় ইন্দু উঠিলা দাঁড়ায়ে
ক্ষিপ্রবেগে, অশ্রুধারা ঝরিল নয়নে,
বজ্রাঘাত হ'ল যেন দুঃখিনীর শিরে।
বিদ্যুত গতিতে বামা ছুটিলা তখনি
লীলার গৃহের পানে, পশ্চাতে তাহার

সুধাংশুও গেলা চলি ; দেখিলা যাইয়া
লীলাবতী শয্যা'পরে র'য়েছে পড়িয়া
মৃতপ্রায়, চক্ষু দুটি প'ড়েছে কোটরে,
বিষের পাত্রটি প'ড়ে আছে তার পাশে।
ফুটন্ত কমল সম লীলার মু-খানি
বিবর্ণ হইয়া গেছে, এলোথেলো কেশ
প'ড়েছে ছড়া'য়ে রৌপ্য পর্য্যঙ্কের তলে।
সোণার প্রতিমা যেন প'ড়েছে এলা'য়ে
না জানি কি মর্ম্ম দুঃখে মৃত্যুর কবলে!
ইন্দুপ্রভা উচ্চৈস্বরে কহিলা কাঁদিয়া
"কোন্ দুঃখে লীলাবতি বিষ খেলি তুই?
কোন্ দোষে মা আমারে চলিলি ছাড়িয়া
অসময়ে?" লীলাবতী হস্ত বাড়াইয়া
জননীর পাদুখানি করিলা ধারণ।
দুঃখিনী মায়ের পানে রহিলা চাহিয়া
সবিষাদে, হৃদ্‌পিণ্ড শতধা হইয়া
ফুটিল নয়নে তার অশ্রু-প্রস্রবণ!
ক্ষীণ কণ্ঠে লীলাবতী কহিতে লাগিলা,
"মা আমি তোমার অতি অভাগিনী মেয়ে
ক্ষমা কর তুমি মোরে, তুমি না ক্ষমিলে
কে আর ক্ষমিবে মোরে?" দুঃখিনী কাতরে
জননীর পদ-রজঃ লইলা মস্তকে।

ইন্দুপ্রভা ব্যস্তভাবে কহিলা তখনি
সুধাংশুরে "যা' মা তুই বাবুর নিকটে,
ডে'কে আন্ শীঘ্র তারে, হেকিম লইয়া
আসে যেন, বিলম্বিলে ঘটিবে প্রমাদ ;"
সুধাংশু বিদ্যুত বেগে ছুটিলা তখনি
সুধীর চন্দ্রের কাছে উঠিয়া পড়িয়া।
মুহূর্ত্তের পরে পুনঃ ভীষক লইয়া
আসিলা সে দ্রুত পদে কক্ষের ভিতরে,
কহিলা "মাসিমা, বাবু শুনিয়া একথা
আসিল না রাগ ক'রে, দিয়াছে তোমারে
কত গালি, বলেছে সে কোন্ প্রয়োজন
হেকিমের ? ম'রে যা'ক পাপীয়সী এবে।
সুনির্ম্মল কুলে মোর দিয়াছে সে কালী
আমি আর মুখ ওর চাইনে দেখিতে ;
বহু অনুনয় ক'রে এনেছি হেকিমে।
মুহূর্ত্তে হেকিম যে'য়ে অতি সাবধানে
লীলারে পরীক্ষা করি ঔষধ একটি
প্রদানিলা, অভাগিনী মুহূর্ত্তের পরে
অতি কষ্টে দুইবার করিলা বমন।
ক্ষণ পরে বুধ শ্রেষ্ঠ বহু পরীক্ষিত
বিষঘ্ন বটিকা এক করিলা প্রদান।
হস্তের প্রধান শিরা বিদ্ধ করি অস্ত্রে

একটি বিরুদ্ধ বিষ অতি সন্তর্পণে
দিল তার দেহ মাঝে শোণিত-প্রবাহে
লীলার মায়ের দিকে চাহিয়া সভ্রমে
কহিলা হেকিম "মাগো ভয় নাই আর,
যাই তবে, প্রাতঃকালে আসিব আবার।"
হেকিম বিদায় নিয়া চলিগেলা গৃহে।
লীলাবতী মৃতবৎ স্পন্দহীন দেহে
রহিলা পড়িয়া সেই শয্যার উপরে।
অবিরত স্বেদজল ঝরিতে লাগিল
দেহে তার, ইন্দুপ্রভা বসিয়া নিকটে
মুছি সেই স্বেদজল, করিতে লাগিলা
ব্যজন তাহারে, মরি মনের বিষাদে।
বহুক্ষণ পরে লীলা লভিয়া চেতনা
কহিলা, কাতর ভাবে মাতৃ পদ ধরি
কেঁদে কেঁদে "মাগো আমি জনমের মত
চলিলাম, আজি এই অন্তিম সময়ে
একটি প্রার্থনা মোর রাখিবেনা তুমি ?"
"কি প্রার্থনা মা তোমার ?" জিজ্ঞাসিল তারে
ইন্দুপ্রভা, লীলাবতী মাতৃপদ ধরি
আবার কহিলা তারে সজল নয়নে
"আলারে দেখিতে চাই এ অন্তিম কালে।
সে আমার বাল্য সখা, শৈশব হইতে

এতদিন এক সঙ্গে খে'লেছি প'ড়েছি
কত সুখে, আজি এই অন্তিম সময়ে
ইচ্ছা হয় একবার দেখিতে তাহারে ;
কত দিন বিনা দোষে ব'কেছি তাহারে,
বারেক তাহার কাছে ক্ষমা চা'ব আজি
সেই জন্য, মাগো আমি জনমের মত।
আমি বড় অভাগিনী, রাখিবেনা তুমি
দুঃখিনী কন্যার এই অন্তিম প্রার্থনা?"
কন্যার প্রার্থনা শুনি মায়ের মু-খানি
মলিন হইয়া গেল মুহূর্ত্তের মাঝে।
অনিচ্ছায় ইন্দুপ্রভা বিরক্তির ভাবে
সুধাংশুর দিকে চাহি করিলা ইঙ্গিত
আলারে আনিতে তথা, ছুটিলা সুধাংশু
দ্রুতবেগে, ইন্দুপ্রভা করিলা প্রস্থান
গৃহ ত্যজি ম্লান মুখে মনের বিরাগে।
ভাবিলা সে মনে মনে "আজি নিশি শেষে
তোদের এ লীলা খেলা সবি হবে শেষ,
দেখিব তখন তুই কোন্ মোহ বশে
এত স্পর্দ্ধা ক'রে লীলা জ্বালা'স আমারে।"
ক্ষণ কাল পরে ঘোর বিষণ্ণ বদনে
আলারে লইয়া সঙ্গে আসিলা সুধাংশু
সেই কক্ষে, দূর হ'তে দেখিয়া আলারে

লীলার সে বিমলিন অধর যুগলে
আনন্দের স্বর্ণ-রেখা উঠিল ভাসিয়া,
ভাসে যথা স্বর্ণ-ছটা পূর্ব্বাসার দ্বারে,
উঠে যবে তিমিরারি আঁধার ভেদিয়া।
লীলাবতী অতি কষ্টে ম্লান হাসি হে'সে
কহিলা কাতর ভাবে আলা পানে চাহি
"কাছে এ'স"। আলাউদ্দী মলিন বদনে
লীলার পর্য্যঙ্ক পাশে দাঁড়াইলা আসি'।
কাতরে সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
লীলাবতী "তব সনে শৈশব হইতে
খে'লেছি প'ড়েছি, সদা ক'রেছি ভ্রমণ
এক সঙ্গে, পুষ্প রাশি করিয়া চয়ন
গেঁথে মালা, প্রতি দিন দিয়াছি তোমারে।
আশা ছিল এই ভাবে যাইবে জীবন
সুখে সুখে, কিন্তু মোর অদৃষ্টের দোষে
সে সাধে ঘটেছে বাদ, গিয়াছে ডুবিয়া
জনমের মত সবি অতল সাগরে।
বড় দুঃখে আলাউদ্দি খাইয়াছি বিষ,
প্রাণের দেবতা তুমি, ক্ষমও আমারে
চিরতরে, কি করিব আমি অভাগিনী।
পিতা মাতা শত্রু মোর, বড় কষ্ট নিয়ে
চলিনু,—বিদায় তবে জনমের মত।

আলাউদ্দী ম্লানমুখে দেখিলা তখন
লীলাবতী বক্ষ মাঝে রেখেছে লুকা'য়ে
তাহার সে ফটো খানি বসনের নীচে,
যাহা তিনি একদিন করিয়া আদর
দিয়াছিলা উপহার বিদায়ের কালে!
উন্মত্তের মত আলা পর্য্যঙ্কের পাশে
দাঁড়াইয়া, থর থর কাঁপিতে লাগিলা
শোকাবেগে, হৃদি যেন ফেটে গেল তার।
কহিলা সে "লীলা তুই কালকুট খে'য়ে
চলিলি জন্মের মত সংসার ত্যজিয়া,
আমারে রাখিয়া গেলি কার কাছে তুই,
সকলি যে শত্রু মোর, এ বিশ্ব মাঝারে
কেমনে থাকিব আমি? অচিরেই লীলা
তোর পাছে পাছে আমি যাইব চলিয়া।"
উত্তরিলা লীলাবতী সজল নয়নে
"কার কাছে রে'খে যা'ব? কে আছে তোমার
আলাউদ্দি, সবি শত্রু, এ ঘোর বিপদে
একমাত্র জগদীশ রক্ষিবে তোমারে।"
আলারে নিজের দিকে লইলা টানিয়া
লীলাবতী, আলাউদ্দী পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
লীলার বক্ষের পার্শ্বে পর্য্যঙ্কের পরে।
ক্ষিপ্র বেগে লীলাবতী উঠিয়া তখনি

আলার মূর্চ্ছিত দেহ লইলা তুলিয়া
অঙ্কদেশে, শিশি হ'তে ঢালিয়া তখনি
সুগন্ধ গোলাপ জল দিলা ছিটাইয়া
চোখে মুখে তার ; হেরি সুধাংশু মোহিনী
"মর্ অভাগিনী" ব'লে ঘৃণা লাজে ক্ষোভে
চলি গেলা দ্রুত বেগে সে কক্ষ ত্যজিয়া।
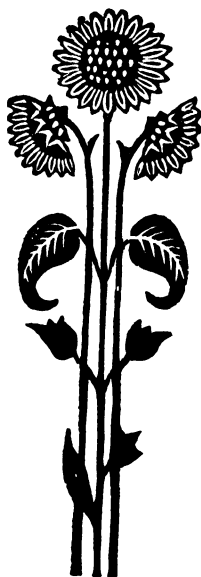
দ্বাদশ সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণানাখাস ; আলাউদ্দীনের শয়নাগার]

তৃতীয় প্রহর নিশি ; ঘুমন্ত অবনী,
নিদ্রার মোহিনী মন্ত্রে অচেতন সব !
ভ্রমিছে সর্ব্বত্র স্বপ্ন—নিদ্রার সঙ্গিনী,
জীব জন্তু পশু পাখী সকলি নীরব।
গভীর তমসাচ্ছন্ন দিক দিগন্তর,
বিদূরিতে সেই তম উদিছে গগনে
কৃষ্ণ পক্ষ দশমীর ক্ষীণ শশধর
রঞ্জিয়া উদয় গিরি সোণালী কিরণে !
প্রকৃতি বিষাদময়ী উদাসিনী পারা,
আকুল নয়নে চে'য়ে কোটি কোটি তারা।
অই যে দ্বিতল কক্ষে একটি ফানসে
জ্বলিছে মোমের বাতি, ক্ষীণ রেখা তার !
গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া পড়িয়া সরসে
সৃজিয়াছে কি সুন্দর মেখলা সোণার !
গৃহখানি সুসজ্জিত সামগ্রী সম্ভারে,
হেরিলে বিমুগ্ধ হয় যুগল নয়ন !
নানাবিধ দ্রব্যগুলি শোভে চারিধারে,—
—মর্ম্মর-আসন মেজ রৌপ্য-সিংহাসন !
হস্তিদন্ত বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে সুন্দর

স্থানে স্থানে স্বর্ণ-পদ্ম কত সুশোভন !
রক্তিম মুকুল, নীল পল্লব নিকর
গঠিত প্রস্তর পুঞ্জে বিবধ বরণ।
দুগ্ধ ফেণ নিভ অই শয্যার উপরে
বিনিদ্র যুবক এক রয়েছে পড়িয়া !
কত কথা উঠিতেছে তাহার অন্তরে
বিষাদে হৃদয় খানি যে'তেছে ভাঙ্গিয়া !
বালক বিষণ্ণ প্রাণে এ পাশে ও পাশে
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, শান্তি নাহি প্রাণে !
ভাবিছে সে, কেন অদ্য নিশীথ সময়ে
এত গালাগালি দিল সুধীর আমারে ?
কি দোষ করেছি আমি ? আমারি পিতার
ভৃত্য সে, আমারি অর্থে পূরিয়া উদর,
পদে পদে অপমান করিছে আমারে ?
এ যন্ত্রণা প্রাণে মোর সহেনা ত আর ;
বাকী খাজানার দায়ে উঠায়ে নিলামে
আমারি সম্পত্তি গুলি করিতেছে ক্রয়
বিনামী, ভাবিলে ইহা ঘৃণা হয় মনে।
নির্ব্বোধ বালক আমি কিছুই বুঝিনে,
জানিনে জননী মোর কোন্‌ অভিমানে
ক'রেছেন আত্মহত্যা, সেই খেদে হায়
পিতা মোর শৈশবেই মনের বিরাগে

হ'য়েছেন দেশত্যাগী উদাসীন বেশে
দুঃখের বারিধি-নীরে ভাসায়ে আমারে।
পোড়া অদৃষ্টের দোষে মাতুল আমার
অকালে কালের গ্রাসে হ'য়েছে পতিত,
কাহার আশ্রয়ে আমি যাইব এখন ?
কে আমারে এ সময়ে করিবে সাহায্য,
সহায় সম্পদ হীন দুঃখী বালকের
অভিযোগ এ জগতে কে করে শ্রবণ ?
সুধীর সুরেশ সদা অনর্থক মোরে
করিতেছে নির্য্যাতিত,—কি দোষ আমার ?
লীলারে খাইতে বিষ আমি ত বলি নি ?
তাহাদেরি অত্যাচার না পারি সহিতে
অভাগিনী, ক্লিষ্ট মনে খে'য়েছিলা বিষ।
আমার কি দোষ ইথে ?—তবে সে আমারে
ভালবাসে,—এই দোষ ? আমি ত কখনি
আমারে বাসিতে ভাল বলিনি তাহারে ?
তাহার প্রাণের টানে, প্রীতি আকর্ষণে
সে আমারে ভালবাসে প্রাণের অধিক,
তা ও কি আমারি দোষ ? কেন সে পাষণ্ড
আপন কন্যারে বলি অনুরাগ আর
না ভাঙ্গিল ? আজি প্রাতে ত্যজিয়া এ দেশ
বিদেশে যাইতে আমি ছিলাম উদ্যত,

লীলাই ত অতি ভোরে নুরুকে * পাঠা'য়ে
পত্র সহ, করেছিল নিষেধ আমারে
যাইতে বিদেশে, সে যে লিখেছিল মোরে
আজি মোর বিয়ে হবে সুরেশের সনে ;
কোন্ প্রাণে তুমি মোরে ছে'ড়ে যাবে আজ
বিদেশে ? জন্মের মত শেষ দেখা দেখি
বিদায় লইব আমি তোমার চরণে !
তাই আমি শেষ দেখা দেখিতে তাহারে
বিবাহ বাসরে, আজ যাইনি বিদেশে !
তার পর নাহি জানি কি ভাবিয়া লীলা
করেছিল বিষ পান—আমি দোষী কিসে ?
সুধাংশুর কথা মত গিয়াছিনু আজ
লীলার সদনে, সে যে টানিয়া আমারে
নিয়াছিল পাশে তার,—প্রাণের আবেগে
মূর্চ্ছিত হইয়া আমি পড়েছিনু তার
পর্য্যঙ্কের পরে,—তাতে কি দোষ আমার ?
না জে'নে না শুনে তার দুহিতার ভাব
কেন হেন অপমান করিল সে মোরে ?
লীলারো ত নাহি দোষ, তারেও ত সবে
করিতেছে অপমান, আমারি কারণে
সে ও হায় গালাগালি শুনিতেছে কত ?

* নুর=নুরল হক ; নুরুদ্দীনের কর্ম্মচারীর পুত্র।

সে যে বড় অভাগিনী, কি সাধ্য তাহার ?
লীলারে বেসেছি ভাল. সে ও ভালবাসে,
জানি তাহা,—কি করিব ? অভাগার আশা
পূরিবে না, এ জগতে যে যাহারে চায়
সে কভু পায় না তারে,—কি হবে ভাবিলে ?
নিস্ফল চিন্তায় মোর কোন্ ফল হ'বে ?
দূর হ'ক সব চিন্তা, থাকিব না হেথা,
চ'লে যাব বহু দূরে— হিমাদ্রি পাহাড়ে,
সেই স্থানে—সে নিভৃত গিরি-পদ মূলে
তরু-লতা সমাচ্ছন্ন নির্জ্জন কাননে
নিবসিব, লীলা যদি যায় মম সঙ্গে
বিবাহ করিয়া তারে ধর্ম্ম মতে আমি
তারে ল'য়ে সেই স্থানে যাপিব জীবন।
খাব বন-ফল মূল, থাকিব কুটীরে,
বেড়াইব বনে বনে ভীল কোল সনে,
নিবারিব তৃষ্ণা মোরা নির্ঝরিণী নীরে !
মধুমাসে মধুঘোষ করি মুখরিত
বনভূমি, কি মধুরে করিবে কূজন!
গ্রীষ্মকালে কুসুমের সৌরভ লইয়া
ব্যজনিবে ধীরে ধীরে মলয় পবন!
কুরঙ্গ শাবকগুলি প্রদোষ প্রভাতে
খেলিবে আসিয়া মোর কুটীরের দ্বারে !

উঠানে রোপিব আমি পুষ্প তরু গুলি,
ফুল গুলি ফুটে ফুটে নাচিবে সমীরে।
গোলাপ চামেলী বেলী নিতি নিতি তুলি,
বন-দেবী প্রায় আমি সাজাব লীলারে!
আপনি প্রকৃতি দেবী যোগাবে মোদেরে
নানাদ্রব্য, যখনি যা' হবে প্রয়োজন।
আকাশে দেবতাবৃন্দ মোদের উপরে
বর্ষিবে মন্দার পুষ্প অগুরু চন্দন।
বনের বিহগগুলি তরু শাখে বসি
তুষিবে মোদের মন সুললিত গানে!
সুগন্ধি শীতল বায়ু রহিয়া রহিয়া
সঞ্চরিবে,:সুধারাশি ঢালিয়া পরাণে।
হেনকালে অভাগার স্মৃতির দুয়ারে
জাহানারা ম্লান মুখে দিল আসি দেখা!
এলো থেলো কেশ পাশ, জলভরা আঁখি
উষার ললাটে যেন কনকের রেখা!
দুঃখিনীর ধনপ্রাণ ঐশ্বর্য্য সম্পদ
যা'ছিল, সকলি হায় তাহারি চরণে
উৎসর্গিয়া', সে যে হায় জনমের মত
রিক্ত হস্তে গেছে চলি ভিখারিণী বেশে!
কে জানে সে কোথা গেছে? পাতালে মরতে
পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে—কোন্ দূর দেশে!

শিহরি উঠিলা ভয়ে তখনি বালক,
দুই বিন্দু অশ্রু তার পড়িল ঝরিয়া!
দংশিল প্রাণের তলে সহস্র বৃশ্চিক,
বিষাদে নিশ্চল ভাবে রহিলা পড়িয়া!
কুহকিনী নিদ্রাদেবী নয়নে তাহার
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে পাতিল আসন!
ঘুমায়ে পড়িল সে যে হারা'য়ে চেতনা
দেখিলা ঘুমের ঘোরে বিকট স্বপন!—
—একটি সুবর্ণ-রথে ঊষা প্রেমময়ী
সাজিয়া মোহিনী মূর্ত্তি কুসুম-ভুষণে
আসিয়াছে মর্ত্ত্য ধামে, কত জাতি পুষ্প
ফুটে আছে গুচ্ছে গুচ্ছে তরু লতা শিরে
বিতরি সৌরভ-সুধা মানস মোহন!
পাখীগুলি গাইতেছে বসি ডালে ডালে;
সঞ্চরিছে ধীরে ধীরে প্রভাত-পবন!
উৎস হ'তে বারিরাশি ঝুর ঝুর ঝুর
ঝরিতেছে, নির্ম্মাইয়া হীরকের ফুল!
অদূরে বিটপী শিরে সমীর হিল্লোলে
ঝুর ঝুর ঝরিতেছে শেফালী বকুল!
কৃত্রিম ঝিলের মাঝে সারস মরাল
করিতেছে জল কেলি নয়ন রঞ্জন!
পেখম তুলিয়া কত ময়ুর ময়ুরী

করিতেছে গাছে গাছে মধুরে নর্ত্তন!
বালক বিমুগ্ধ হৃদে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা আসি পরীকূপের নিকটে।
নিরখি সে পরীকূপ, হৃদয় তাহার
দুরু দুরু করি ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া!
অতীতের কত স্মৃতি ধীরে ধীরে ধীরে
অস্তোন্মুখ ভাস্করের ক্ষীণ রেখা প্রায়
অশান্ত হৃদয়ে তার উঠিল ভাসিয়া!
ভাবিলা সে, কতদিন বসি এই স্থানে
মধুর চাঁদনী রাত্রে বিমুগ্ধ হৃদয়ে
কতকথা হ'য়েছিল লীলাবতী সনে!
সুরভি ফুলের মালা গাঁথিয়া সে বালা
দিয়াছিল কণ্ঠে মোর পরা'য়ে যতনে!
হেনকালে লীলাবতী পশ্চাৎ হইতে
ডাকিলা তাহারে "আলাউদ্দি!" সবিস্ময়ে
তখনি সে তার পানে দেখিলা ফিরিয়া!—
—লীলার অলকাগুচ্ছে শিশিরের কণা
শোভিতেছে মুক্তাপ্রায়; মুখ খানি তার
নীহার সলিলসিক্ত কুসুমের মত,—
—গোলাপ গিয়েছে যেন শিশিরে ভিজিয়া!
কহিলা সে মৃদুস্বরে চাহি লীলা পানে
"কোথা হ'তে এলে তুমি এ হেন প্রত্যুষে?"

উত্তরিলা লীলাবতী "তোমারে এ দিকে
আসিতে দেখিয়া আমি এসেছি এখানে।"
কহিলা সে পুনর্ব্বার "দেখ লীলাবতি
এ কূপ দেখিলে মোর প্রাণের ভিতরে
কেন জানি ভয় হয়?" উত্তরিলা লীলা
"পরীগণ এই কূপে নিবসে বলিয়া
সকলেরি ভয় হয়, তাই এ কূপেরে
পরী-কূপ ব'লে সবে করে অভিহিত।"
আবার সে মৃদুস্বরে কহিলা তাহারে
"মিথ্যা কথা, পরী কেন নিবসিবে হেথা?"
লীলাবতী পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
"দেখ আলা, এ দেশের হিন্দু মুসলমান
কেনা জানে পরীগণ নিবসে এ কূপে?"
হেন কালে ভীমকায় দস্যু একজন
পশ্চাৎ হইতে আসি ধরিল লীলারে
মহাবলে, অভাগিনী উঠিলা চীৎকারি।
সে তখন মহাক্রোধে ধরিলা দস্যুরে
সজোরে, ভীষণ দস্যু ভীম পরাক্রমে
আপনাকে মুক্ত করি যুঝিতে লাগিল,
বীরদর্পে, কভু উঠি, কভু বসি ভূমে,
কভু অগ্রসরি, কভু হটিয়া পশ্চাতে
ঝড়বেগে, কাঁপাইয়া ভৈরব গর্জ্জনে

বনভূমি, দু'ওজন যুঝিতে লাগিল
পূর্ণ বলে, অসিগুলি ঘাত প্রতিঘাতে
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভূমে পড়িল ছিটিয়া।
যোদ্ধৃদের হুহুঙ্কারে ভৈরব গর্জ্জনে
নীড় ছে'ড়ে পাখীগুলি উড়িল গগনে
সভয়ে ; প্রমাদ গণি লুকা'ল গহ্বরে
পশুগুলি তীর বেগে ; কৃপাণে কৃপাণে
চমকিল ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুত ভীষণ!
পূরিল নিকুঞ্জ বন অসি ঝণৎকারে।
মুহূর্ত্তেকে পিতা তার বহু সৈন্য ল'য়ে
আসিলা ছুটিয়া তথা, অগণিত দস্যু
কামান বন্দুক লয়ে রোধিল আসিয়া
পথ তার ; দু'ও দলে ভীম পরাক্রমে
যুঝিতে লাগিল মরি উন্মত্তের মত।
বাঁধিল ভীষণ যুদ্ধ, "দ্রুম দ্রুম" রবে
গর্জ্জিল বন্দুক শত ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কাঁপাইয়া জল স্থল কাঁপায়ে অম্বর
গর্জ্জিল জীমুত মন্দ্রে কামান ভীষণ
উদ্গারিয়া বজ্রপ্রায় অগ্নি ভয়ঙ্কর।
দেখিলা সে রণস্থলে সুরেশ আসিয়া
কহিলা গর্জ্জিয়া "মূঢ় কি সাহসে তুই
আমার বুকের ধন লইলি কাড়িয়া?

শিব-মন্দির।

একটুকু ভয় তোর হলনা পাষণ্ড
হৃদি মাঝে ? আজি তোরে কে রক্ষিবে মূঢ়
এই স্থানে, রক্ত তোর হৃদয় ছিঁড়িয়া
পিব আজি, আয় দেখি কত বল তোর ?”
প্রত্যুত্তরে কহিলা সে, “চুপ নরাধম
প্রবঞ্চণা চৌর্য্য বৃত্তি ব্যবসা তোদের,
আমারি পিতার ধন করিয়া হরণ,
আমারি পিতার অন্নে পূরিয়া উদর
ধনী তোরা রে পাষণ্ড, দেখ মনে ভে'বে
ঐশ্বর্য্য সম্পাদ মোর সব চুরি ক'রে
করেছিস মোরে তোরা পথের ভিখারী।
সর্ব্বদর্শী জগদীশ মাথার উপরে
আছে পাপি, সেই তার করিবে বিচার,
কেন দম্ভ ? প্রতিফল পাইবি এখন
রে কৃতঘ্ন প্রবঞ্চক পাষণ্ড বর্ব্বর,
নিমক হারাম তুই, আয় দেখি পাপি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোর কাছে সকলি সমান।”
মুহূর্ত্তে সুরেশ ক্রোধে বিদ্যুত গতিতে
মারিলা সুতীক্ষ্ণ অসি মস্তকে তাহার।
সরিলা সে একলম্ফে, ফলকে ঠেকিয়া
লীলার মস্তকে যে'য়ে বিদ্যুতের মত
পড়িল মুহূর্ত্তে সেই অসি খরধার।

দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে লীলা পড়িলা ভূতলে,
শোণিতে ভাসিয়া গেল সে কুঞ্জ কানন!
আতঙ্কে চীৎকার দিয়া উঠিলা জাগিয়া
আলাউদ্দী ত্রস্তে,—তার ভাঙ্গিল স্বপন!
দেখিলা সে আঁখি মেলি দস্যু অষ্ট জন
হস্তপদ মুখ তার বাঁধিছে সজোরে;
সন্ত্রাসিত প্রাণে সে যে ছিঁড়িতে সে বাঁধ,
বহু জোরে টানাটানি করিতে লাগিলা
প্রাণপণে, কিন্তু সেই সুদৃঢ় বন্ধন
ছিঁড়িল না, ক্লান্ত হ'য়ে রহিলা পড়িয়া
হতভাগা মৃতপ্রায় শয্যার উপরে।
দস্যুগণ অভাগারে ধরাধরি করি
নিম্নতলে নিয়ে গেল, তথা হ'তে তারে
উঠাইয়া শিবিকায় গুপ্ত পথ দিয়া
নীরবে চলিয়া গেল অজ্ঞাতে সবার!

শিব-মন্দির।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্ব।

এ সংসার—কর্ম্ম-ভূমি, যে বীজ রোপিবে,
ফল তায় অনুরূপ লভিবে নিশ্চয়!—
—সে যে স্বস্ব কর্ম্মফল, অবশ্য বুঝিবে,
অদৃষ্ট তাহারি নাম,—অন্য কিছু নয়!

শিব-মন্দির।

কাব্য

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম সর্গ।

ঢাকা—পুরাণানাথাস; নুরদ্দীন হায়দরের প্রমোদ কানন]

শিব-মন্দির।

এ'স গো কল্পনে, এ'স এ হৃদি মন্দিরে,
তুমি মোর একমাত্র প্রাণের সঙ্গিনী!
পঞ্চমে বেঁধেছি বীণা,—গা'ব আজি আমি
সে সুধা-সঙ্গীত, যাহে পড়িবে ঝরিয়া
স্বর্গীয় পীযূষ ধারা—মৃত সঞ্জীবনী!
সেই সুর যবে দেবি ধীরে ধীরে ধীরে
প্লাবিয়া আকাশ তল, প্লাবিয়া ধরণী,
মোসলেম হৃদয়ে পশি তুলিবে স্পন্দন।

পতিত মোস্‌লেম জাতি তখনি লো দেবি,
উঠিবে জাগিয়া লভি নূতন জীবন। *
কনক বরণ-উষা ফুল-ভূষা পরি
আইল ধরণী তলে মৃদু মৃদু হে'সে!
সে হাসি ধরার বুকে পড়িল ছড়া'য়ে,
জাগিল প্রকৃতি এবে মনোহর বেশে!
এই মত কত উষা হাসা'য়ে কাঁদা'য়ে
বার বার, কত বার যায় আর আসে,—
—কত দিনে কত বর্ষে কত যে সপ্তাহে
কত যুগ যুগান্তরে কত বার মাসে!
আজিকার মত উষা আসে নি কখন,
এ'সেছিল একদিন কার্বালা প্রান্তরে,
সে উষা হোসেন-রক্তে করিয়া তর্পণ
রে'খে গেছে স্মৃতি-জ্বালা মোস্‌লেম-অন্তরে!
আবার এমতি উষা এ'সেছিল হায়,
পাণিপথে হল্‌দিঘাটে ধরি রুদ্র বেশ,
কুরুক্ষেত্র ভাসাইয়া অভির শোণিতে

* সঙ্গীত শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাগিণী গুলি যোগীদের ধ্যানের মত। ইহাদের কোন অঙ্গ হানি হইলে ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক রাগিণীরই এক একটি বিশেষ শক্তি আছে, যথা দীপকের অগ্নি প্রজ্জলন, মেঘ মল্লারের বৃষ্টি আনয়ন, ললিতের মৃতদেহে জীবন সঞ্চারণ ইত্যাদি।

দিয়াছিল উত্তরারে কি দারুণ ক্লেশ।
সেই উষা আজি হায় এসেছে আবার
না জানি হরিতে কার নয়নের মণি !
কোন্ দরিদ্রের ঘর করিয়া আঁধার
লুণ্ঠিয়া লইতে কার হীরকের খনি !
এ'স গো কল্পনে, দেবি এস সাবধানে,
দেখি যে'য়ে কি ঘটনা ঘটে কোন্ খানে !

সমাগত তিমিরারি বসুধার বক্ষ
রঞ্জিয়া কনক-রাগে পূর্ব্বাসার দ্বারে !
গাইছে ভজন পাখী শাখে শাখে বসি
লুকা'য়ে কানন-মাঝে পল্লব-আঁধারে।
একটি শিবিকা ল'য়ে অতি সন্তর্পণে
অষ্টজন ভীমবাহু শিবিকা-বাহক
সুরুদ্ধার পুষ্পোদ্যানে গুপ্ত পথ দিয়া
উতরিলা আসি পরীকূপের নিকটে।
উহাদের একজন কহিলা অপরে
সুরুদ্দীর নুণ খে'য়ে বল দেখি ভাই
কেমনে নিক্ষেপি তার প্রাণাধিক পুত্রে
পরীকূপে ? আমাদের হবে বংশ লোপ
নিশ্চয় এ পাপে, তারে ভ্রূকুটী করিয়া
উত্তরিল অন্যজন, "রে'খেদে ন্যাকামী
সুধীর চন্দ্রের অন্ন খাই মোরা এবে,

সে যাহা বলিবে, তাহা অবশ্য করিব,
তার কার্য্যে আমাদের কেন পাপ হ'বে ?
আলাউদ্দী কে মোদের ? তাহে হিন্দু মোরা
দেওয়ান মোদের প্রভু, তাহার আদেশ
না মানিলে, অধর্ম্ম যে হবে আমাদের,
অতএব বৃথা বাক্যে কাজ নাই এবে,
কর্ত্তব্য মোদের যাহা, কর্ সম্পাদন।
শিবিকা হইতে এবে করিয়া বাহির
ফেলেদে এ পরীকূপে সুরুদ্দী-নন্দনে ;
বিলম্ব হইলে কেহ দেখিতে ও পারে
দিবা ভাগে, নিজ কার্য্য কর্ সম্পাদন
অবিলম্বে, তা' না হ'লে ঘটিবে বিপদ।"
অন্য এক দস্যু তারে কহিল তখন
"যে কাজে দিয়েছ হস্ত, স্মরিলে সে কথা
কাঁপে হৃদি, শিহরিয়া উঠে এ পরাণ।
বল দেখি বিধাতার ক্রোধ-হুতাশনে
কেমনে অন্তিম কালে পাবে সবে ত্রাণ ?
মানবের আত্মা ল'য়ে পশুর মতন
কেমনে সাধিব ইহা ? ক্ষমা কর ভাই
এ নিষ্ঠুর কার্য্য মোরা নারিব সাধিতে।"
"আহা কি ধর্ম্মের পুত্র যুধিষ্ঠির তোরা,

আলারে শিবিকা হ'তে করিয়া বাহির
নিক্ষেপিল পরীকূপে, হতভাগা আলা
লীলার মুরতি খানি ভাবিতে ভাবিতে
খোদা রছুলের নাম করিয়া স্মরণ
ডুবিল জন্মের মত সেই পরীকূপে।
নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য সকরুণ
আকাশে দেবতাবৃন্দ উঠিল কাঁদিয়া।
চারিদিকে হাহাকার হইল উত্থিত,
তরু লতা ফুল ফল স্থাবর জঙ্গম
জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরমাণু
সকলেই "হায় হায়" করিতে লাগিল ;
জীবজন্তু পশু পাখী উঠিল কাঁদিয়া !
কি জানি কি দুর্ব্বিষহ ব্যথা রাশি নিয়ে
শোক-তপ্ত, সমীরণ হাহাকার করি
বহিল, প্রকৃতি দেবী কাঁদিতে লাগিলা
নীরবে আকুল চিত্তে গভীর বিষাদে।
বিলাপের মর্ম্মভেদী সকরুণ ধ্বনি
তটিনীর কল তানে হইল উত্থিত ;
বিষাদের ঘন কৃষ্ণ মসীমাখা ছায়া
মুহূর্ত্তে ছাইয়া গেল ধরণী অম্বর।
বিষাদে অরুণ দেব মুদিল নয়ন ;
বিধাতার সিংহাসন উঠিল কাঁপিয়া !

সে যাহা বলিবে, তাহা অবশ্য করিব,
তার কার্য্যে আমাদের কেন পাপ হ'বে ?
আলাউদ্দী কে মোদের ? তাহে হিন্দু মোরা
দেওয়ান মোদের প্রভু, তাহার আদেশ
না মানিলে, অধর্ম্ম যে হবে আমাদের,
অতএব বৃথা বাক্যে কাজ নাই এবে,
কর্ত্তব্য মোদের যাহা, কর্ সম্পাদন ।
শিবিকা হইতে এবে করিয়া বাহির
ফেলেদে এ পরীকূপে সুরুদ্দী-নন্দনে ;
বিলম্ব হইলে কেহ দেখিতে ও পারে
দিবা ভাগে, নিজ কার্য্য কর্ সম্পাদন
অবিলম্বে, তা' না হ'লে ঘটিবে বিপদ।"
অন্য এক দস্যু তারে কহিল তখন
"যে কাজে দিয়েছ হস্ত, স্মরিলে সে কথা
কাঁপে হৃদি, শিহরিয়া উঠে এ পরাণ ।
বল দেখি বিধাতার ক্রোধ-হুতাশনে
কেমনে অন্তিম কালে পাবে সবে ত্রাণ ?
মানবের আত্মা ল'য়ে পশুর মতন
কেমনে সাধিব ইহা ? ক্ষমা কর ভাই
এ নিষ্ঠুর কার্য্য মোরা নারিব সাধিতে !"
"আহা কি ধর্ম্মের পুত্র যুধিষ্ঠির তোরা,
তাই পাপে এত ভীত" বলি দস্যু-পতি

আলারে শিবিকা হ'তে করিয়া বাহির
নিক্ষেপিল পরীকূপে, হতভাগা আলা
লীলার মুরতি খানি ভাবিতে ভাবিতে
খোদা রছুলের নাম করিয়া স্মরণ
ডুবিল জন্মের মত সেই পরীকূপে।
নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য সকরুণ
আকাশে দেবতাবৃন্দ উঠিল কাঁদিয়া।
চারিদিকে হাহাকার হইল উত্থিত,
তরু লতা ফুল ফল স্থাবর জঙ্গম
জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরমাণু
সকলেই "হায় হায়" করিতে লাগিল ;
জীবজন্তু পশু পাখী উঠিল কাঁদিয়া !
কি জানি কি দুর্বিবষহ ব্যথা রাশি নিয়ে
শোক-তপ্ত, সমীরণ হাহাকার করি
বহিল, প্রকৃতি দেবী কাঁদিতে লাগিলা
নীরবে আকুল চিত্তে গভীর বিষাদে।
বিলাপের মর্ম্মভেদী সকরুণ ধ্বনি
তটিনীর কল তানে হইল উত্থিত ;
বিষাদের ঘন কৃষ্ণ মসীমাখা ছায়া
মুহূর্ত্তে ছাইয়া গেল ধরণী অম্বর।
বিষাদে অরুণ দেব মুদিল নয়ন ;
বিধাতার সিংহাসন উঠিল কাঁপিয়া !

শিব-মন্দির।

মুহূর্ত্তেকে দস্যুপতি বিদ্যুত গতিতে
দেওয়ান-সমীপে যে'য়ে কহিল সম্ভ্রমে
"সকলি করেছি শেষ; কূপের ভিতরে
ফেলিয়া এসেছি তারে।" শুনি এ সংবাদ
আনন্দে তাহার হৃদি উঠিল নাচিয়া,
কহিলা সে মৃদুস্বরে পাষণ্ড সকলে
"যাও দ্রুত, রাজ মিস্ত্রী আনিয়া এখনি
মন্দির গঠন-কার্য্যে কর নিয়োজিত;
যে প্রকারে হ'ক আজি গড়িতে হইবে
শিবের মন্দির এই কূপের উপরে।
শুভক্ষণ দে'খে আমি অদ্যই নিশিতে
শিব মূর্ত্তি সে মন্দিরে করিব স্থাপন।
ইষ্টক সূড়্কি চূণ সকলি প্রস্তুত,
শুভকার্য্যে বহুবিঘ্ন, যাও দ্রুত এবে,
মন্দির গঠিতে হবে আজি সারা দিনে।"
প্রণমিয়া সে কৃতঘ্ন পাষণ্ড বর্ব্বরে
"যে আজ্ঞা" ব'লয়া সবে করিলা প্রস্থান।
পাপিষ্ঠ তখনি যে'য়ে ইন্দুপ্রভা কাছে
কহিলা "সকল কার্য্য করেছি সমাধা,
মন্দির গঠিতে বাকী কূপের উপরে,
তাহাও হইবে শষ আজি সারা দিনে!
আলারে পুতেছি সেই কূপের ভিতরে।

ঘর বাড়ী সবি মোর,—ভয় কারে আর ?
এ রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর আমি,
ধন রত্ন সুরুন্দীর যাহা কিছু আছে
এ জগতে, আজি হ'তে সকলি আমার।
লীলাবতী ছিলা তথা, শুনি সব কথা
উঠিলা শিহরি হায়, শোকে দুঃখে তার
কাঁদিয়া উঠিল হৃদি ঘোর হা হুতাশে।
অতীতের কত কথা উঠিল জাগিয়া
হৃদে তার, দুঃখিনীর প্রাণের ভিতরে
নীরবে বহিয়া গেল ঝঞ্ঝা দুর্নিবার।
আলার এ শোচনীয় পরিণাম হে'রে
মুহূর্ত্তে সে অভাগিনী হ'ল উন্মাদিনী,
অশ্রুতে ভরিয়া গেল আঁখি দুটি তার ;
মুখখানি মৃতবৎ হইল তখনি,
শোণিতের চিহ্ন তাহে রহিল না আর !
কোমল হৃদয় তার গেল ভেঙ্গে চুরে,
দুঃখিনী মলিন মুখে গভীর বিষাদে
নীরবে উঠিয়া গেল ত্যজিয়া সেস্থান।
ইন্দুর হৃদয় খানি দুরু দুরু করি
উঠিল কাঁপিয়া, বামা কহিলা স্বামীরে
যে পাপ ক'রেছি আজি, ভয় হয় মনে
বিধাতা নিশ্চয় এর দিবে প্রতিশোধ।"

সুধীর কহিলা পুনঃ তুমিইত মোরে
করেছিলে উত্তেজিত এই পাপ কার্য্যে
বহু দিন, তুমি যদি না বলিতে মোরে
কভু না যে'তেম আমি একার্য্য সাধিতে।
দিন নাই, রাত নাই সর্ব্বদাই তুমি
বলেছ "আলারে বধি ঐশ্বর্য্য তাহার
লভিতে, এখন কেন বলিছ ও কথা?"
উত্তরিলা ইন্দুপ্রভা মলিন বদনে
"তা' ঠিক, পাপিষ্ঠা আমি, আজি সেই ভয়ে
দুরু দুরু কাঁপিতেছে হৃদয় আমার।
বিধাতার রাজ্য মাঝে লিপ্ত হ'লে পাপে
বিনা দণ্ডে কার সাধ্য পে'তে অব্যাহতি?
অবশ্য হইবে দণ্ড, দণ্ড-দাতা তিনি
তারি ন্যায় তুলাদণ্ডে সূক্ষ্ম সুবিচারে
আজি হ'ক কালি হ'ক নিশ্চয় পাপের
প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবে ভুগিতে।
কার সাধ্য তার হস্ত এড়াইতে পারে
এ জগতে? না বুঝিয়া পাপ করি মোরা;
পুণ্যাত্মারে পুরস্কার পাপাত্মারে দণ্ড
ইহাই নিয়ম তার ইহ পরকালে।"
"যা হবার হইয়াছে" কহিলা সুধীর
"যে কার্য্যে দিয়াছি হস্ত, সমাপিতে হবে।

ভাবিলে কি হ'বে আর?—বিলম্বিলে ক্ষতি,
হয়ত একথা কেহ জানিতে পারিলে,
বিষম বিপদে মোরা পড়িব নিশ্চয়।
আজি হ'তে নিরুদ্দেশ হইয়াছে আলা,
এ কথা রটিয়ে দিব সকলের কাছে,
ভবিষ্যতে যেন কেহ বিরুদ্ধে আমার
না পারে বলিতে কিছু, বিশেষ সতর্ক
থাকিতে হইবে মোর; কাহারো নিকটে
ভ্রমেও বলনা তুমি, দেখি যে'য়ে এবে
মন্দিরের কি পর্য্যন্ত করেছে তাহারা;
আমি না থাকিলে কাছে, শৌথিল্য করিয়া
বিলম্বিতে পারে সবে, নিজে না দেখিলে
নিজ কার্য্য, সুসম্পন্ন হয় কি কখন?
মন্দির গঠিতে হ'বে কূপের উপরে
অতি ত্রস্তে, শিব মূর্ত্তি করিতে স্থাপন।"
মুহূর্ত্তে সুধীর চন্দ্র পুষ্পোদ্যানে যেয়ে
দেখিলা বিংশতি রাজ মন্দির গঠনে
নিয়োজিত; সুধাইলা সুধীর তাদেরে
"কতক্ষণে এ মন্দির হইবে গঠিত?"
একজন সসম্ভ্রমে কহিল তখন
"দুদিনের কমে মোরা নারিব গঠিতে
এ মন্দির, অবিরত দিন রাত খে'টে।"

আবার সুধীর চন্দ্র কহিলা তাদেরে
"যত শীঘ্র পার, ইহা কর বিনির্ম্মিত
প্রাণ পণে, পুরস্কৃত করিব সবারে।
দ্বিগুণ উৎসাহে সবে আরম্ভিল কার্য্য,
আনন্দে সুধীর চন্দ্র কূপের চৌদিকে
ভ্রমিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে লাগিলা
কার্য্যগুলি ; দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।

দুই দিনে বহু শ্রমে হইল গঠিত
সে মন্দির, সুধীরের হৃদয়-কন্দরে
আনন্দ ধরেনা আর, পুষ্প তরু গুলি
নানা বিধ, চারিদিকে টবের উপরে
মন্দিরের, সুমধুর বাদ্যের নিক্কণে
ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হইতে লাগিল
চারিদিক ; সমুল্লাসে পূরিল সে পূরী।
পূজারি ব্রাহ্মণ এ'সে পরম যতনে
স্থাপিলা ত্র্যম্বক মূর্ত্তি মন্দির ভিতরে।
নানাবিধ পুষ্পদামে—সুরভি চন্দনে
পূজি সেই শিবমূর্ত্তি, ভিখারী নির্ধনে
প্রদানিলা বহু অর্থ পাপিষ্ঠ সুধীর ;
নরাধম বহু যত্নে অসংখ্য ব্রাহ্মণে
সন্তোষিলা নানাবিধ সামগ্রী সম্ভারে

দিনান্তে সন্ধ্যার পর হইয়া সজ্জিত
সুধীরের ভগ্নী জায়া, দাসদাসী সনে
চলিলা প্রফুল্ল হৃদে শিবের মন্দিরে ;
আদেশিলা ইন্দুপ্রভা একটি দাসীরে
"যাও শীঘ্র বল যে'য়ে লীলারে এখনি
আসিতে মোদের সনে পূজিতে শঙ্করে।"
আদেশ পাইবা মাত্র সানন্দ হৃদয়ে
এ ঘরে ও ঘরে দাসী খুঁজিতে লাগিলা
লীলারে, কোথাও আহা না পে'য়ে তাহারে,
ক্ষুণ্ণ প্রাণে অভাগিনী অতি দ্রুতবেগে
কহিলা যাইয়া তার জননী সমীপে।
ইন্দুপ্রভা ব্যস্ত হ'য়ে গেলা চলি দ্রুত
খুঁজিতে কন্যারে তার এ ঘরে ও ঘরে।
কোথা লীলা ?—শূন্য ঘর তন্ন তন্ন করি
সব স্থান অন্বেষিলা জননী তাহার।
কোন স্থানে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে
বলিলা স্বামীরে যে'য়ে ; বিষাদে সুধীর
নানাস্থানে বহুলোক করিলা প্রেরণ
মুহূর্ত্তেকে, সকলেই আসিল ফিরিয়া ;
লীলারে কোথাও কেহ পে'লনা খুঁজিয়া।
বিষাদের কাল রেখা ছাইল মুহূর্ত্তে
সকলেরি মুখে, গাঢ় শোকের আঁধারে

শিব-মন্দির।

আচ্ছন্ন হইল পুরী : কে জানিত আগে
আনন্দে এ নিরানন্দ, অমৃত-সাগরে
উঠিবে এমনি ভাবে ভীষণ গরল!
সুধীর বিমগ্ন হৃদে সঙ্গে ল'য়ে সবে
গেলা চলি পুষ্পোদ্যানে শিবের মন্দিরে।
বিষাদের তীব্র জ্বালা লইয়া হৃদয়ে
প্রণমিলা শিবমূর্ত্তি একে একে সবে।
ইন্দুপ্রভা দাঁড়াইয়া শিবের সম্মুখে
যুক্তকরে, শোকাবেগে কহিতে লাগিলা
"মহেশ্বর, এতদিনে হ'ল শিক্ষা মোর
না বুঝে পরের মন্দ করিতে যাইয়া
আপনারি অমঙ্গল এনেছি ডাকিয়া;
ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়ি সারাটি জীবন
বুঝিতে পারিনি আমি যে তত্ত্ব গভীর,
চিনিতে পারিনি আমি তব যে স্বরূপ,
দুদিনে বুঝেছি তাহা,—চিনেছি তোমারে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পর উপকার
মহাব্রত, এ জীবনে করিনি তা' কভু,
হিংসানলে জ্বলে সদা স্বার্থের লাগিয়া
পরের অনিষ্ট ক'রে সারাটি জীবন
আপনারি সর্ব্বনাশ করিনু সাধন।
পুণ্য কি, জানিনে প্রভো এ পাপ জীবনে

পাপের উপরে আজি স্থাপিয়া তোমারে
প্রতিফল হাতে হাতে পাইনু তাহার।
আমার পুত্রের মত, পুত্র যে তাহার,
আমার এ পুত্রে আমি যত ভালবাসি,
তাহার মাতাও তারে তত ভালবাসে,
তবে কেন মায়া-মোহে রাক্ষসীর প্রায়
আমার পুত্রের লাগি বধিনু এ ভাবে
পুত্রে তার? স্মরি তাহা ফেটে যায় হৃদি,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভুগিনু এখন।
এর চেয়ে পুত্র মোর দীন হীন বেশে
ভিক্ষা ক'রে খে'ত যদি, তাও ছিল ভাল,
হে শঙ্কর, সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বদর্শী তুমি,
অজ্ঞানের জ্ঞান-চক্ষু দেও তুমি খুলি ;
না বু'ঝে মানবগণ পাপ মোহে পড়ি
আপনারি ধ্বংস-কূপ খনে সর্ব্বক্ষণ !
কে পিতা কে পতি ভ্রাতা, কে কন্যা কে জায়া
কে জননী কে ভগিনী ?—সব মিথ্যা ভবে !
মায়ার জগতে দেব, মায়ারি এ খেলা,
এ জগৎ দুদিনের, কেহ নহে কার,
কে আপন কেবা পর ? মিথ্যা কথা সব !
সমগ্র মানবজাতি এ ভব মণ্ডলে
একই পিতার পুত্র, ভ্রান্ত নরগণ

না বুঝে সে মহা তত্ত্ব, মায়ার কুহকে
আত্ম পর ভেদ গণি হিংসানলে জ্বলি,
আপনারি সর্ব্বনাশ করিছে সাধন।
হে ত্র্যম্বক, পাপী আমি, ক্ষমিও আমারে"।
ইন্দুপ্রভা কেঁদে কেঁদে পড়িলা লুণ্ঠিয়া
শিবের চরণ তলে, কাঁদিতে লাগিলা
হতাশ হৃদয়ে সবে, অশ্রু-প্রস্রবণ
উঠিল ফুটিয়া সেই শিবের মন্দিরে।
বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে ভগ্নপ্রাণ নিয়ে
ফিরিয়া আসিলা সবে আপন প্রাসাদে;

নুরুদ্দিন, কোথা তুমি? দেখ এসে আজি
তোমারি বংশের সেই উজ্জ্বল প্রদীপ
এ জন্মের মত হায় হইল নির্ব্বাণ;
তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের মণি
কণ্ঠের হীরক-হার জনমের মত
অই পরী-কূপে প'ড়ে হ'ল অন্তর্দ্ধান;
যার লাগি তুমি সদা থাকিতে ব্যাকুল,
যাহার মুখের হাসি হেরিলে বারেক
আনন্দে তোমার হৃদি উঠিত নাচিয়া;
যাহার মলিন মুখ হৃদয়ে তোমার
তুলিত ভীষণ ঝড়, হেরি অশ্রু যার

তোমার নয়ন যে'ত অশ্রুতে ভরিয়া ;
আপনি না খে'য়ে যারে ক্ষীর ছানা ননী
খে'তে দিতে ; কেঁদে কেঁদে তীর্থ যাত্রা কালে
দেওয়ানের হস্তে যারে গিয়াছিলে সঁপে,
দেখ এসে তোমার সে পুত্র প্রাণাধিক
আলাউদ্দী,—প্রস্ফুটিত গোলাপের মত
ছিল যেই, হাসি রাশি শোভিত যাহার
স্মিত মুখে, হায় সেই স্বর্ণ-পুতুল
তোমারি সে দেওয়ানের ছলে ও কৌশলে
মৃত্তিকার তলে আজি হইল প্রোথিত।
তাহারি কঙ্কাল পরে সেই নরাধম
রাজত্বের ভিত্তি তার করিল স্থাপন।
কি আর বর্ণিব আমি,—অচল লেখনী,
ঝরে অশ্রু, আজি তাহা করিলে স্মরণ!
জগতে যে পাপ কেহ করেনি কখন,
সেই পাপ অনুষ্ঠিত হইল এখানে!
নুরুদ্দিন, কোথা তুমি ?—দেখ এসে হায়
বলিতে বিদরে হৃদি, তব সে পুত্রের
পবিত্র কঙ্কাল পরে,—তারি ভস্ম স্তূপে
বহু যত্নে—তোমারি সে দেওয়ান কর্তৃক
এ **শিব-মন্দির** আজি হইল গঠিত!

শিব-মন্দির।

মন্দিরের সব কার্য্য সারি একে একে
সকলেই স্ব স্ব স্থানে করিলা প্রস্থান!
একটিও জনপ্রাণী রহিল না আর
সেই স্থানে; নিশীথিনী চলিল বহিয়া
অজানিত কোন্ দেশে কাহার উদ্দেশে;
গভীর নির্জ্জন স্থান; শুধু সমীরণ
শণ্ শণ্ শণ্ রবে যাইছে বহিয়া;
প্রেতগুলি যেন মরি "হিহি হিহি" করি
করিতেছে ছুটা ছুটি সমীরের ছলে।
যামিনী ত্রিযামা এবে, দুটি তপস্বিনী
গেরুয়া বসন পরা, ভস্মে আচ্ছাদিত
স্বর্ণোজ্জ্বল কলেবর,—পুণ্যের মূরতি।—
—অতি সন্তর্পণে দোঁহে আইলা নীরবে
মন্দিরের সন্নিকটে; রহিলা দাঁড়ায়ে
বৃদ্ধা তপস্বিনী মরি পশ্চাতের দিকে।
অন্যটি পনর বর্ষ বয়স্কা বালিকা—
—দেবী-মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে হ'য়ে অগ্রসর,
কতগুলি পুষ্প রে'খে মন্দিরের পদে
কাহার উদ্দেশে, ঘোর আত্মহারা প্রাণে
কূপের রোয়াক পরে বসিলা যাইয়া
হাটু গে'ড়ে, চক্ষু মুদি গাইলা মধুরে
একটি করুণ গীত গভীর বিষাদে

কোন্ দেশে গেছ নাথ,
জানিনে তা' কতদূর।
পাতালে কি সুরলোকে কভু তা দেখিনি চোখে,
কেমনে যাইব তথা,
আমি যে অন্ধ আতুর।

যোগিনীর চক্ষু হ'তে দুই অশ্রুধারা
সুবর্ণ-কপোল বে'য়ে পড়িল ঝরিয়া।
সোণার কুমুদ আহা প্রভাত-শিশিরে
ভিজিয়া, মলিন মুখে পড়িল ঢলিয়া!
সমস্ত দেহটি তার কাঁপিতে লাগিল
শোকাবেগে, স্থির ভাবে বসিয়া দুঃখিনী
আবার গাইলা শোক উচ্ছ্বসিত প্রাণে!

কোন দেশে গেছ নাথ,
জানিনে তা কতদূর।
পাতালে কি সুরলোকে, কভু তা' দেখিনি চোখে
কেমনে যাইব তথা,
আমি যে অন্ধ আতুর!
শোক দুঃখ মর্ম্ম ব্যথা, এ দেশেরি মত সেথা?—
—অথবা সে দেশ হায়,
আনন্দে কি ভরপূর?

* মুলতান রাগিণীতে গেয়।

কোন্ দেশে গেছ নাথ,
জানিনে তা কতদূর!

বর্ষিয়সী তপস্বিনী ডাকিলা মধুরে
"জাহানারা, আর কত?—উঠমা এখন!"
বালিকা নিশ্বাস ছাড়ি উঠি শশব্যস্তে
চলিলা পশ্চাতে তার সজল নয়নে।
দেখিতে দেখিতে মরি চক্ষের নিমিষে
উভয়ে মিশিয়া গেল আঁধারের সনে!
জানিনে কোথায় গেল,—কোন্ দূর দেশে,
ভূতলে পাতালে স্বর্গে সাগরের নীরে,
অথবা কি অভ্রভেদী হিমাদ্রির শিরে,
কেহ তারে দেখিল কি আর এ জীবনে?

দ্বিতীয় সর্গ।

[ঢাকা—পুরাণানাথাস ; সুধীরচন্দ্রের প্রাসাদ ; সুধীর, ইন্দুপ্রভা, ধীরেন্দ্র, হেকিম প্রভৃতি]।

প্রায়শ্চিত্ত।

সুধীরের গৃহে আজি বিষাদের ছায়া ;
নাহি হাসি ; আনন্দের উচ্চ কলরব
নাহি আজি কারো মুখে, ব্যস্ত আজি সবে
সবিসাদে,—ধীরেন্দ্রের হ'য়েছে কলেরা।
প্রবীণ হেকিম বৈদ্য রয়েছে বসিয়া
ধীরেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে, প্রতি দণ্ডে দণ্ডে
ঔষধ দিতেছে তারে ; কি হয় কি হয় ;
ভাবিছে সবাই আজি প্রতি পলে পলে।
ধীরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর গিয়াছে বসিয়া।
শুষ্ক মুখ নীলবর্ণ, ওষ্ঠ ঘোর কাল
ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, নয়ন যুগল
প্রভাহীন ; হৃদয়ের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল।
হিমাঙ্গ, বিলুপ্ত নাড়ী ; এ পাশ ও পাশ
করিতেছে মুহুর্মুহু, ঘোর পিপাসায়
বলিতেছে "জল জল" মিনিটে মিনিটে।
বিকারের রোগী প্রায় ধীরেন্দ্র হঠাৎ
"মা" ব'লে চীৎকার দিয়া বিহ্বল হৃদয়ে

উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলা সজোরে।
সুধীর ধরিয়া তারে শয্যার উপরে
শোয়া'য়ে রাখিলা ধীরে ; ঝর ঝর করি
ঝরিতে লাগিল অশ্রু নয়নে তাহার।
ইন্দুপ্রভা ছিলা বসি যবনিকা পাশে,
ধীরেন্দ্রের ডাক শুনি উন্মাদিনী প্রায়
"কি বাবা ?" বলিয়া বেগে আসিলা ছুটিয়া
ধীরেন্দ্রের শয্যা পরে ; সজল নয়নে
"ধীরেন ধীরেন" বলে ডাকিতে লাগিল
ইন্দুপ্রভা, একবার মেলিয়া নয়ন
চাহিলা ধীরেন্দ্র কষ্টে জননীর দিকে।
আবার মুদিলা চক্ষু ; মুহূর্ত্তেক পরে
আবার চীৎকার দিয়া কহিতে লাগিল
"পাপ—পাপ, মহাপাপ, উচ্চ হ'তে জোরে
কে জানি কহিছে অই রক্তিম লোচনে
প্রায়শ্চিত্ত দিতে হ'বে আমার এ প্রাণ—
—প্রাণের বদলে প্রাণ, নতুবা নিস্তার
নাহি আর ; পাপ পাপ, মহাপাপ ভবে।"
নীরবিল রুগ্ন শিশু, মুখে যেন তার
আতঙ্কের মহাচিহ্ন হ'ল প্রকটিত,
আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠিল চীৎকারি
"মা, মা কোথা গেলি তুই ? দেখ এসে অই

ও—কি, ও—কি ? ও যে আলা, শিব-মন্দিরের
নিম্ন হ'তে খড়গহস্তে উঠিয়া সক্রোধে
এক লম্ফে আমারে সে এসেছে মারিতে।
আমি কি ক'রেছি ওর ?—ছে'ড়ে দে আমারে,
পিতা পাপী—মাতা পাপী, পাপে ভরা ধরা,
আমি ত করিনি কিছু ? মা-গো কোথা তুই,
দেখ্ চে'য়ে আলা এ'সে মা-রিল আ-মারে"
বলিয়া ধীরেন্দ্র হায় হ'ল অচেতন।
মুহূর্ত্তে জননী তার কাঁদিতে কাঁদিতে
"এই আমি" ব'লে তারে ধরিলা জড়া'য়ে
ঘোর উন্মাদিনী প্রায়, সুধীর নীরবে
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল
বক্ষ তার, ক্ষিপ্র হস্তে হেকিম তখনি
পরীক্ষিয়া ধীরেন্দ্রের নাড়ী বক্ষস্থল,
সূচি দিয়া মস্তকের চর্ম্মভেদ করি
কি যে এক মহৌষধি দিলা সাবধানে।
ইন্দু প্রভা কেঁদে কেঁদে উঠিয়া বিষাদে
ম্লান মুখে জিজ্ঞাসিলা সুধীরে তখন
"শিব পূজা, কালী-পূজা হয়েছে কি শেষ ?"
বিষাদে সুধীর চন্দ্র করিলা উত্তর
"না ইন্দু, এখনো তা' হয় নাই শেষ।"

শিব-মন্দির।

উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলা সজোরে।
সুধীর ধরিয়া তারে শয্যার উপরে
শোয়া'য়ে রাখিলা ধীরে ; ঝর ঝর করি
ঝরিতে লাগিল অশ্রু নয়নে তাহার।
ইন্দুপ্রভা ছিলা বসি যবনিকা পাশে,
ধীরেন্দ্রের ডাক শুনি উন্মাদিনী প্রায়
"কি বাবা ?" বলিয়া বেগে আসিলা ছুটিয়া
ধীরেন্দ্রের শয্যা পরে ; সজল নয়নে
"ধীরেন ধীরেন" বলে ডাকিতে লাগিল
ইন্দুপ্রভা ; একবার মেলিয়া নয়ন
চাহিলা ধীরেন্দ্র কষ্টে জননীর দিকে।
আবার মুদিলা চক্ষু ; মুহূর্ত্তেক পরে
আবার চীৎকার দিয়া কহিতে লাগিল
"পাপ—পাপ, মহাপাপ, উৰ্দ্ধ হ'তে মোরে
কে জানি কহিছে অই রক্তিম লোচনে
প্রায়শ্চিত্ত দিতে হ'বে আমার এ প্রাণ !—
—প্রাণের বদলে প্রাণ, নতুবা নিস্তার
নাহি আর ; পাপ-পাপ, মহাপাপ ভবে।"
নীরাবল রুগ্ন শিশু, মুখে যেন তার
আতঙ্কের মহাচিহ্ন হ'ল প্রকটিত,
আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠিল চীৎকারি
"মা, মা কোথা গেলি তুই ? দেখ্ এ'সে অই,—

ও—কি, ও—কি ? ও যে আলা, শিব-মন্দিরের
নিম্ন হ'তে খড়গহস্তে উঠিয়া সক্রোধে
এক লম্ফে আমারে সে এসেছে মারিতে।
আমি কি ক'রেছি ওর ?—ছে'ড়ে দে আমারে.
পিতা পাপী—মাতা পাপী, পাপে ভরা ধরা,
আমি ত করিনি কিছু ? মা-গো কোথা তুই,
দেখ্ চে'য়ে আলা এ'সে মা-রিল আ-মারে"
বলিয়া ধীরেন্দ্র হায় হ'ল অচেতন।
মুহূর্ত্তে জননী তার কাঁদিতে কাঁদিতে
"এই আমি" ব'লে তারে ধরিলা জড়া'য়ে
ঘোর উন্মাদিনী প্রায়, সুধীর নীরবে
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল
বক্ষ তার, ক্ষিপ্র হস্তে হেকিম তখনি
পরীক্ষিয়া ধীরেন্দ্রের নাড়ী বক্ষস্থল,
সূচি দিয়া মস্তকের চর্ম্মভেদ করি
কি যে এক মহৌষধি দিলা সাবধানে।
ইন্দু প্রভা কেঁদে কেঁদে উঠিয়া বিষাদে
ম্লান মুখে জিজ্ঞাসিলা সুধীরে তখন
"শিব পূজা, কালী-পূজা হয়েছে কি শেষ ?"
বিষাদে সুধীর চন্দ্র করিলা উত্তর
"না ইন্দু, এখনো তা' হয় নাই শেষ।"

ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে ইন্দু কহিতে লাগিল।
"মা কালি—মঙ্গলদাত্রী, রক্ষা কর মোর
ধীরেনে, দুঃখিনী আমি দেহ পদাশ্রয়।
হে শম্ভু শঙ্কর শিব, দেব ত্রিপুরারি
শূলপাণি মহেশ্বর, তুমি শিব দাতা,
অশিব তোমার নামে কেন আসে প্রভু?
না-না, মহাপাপী আমি, পাপের উপরে
না বুঝিয়া মহাদেব করেছি স্থাপন
তোমারে, বুঝিবা হায় সেই অপরাধে
আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে সাধন।
লীলা গেল, প্রাণাধিক ধীরেন আমার
সে ও হায় যাইতেছে দেব, কেমনে বাঁচিব
আমি অভাগিনী হায়? নেও মোর প্রাণ
শূলপাণি, তব অই শূলের আঘাতে
বিদীর্ণ করিয়া এই হৃদয় পঞ্জর।"
ধীরেন্দ্র মুহূর্ত্ত পরে মেলিয়া নয়ন
কহিল কাতর ভাবে "বড় তৃষ্ণা মাগো।"
আনন্দে মায়ের হৃদি উঠিল নাচিয়া,
ফুটিল ভক্তির উৎস, শিবের উদ্দেশে
প্রণমিয়া, ইন্দুপ্রভা কহিলা কাতরে
মহাদেব, রক্ষা কর ধীরেনে আমার।"
দুঃখিনী বিদ্যুত বেগে উঠিয়া তখনি

একটুকু জল দিলা ধীরেন্দ্রের মুখে ;
এই ভাবে দণ্ড দুই হইল অতীত,
পোহায়ে আসিল নিশি, ছাইল শ্বেতাভা
নীলাকাশে, তারাদল হ'ল প্রভাহীন।
প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু বহিল বিষাদে
ধীরে ধীরে, অকস্মাৎ ধীরেন্দ্র আবার
হইল চেতনাহীন, হৃদ-পিণ্ড তার
চলিতে লাগিল দ্রুত, দণ্ডেকের পরে
স্তব্ধ হয়ে গেল তাহা, প্রাণ-বায়ু তার
শেফালী বাসের মত জনমের তরে
মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল ঊষার বাতাসে।
ধীরেন্দ্রের প্রাণশূন্য দেহ খানি হায়
সুবর্ণ-পুতুল সম রহিল পড়িয়া
শয্যা-পরে। ভগ্ন প্রাণে কাঁদিতে লাগিলা
বিষাদে সুধীর চন্দ্র পড়িয়া ভূতলে।
ইন্দুপ্রভা দ্রুতবেগে "হায় হায়" বলি
উন্মাদিনী প্রায় যে'য়ে শিবের মন্দিরে
পড়িলা হতাশ প্রাণে আছাড় খাইয়া।
"হে শঙ্কর শূলীশম্ভু দেব ত্রিপুরারি
এ আবার কি করিলে?" বলিয়া দুঃখিনী
কুটিতে লাগিলা মাথা শিবের সম্মুখে।
কে কার অনিষ্ট করে? পরের অনিষ্ট

যে করে এ ধরাধামে, ধর্ম্মের বিচারে
নিজের অনিষ্ট তার হয় সদা আগে।
মূর্খ নর বুঝিয়াও নাহি বোঝে তাহা,
বিধাতার রাজ্য মাঝে পাপ কার্য্য করি
সারিতে পারেনা কেহ, বিধাতা পাপীর
দণ্ডদাতা, কার সাধ্য তার হস্ত হ'তে
অব্যাহতি পেতে পারে এ বিশ্ব মাঝারে ?
নিশ্চয় পাপের দণ্ড দেন তিনি সবে।
এ সংসার-কর্ম্মক্ষেত্র, যে যেমন বীজ
রোপিবে এখানে, ফল পাইবে তেমনি।
ভ্রমান্ধ মানব তাহা বুঝেও বোঝে না,
অবশেষে দণ্ড পেয়ে নিজ কর্ম্ম দোষে
মূর্খ প্রায়, অনর্থক দোষে বিধাতারে ;
আপনার দোষ কেহ দেখেনা সংসারে।

তৃতীয় সর্গ।

[হিমালয়ের উপত্যকা- ; তপস্বীদের আশ্রম ;
রোগীর শুশ্রূষা]

অভ্রভেদী-হিমগিরি তুষার মণ্ডিত
ঊর্দ্ধশির—পরশিছে সুনীল অম্বর !
তরঙ্গিত শৃঙ্গ গুলি শোভার ভাণ্ডার,—
—অদ্রির উপরে অদ্রি কত মনোহর।
পাদ-দেশে অতি সুশ্রী উপত্যকা পরে
চন্দন পিয়াল শাল কত জাতি তরু
শ্রেণী মত, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ঝোপে গুলি
সুশোভিত নানা বর্ণ কুসুমের হারে !
শ্বেত নীল রক্ত পীত রত্ন গুলি যেন
বিছায়ে রেখেছে কেহ প্রকৃতি-ভাণ্ডারে !
দু একটি মৃগ মরি এ দিকে ও দিকে
করিতেছে ছুটাছুটি নয়ন রঞ্জন !
স্থানে স্থানে বৃক্ষ চূড়ে নানা বর্ণ পাখী
উড়িছে বসিছে, কেহ গাইছে মধুরে !
এ নির্জ্জন শোভাময়ী প্রকৃতির কোলে
কত মধু মাখা সেই বিহগ কূজন !
হিমাদ্রির কটিদেশে দু একটি মেঘ

শিব-মন্দির।

বায়ু বেগে কি সুন্দর করে ছুটাছুটি !
নিরখি তা' বিধাতার অসীম শক্তির
কত যে অজ্ঞেয় কথা উঠে হৃদে ফুটি !
স্থানে স্থানে এ নির্জ্জন হিমাদ্রি-গহ্বরে
দু একটি জটাধারী তপস্বী প্রবর
ধ্যানে রত, বাহ্য জ্ঞান বিরহিত সব।
নাহি চিন্তা—নাহি ভয়' গুহার সম্মুখে
জ্বলিছে অনল কুণ্ড, ময়ূর ময়ূরী
গাছে গাছে কি সুন্দর আনন্দে মাতিয়া
নাচিছে, পেখম তুলি করি কেকা রব।
মুহূর্ত্ত বসিলে হেথা অশান্তি না থাকে,
এমন শান্তির স্থান নাহি বুঝি ভবে !
কোন স্থান মুখরিত প্রতি যামে যামে
যোগীদের মধুমাখা সঙ্গীতের রবে।
নিকটেই হ্রদ এক, সৈকতে তাহার
সরালী, বগোদি, বক সেরা নারকেলী
বালিহংস, কত পাখী উড়িছে বসিছে
ঝাকে ঝাকে, জল'পরি কুমুদ কহ্লার
নানা বর্ণ মনোহর জলজ কুসুম
শোভিছে ; সুরম্য হ্রদ—চারিদিকে তার
সেগুন চন্দন বৃক্ষ আছে দাঁড়াইয়া
সারি সারি—সুসজ্জিত প্রহরীর প্রায় !

আরণ্য কুসুম গুলি রয়েছে ফুটিয়া
তরুশিরে, কলিগুলি লতায় লতায় !

হিমাদ্রির ক্ষুদ্র এক গুহার ভিতরে
শায়িত একটি যুবা তৃণ শয্যা পরে ;
বহুদিন ভুগে ভুগে নানাবিধ রোগে
দেহ তার অতি ক্লিষ্ট, তিনবর্ষ আজ
এসেছে সে এই স্থানে ; এখানে আসিয়া
আবার সে সাংঘাতিক বাতব্যাধি রোগে
হয়েছে আক্রান্ত, মরি জীবন তাহার
কালের করাল গ্রাসে পতিত এখন।
যুবক বিষণ্ণ হৃদে রয়েছে চাহিয়া
বাহিরের দৃশ্য পানে নয়ন তাহার
সজল, অতীত স্মৃতি উঠিছে ভাসিয়া
ধীরে ধীরে, তার সেই আকুল পরাণে !
দেখিলা যুবক, দূরে তপস্বীর বেশে
যুবা এক আসিতেছে তারি গুহা পানে
ধীরে ধীরে, সঙ্গে তার তিনটি বালক—
গৌর বর্ণ, অতি সুশ্রী তপস্বীর বেশে !
আগন্তুক তপস্বীরে নিরখি সে যুবা
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলা অতি মৃদু স্বরে
"নাজেমদ্দি, কোথা হ'তে এলে এইবেশে ?
উত্তরিলা নাজেমদ্দী "এই বেশে আমি

নানা স্থান ঘুরে ঘুরে আর্ত্ত বিপন্নের
করি সেবা ; এ জীবন ক'রেছি উৎসর্গ
জগতের হিতে, মম নাহি কোন আশা,
ব্রত মম বিপন্নের অশ্রু বিমোচিয়া
এক মাত্র জগতের কল্যাণ সাধন।
দিল্লী আগ্রা ফৈজাবাদ ঘুরিয়া ফিরিয়া
নানা স্থানে যথা-সাধ্য করেছি মোচন
বিপন্নের অশ্রু বারি, প্রাণ যদি যায়
তবু আমি মুহূর্ত্তেক করিনা উপেক্ষা
ব্রতে মম, যেই দিন ক'রেছি শ্রবণ
নৈনিতাল-বিপণীতে কোন লোক মুখে
বাতব্যাধি রোগে তুমি রয়েছ পড়িয়া
গুহা মাঝে, সেই হ'তে হৃদয়ে আমার
নাহি সুখ, তাই আমি এসেছি এখানে
তব শুশ্রূষার তরে, কও সদু * মামা
এ ঘোর দুর্দ্দশা তব হইল কেমনে ?"
"সকলি খোদার ইচ্ছা" কহিলা কাতরে
সদরুদ্দী, নেত্র দুটি নত জল ভারে।
আবার সদর তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"এ তিন বালকে তুমি কোথা পে'লে বাবা ?"

সদু = সদরুদ্দীন হায়দর

উত্তরিলা নাজেমদ্দী অঙ্গুলি সঙ্কেতে
দেখা'য়ে বালকে এক, "দিল্লীতে যখন
ছিনু আমি, এর পিতা ভেবেছিল মনে
সংজ্ঞাহীন পুত্রে দে'খে মৃত্যুর কবলে
পড়েছে সে, তাই সবে নিয়াছিল তারে
সৎকারার্থে নদী তীরে নির্জ্জন শ্মশানে।
চিতার উপরে তারে দিয়াছিল যবে
শোয়া'য়ে "পিপাসা" ব'লে সে রুগ্ন বালক
উঠেছিল চীৎকারিয়া, নিরখি সে দৃশ্য
ভূতে পাইয়াছে ব'লে ফেলিয়া ইঁহারে
ঊর্দ্ধ শ্বাসে পলাইয়া গিয়াছিল সবে।
সমস্ত বৃত্তান্ত আমি শুনিয়া তখন
বিদ্যুৎ গতিতে সেই শ্মশানে যাইয়া
জল দেই এ বালকে, হেকিমী পুস্তক
করেছিনু অধ্যয়ন যবে আমি ছিনু
নিজ দেশে, এক জন হেকিমের কাছে।
সংসার ত্যজিয়া যবে উদাসীন বেশে
আসিলাম, সে শিক্ষাতে বহু উপকার
হ'য়েছিল, শত শত আর্ত্তেরে তখন
সেবা করে সাধিয়াছি কল্যাণ দেশের।
সেই শিক্ষা বলে আমি মুহূর্ত্তে তখন
ঔষধাদি প্রদানিয়া বহু যত্ন ক'রে

রক্ষিয়াছিলাম এই বালকের প্রাণ !
সেই হ'তে এ বালক প্রাণের আনন্দে
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
মম সঙ্গে দিবা নিশি করিছে ভ্রমণ
যথা তথা, নাম এর রেখেছি ওমর।"
অন্য এক বালকেরে দেখা'য়ে তখন
কহিলা নাজেম "আমি দিল্লী তেয়াগিয়া
মুল্‌তানের পথে যবে এসেছিনু মামা,
একটি বৃক্ষের তলে এক কুঁড়ে ঘরে
দে'খেছিনু এ বালকে, মৃত প্রায় তথা
ছিল প'ড়ে বসন্তের ঘোর আক্রমণে।
জনক জননী এর ছিল পাশে প'ড়ে
ত্যজি প্রাণ বসন্তের করাল কবলে।
বহু কষ্টে ইঁহাদের করিনু সৎকার
নিকটে কবর দুটি করিয়া খনন।
তার পর এ বালকে ঔষধাদি দিয়া
রীতিমত রোগ হ'তে করিনু উদ্ধার।
সেই হ'তে এ বালকে বহু যত্ন করে
পালিয়াছি; নাম এর রেখেছি ওস্‌মান
এও মোর সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ
দেশে দেশে।" অন্য এক বালকে তখন
দেখাইয়া নাজেমদ্দী-বলিলা আবার

"নানা স্থানে ঘুরে ফিরে, সিন্ধু নদ তীরে
যবে আমি একজন মুমূর্ষু রোগীর,
সেবা করি, দেখিলাম শতাধিক লোক
দাঁড়াইয়া নদী তীরে করিছে চীৎকার,
পঞ্চ বর্ষ বয়সের একটি বালক
স্রোতে পড়ি নদ-গর্ভে গিয়াছে ডুবিয়া।
চক্ষের নিমিষে আমি পড়িনু ঝাঁপিয়া
নদ গর্ভে, স্রোতঃ বেগে গেলাম ভাসিয়া
বহুদূর; দাঁড়াইয়া সেই নদ-তীরে
বহু লোক হায় হায় করেছিল শোকে।
নদ-গর্ভে বহুক্ষণ করি অন্বেষণ
পে'য়েছিনু এ বালকে, পৃষ্ঠে নিয়া ওরে
আসিতে ছিলাম যবে সাঁতার কাটিয়া,
অকস্মাৎ ভীম মূর্ত্তি হাঙ্গর একটি
আক্রমিয়া মোরে এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মোর
নিয়াছিল কে'টে, হায় সে কষ্টের কথা
কি আর বলিব আমি, তখনো জীবন
গেলনি সহিতে এই দুঃসহ যাতনা।
বালকের পিতা মাতা ছিলনা কেহই
এ জগতে, পড়েছিল মৃত্যুর কবলে
বহু পূর্ব্বে, সেও সদা করিছে ভ্রমণ
কাননে কান্তারে মাঠে পর্ব্বত-শিখরে

মম সঙ্গে, নাম এর আজিজ মেছের।
পিতা বলে তিনোজন সম্বোধে আমারে ;
পুত্র নির্ব্বিশেষে আমি করিতেছি যত্ন
ইহাদের, সদা মোর সঙ্গে থাকি এরা
বিপন্নের অশ্রুবারি করিছে মোচন।
আর্ত্তের শুশ্রূষা করি আমার কার্য্যের
সহায়তা দিবানিশি করিছে এখন।
এরা মোর প্রিয়শিষ্য, আমি ইহাদের
পিতৃ-তুল্য, গৃহ মোর সমগ্র জগৎ
অনন্ত আকাশ মোর ছাদ এ গৃহের।
জগতের জীব গুলি আমারি সন্তান।
বিপদে আপদে সদা এদেরি সেবায়
সঁপিয়া দিয়াছি আমি, আমার এপ্রাণ।
নিস্বার্থ এ সেবা মোর, নাহি কোন আশা,
নাহি সাধ, ধর্ম্ম মোর পবিত্র ইশ্লাম,
সব ধর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ—নিস্বার্থ নিষ্কাম।"
সদরন্দী ম্লান মুখে জিজ্ঞাসিল পুনঃ
এ দশা তোমার বাছা কহ কি কারণ ?
কেন তুমি দেশে দেশে ভিক্ষুকের বেশে
ভ্রমিতেছে দিবা নিশি উদাসীন হ'য়ে ?
নাহি কি তোমার কেহ আত্মীয় স্বজন ?
ঐশ্বর্য্য বৈভব ছাড়ি ভিখারীর বেশ

সান্ত্বনা তোমার বাছা, যাও চলি দেশে
ঘরে থে'কে ধর্ম্ম লাভে কোন বাধা নাই।
বিপুল সম্পত্তি তব, দীন দুঃখী জনে
সে অর্থ করিও তুমি সদা বিতরণ।
মহাপুণ্য হবে তব, কেন ভ্রমি বৃথা-
দেশে দেশে, ক্ষয়িতেছ আপন জীবন ?"
"জীবনে কি সুখ মোর ?" কহিলা বিষাদে
নাজেমদ্দী "লক্ষ্য হীন জীবন আমার
উৎসর্গ ক'রেছি আমি বিধাতার কাজে,
বিশ্বের মঙ্গল সাধি সন্তোষ তাহার
যদি সম্পাদিতে পারি প্রাণের শোণিতে,
সার্থক হইবে মম অনিত্য জীবন !
জগতে বন্ধন কিছু নাহিক আমার ;
বাড়ী ঘর সাথে সাথে, বিদেশ কি মোর ?
সবি ত সন্তান মোর, পর কে জগতে ?
জাহানারা এ প্রাণের ছিল ধ্রুব তারা,
সে আমারে প্রত্যাখ্যান করেছে যখন,
কি সুখ জীবনে মোর ? উদাসীন বেশে
তারি স্মৃতি হৃদে নিয়া গৃহের বাহির
হইয়াছি, ত্যজিয়াছি কুটিল সংসার।
এ বিশ্বের সুখ দুঃখ ঐশ্বর্য্য সম্পদ
পার্থিব যা' কিছু হায় জনমের মত

সকলি গিয়াছে মোর তাঁরি সাথে সাথে।
সদরদ্দী দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া আবার
জিজ্ঞাসিলা, "আমার সে দুঃখিনী হালিমা
কোথায় কি ভাবে আছে? পুত্র আনিছদ্দী
কি ভাবে যাপিছে আজি দরিদ্র জীবন?
আমি হেথা পড়ে আছি অর্দ্ধ মৃত প্রায়
কাহারো সংবাদ আমি নারিনু লইতে,
একটি তপস্বী মোরে দেখিছে সর্ব্বদা;
বন-নিবাসিনী এক কাঠুরিয়া বামা
সর্ব্বদা শুশ্রূষা মোর করে এ'সে হেথা,
মা ব'লেছি তারে আমি; নারী জাতি বাছা
বিধাতার স্নেহপূর্ণ শুভ আশীর্ব্বাদ
এ সংসারে, না থাকিলে তারা এ জগতে
সুখ শান্তি ভক্তি প্রীতি থাকিত না কিছু
ক্ষণ তরে বিশ্ব মাঝে, জননী রূপিনী
তারা বাছা জ্বালাময় এ মরু-সংসারে।
কি আর বলিব আমি, তাদেরি দয়ায়
বেঁচে আছি কোন মতে এ গিরি-গহ্বরে।"
নাজেমদ্দী ম্লান মুখে কহিলা তখন
"সে সব সংবাদ আমি কিছু নাহি জানি।
নৈনিতালে তব কথা করিয়া শ্রবণ
এসেছি এখানে তব শুশ্রূষার তরে।

যে পর্য্যন্ত তুমি মামা আরোগ্য না হও
যাইব না কোথা আমি ছাড়িয়া তোমারে।
প্রার্থনা খোদার কাছে, অতি শীঘ্র তুমি
পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করি যাও নিজ দেশে।”
মুহূর্ত্তে ফিরায়ে মুখ কহিলা ওস্‌মানে
যাও বাছা আহার্য্যের কর আয়োজন,
ক্ষুধাতে বড়ই কষ্ট হ’তেছে মোদের।”
ওস্‌মান শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া সংগ্রহ
উনান জ্বালিলা ত্বরা; উৎফুল্ল হৃদয়ে
দণ্ডেকের মাঝে রুটী করিয়া প্রস্তুত
খাইতে বসিলা সবে, হেন কালে তথা
ভিখারী বালক এক আসিয়া কাতরে
কহিলা সজল নেত্রে নাজেমের কাছে

“মুই ভুখা হোঁ”

মেরে বাবা আয়েঁ থেঁ গুরুজীকা পাস্‌
উওঁ মর্‌ গায়েঁ, মুই ভুখা হোঁ।”
নাজেমদ্দী গুহা হ’তে জিজ্ঞাসিলা তারে
“পেয়েছ কি গুরুজীরে?” কহিলা বালক
‘গায়েঁ চলে কুস্তোকি মেলা তিন দেন্‌,

“মুই ভুখা হোঁ।”

নাজেমদ্দী বিনাবাক্যে উঠিয়া তখনি
আপনার রুটিগুলি দিলা আনি তারে।

আজিজ্ মেছের আর ওমর ওস্‌মান
স্ব স্ব অংশ হতে রুটী দিলা আনি দ্রুত
নাজিমেরে, সে গুলি সে করি প্রত্যর্পণ
কহিলা তাদেরে "অই ক্ষুধার্ত্ত বালক
খেলে মম রুটী, আমি খাইয়াছি ব'লে
ভাবিস্ হৃদয়ে তোরা, কেন অনর্থক
বিরক্ত করিস্ মোরে ?—খেয়ে আয় সবে
ভে'বে দেখ্ হৃদি মাঝে এ নশ্বর ভবে
সুখ শান্তি কিছু নেই,—শুধু হাহাকার।
সকলেরি এক গতি, ছোট বড় ব'লে
কিছুই প্রভেদ নেই ইশ্লাম জগতে।
মানব হৃদয়ে নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন,
ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে জল,
বস্ত্রহীনে বস্ত্র, ঘোর বিপন্ন জনের
দুঃখ বিমোচন, আর নিষ্পীড়িত জনে
আশ্রয় প্রদান করা, দুষ্কাচারী নরে
দণ্ড দেওয়া, আর্ত্ত সেবা, পিতৃ মাতৃহীন
নিরাশ্রয় বালকেরে আশ্রয় প্রদান,
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ভবে, এর মত আর
পুণ্য কাজ কও বাছা কি আছে জগতে ?
বড়ই আশ্চর্য্য তোরা আমারি ত শিষ্য
আমারি সহিত তোরা থেকে অবিরত

ধর্ম্মাধর্ম্ম আজিও যে নারিলি চিনিতে ?
সাধিলে পরের হিত মহাপুণ্য ভবে ;
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিস্ হৃদয়ে।
আপনাকে বলি দিয়া পরের মঙ্গল
সাধিতে পারিস্ যদি, বিধাতার প্রেম
পাবি তবে নিজ নিজ আত্মার ভিতরে।
এ জগতে সকলেই আপনারে ল'য়ে
ঘোর মত্ত, অনাহারে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক যদি করে হাহাকার,
তবু কেহ তার পানে নাহি চায় ফিরে ;
পরার্থে দলিয়া পদে, নিজ স্বার্থ তরে,
সকলেই ব্যস্ত সদা পাপের সংসারে ;—
—সে ত কভু ধর্ম্ম নহে,—সে ধর্ম্ম সকাম ;
ধর্ম্ম ব'লে যদি কিছু থাকে ধরাতলে
সে তবে নিষ্কাম ধর্ম্ম—সে শুধু ইস্লাম !
কেননা কামনা শূন্য ভিত্তি সে ধর্ম্মের
এমন উদার ধর্ম্ম নাহি এ জগতে।
পাপ হতে দূরে থাকি, রোজা ও নমাজে
দানে ধ্যানে রত হয়ে যাপিতে জীবন
সতত সাত্ত্বিক ভাবে ইস্লাম-বিধান।
পাপের আবিল্য নাই এ ধর্ম্মের মাঝে,
শঠতা বঞ্চনা করা ঘোরতর পাপ

পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্মে ; এ ধর্ম্মের মত
কোন্ ধর্ম্ম কও বাছা আছেএ জগতে ?
ইশ্লাম ধর্ম্মের বিধি, নিজে না খাইয়া
ক্ষুধার্ত্তকে খে'তে দিলে মহাপুণ্য ভবে।
বিলাস ব্যসন সব করি পরিহার
ধর্ম্ম পথে থাকি সদা, দীন দুঃখী জনে
সাহায্য করিলে বাছা তুষ্ট হ'ন বিধি !
সে দানে নাহিক পুণ্য ইহ পরকালে
যশঃ লভিবার আশে দান কর যদি !—
—মিথ্যা তাহা, অর্থগুলি বৃথা জলে ফেলা,
কোনো লাভ নাহি তাহে, শাস্ত্রের বিধান
গুপ্ত ভাবে দিতে দান, লোক জানাইয়া
দিলে দান, ক'ও বাছা কি ফল তাহাতে ?
যদ্যপি দক্ষিণ হস্তে দান কর তুমি,
বাম হস্ত যেন তাহা না পারে জানিতে,
ইহাই শাস্ত্রের বিধি, কে করে পালন
তাহা বাছা ? ধর্ম্ম কার্য্যে বীতস্পৃহ সবে।
সত্য বটে পরি সবে ধর্ম্মের মুখস,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে সবে করে আস্ফালন,
কিন্তু তা' সকলি মুখে, ছলনা চাতুরী
হৃদি ভরা, পর ধন করিতে হরণ
সবাই সুদক্ষ ভবে, বল্ ত প্রকৃত

ধর্ম্ম মে'নে এ জগতে চলে কয় জন ?"
হেনকালে নাজেমদ্দী শুনিলা অদূরে
একটি তপস্বী মরি গাইছে মধুরে
"আলায়া আইও হাস্ সাকী
ও দর্ কাসেন্ ও না বেল্ হা"
এ সুধা সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়া পড়িয়া
জাগাইল প্রতিধ্বনি সে ঘোর নির্জ্জন
গিরি-শৃঙ্গে,—পার্ব্বতীয় কানন কন্দরে !
আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠিল ভাসিয়া
সেই স্বর ধীরে ধীরে করি বিমোহিত
প্রকৃতিরে, প্রভাতের নিথর অম্বরে !
"আলায়া আইও হাস্ সাকী
ও দর্ কাসেন্ ও না বেল্ হা,
কে এস্কে আছাঁ নামুদ্ আউয়াল্
ওলে ওফ্তাদ্ ও মোস্কেল হা"
শেষ তানে নাজেমের প্রাণের ভিতরে
সহস্র বৃশ্চিক যেন করিল দংশন।
অতীতের কত স্মৃতি জাগিল হৃদয়ে
অশ্রুতে ভরিয়া গেল যুগল নয়ন।

শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে যে দিন,
সেই দিন অপরাহ্নে লীলার নিকটে
এসেছিলা কোথা হ'তে এক সন্ন্যাসিনী,
লীলারে লইয়া সে যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে
গিয়াছিলা আমাদের উদ্যান ভিতরে ;
তার পর আর কেহ দেখেনি তাহারে ।
সেই হ'তে নিরুদ্দেশ হইয়াছে লীলা ;
বোধ হয় সন্ন্যাসিনী সঙ্গে লয়ে তারে
চলিয়া গিয়াছে কোন দূর দেশান্তরে ।
বিষাদে সজল নেত্রে ইন্দুপ্রভা সতী
কহিলা "পাপিষ্ঠ মোরা, স্বার্থ প্রলোভনে
পরের অনিষ্ট করি, নিজ বুদ্ধি দোষে
আমাদের মৃত্যু কূপ করেছি খনন ।
আজি কিংবা কালি, কিংবা দুইদিন পরে
সেই কূপে আমাদের নিশ্চয় মরণ ।
ভেবে দেখ এ জগতে ক্ষুদ্র কীট মোরা
আমাদের কোন সাধ্য ? দণ্ড দাতা তিনি
তারি ন্যায়-তুলাদণ্ডে কেমনে পাইব
অব্যাহতি ? বিধাতার সূক্ষ্ম সুবিচারে
নিশ্চয় আমরা নাথ হইব দণ্ডিত ।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত অজ্ঞেয়,
তাঁহার অপ্রিয় কাজ করিয়া আমরা

হইয়াছি মহাপাপী তার সুবিচারে
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে নিশ্চয়।
আমরা মানব ছার!—তাঁর ক্রোধানলে
কার সাধ্য এ জগতে রক্ষা পে'তে পারে?
লীলা গেছে, সে ত আর আসিবে না ফিরে,
দুঃখ এই, কাণাকাণি করিতেছে সবে!
লোকে বলে লীলা আলা পরামর্শ করি
হইযাছে নিরুদ্দেশ, এ ঘোর কলঙ্ক
কি দিযা ঢাকিব মোরা? মুখ দেখাইতে
নাহি পারি সে লজ্জায মানব সমাজে।
যা হবার হইযাছে, স্থির চিত্তে তুমি
সংসারের কোন কার্য্য না দেখিলে নাথ
শেষকালে আমাদের কোন গতি হবে?
তুমি যদি দিবা নিশি উন্মাদের মত
এই ভাবে যথা তথা ঘুড়িয়া বেড়াও,
কার মুখ দে'খে আমি থাকিব সংসারে?
সুধাংশুর বিযে দিযা সুরেশের সনে
চল মোরা যাই চ'লে পুণ্য কাশী ধামে,—
—সেই স্থানে জীবনের বাকী কয দিন
কাটাইব প্রাণনাথ ভজনে পূজনে
শঙ্করের পদতলে, এই ইচ্ছা মনে।"
মুহূর্ত্তে সুধীরচন্দ্র উন্মত্তের মত

দাঁড়াইয়া ব্যস্ত ভাবে কহিতে লাগিলা
"অই শোন—অই শোন সে সুধা-সঙ্গীত
অই শোন, কি মধুর, ঠিক যেন ইন্দু
লীলার কণ্ঠের স্বর, তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে নামিছে, নৈশ পবনের স্তরে
কি সুন্দর ধীরে ধীরে আসিছে ভাসিয়া।
প্রত্যহ গভীর রাত্রে এ সুধা-সঙ্গীত
কে গাইছে ? আমি আজ যাইব দেখিতে।"
উত্তরিলা ইন্দুপ্রভা "একি কথা বল
মানবের কোন্ সাধ্য যাইতে সেখানে
এত রাত্রে, সে ভীষণ কূপের নিকটে ?
অসম্ভব,—সে বাসনা কর পরিহার।
দিনেও সেখানে যেতে করেনা সাহস
একা কেহ ; লোকে বলে অই পরীকূপে
অসংখ্য পরীর দল সদা বাস করে।"
বাধাদিয়া ম্লান মুখে কহিলা সুধীর
"হ'ক না সে পরী-কূপ, কি ভয় তাহাতে
শিবের মন্দির সেথা, প্রতিষ্ঠিত তথা
শিব মূর্ত্তি, তুমি কেন এত ভীত প্রিয়ে ?"
উত্তরিলা ইন্দুপ্রভা "শিবের মন্দির
সত্য নাথ, শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত সেথা
তাও সত্য, কিন্তু তুমি ভেবে দেখ মনে

সেই কূপে, ছিছি মোরা নৃশংসের প্রায়
জীবন্ত মানবে এক করিয়া প্রোথিত
গড়িয়াছি এ মন্দির তাহার উপরে।
সেই অধর্ম্মের পরে ধর্ম্ম-ভাণ করি
ধূলি দিতে নর চক্ষে করেছি স্থাপন
শিবের প্রস্তর মূর্ত্তি, সে ঘোর ভীষণ
বিপদ সঙ্কুল স্থানে দিব না যাইতে
এত রাত্রে, প্রাণনাথ ক্ষমা কর মোরে।
এ সব ভৌতিক কাণ্ড, বোধ হয় মম
প্রত্যহ গভীর রাত্রে পরী-কন্যা এসে
গান করে, অথবা সে আলার প্রেতাত্মা
গাহিয়া বেড়ায় সেথা নিশীথ সময়ে"।
"হক তাহা" ব্যস্ত ভাবে কহিলা সুধীর
"ভয় কি তাহাতে? আমি এখনি আসিব
গোপনে দেখিয়া তাহা, পিস্তল লইয়া
যাব সঙ্গে, ক্ষণ কাল তিষ্ঠ তুমি হেথা;
লীলারে পাইলে আমি আনিব ধরিয়া
এই দণ্ডে, না পাইলে আসিব ফিরিয়া।
আলার প্রেতাত্মা যদি আসে মোর কাছে
ক্ষণ তরে, সংহারিব আমি এ পিস্তলে।"
উত্তরিলা ইন্দু "তুমি হলে কি পাগল,
প্রেতাত্মা কি মরে কভু পিস্তল-গুলিতে?

এইত সেদিন দেখ কোথায় কি ভাবে
অদৃশ্য হইল লীলা, প্রতিভা বলিছে
বোধ হয় কুঞ্জবনে গিয়াছিল লীলা
বেড়াইতে সন্ধ্যাকালে, যাইত সে সদা
এই ভাবে কুঞ্জবনে, আলার প্রেতাত্মা
প্রতিশোধ লইয়াছে হত্যা করি তারে।
আজি তুমি এ গভীর নিশীথ সময়ে
কেমনে যাইবে সেই কূপের নিকটে ?
আলার প্রেতাত্মা সেথা রয়েছে নিশ্চয়,
সে তোমারে পে'লে এবে প্রতিশোধ ল'বে।"
"যাই হ'ক যাব আমি" কহিলা সুধীর
"লীলাবতী আছে সেথা, কণ্ঠস্বর তার
অই শোন, এ রহস্য উদ্ঘাটিতে হবে।
পিস্তলের শব্দ পেলে যে'ও তুমি সেথা
সঙ্গে লয়ে দাস দাসী খুঁজিতে আমারে।
মুহূর্ত্তে সুধীর চন্দ্র উন্মত্তের মত
বাহিরিলা, শ্রুতি-পথে পশিল তাহার
লীলার মধুর স্বর, তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে নামিছে নৈশ গগনের তলে।

এইখানে সে ঘুমিয়ে আছে
মু'দে দুটি কমল-আঁখি

আমার—সকল সাধে বাদ সাধিয়ে
সে গিয়েছে দিয়ে ফাঁকী!

সুধীর বিদ্যুৎ বেগে পশিলা মুহূর্ত্তে
কুঞ্জবনে, সুশীতল নৈশ গন্ধ-বহ
পুষ্পের সৌরভ লয়ে ঝুরু ঝুরু বহি
জুড়াইল দেহ তার; নন্দনের মত
আমোদিত চারিদিক ফুলের সুঘ্রাণে।
সুধাংশুর সুধা-রশ্মি মরি কি সুন্দর
পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে পড়িয়া চৌদিকে
সৃজিয়াছে কি সৌন্দর্য্য, হেরিলে মুহূর্ত্ত
নন্দন কানন ব'লে ভ্রম হয় মনে।
সুধীর নিঃশব্দে কিছু হ'য়ে অগ্রসর
বিষাদে ব্যাকুল চিত্তে দাঁড়ায়ে গোপনে
একটি বৃক্ষের আড়ে, দেখিতে লাগিলা
লীলারি মতন আহা একটি বালিকা
অতি সুশ্রী, সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন,
মস্তকে কুসুম গুচ্ছ, কণ্ঠে ফুল-মালা,
শোভিত সমস্ত দেহ পুষ্প-আভরণে,
পল্লী-কন্যা প্রায়, মরি উদাস নয়নে
বিষাদে মলিন মুখে নাচিয়া নাচিয়া
গাইছে করুণ কণ্ঠে এ সুধা-সঙ্গীত

প্রদক্ষিণ করি সেই শিবের মন্দির।
স্বর তার কি সুন্দর বায়ু ভর করি
প্রতিধ্বনিময় করি সে কুঞ্জ কানন
উঠিছে পড়িছে নৈশ নিথর গগনে

এইখানে সে ঘুমিয়ে আছে
মুদে দুটি কমল-আঁখি!
আমার—সকল সাধে বাদ সাধিয়ে
সে গিয়েছে দিয়ে ফাঁকী!

নে'চে নেচে ঘু'রে ফিরে সে স্বর্ণ-প্রতিমা
গাইতে লাগিল সেই করুণ সঙ্গীত!

নিশি শেষে ভোরের বেলা,
খেলা কয়ে পরীর বালা,
ফুলের তোড়া, সাজিয়ে সদা,
ডাকে তারে বনের পাখী!
এইখানে সে ঘুমিয়ে আছে
মু'দে দুটি কমল আঁখি!

নীল আকাশে তারাগুলি
খুঁজ্‌ছে তারে সারা রাতি!
কুসুম গুলি ফুটে ফুটে
তারি প্রেমে আছে মাতি!

আমি—তারি স্মৃতি হৃদে ধরি
পথে ঘাটে পড়ে থাকি!
এইখানে সে ঘুমিয়ে আছে
মুদে দুটি কমল-আঁখি!

সঙ্গীতের স্বরে যেন মুক্তা রাশি রাশি
পড়িল ঝরিয়া সেই নীরব গগনে,
আবার পরীর মত নেচে নেচে বালা
গাইতে লাগিলা সুধা করি বরিষণ,

সুধাংশু তার চারি পাশে
ঢালে কত সুধা-রাশি!
শীতল সমীর ঢেউ খেলিয়ে
ব্যজন করে সারা নিশি!
আমি—আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে
দিবা নিশি তারে ডাকি!
এইখানে সে ঘুমিয়ে আছে
মুদে দুটি কমল-আঁখি!

সুধীর উন্মত্ত প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে
বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
"লীলা—লীলা—লীলা" বলি উঠিলা চীৎকারি।
বালিকা তাহার দিকে দেখি' এক দৃষ্টে
কিছুক্ষণ, দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া বিষাদে

উত্তরিলা “হায় পিতঃ কেন আসিয়াছ
এইস্থানে ? আজি আর কি হবে কাঁদিলে ?
তোমার সে লীলাবতী নাহি এ জগতে ;
চিরতরে গিয়াছে সে ছাড়িয়া সংসার
আলারে খুঁজিতে সেই ত্রিদশ আলয়ে !
এক বৃন্তে দুটি ফুল ছিল ‘আলা লীলা’
বিনা দোষে একটিরে ফেলেছ ছিঁড়িয়া ;
সেই শোকে কেঁদে কেঁদে আকুল হৃদয়ে
অন্যটিও বৃন্ত হতে পড়িল ঝরিয়া ।
হায় পিতঃ জানিতে না তোমার সে লীলা
কত খানি প্রাণ দিয়া বাসিত যে ভাল
অভাগা আলারে, তার শান্তির কুটীরে
তুমিইত ক্রূর প্রাণে স্নেহ রাশি ভু’লে
দিয়াছ আগুন জ্বে’লে নৃশংসের প্রায়,
আজি তাহা ভস্ম শেষ জনমের তরে ।
হৃদয় চিড়িয়া যদি দেখাবার হ’ত,
দেখাতেম এ হৃদয়ে ‘আলা’ ভিন্ন আর
নাহি কিছু তথা, পিতঃ প্রাণের মন্দিরে
আলার সে প্রতিমূর্ত্তি চির প্রতিষ্ঠিত ;
তারি প্রীতি, তারি স্মৃতি, তারি ভালবাসা,
হাসি-কান্না-অশ্রু তার মূর্ত্তিমান হ’য়ে
আমার হৃদয় মাঝে তুলিছে সতত

ভীষণ ঝটিকা; পিতঃ শোণিতের সনে
তাহারি প্রেমের স্মৃতি রয়েছে মিশিয়া
আকুল করিয়া মোর এ ক্ষুদ্র পরাণ।
প্রাণ যাবে, দেহ যাবে, সব শেষ হবে,
যাবে না সে স্মৃতি, পিতঃ জনমে জনমে—
—মরুভূমে সেযে মোর স্বর্গের উদ্যান।
যাও পিতঃ, বিধাতার সূক্ষ্ম সুবিচারে
আপনার কর্ম্মফল ভোগ কর যে'য়ে,
পাতকী তোমার মত নাহি কেহ ভবে।
ভে'বেছিলে তুমি হিন্দু, আলা মুসল্‌মান,
অস্পৃশ্য ঘৃনিত জাতি, ভ্রম তা' তোমার,
বিধাতার রাজ্য মাঝে কে ছোট কে বড়,
একই পিতার পুত্র সকলি যে ভবে,
তার রাজ্যে ছোট বড় সকলি সমান!
বারেক নিবিষ্ট চিত্তে ভে'বে দেখ মনে
ভগবান সর্ব্বব্যাপী, আছে সর্ব্বঘটে
সে ছাড়া কিছুই নাই এ সৌর জগতে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা দানব মানব
চেতন উদ্ভিদ্ পিতঃ সকলি ত তার।
ক্ষুদ্র বালুকণা হ'তে হিমাদ্রি শেখর
অথবা সমুদ্র তল, ঘোর মরুভূমি
কোথায় না আছে তিনি? প্রত্যেক পদার্থে

নিত্য বিরাজিত তিনি জ্যোতির্ম্ময় রূপে।
তবে কেন তার রাজ্যে এত দলাদলি,
এত হিংসা, এত দ্বেষ, এত ব্যভিচার ?
হিন্দুই কি সৃষ্ট তার—মোশ্লেম কি নহে ?
মোশ্লেমের প্রতি তবে কেন এত ঘৃণা ?
আলার কি দোষ পিতঃ ? মুসল্‌মান করি
কে তারে সৃজিয়া পিতঃ পাঠাইল ভবে ?
সে ত নহে কোন দোষী ?— কেন তবে তুমি
জীবন্ত পুতিলে তারে কূপের ভিতরে ?
সে ত মোর চিরারাধ্য—স্বর্গের দেবতা,
তারি জন্য আমি সৃষ্ট, সে আমার জন্য,
তাহারি কঙ্কাল পরে ক'রেছ প্রতিষ্ঠা
শিব-মূর্ত্তি,—কি করিব ? আমি হিন্দুকন্যা,
শিবের ত্রিশূল তাই লইয়াছি করে
যদি শিব সত্য হয়,—করিনু প্রতিজ্ঞা
জীবনে মরণে কিংবা জন্ম জন্মান্তরে
প্রাণের শোণিতে আমি করিয়া তপস্যা
মহেশের, বাঁচাইব সেই দেবতারে !
যাও পিতঃ ক্ষমা কর দুঃখিনী কন্যারে।"
অদৃশ্য হইলা বালা ; শোকের আবেগে
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা সুধীর।
পিস্তল ভূমিতে প'ড়ে উঠিল গর্জ্জিয়া

"দ্রুম" রবে, রক্ত-ধারা চলিল বহিয়া
সুধীরের হৃদ-পিণ্ডে তিতিয়া বসন।
পিস্তলের শব্দ শুনি' এলোথেলো বেশে
দাস দাসী ল'য়ে সঙ্গে ইন্দুপ্রভা সতী
আসিলা ছুটিয়া তথা বিদ্যুতের বেগে।
অদূরে রক্তাক্ত দেহে রয়েছে পড়িয়া
প্রাণাধিক স্বামী তার, ত্রস্তে ইন্দুপ্রভা
দেখিলা পরীক্ষা করি, প্রাণ-পাখী তার
এ নশ্বর দেহ ছাড়ি গিয়াছে উড়িয়া।
কাঁদিয়া উঠিলা সতী, উন্মাদিনী প্রায়
কহিতে লাগিলা শোক উচ্ছ্বসিত হৃদে
চাহিয়া কাতরে শিব-মন্দিরের পানে।
"এ কি হ'ল মহেশ্বর? আমার অদৃষ্টে
কেন এই বজ্রাঘাত? কোন্ অপরাধ
করেছি তোমার কাছে কহ বিরূপাক্ষ
শূলপানি?" অভাগিনী দেখিলা তখনি
মন্দিরের শীর্ষ দেশে এক রত্নাসনে
প্রেমের যুগল মূর্ত্তি!—মরি কি সুন্দর,
একজন আলাউদ্দী সম্রাটের বেশে
রত্নময় স্বর্ণাসনে, বামে লীলাবতী
সুসজ্জিত মনোহর ফুটন্ত কুসুমে!
মস্তকে কুসুম-গুচ্ছ, কণ্ঠে রত্ন-মালা,

হৃদয়ে পুষ্পের হার, বাহুতে অনন্ত,
হাতে বালা, কটিদেশে পুষ্পের মেখলা,—
— সজ্জিত সমস্ত দেহ পুষ্প-আভরণে!
উভয়ের দেহ হ'তে পড়েছে ছড়া'য়ে
জ্যোতিঃ রাশি উজ্জলিয়া সে নৈশ গগন
"হা লীলা" বলিয়া ইন্দু উন্মাদিনী প্রায়
দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
ধরাতলে, দাসীদ্বয় উঠিলা চীৎকারি;
ধীরে ধীরে—অতিধীরে বহিল বিষাদে
পুষ্প-রেণু বাহী নৈশ সুরভি সমীর
হাহাকারে পূর্ণ করি সে কুঞ্জ কানন!

পঞ্চম সর্গ।

[ঢাকা—রমণা—; আনিছুদ্দীনের সমাধি প্রাঙ্গণ]

"মা তুমি,—ভগিনী তুমি,
তুমি দারা মে'য়ে :
নিয়তির চক্রে ঘোর, ভাঙ্গিলে প্রাণের দোর,
থাক তুমি হৃদি মাঝে
প্রাণ খানি ছে'য়ে !"

দেবী-মূৰ্ত্তি ;—মরুভূমে মন্দাকিনী।

দিনমণি অস্তোন্মুখ ; বিহগ নিকর
গাইছে সয়োহ্ন-স্তুতি কেমন মধুর !
ফুলের সৌরভ নিয়া দোলাইয়া পাতা
বহিছে দখিনা বায়ু ঝুর ঝুর ঝুর !
প্রকৃতি বিষাদময়ী, আকুল পরাণ,
কিজানি সে হারা'য়েছে কাল-সিন্ধু-জলে !
পড়েছে সায়াহ্ন-ছায়া গোধূলি-ললাটে
দু'একটি তারা এবে ঝিকি মিকি জ্বলে।
চাষাগণ ফিরিতেছে হাল কাঁধে ক'রে,
হম্বা রবে ধেনু গুলি ছুটিয়াছে ঘরে।
একদা শীতের অন্তে রমণার প্রান্তে
অতি জীর্ণ বেশে, শীর্ণ একটি যুবক

দাঁড়াইলা আসি ঘোর বিষণ্ণ বদনে
সদরের পরিত্যক্ত গৃহের প্রাঙ্গণে।
দেখিলা একটি গৃহ পতিত ভূতলে,
অন্যটি ও ভগ্ন প্রায়,—পতন উন্মুখ ;
বেড়া গুলি অতি জীর্ণ পড়েছে ভাঙ্গিয়া
স্থানে স্থানে, উঠিয়াছে গৃহেও প্রাঙ্গণে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম, আবর্জ্জনা রাশি
গৃহ মাঝে চারি দিকে রয়েছে পড়িয়া।
যুবকের হৃদি খানি ঘোর আশঙ্কায়
পড়েছে ভাঙ্গিয়া, যুবা সজল নয়নে
প্রবেশিয়া গৃহ মাঝে দেখিলা বেড়ায়
সদরের প্রতিকৃতি,—পদ নিম্নে তার
এ ক্ষুদ্র কবিতা, হায় অতি মর্ম্মভেদী
হালিমা রে'খেছে লিখে পারস্য ভাষায়!

কোথা তুমি প্রাণাধিক হৃদয় রঞ্জন,
একবার দেখা দেও মিনতি চরণে!
কি দোষে আমারে তুমি করেছ বর্জ্জন
তোমা ভিন্ন আমি কিছু জানিনে জীবনে!
বিদায়,—বিদায় নাথ, দুঃখ মনে র'ল!
এ ভব জীবনে আর দেখা নাহি হ'ল!

নিরখি এ মর্ম্মভেদী কবিতা করুণ
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় বিষাদে যুবক

রহিলা দাঁড়ায়ে সেথা, পদ-নিম্নে তার
এ সৌর জগৎ যেন চলিল সরিয়া!
প্রাণের ভিতরে তার তুমুল ঝটিকা
বহিতে লাগিল, যুবা সজল নয়নে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি আসিলা বাহিরে;
প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দেখিলা যুবক
অসংখ্য পুষ্পের বৃক্ষ যতন অভাবে
মৃত প্রায়, পত্রগুলি পড়েছে ঝরিয়া;
অদূরে গৃহের কোণে অতি যতনের
কাঁঠালিয়া চাঁপা বৃক্ষে দু'একটি পুষ্প
পল্লবের তলে তলে রয়েছে ফুটিয়া।
তাহার একটি শাখে করিয়া নিম্মাণ
নীড় এক, ঘুঘু দুটি নিবসিছে তথা
মহাসুখে, নীড় মাঝে দুইটি শাবক;
অদূরে সে শাখা পরে নীড়ের সম্মুখে,
ঘুঘু দুটি প্রীতি ভরে রয়েছে বসিয়া
মুখামুখি হয়ে মরি প্রাণের উল্লাসে।
এই বৃক্ষ হালিমন রোপিয়া যতনে
নিজ হস্তে, কত যত্ন করিত দুঃখিনী
প্রতিদিন, সদরদ্দী প্রদোষ প্রভাতে
কত যে সিঞ্চিত জল, সে কথা স্মরিয়া
যুবকের চিত্ত যেন উঠিল জ্বলিয়া

হুহু করে, হৃদে তার ঝটিকা ভীষণ
বহিতে লাগিল, কত অতীতের স্মৃতি
থেকে থেকে বরিষার বারি ধারা প্রায়
বহিতে লাগিল হৃদে দুকুল প্লাবিয়া।
যুবক ভাবিলা হৃদে হায় হালিমন
যে তরু রোপিয়াছিলে তুমি নিজ হাতে
সেও আছে, তুমি কিন্তু নাই এ জগতে।
যুবক দাঁড়ায়ে সেথা সজল নয়নে
ডাকিলা করুণ কণ্ঠে প্রাণের আবেগে
"হালিমন" প্রতিধ্বনি উত্তরিল দূরে
"হালিমন" ভগ্নপ্রাণে আবার যুবক
ডাকিলা করুণ কণ্ঠে গভীর বিষাদে
"আনিছুদ্দী" প্রতিধ্বনি উত্তরিল দূরে
"আনিছুদ্দি" প্রেতগুলি প্রতি বৃক্ষ হ'তে
হাসিতে লাগিল যেন উপহাস করি
এ যুবকে, হতভাগা বসিয়া পড়িল
ভগ্ন প্রাণে, ধরা যেন চলিল সরিয়া
পদ-নিম্নে, চারিদিকে দেখিলা আঁধার।
শ্মশানের উচ্ছৃঙ্খল তপ্ত বায়ু যেন
প্রেতাত্মার মত মরি "হিহি-হিহি" করি
বাহ্যজ্ঞান বিরহিত এ ক্লিষ্ট যুবার
শ্রবণের পার্শ্ব দিয়া তপ্ত বহ্নি ঢালি

সবেগে চলিয়া গেল; বহুক্ষণ পরে
যুবক লভিয়া সংজ্ঞা দাঁড়াইলা উঠি
ম্লান মুখে; হৃদে তার অশান্তি অনল
ধক্ ধক্ ক'রে হায় জ্বলিতে লাগিল
চিতার ইন্ধন প্রায়; দুই বিন্দু অশ্রু
নীরবে নয়ন হ'তে পড়িল ঝরিয়া।
যুবক আকুল প্রাণে ভাবিতে লাগিলা
কত দিন আমি হায় এমনি সময়ে
এই স্থানে, ল'য়ে সেই স্বর্ণ-প্রতিমারে
কত গল্প করিয়াছি; হাসিয়া আদরে
সে আমারে কতবার 'প্রাণনাথ' বলি
করিয়াছে সম্বোধন, সুখ ও দুঃখের
কত কথা সে আমারে বলিত তখন
হাসিমুখে, আজো যেন প্রতিধ্বনি তার
লাগিয়া রয়েছে মোর শ্রবণের কোণে।
সুবাসিত সান্ধ্যানিল বহিয়া সজোরে
কুঞ্চিত অলকা এ'নে চোখে মুখে তার
নীরবে ফেলিয়া যে'ত, আমি পুনঃ পুনঃ
অবিন্যস্ত কেশগুলি রে'খেছি সাজ'য়ে
যথাস্থানে; প্রতিদিন এমনি সময়ে
কাঁঠালিয়া চাঁপা বৃক্ষে রাশি রাশি ফুল
থাকিত ফুটিয়া, আহা সৌরভে তাহার

স্বর্গ সম বোধ হ'ত মম এই পুরী।
কত দিন হে'সে হে'সে এমনি সময়ে
সে স্বর্ণ-প্রতিমা আহা এঁনেছে তুলিয়া
ফুটন্ত কুসুম কত এই বৃক্ষ হ'তে।
আমি তার কবরীতে দিতাম গুজিয়া
সেগুলি, সৌরভে আহা মোহিত এ হৃদি!
আজি হায় আমার সে প্রাণের হালিমা
গেছে কোথা? কার কাছে জিজ্ঞাসিব আমি
আমারে একাকী ফেলে সে গেছে কোথায়?
এক মুষ্টি অন্ন তরে কত দিন আমি
গিয়াছিনু কত স্থানে, বিলম্ব হইলে
কত যে উদ্বিগ্ন হ'ত হায় সে দুঃখিনী;
কত যে কাঁদিত ব'সে সশঙ্ক হৃদয়ে,
কত যে মানিত সিন্নি বিধাতার নামে
এ মস্‌জিদে, হায় আমি ফিরিয়া আসিলে
পদ শব্দ শুনি সেই প্রাণের হালিমা
অতি ত্রস্তে মম কাছে সুধা'ত আসিয়া
কত কথা, একবার ডাকিলে আনিছে,
"বাবা—বাবা" ব'লে সে যে আসিত ছুটিয়া
মম কাছে, ক্রোড়ে উঠি কত কি বলিত,
কত যে আদরে মোরে করিত চুম্বন।
আজি হায় ডে'কে ডে'কে ক্লান্ত এ হৃদয়

কণ্ঠ ভগ্ন, তারা আজি কোথা গেছে হায়?
আজি ত আমার ডাকে এলনা ফিরিয়া
প্রাণের আনিছ,—সেই হালিমা আমার?
এত ডাকিলাম, তবু বারেক আসিয়া
একটিও কথা মোরে সুধাল না কেহ,
তবে কি তাহারা হায় নাই এ জগতে?
অথবা কি রাগ করে সে স্বর্ণ প্রতিমা
এ জন্মের মত মোরে গিয়াছে ভুলিয়া?
নির্দ্দয় পাষণ্ড আমি, এ দশ বৎসরে
একটি সংবাদ তবু লইনি তাহার।
একাকিনী তারে [illegible] গিয়াছিনু ফে'লে
অসহায়, ক্ষণতরে ভাবি নাই মনে
কি খাইবে কি পরিবে হায় সে দুঃখিনী?
না জানি সে কত কষ্টে আনিছেরে ল'য়ে
যাপিয়াছে কেঁদে কেঁদে এ দীর্ঘ সময়?
কত দিন কত নিশি উপবাসে হায়
কাটিয়াছে, বস্ত্রাভাবে না জানি কি কষ্ট
পেয়েছে সে, নাহি জানি কত জীর্ণ বস্ত্রে
আবরিয়া স্বর্ণ-দেহ, ভিখারিণী প্রায়
ভাসিয়াছে অশ্রুজলে দিবস যামিনী;
না জানি দারুণ শীতে হায় অভাগিনী
শিশুটিরে বুকে নিয়ে কত কষ্ট সহি

সারা নিশি, অভাগারে ক'রেছে স্মরণ!
কতবার কেঁদে কেঁদে দীর্ঘ শ্বাস ফেলি,
অঞ্চলে নিরাশ ভাবে মু'ছেছে নয়ন।
সেকথা ভাবিতে হায় ফে'টে যায় হৃদি
না জানি সে কচি শিশু আনিছ আমার
বস্ত্রাভাবে—অন্নাভাবে কত কষ্ট সহি
"বাবা বাবা" ব'লে কত ক'রেছে রোদন!
আর আমি স্বামী হ'য়ে—পিতা হ'য়ে হায়,
প্রাণ হ'তে অতি প্রিয় নিজ ভার্য্যা পুত্রে
অন্ন কষ্টে—বস্ত্র কষ্টে করিয়া হনন
এখনো বাঁচিয়া আছি, আমার সমান
এমন নৃশংস পশু কে আছে ধরায়?
জগদীশ কেন মোর হয় না মরণ?
এই সব দেখাতে কি রে'খেছ বাঁচায়ে
অভাগারে, দিবা নিশি করিতে রোদন?
পূর্ব্বেও যা' ছিল, হায় আজিও তা' আছে,
সকলি ত সেই সেই—সেই রবি শশী
সেই গৃহ—সেই বাড়ী—সেই তরু গুলি,
তাহারি রোপিত সেই কাঁঠালিয়া চাঁপা
আজো আছে, দীর্ণ—জীর্ণ বহু পুরাতন
ছবিটি আমার, হায় তাও প'ড়ে আছে,
নাই শুধু আমার সে হালিমা দুঃখিনী,

নাই সেই প্রাণাধিক আনিছ আমার।
কোথায় গিয়েছে তারা ? কোথা গেলে আজি
পাইব তাদেরে আমি ? হৃদি যে আমার
শতধা বিদীর্ণ হ'ল, এ তীব্র যাতনা
কেমনে সহিব আমি ? দয়াময় তুমি
জগদীশ, দেখা'তে এ দৃশ্য মর্ম্মভেদী
রেখেছ কি ধরাধামে জীবিত আমারে ?
কেন নাহি বজ্রাঘাতে সংহারিছ মোরে
এই দণ্ডে ? হৃদ-পিণ্ড এখনো না কেন
করিতেছ ভস্মীভূত বজ্রের অনলে ?
তিনটি বৎসর আমি নানাস্থানে ফিরি
সৈনিক শ্রেণীতে শেষে করিয়া প্রবেশ
গিয়াছিনু কান্দাহারে, ফিরিবার কালে
বাতব্যাধি রোগে আমি হইয়া আক্রান্ত
ভাগ্য দোষে, ছিনু প'ড়ে চারিটি বৎসর
হিমাদ্রির সানুদেশে একটি গহ্বরে'—
—সেই স্থানে, সে নির্জ্জন ক্ষুদ্র হ্রদ-তীরে
নাজেমদ্দী, আরো এক তপস্বী প্রবর
কত যত্নে অভাগারে করেছে আরোগ্য
কতনা ঔষধ দিয়ে ; কিছু দিন পরে
সুস্থ হ'য়ে, শেষে আমি ঘুরিতে ঘুরিতে
কত দেশ কত পল্লী কতনা নগর

এসেছি কি এই স্থানে দেখিবার তরে
এই দৃশ্য ? কেন হায় সেই দূর দেশে
হিমাদ্রির পাদ মূলে সে ক্ষুদ্র গহ্বরে
নাহি হল মৃত্যু মোর ? তা' হ'লে ত আজি
দেখিতে হ'তনা এই দৃশ্য সকরুণ।
সহিতে হ'তনা এই যাতনা ভীষণ !
যুবকের চক্ষু হতে ঝরিতে লাগিল
অশ্রুধারা, দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া বিষাদে
নীরবে মুছিলা যুবা যুগল নয়ন।
হেন কালে ঘুঘু এক "ঘু-ঘু-ঘু" বলিয়া
উদাস করুণ স্বরে মোহিয়া সে বন
আকাশে উড়িয়া গেল, বিষাদে যুবক
হেরিলা অদূরে বহু প্রহরী বেহারা
গঞ্জিকা সেবিছে বসি, শিবিকা একটি
শূন্য গর্ভ, আছে পড়ি মস্‌জিদের পাছে।
দুইজন দাসী আর একটি বালক
রয়েছে দাঁড়ায়ে সেই শিবিকার কাছে।
যুবক সতৃষ্ণ নেত্রে দেখিলা চাহিয়া
একটি রমণী মূর্ত্তি অতি মনোহর
মস্‌জিদ-পশ্চাতে এক সমাধির পাশে
সমাসীনা, পৃষ্ঠদেশ যুবকের দিকে ;—
—এলা'য়ে প'ড়েছে তাহে কৃষ্ণ কেশ রা

কি সুন্দর, পরিধানে নীলবর্ণ শাড়ী।
যুবক ভাবিলা হৃদে কে অই রমণী
এ সময়ে সঙ্গে নিয়ে এত দাস দাসী
আসিয়াছে হেথা, অই সমাধির পাশে ?
নাহি জানি কি উদ্দেশ্যে এসেছে ইঁহারা
এই স্থানে, এ নূতন সমাধি কাহার ?
মম জনকের অই সমাধির পাশে
ঝাউ তরু তলে, এই মস্‌জিদের পাছে ?
যুবক আকুল প্রাণে অতি ধীরে ধীরে
অগ্রসরি কিছুদূর দেখিলা বিস্ময়ে
রমণী অসংখ্য পুষ্প সদ্য প্রস্ফুটিত
বিছাইছে সে নূতন সমাধির পরে
থাকে থাকে, ক্লিষ্ট প্রাণে বিষণ্ণ যুবক
আরো একটুকু সরি হ'ল অগ্রসর ;
দেখিলা সমাধি পরে প্রস্তর-ফলকে
রয়েছে লিখিত মরি এ ক্ষুদ্র কবিতা
মর্ম্মভেদী, স্বর্ণোজ্জ্বল পারস্য অক্ষরে।

গোলাবের কলি এক পবিত্র সুন্দর,
হেরিলে হৃদয় যে'ত আনন্দে ভরিয়া !
ছিলনা তুলনা তার, সৌরভ-আকর,
না ফুটিতে এই স্থানে প'ড়েছে ঝরিয়া।

পিতা তার দেশত্যাগী মাতা স্বর্গ ধামে,
আকুল প্রকৃতি কাঁদে শোকেতে তাহার
পিতামহ মোহিউদ্দী ঘুমাইছে বামে
নাম তার আনিছুদ্দী রতনের হার !
দেওয়ান-দুহিতা তার হৈমবতী দাসী,
গড়িলেন এ সমাধি অশ্রুনীরে ভাসি !

পাঠ করি এ কবিতা ঝটিকা ভীষণ
বহিল যুবার হৃদে, গভীর বিষাদে
"হা অদৃষ্ট" বলি যুবা বসিয়া পড়িল
সেই স্থানে, দীর্ঘ শ্বাস ফেলিলা কাতরে ;
ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু পড়িল ঝরিয়া
যাতনা ব্যঞ্জক সেই উদাস নয়নে।
শুনি সেই কণ্ঠ স্বর, চমকিত প্রাণে
রমণী পশ্চাৎ দিকে দেখিলা ফিরিয়া ;
কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে যুবকের পানে
নিরখিয়া বামা, উঠি আকুলিত প্রাণে
"দাদ দাদা" ব'লে ত্রস্তে ধরিলা আসিয়া
যুবার দক্ষিণ হস্ত। "কে ও হৈমবতী ?"
হতাশে করুণ কণ্ঠে কহিলা যুবক
"আমার হালিমা দিদি কোথায় এখন ?
কোথা সে আনিছ মোর, দয়া ক'রে মোরে
ব লে দেও,—এ প্রাণে যে যাতনা ভীষণ !

রমণী আকুল প্রাণে কাঁদিয়া ফেলিলা,
নীরবে নয়ন হ'তে দুই অশ্রু ধারা,
গোলাপে শিশির যেন, পড়িল ঝরিয়া।
রমণী করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলা
তোমার সে অপার্থিব রতনের হার
পুতিয়া রে'খেছি দাদা এ নির্জ্জন ভূমে।
প্রতি পূর্ণিমায় আমি আসিয়া এখানে
সাজাই সমাধি তার ফুটন্ত কুসুমে!
তব জনকের কাছে মহা ঋণী আমি,
সেই স্মৃতি দাদা আমি রে'খেছি জাগায়ে,
ফুল কুল বিছাইয়া প্রতি পূর্ণিমায়
তাহারি পৌত্রের এই সমাধির গায়ে!
কত দিন দাদা সেই ননীর পুতুল
আসিত ছুটিয়া আহা আমার নিকটে
কত কথা জিজ্ঞাসিত বসি মোর ক্রোড়ে,
পিসী মা-পিসী মা ব'লে ডাকিত আমারে,
কত ভাল বাসিতাম আমি আনিছেরে।
তাহারি সমাধি আমি প্রাণের আবেগে
রঞ্জিয়া নয়ন জলে, সাজা'য়ে কুসুমে
বড় শান্তি লভি এই মরুময় প্রাণে!
তুমি যবে ফে'লে গেলে একাকী এ স্থানে
হালিমারে, দিবা নিশি কাঁদিত দুঃখিনী

তোমারে স্মরণ করি, প্রদোষ-প্রভাতে
প্রতিদিন অভাগিনী থাকিত বসিয়া
তব আগমন আশে অই তরুতলে।
কতদিন-উপবাসে যাপিত জীবন
কত কষ্টে ; অভাগিনী তবু নুরুদ্দীর
এক কপর্দ্দক কভু করেনি গ্রহণ।
অর্দ্ধেক সম্পত্তি তারে দিয়াছিলা শেষে
নুরুদ্দীন, কিন্তু তাহা নেয়নি সে দেবী ;
বলিত সে কেঁদে কেঁদে "স্বামী মোর যাহা"
করিতে পারে নি ভোগ, কোন প্রাণে দিদি
তারে ছেড়ে ভোগিব তা দাসী হয়ে আমি ?
কত দিন দাদা আমি এ'সে তার কাছে
কত যত্ন করিতাম, বুঝাতেম কত,
কিন্তু সে কেবলি হায় করিত রোদন
তব লাগি ; কেঁদে কেঁদে সোণার প্রতিমা
ধরে ছিল কি করুণ শোকের মূরতি।
কত দিন আমি তারে ব'লেছিনু দাদা
আমার আশ্রয়ে যে'তে, নিরাশ্রয় ভাবে
একাকিনী থাকা এই নির্জ্জন কুটীরে
অনুচিত, কিন্তু দাদা দুঃখিনা হালিমা "
কেঁদে কেঁদে ম্লান মুখে বলিত আমারে
স্বামীর আদেশ বিনা কেমনে যাইব

তব কাছে, একপদ নারিব যাইতে
কোন স্থানে, দিদি আমি এ গৃহ ছাড়িয়া।
সে আমারে এই স্থানে রে'খে গেছে দিদি,
সে যদি আসিয়া মোরে নাহি দেখে হেথা,
কি বলিবে সে আমারে ? হায় সে সময়ে
কি উত্তর দিদি, আমি দিব তার কাছে ?
অন্নাভাবে—বস্ত্রাভাবে যদিও জীবন
যায় মোর এই গৃহে, তা'ও মোর ভাল,
সৌভাগ্য আমার তাহা এ নারী জনমে !
ইহা ভিন্ন নারীর কি প্রার্থনীয় ভবে ?
স্বর্গসম এই গৃহ দিদি মোর কাছে,
কেননা এ গৃহ মোর স্বামী দেবতার।
আমি যদি মরি দিদি এই গৃহ মাঝে,
প্রাণের অনল মোর যাইবে নিভিয়া,
লভিব অতুল শান্তি এ মরু-হৃদয়ে !
সে যবে আসিয়া দিদি শুনিবে এখানে,
তাহারি চরণ-দাসী তারি কথা ভেবে
তারি স্মৃতি বুকে নিয়ে ম'রেছে এখানে ;
অতীতের স্মৃতিগুলি উঠিবে জাগিয়া
হৃদে তাঁর, অশ্রু জল পড়িবে ঝরিয়া
সে নয়নে, হায় দিদি, তার সেই অশ্রু
পুষ্প ও চন্দন রূপে হইবে বর্ষি—

আমার সমাধি পরে আত্মার কল্যাণে ;
লভিব স্বর্গীয় শান্তি আমি সে সময়ে !
আর কি বলিব দাদা, বলিতে হৃদয়
শতধা ফাটিয়া যায়, তোমারি বিচ্ছেদে
তোমারি সে কণ্ঠ-রত্ন, সোণার প্রতিমা
হারিমা, সতত হায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডুবে গেছে চিরতরে কালের সাগরে।
এই ভগ্ন গৃহ মাঝে গভীর নিশীথে
তোমারি প্রেমের যজ্ঞে দিয়াছে সে প্রাণ
পূর্ণাহুতি, হায় এক শার্দ্দূল-কবলে।
সতী সে, তাহার কথা হবেনা বিফল ;
বিধাতার রত্নময় আসনের নীচে
স্থান তার, পুণ্যময়ী আছে সেই স্থানে
দেবী বেশে, পরজন্মে পাইবে তাহারে।”
পাষাণের মূর্ত্তি প্রায় কিছুক্ষণ যুবা
স্থির ভাবে সেইস্থানে রহিলা দাঁড়ায়ে।
একটিও বাক্য তার ফুটিল না মুখে,
নীরব নিশ্চল যুবা, প্রাণ যেন তার
অবরুদ্ধ দেহ হ’তে গিয়াছে উড়িয়া।
হৈমবতী ভগ্ন প্রাণে হাত নে’ড়ে তার
কহিলেন আবার স্নেহে সজল নয়নে,
“কেন দাদা, হেন ভাবে রহিলে দাঁড়ায়ে ?

চল যাই গৃহে মোর, সেই স্থানে তুমি
থাকিও, অযত্ন কভু হবে না তোমার!
তুমি ভাই, আমি ভগ্নী, প্রাণ দিয়ে দাদা
সতত সেবিব আমি চরণ তোমার!
যুবক মুহূর্ত্ত মাঝে হাত ছাড়াইয়া
বিনা বাক্যে তথা হতে করিলা প্রস্থান
ঝড়বেগে; কেহ আর দেখিল কি তারে
এ জীবনে, কভু এই ধরণীর মাঝে?
হৈমবতী বক্ষ ভরা অশ্রু রাশি নিয়ে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি গেলা চলি গৃহে
ম্লান মুখে; ভগ্ন প্রায় হৃদয়ে তাহার
রহিল এ শোক-স্মৃতি জনমের তরে!

শিশু-মন্দির

চতুর্থ খণ্ড।

এক ভিন্ন অন্য নাই উপাস্য এ ভবে,
হজরত মোহাম্মদ প্রেরিত তাঁহার !
ভরসা আমার তিনি এ ভব অর্ণবে,
পাপী আমি চরণের ধূলি কণা তার !

নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার।

শান্তি পর্ব্ব।

শিব-মন্দির।

কাব্য।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম সর্গ।

আজমীর নগরীর প্রান্তদেশ ; গিরি-পাদ-মূলে অনাথ-আশ্রম ;
মাতৃরূপিনী যোগিনী মূর্ত্তি ; প্রেমের পরিণাম]

মা তুমি,—ভগিনী তুমি,
তুমি মেয়ে দারা!
তোমারি চরণ স্পর্শে
পবিত্রা এ ধরা!

নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার।

কল্পনে আইস সখি, সাথে সাথে মোর,
যাব আমি বহুদূর!—বারমাস যেথা
বসন্ত বিহরে সখি, মলয়া লইয়া
ফুটা'য়ে কুসুম পুঞ্জ,—শান্তির উদ্যানে!
নাচে শিখি, গাহে পিক ; ঝঙ্কারে পাপিয়া

উড়িয়া সুনীল নভে ; মাতা'য়ে ধরণী
কুহরে দয়েলা শামা মধুর সুতানে !
কহ্নেন,—আইস দেবি, প্রেমময়ী তুমি,
চল সঙ্গে মোর, আমি যাইব সেখানে।

ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ আজমীর নগরী,
সৌন্দর্য্যের মহাখনি, অনুপম ভবে !
মোশ্লেমের তীর্থ ভূমি, তাপস কুলের
লীলা-ক্ষেত্র—প্রকৃতির রম্য নিকেতন !
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, কুসুম উদ্যান,
নির্ঝরিণী, স্রোতঃস্বতী, ক্ষুদ্র শৈল শ্রেণী,
নিরখিলে ক্ষণ মাত্র যুড়ায় নয়ন।

গিরি-পাদ্-মূল মরি করিয়া বিধৌত
ছুটিয়াছে নির্ঝরিণী কুল কুল রবে।
তরুলতা সমাবৃত নিভৃত পুলিনে
উচ্চ বনভূমি, সেথা দাঁড়ালে মুহূর্ত্ত
মনের অশান্তি সব হয় বিদূরিত
নিরখিয়া পার্ব্বতীয় দৃশ্য মনোহর !
আবার অদূরে চারু আজমীর নগরী,
শোভিছে কি মনোহর চিত্র পট প্রায় !—
—কোথা উচ্চ সৌধ, কোথা সমুচ্চ মিনার,

কোথাবা মস্‌জিদ চারু কোথা পাঠাগার,
কোথা দেবালয়, কোথা সুরম্য বিপণী
সুপ্রশস্ত মনোহর পথের দুধারে।
কোথাবা নিকুঞ্জ বন, কোথা পুষ্পোদ্যানে
সুপ্রসিদ্ধ তাপসের পবিত্র সমাধি,
হেরিলে তা' মুহূর্ত্তেকে ধর্ম্ম বৃত্তি গুলি
জে'গে উঠে মানবের হৃদয় মাঝারে!
সেই উচ্চ বনভূমে,—নির্ঝরিণী-তীরে
একটি মন্দির, পার্শ্বে সুরম্য মস্‌জিদ,
সম্মুখে নিকুঞ্জ বীথি, অদূরে তাহার
রোগীদের বাস গৃহ—অনাথ-আশ্রম।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত গুলি বালক বালিকা,
খেলিছে বসিয়া সেই অনাথ-আশ্রমে।
রোগীদের বাস-গৃহে দশজন রোগী
মুমূর্ষু, শয্যাতে পড়ি রোগ-যন্ত্রণায়
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, চীৎকারে তাদের
গৃহখানি বিকম্পিত প্রতি পলে পলে।
ঊনবিংশ বৎসরের একটি তাপসী
সে বিপন্ন রোগীদের করিছে শুশ্রূষা
স্থিরচিত্তে বসি তথা, স্বর্ণ বিনিন্দিত
তাপসীর গাত্র-বর্ণে, দেহের সৌষ্ঠবে,
প্রফুল্ল নলিনী বৎ মুখের সৌন্দর্য্যে

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার অনন্ত শকতি
হইতেছে প্রকটিত, উদ্ভাসিত গৃহ
তার সেই অফুরন্ত রূপের মাধুর্য্যে।
নিকটেই অন্য এক বৃদ্ধা তপস্বিনী,
প্রথমা তাপসী হস্তে দিতেছে ঔষধ
রোগীদের নাড়ী দে'খে অতি সাবধানে।
এখনো উঠেনি রবি — মধুময়ী উষা!
সুস্নিগ্ধ মধুর বায়ু নির্ঝরিণী নীরে
অবগাহি, মাখি হৃদে ফুলের সৌরভ
ঝুর ঝুর বহিতেছে ছড়া'য়ে মাধুরী
এ সুচারু শৈল-প্রান্তে আশ্রম-কুটীরে।
হেন কালে দ্রুত পদে একটি বালক
এসে তথা, জানাইল বৃদ্ধা তাপসীরে
অদূরে তটিনী তীরে বটবৃক্ষ তলে
একটি বসন্ত রোগী ব্যাধির প্রকোপে
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, নিকটে তাহার
চারিটি বালক ব'সে কাঁদিছে নীরবে।
তখনি উদ্বিগ্ন চিত্তে বৃদ্ধা তপস্বিনী
সঙ্গে ল'য়ে সে বালকে গেলা চলি দ্রুত
সেই রোগী কাছে, তারে ধরা ধরি করি
সবে মিলি আনিলা সে আশ্রম-কুটীরে।
রোগীরে নিরখি সেই প্রথমা তাপসী

চমকিয়া, দূরে কিছু দাঁড়াইলা সরি।
রোগী সেই দুর্ব্বিষহ ব্যাধি আতিশর্য্যে
করিতেছে আর্ত্তনাদ মুদিত নয়নে,
কভুবা চীৎকার দিয়া কাঁদিছে কাতরে।
রোগীর এ দশা হে'রে নিরাশ হৃদয়ে
কাঁদিছে বালক গুলি বসি পাশে তার।
জিজ্ঞাসিলা স্নেহ ভরে বৃদ্ধা তপস্বিনী
"কে বাছা তোমরা ? এ রুগ্ন তাপস সনে
কি সম্পর্ক তোমাদের ? অতি নম্র ভাবে
কহিল বালক বৃন্দ "এ তপস্বী মা গো
পুত্র নির্ব্বিশেষে সদা করিছে পালন
আমাদেরে, ডাকিতাম পিতা ব'লে তারে।
নিস্বার্থ ধার্ম্মিক হেন দেখি নাই কভু
এ জগতে, প্রাণ দিতে পরের লাগিয়া।
এক দৃষ্টে নিরখিয়া বৃদ্ধা তপস্বিনী
চিনিলা সে রোগীটিরে, ব্যাকুলিত প্রাণে
মৃত সঞ্জীবনী সুধা দিলা তার মুখে
বহুকষ্টে, রুগ্ন যোগী অজ্ঞানতা বশে
কহিলা "কে তুমি ? মোরে এসেছ বধিতে ?
বধ' বধ'—দুঃখ নাই মরিতে আমার।
একবার ব'লে দেও যার জন্য মোর
এ অবস্থা, ধন রত্ন আত্মীয় স্বজন

যার জন্য ত্যাগ করি হ'য়েছি ভিখারী,
আমার সে প্রাণাধিক জাহানারা কই ?
কোথায় আমার সেই সুবর্ণ-কুসুম ?
প্রানের অমূল্য ধন, কোহিনূর মণি ?
সেকি মোরে ভুলে গেছে ?—আমিত ভুলিনি,
কোথায় আমার সেই চিরারাধ্য দেবী ?
তাহারি স্মৃতিটি নিয়ে উদাসীন আমি।
ব'লে দেও—ব'লে দেও আমি চির দুঃখী
আমার সে প্রাণাধিকা জাহানারা কই ?"
যোগীর নয়ন হ'তে ঝর ঝর ঝর
ঝরিতে লাগিল অশ্রু ; বৃদ্ধা তপস্বিনী
বিষাদে অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া তখন
কহিলা "মা জাহানারা, আর ত সহেনা,
কেমনে এ দৃশ্য আমি দেখি মা এখন ?
জাহানারা জল ভরা আঁখি দুটি নিয়া
উত্তরিলা "মা আমারে পত্নী রুপে কভু
পাইবে না নাজেমদ্দী,— বৃথা সে বাসনা
আমি ত মা এ হৃদয় দিয়াছি অন্যেরে ?
তুমি ত সকলি জানি এ মর জগতে
যদিও আলার সনে হয়নি আমারি
বিবাহ,—তথাপি আমি ভালবাসি তারে
পতি ভাবে, সে আমার আরাধ্য দেবতা

এক মাত্র, এ জীবনে যদিও তাহারে
না পাইনু, পরকালে পাইব তাহারে।
প্রেম বলে যদি কিছু বিধাতার দান
মানবের আত্মা মাঝে থাকে গুপ্ত ভাবে,
ত্রিদিবের সুধা তাহা, তাহারি প্রভাবে
নিশ্চয় আলারে আমি লভিব সেখানে
স্বামীরূপে, বিধাতার করুণার বলে।
জীবনের সুখ সাধ সব তেয়াগিয়া
এই আশা নিয়া আমি বসেছি মরিতে,
ইহা ভিন্ন এ হৃদয়ে নাহি কোন আশা,
নাজেমদ্দী প্রথমেই করেছিল ভুল,
না জে'নে আমার মন, কেন সে আমারে
বেসেছিল ভাল ? আমি আকারে ইঙ্গিতে
কখনো ত ভালবাসা দেখা-ই নি তারে ?—
—তাহারি ত মূলে ভুল ? আমি কি করিব ?
আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, মাতৃ রূপে যদি
করে সে গ্রহণ মোরে, পুত্র ব'লে তারে
তু'লে ল'তে পারি কোলে, কেননা জননি,
জগতের নর নারী পুত্র কন্যা মোর ?
আমারি সন্তান তারা, আমি যে তাদের
মাতৃরূপে এ জগতে লভিয়া জনম
তাহাদেরি সেবাব্রত ক'রেছি গ্রহণ।

নিবিবার আগে দীপ জ্ব'লে উঠে যথা,
তেমতি সে রুগ্ন যোগী লভিলা চেতনা
ক্ষণতরে, পান করি মৃত সঞ্জীবনী।
শ্রবণের কাছে তার মুখ খানি নিয়া
কহিলা ডাকিয়া তারে বৃদ্ধা তপস্বিনী
"নাজেমদ্দি, বাছা তুমি পত্নীরূপে কভু
জাহানারা দুঃখিনীরে পাবেনা জীবনে,
মাতৃরূপে যদি তারে চাও তুমি বাছা,
লও তার ক্রোড়ে স্থান।" আকুল হৃদয়ে
নাজেমদ্দী অতিকষ্টে মেলিয়া নয়ন
চারিদিকে একবার দেখিলা চাহিয়া।
তারপর "চরণের ধূলি দেমা" বলি'
জাহানারা-পদ হ'তে ধূলি-কণা ল'য়ে
মাখিলা ললাটে বুকে, ঝর ঝর করি
নয়নের অশ্রু তার পড়িল ঝরিয়া।
কহিলা সে অতি কষ্টে থামিয়া থামিয়া
"জ-গতের না-রী জাতি স-বি যে আ-মার
মা-তৃ রূ-পিনী মা-গো ক্ষ-মা কর্ মো-রে।"
জাহানারা বসি পাশে সজল নয়নে
লইলা তুলিয়া ক্রোড়ে মস্তক তাহার
নাজেমদ্দী ধীরে ধীরে মুদিলা নয়ন।
সংসারের মায়া-পাশ করিয়া ছেদন

মাতৃকোলে শিশু যেন ঘুমা'য়ে পড়িল
চিরতরে, পাখীগুলি কাঁদিলা চীৎকারি
তরু-শাখে, কি যে এক অব্যক্ত বিষাদে
মুহূর্ত্তে ছাইয়া গেল দেখিতে দেখিতে
এ নিভৃত কাননের অনাথ-আশ্রম।
জাহানারা-নেত্র হ'তে দুই বিন্দু বারি
পড়িল গড়া'য়ে মরি ধীরে ধীরে ধীরে,
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ।
নাজেমের সঙ্গী সেই চারিটি বালক
জাহানারা-পদরজঃ লইলা মস্তকে,
ভক্তিভরে "মা" বলিয়া করি সম্বোধন।
জাহানারা, আশিষিলা পুত্র নির্ব্বিশেষে
"আয় বাছা" ব'লে সবে, করিয়া আদর
বুলাইলা হস্ত তাঁর সকলের শিরে।
বিষাদে মলিন মুখে বৃদ্ধা তপস্বিনী
চলি গেলা বিনা বাক্যে নির্ঝরিণী তীরে।
হৃদে তার মহাঝঞ্ঝা—অশান্তি ভীষণ;
আঁখি দুটি ভেসে গেল নয়নের নীরে!
শুনিলা সে গিরি-মূলে নির্জ্জন কাননে
কে জ'নি করুণ স্বরে গাইতেছে দূরে!

চল পান্থ,—বেঁধে লও
আপন গাঁঠরি!

বহুদূর যে'তে হবে, কেউ ত না সঙ্গে যা'বে
সম্মুখে অকূল নদী,
কেন কর দেরী ?
সময়ে না পে'লে খেওয়া,
কোথা রবে বল ?
তামসী-রজনী ঘোর, আর ত হবেনা ভোর,
উপরে গর্জ্জিছে মেঘ,
চল পান্থ,—চল !

শুনি এ সঙ্গীত-ধ্বনি তপস্বিনী প্রাণে
কি এক ভীষণ ঝঞ্ঝা মুহূর্ত্তের মাঝে
নীরবে বহিয়া গেল; আকুল হৃদয়ে
তপস্বিনী ঊর্দ্ধকর্ণে শুনিতে লাগিলা
সে সঙ্গীত, প্রাণ গেল উধাও হইয়া !
আকাশ প্লাবিয়া গেল সে করুণ তানে !

নিবেছে প্রাণের আলো,
নিবে গেছে আশা!
নবে গেছে সব সাধ, শত্রুতা মিত্রতা বাদ,
নিবে গেছে চিরতরে,
স্নেহ ভালবাসা !

সে নির্জ্জন পার্ব্বতীয় শান্ত প্রকৃতিরে
উদ্ভ্রান্ত করিয়া, তার উদাস হৃদয়ে
আত্ম-বিস্মৃতির তীব্র মদিরা তরল

দিল ঢে'লে, ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া

আবার সে গীত-ধ্বনি প্রভাত-গগনে !

সকলি ফুরা'য়ে গেছে,

জনমের তরে !

অহঙ্কার দর্প গর্ব্ব, সকলি হ'য়েছে খর্ব্ব,

স্মৃতিটি র'য়েছে পড়ি,

মৃত্যুর ভিতরে !

সঙ্গীতের প্রতি তান অমৃত বর্ষিয়া

পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, তুলি প্রতিধ্বনি

মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল গগনের কোলে !

আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠিল ভাসিয়া !

আঁধার এ রবি শশী,

আঁধার এ ধরা !

সব ছাই—সব ছাই, এ জগতে কিছু নাই,

কাল যে জীবিত ছিল,

আজি ত সে মরা ?

প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় দাঁড়া'য়ে নীরবে

তপস্বিনী কত কথা ভাবিতে লাগিলা ;

নীরবে নয়ন হ'তে দুই বিন্দু অশ্রু

ধীরে ধীরে গণ্ড বে'য়ে পড়িল ঝরিয়া !

হৃদে তার অবিশ্রান্ত হইল ধ্বনিত

"কাল যে জীবিত ছিল,

আজি ত সে মরা ?"

বহুদূর যে'তে হবে, কেউ ত না সঙ্গে যা'বে
সম্মুখে অকূল নদী,
কেন কর দেরী ?
সময়ে না পে'লে খেওয়া,
কোথা রবে বল ?
তামসী-রজনী ঘোর, আর ত হবেনা ভোর,
উপরে গর্জ্জিছে মেঘ,
চল পান্থ,—চল !

শুনি এ সঙ্গীত-ধ্বনি তপস্বিনী প্রাণে
কি এক ভীষণ ঝঞ্ঝা মুহূর্ত্তের মাঝে
নীরবে বহিয়া গেল; আকুল হৃদয়ে
তপস্বিনী ঊর্দ্ধকর্ণে শুনিতে লাগিলা
সে সঙ্গীত, প্রাণ গেল উধাও হইয়া !
আকাশ প্লাবিয়া গেল সে করুণ তানে !

নিবেছে প্রাণের আলো,
নিবে গেছে আশা,
নবে গেছে সব সাধ, শত্রুতা মিত্রতা বাদ,
নিবে গেছে চিরতরে,
স্নেহ ভালবাসা !

সে নির্জ্জন পার্ব্বতীয় শান্ত প্রকৃতিরে
উদ্ভ্রান্ত করিয়া, তার উদাস হৃদয়ে
আত্ম-বিস্মৃতির তীব্র মদিরা তরল

দিল ঢে'লে, ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া
আবার সে গীত-ধ্বনি প্রভাত-গগনে !
সকলি ফুরা'য়ে গেছে,
জনমের তরে !
অহঙ্কার দর্প গর্ব্ব, সকলি হ'য়েছে খর্ব্ব,
স্মৃতিটি র'য়েছে পড়ি,
মৃত্যুর ভিতরে !
সঙ্গীতের প্রতি তান অমৃত বর্ষিয়া
পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, তুলি প্রতিধ্বনি
মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল গগনের কোলে !
আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠিল ভাসিয়া !
আঁধার এ রবি শশী,
আঁধার এ ধরা !
সব ছাই—সব ছাই, এ জগতে কিছু নাই,
কাল যে জীবিত ছিল,
আজি ত সে মরা ?
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় দাঁড়া'য়ে নীরবে
তপস্বিনী কত কথা ভাবিতে লাগিলা ;
নীরবে নয়ন হ'তে দুই বিন্দু অশ্রু
ধীরে ধীরে গণ্ড বে'য়ে পড়িল ঝরিয়া !
হৃদে তার অবিশ্রান্ত হইল ধ্বনিত
"কাল যে জীবিত ছিল,
আজি ত সে মরা ?"

দ্বিতীয় সর্গ।

[ফতেপুর সিক্রির সন্নিহিত অনুচ্চ শেখরে মহর্ষি সেলিম সাহের সমাধি-মন্দিরের খাদেম ও খাদেমাগণের আশ্রম ; নিষ্কাম ব্রতধারীদের কর্ম্ম-সাধনা]

ফতেপুর সন্নিহিত অনুচ্চ নিভৃত
গিরি-চূড়ে—প্রকৃতির নন্দন কানন !
মধ্যস্থলে সুকোমল তৃণ আচ্ছাদিত
প্রকৃতির প্রিয় শয্যা—শ্যামল প্রাঙ্গণ !
সেইস্থানে—সে নিভৃত নির্জ্জন কাননে
লীলাময়ী প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর অসংখ্য কুটীর
শোভিতেছে শ্রেণীমত, সেই পর্ণ গৃহে
চারিজন ধর্ম্মপ্রাণ খাদেম প্রবর
নিবসিছে; তাহাদের সাহায্যের তরে
পঞ্চজন তপস্বিনী জননী রূপিনী
নিবসিছে ভিন্ন ভিন্ন কুটীরের মাঝে।
সকলেই জিতেন্দ্রিয় ; সংসার বিরাগী,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া ও মাৎসর্য্য
বলি দিয়া, জগতের মঙ্গল সাধিতে
উৎসর্গ করেছে প্রাণ, কামনা বাসনা

নাহি প্রাণে, সংসারের শত প্রলোভনে
বীতস্পৃহ, তপ জপ রোজা ও নমাজে
মত্ত সদা ; সারা নিশি পবিত্র কোরাণ
পঠিছে একাগ্র মনে; ভজনে পূজনে
দিবা নিশি এক ভাবে যাপিছে জীবন।
আর্ত্তের শুশ্রূষা করি, অনাথের অশ্রু
মুছাইয়া, দীন দুঃখী বিপন্ন জনের
দুঃখ ক্লেশ প্রাণপণে বিমোচিয়া সদা
পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম করিছে সাধন।
প্রাঙ্গণে—কুটীর কোণে পুষ্প-তরু গুলি
শ্রেণীবদ্ধ, নানা বর্ণ ফুল ও মুকুল
বৃন্তে বৃন্তে; নিকটেই স্বভাব সরসী,
সুশোভিত নানাবর্ণ জলজ কুসুমে,—
—কুমুদ কহ্লারে, রক্ত-নীল শতদলে।
আশ্রমের চারিদিকে মহীরুহ গুলি
আলিঙ্গিয়া পরস্পর, শোভিছে সুন্দর
প্রকৃতির ছত্র রূপে, শ্যামল পল্লবে;
জড়াইয়া সেই সব বিটপী নিচয়
নানাবিধ মনোহর পুষ্পিতা বল্লরী
শোভিছে কি অতুলিত, নয়ন রঞ্জন।
গুচ্ছে গুচ্ছে বন-পুষ্প রয়েছে ফুটিয়া
বিবিধ রত্নের প্রায়, করি আমোদিত

সে নিভৃত বন ভূমি মধুর সৌরভে।
নিশি অবসান প্রায়; এখনো তপন
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি পূরব গগনে
পাতে নি তাহার সেই স্বর্ণ-সিংহাসন।
সভয়ে তিমির রাশি কাননে কন্দরে
লুকাইছে, হেনকালে মস্‌জিদ-মিনারে
পড়িল মধুর স্বরে ঊষার আজান।
নমাজান্তে ক্ষণ পরে আশ্রম হইতে
গাহিলা খাদেম এক মোহিয়া প্রকৃতি
ভৈরবীর মধুমাখা সুললিত গান।

দুঃখোঁ কি রজনী ঘুচ্ গেই
"পিউ পিউ"—পাপিয়া ফুকারেঁ!
আপ্‌নে কাম্‌মে চলো সব্‌হি
ফজ্‌র হুই হায়্ পেয়ারে!

সঙ্গীতের সুধাস্বর উঠিয়া পড়িয়া
মুহূর্ত্তে জাগা'য়ে দিল আশ্রমবাসীরে।
আবার সে গীত-ধ্বনি উঠিল ভাসিয়া
গিরি-শৃঙ্গে কাননের এধারে ওধারে।

কোই নেহি বয়ঠে রহি,
সব্‌হি আপ্‌নে কাম্‌মে মশ্‌গুল্!
তোম্ কেঁও অভি শোয়ে রহি,
উ-ঠ' জাগো ভাই হমারে।
"পিউ পিউ"—পাপিয়া ফুকারে

নীরবিল স্বর, ধীরে ছাইল ফরসা
ধরাবক্ষে, প্রেমময়ী ঊষা সীমন্তিনী
আইল ধরণী তলে হাসিয়া মধুরে !
ক্ষণ পরে আশ্রমের সকলে মিলিয়া
সে নিভৃত বন ভূমি করিয়া ধ্বনিত
স্নধা কণ্ঠে, একসঙ্গে উঠিল গাইয়া
এ সুধা-সঙ্গীত মরি সুমধুর স্বরে।

মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই,*
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে ?
মা-যে মোদের অনাথিনী,
ঐ পড়ে ভাই আছে ভূমে !

সেইস্বর উঠে নে'মে স্তরে-স্তরে-স্তরে
প্লাবিয়া সে পার্ব্বতীয় নির্জ্জন কানন
গিরি-শৃঙ্গ, ধীরে ধীরে গেল মিশাইয়া
প্রভাতের নিরমল সুনীল আকাশে !
আবার,—আবার স্বর উঠিল ভাসিয়া

মা-যে মোদের মর্ম্ম দুঃখে,
পড়ে আছে-মলিন মুখে,
অনাহারে শীর্ণ বুকে,
ঝরে অশ্রু নয়ন কোণে।

---

* লেংড়া রাগিনীতে গেয়।

মা তোদেরে ডাক্‌ছেরে ভাই,
গৌণ করিস্‌নে—আয় ছু'টে যাই,
মায়ের দুটি চরণ চু'মে!

হিন্দুগণ ঐ মায়ের বুকে,
বসিয়ে দিল ভীষণ ছোরা!
এই কি তোদের মাতৃ ভক্তি?—
—ব'সে ব'সে দেখিস্‌ তোরা?

আয় ছুটে ভাই—ঐ মা মোদের
চে'য়ে আছে তোদের প্রাণে।
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই,
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে?

শোধিতে সে মাতৃ ঋণ,
পার্‌বি কি তুই এ জীবনে?
মা-তোদেরে ডাক্‌ছেরে ভাই,
গৌণ করিস্‌নে—আয় ছুটে যাই,
মায়ের দুটি চরণ চুমে!
দুঃখিনী মা'র নয়ন জলে,
কঠিন পাথর যায় যে গ'লে,
তোরা ভাই তা' কেমন ক'রে
স'য়ে আছিস্‌ কোমল প্রাণে!
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই,
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে?

শত ছিন্ন বসন পরা,
অঙ্গে মাখা ধূলা বালি!
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ফাটে,
কাপড় ভরা কালি ছালি!
মা যে মোদের কাঙ্গালিনী,
ঐ প'ড়ে ভাই আছে ভূমে
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে?

শুনি এ সঙ্গীত ধ্বনি প্রকৃতির প্রাণে
কি যে এক শোক-বহ্নি উঠিল জ্বলিয়া!
বিষাদে প্রকৃতি যেন উদাস হৃদয়ে
ঘুঘুর করুণ স্বরে উঠিল কাঁদিয়া!
আবার সে গীত ধ্বনি ভাসিল গগনে!

মা যদি মোর ম'রে যায় ভাই,
সে দুঃখ রাখ্‌তে পাবিনে ঠাঁই,
কেউ রলি ভাই ঘুমের ঘোরে
কেউ রলি ভাই খেলার ধূমে!
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে?

এ সুধা-সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়া পড়িয়া
শৈল-শৃঙ্গে, সুধা-ধারা করিয়া বর্ষণ,
কাননের প্রান্তে প্রান্তে গেল মিশাইয়া

আশ্রমের পূর্ব্বদিকে ঘন ঘনাকারে
অসংখ্য ফলের বৃক্ষ ফলে ও মুকুলে
সুশোভিত, নিরখিলে জুড়ায় নয়ন
শাখে শাখে বহুবিধ সুকণ্ঠ গায়ক
বন-পাখী গাইতেছে প্রভাত-সঙ্গীত
মধুমাখা প্রাণময়ী ভৈরবীর সুরে
প্রতিধ্বনিময় করি এ নির্জ্জন বন!
উদাসিনী প্রকৃতির নিশ্বাসের মত
কাঁপাইয়া তরু রাজি পুষ্পিতা বল্লরী
বহিতেছে ঝুরু ঝুরু প্রভাত-পবন।
মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি-মন্দিরে
বসিয়া খাদেম এক সুমধুর স্বরে
পঠিতে লাগিলা ধীরে পবিত্র কোরাণ!
ধীরে ধীরে ত্বিষাম্পতি উদিল গগনে;
জাগিল বসুধা, এবে নিজ নিজ কাজে
বিশ্ববাসী দ্রুত পদে হ'ল আগুয়ান।
দূরে দূরে ধেনুগুলি আসিছে ছুটিয়া
শ্যামল প্রান্তরে, বহু রাখাল বালক
খেলিছে সানন্দ মনে, দীর্ঘ এক পথ
সে মহা প্রান্তর ভেদি এসেছে সুন্দর
আগ্রা হ'তে, দুইধারে তমাল পিয়াল
বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর প্রায়

স্থানে স্থানে পথিকের বিশ্রামের তরে
সরাই, পথিকবৃন্দ পথ পর্য্যটনে
ক্লান্ত হয়ে, পথ-শ্রান্তি নিবারে এখানে।
কিছু দূরে রজতের শুভ্র রেখা প্রায়
অথবা অরুণ করে অতি সমুজ্জ্বল
প্রকৃতি রাণীর চারু মেখলার মত
ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী এক ঘুরিয়া ফিরিয়া
ছুটিয়াছে তীরবেগে তুলি কলতান।
তীরে দীর্ঘ তরু রাজি সমীর হিল্লোলে
মর্ম্মরিয়া মিশাইছে সে সঙ্গীত সনে
আপনার "সর সর" সুমধুর গান।

গিরি-নিম্নে সমভূমে সেলিম সাহার
পবিত্র সমাধি—আহা দেখিলে বারেক
কি যে এক ভক্তি রসে ডুবে যায় প্রাণ;
অজ্ঞাতে নোয়া'য়ে পড়ে পাপাত্মার শির
এই স্থানে, শান্তি-স্রোতঃ শত মুখী হয়ে
নীরবে বহিয়া যায় দুকূল প্লাবিয়া
এ প্রাণের অন্তঃস্থলে পরতে পরতে,
সংসারের সুখ দুঃখ থাকে না এ মনে;
জীবন-নদীতে বহে আকুল উজান।
সমাধির চারিধারে বৃক্ষ অগণিত
তুলি শির, প্রদানিছে ছায়া সুশীতল

ভক্তি ভরে, এ সমাধি করিয়া প্রণাম।
গভীর নির্জ্জন বন, নাহি লোক জন,
সংসারের কোলাহল রাখিয়া সুদূরে
চিরতরে, লভিতে সে অনন্ত বিশ্রাম
মহাযোগী এইস্থানে রয়েছে শয়ান।
কত মধুমাখা হেথা প্রদোষ প্রভাতে
প্রকৃতির নহবত বাজে কল তানে—
—বিহগের মধুমাখা সকরুণ গান।
আশ্রমের পার্শ্বস্থিত একটি কুটীরে
চারিজন জিতেন্দ্রিয় খাদেম প্রবর
আলাপিছে নানা কথা, হৃদয়ের মাঝে
একে একে, কত কথা উঠিছে তাদের।
একজন ধীর ভাবে কহিতে লাগিলা
আমরা সন্ন্যাস ব্রত ক'রেছি গ্রহণ,
কিছুতেই আমাদের নাহি লিপ্সা ভবে,
তৃণ সম গণি অর্থে, শত প্রলোভনে
ভুলিব না, কর্ত্তব্য যা' সাধিব নিশ্চয়
প্রাণপণে যত দিন বহিব জীবন।
ইস্লামের মূলভিত্তি—কোরাণে বিশ্বাস,
রছুলে মানিয়া চলা, সর্ব্বজীবে দয়া,
ঈশ্বর বিরোধী আর ধর্ম্ম-দ্রোহী দলে
শাস্ত্র মত, তর্ক-যুদ্ধে করি পরাভূত

স্বধর্ম্মে টানিয়া আনা, শরা শরিয়ৎ
প্রতিপদে মে'নে চলা, অহঙ্কার দর্প
তেয়াগিয়া, ভ্রাতৃ ভাবে বাঁধিতে সবারে
স্নেহ-ডোরে ; সাম্য মৈত্রী একেশ্বর বাদ,—
—আমাদের মূল মন্ত্র, ইহাই লইয়া
কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছি আমরা,
আমাদের কোন ভয় বিধর্ম্মী সকলে ?
জগদীশ আমাদের সহায় এ ভবে।
স্বধর্ম্ম—স্বজাতি—আর স্বদেশের কাছে
তুচ্ছ প্রাণ, মরিলেও স্বর্গ লাভ হবে।
আমাদের জন্মভূমি জননী দুঃখিনী
ধনীদের অত্যাচারে ঘোর প্রপীড়িত।
ধনীগণ নিজ সুখে মত্ত অবিরত,
মদ-মাংসে, স্বৈরিণীর কুটীল কটাক্ষে,
প্রজাদের রক্ত শোষি' লক্ষ লক্ষ টাকা
ক্ষয়িতেছে দিবা নিশি, ধর্ম্ম কার্য্যে কভু
একটিও কপর্দ্দক নাহি দেয় তারা।
শক্তি আছে যার, সে-ই আক্রমি' দুর্ব্বলে
নিষ্পেষিছে পদ তলে, দস্যুতা ডাকাতি
চারিদিকে, নরহত্যা ব্যভিচার ঘোর
হইতেছে স্থানে স্থানে, নাহি হেন পাপ
অনুষ্ঠিত যাহা, নাহি হয় এ ভারতে।

দেশে দেশে ভ্রমি ভণ্ড তপস্বী সকল
সতত পাপের পথে নিতেছে টানিয়া
মোস্লেমে, অলীক ধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
কেবলি অশান্তি দেশে, যে দিকে চাহিবে
হাহাকার ভিন্ন কোথা নাহি কিছু আর।
তাহাতে নবাবগণ বিদ্রোহের ধ্বজা
উড়াইয়া, স্বাধীনতা করিছে ঘোষণা।
দুর্দ্দান্ত ভূস্বামী বৃন্দ সুযোগ পাইয়া
অত্যাচারে প্রপীড়িত করিছে প্রজারে,
নিরীহ মোস্লেমগণে দিতেছে লাঞ্ছনা।
সুন্দরী রমণী যদি থাকে কারো ঘরে,
দুর্দ্দান্ত ডাকাতগণ কে'ড়ে নেয় তারে।
কে শোনে কাহার কথা? প্রতিকার এর
কে করে? সবাই অন্ধ স্বার্থের লাগিয়া?
প্রজাদের জমা বৃদ্ধি, উচ্ছেদ সাধন,
এই সব কার্য্যে এরা পটু সর্ব্বক্ষণ;
দরিদ্রের জন্ম যেন সুখের লাগিয়া
ইঁহাদের, অনশনে যদি তারা মরে
পথে প'ড়ে, ক্ষণ মাত্র কেহ না নিরখে!
ইঁহাদের স্বর্ণচূড় অট্টালিকা-পাশে
দরিদ্র ভিক্ষুক কত কাঁদিছে সতত
অনাহারে—অনম্বরে, মাথা রাখিবার

নাহি স্থান, শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে পুড়ে মরে,
কভুবা বৃষ্টিতে ভিজি' কত কষ্ট সহে,
কে ভাবে তাদের কথা মুহূর্ত্তের তরে ?
দুর্দ্দান্ত কাশীর রাজা এইত সে দিন
শত শত মুসল্‌মানে করি নির্য্যাতন
জন্মভূমি হতে হায় দিয়াছে তাড়া'য়ে
চির তরে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য বৈভব
করি সব আত্মসাৎ, মোস্লেম হইয়া
কেমনে সে অত্যাচার দেখিব দাঁড়া'য়ে ?
পাষণ্ডেরা অর্থ দিয়া চাহে বশীভূত
করিতে মোদেরে, কিন্তু জানে না তাহারা
সন্ন্যাসী কি ভুলে কভু অর্থ প্রলোভনে ?
হিন্দুগণ অনাথিনী জননীর বুকে
দিনে দিনে—মাসে মাসে যে ভীষণ ছোরা
মারিতেছে, সে আঘাতে জননী মোদের
বুঝি হায় চিরতরে ত্যজিবে জীবন।
শুনেছি সে দিন আমি আজ্‌মীর আশ্রমে
ফিরোজা রাণীর মুখে যে দুঃখ কাহিনী,
শুনিলে আতঙ্কে হৃদি উঠে শিহরিয়া ;
ঢাকাতে সুধীরচন্দ্র নৃশংস হৃদয়ে
একজন মুসলমান ভূস্বামীর গৃহ
ধ্বংস ক'রে, পুত্রে তার ক'রেছে প্রোথিত

মৃত্তিকার তলে ; হায় প্রতিশোধ এর
লইতে কি পারিবনা আমরা এখন ?”
বাধা দিয়া অন্য এক খাদেম তখন
কহিলা “সে জন্য মোরা দিল্লীতে যাইয়া
করেছি যে আবেদন, দেখি কোন্ ফল
হয় তার, পুনর্ব্বার যাইয়া সেখানে
নিবেদিব মোরা সবে সম্রাট সকাশে ;
দিল্লীশ্বর অবশ্যই প্রার্থনা মোদের
শুনিবেন, স্বজাতির নির্য্যাতন তিনি
কেমনে নিশ্চল ভাবে দেখিবেন বসি ?
শিখ গুলি কত কষ্ট দিয়াছে মোস্লেমে,
দুর্দ্দান্ত দোকানবাসী, রাজপুত্রগণ
হিংস্র পশু প্রায়, তারা কত অত্যাচার
করিতেছে দিবা নিশি মোস্লেম সকলে।
জন্মভূমি জননীর বক্ষে ছুরি মারি
কি যে নির্য্যাতন তারা করিছে সতত
নৃশংস হৃদয়ে হায়, এর প্রতিকার
আমরা করিতে বাধ্য, আমরা সন্ন্যাসী
সংসারের লোভ মোহ কামনা বাসনা
তেয়াগিয়া, চিরতরে নিষ্কাম হৃদয়ে
ধর্ম্মার্থে সঁপেছি প্রাণ, ব্রত আমাদের
পর উপকার, আর বিশ্বের মঙ্গল।”

তারপর দুইজন করিলা প্রস্থান
দুই দিকে,—দুইজন রহিলা বসিয়া
বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই আশ্রম-কুটীরে!
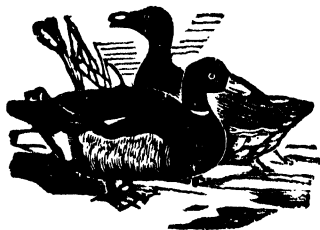
তৃতীয় সর্গ।

[ফতেপুর সিক্রি,—মহর্ষি সেলিম সাহের সমাধি-
মন্দিরের খাদেম ও খাদেমাগণের আশ্রম ;
নিষ্কাম ব্রত ধারিণীদের সেবাধর্ম্ম]

নিষ্কাম ব্রতধারিণী।

আশ্রমের তিনজন তাপসী খাদেমা
গেলা চলি একে একে নিজ নিজ কাজে ;
এক জন * ধীরে ধীরে বসিলা আসিয়া
সরঃ তীরে ; বন-প্রান্তে গাইল একটি
ভীলবালা, সুধাস্বরে মোহিয়া প্রকৃতি—

আমরা লো' সই বন-কুসুম
বনে থাক্‌তে ভালবাসি ! †
বন-দেবীর চরণ তলে
লুটিয়ে পড়ি দিবা নিশি !
আপন্ মনে আপন্ ধ্যানে, থাকি মোরা বিজন্ বনে
পাখীর ডাকে চম্‌কে উঠি
কেউ পরিনে প্রেমের ফাঁসী

---

* আশ্রমের পঞ্চম খাদেমা

† পিলু রাগিনীতে গেয়।

সঙ্গীতের সুধামাখা সুস্বর লহরী
মুখরিত করি সেই নির্জ্জন কানন
দূর বনে—গিরি-শৃঙ্গে পড়িল ছড়া'য়ে !
মুহূর্ত্তে আবার স্বর উঠিল ভাসিয়া

সমীর বহে ঝুরু ঝুরু দোলাইয়া বনের তরু
গিরি-শিরে—নিঝর নীরে
কত মধুর চাঁদের হাসি।
ভ্রমর এ'সে মুগ্ধ প্রাণে, প্রণয় যাচে কাণে কাণে,
আমরা থাকি অভিমানে
কইনে কথা সারা নিশি !
মধু এ'সে সোহাগ ভরে, সাজায় সবে যতন ক'রে,
ছড়িয়ে মোদের প্রাণের মাঝে
অফুরন্ত সুধা রাশি !
ঋতুপতির আমন্ত্রণে, কি আনন্দ সবার প্রাণে,
পাপিয়া গায় "পিউ পিউ"
কোকিল গাহে "আসি আসি।"

সঙ্গীতের সুধারবে প্রকৃতি সুন্দরী
আত্মহারা, প্রাণে তার বেদনা গভীর !
নীরবে বহিয়া গেল ঝুর ঝুর করি
প্রভাতের মধুমাখা শীতল সমীর।
সঙ্গীতান্তে ভীলবালা বহু পুষ্প নিয়ে
দিল আনি উপহার ভক্তি পূর্ণ হৃদে

মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি মন্দিরে !
ক্ষণ পরে একজন বর্ষীয়সী বামা
নিকটস্থ গ্রাম হ'তে আসিল ছুটিয়া
দ্রুতবেগে খাদেমের আশ্রম কুটীরে
সরঃ তীরে,—যেই স্থানে ছিলা বসি একা
পঞ্চম খাদেমা মরি চিন্তিত হৃদয়ে।
জিজ্ঞাসিল সসম্ভ্রমে সেই বৃদ্ধা বামা
তাপসীরে "মা আমেনা * কোথা এবে দিদি ?"
তপস্বিনী মৃদু স্বরে করিলা উত্তর
"থারিয়ানে † একজন দরিদ্র বালিকা
পিতৃহীনা, মৃত প্রায় ওলাউঠা রোগে ;
তারি শুশ্রূষার তরে গিয়াছেন তিনি ;
দণ্ডেকের পর বোন্ আসিবেন হেথা,
কোন্ প্রয়োজন তব তাহার নিকটে ?"
উত্তরিলা সেই বামা সজল নয়নে
"একটি বালক আর একটি বালিকা
ভীষণ কলেরা রোগে হ'য়েছে আক্রান্ত
দুঃখিনীর, বহু লোক মরেছে এ রোগে
গ্রামে আমাদের, তাই ভয়াতুর হ'য়ে

---

* আশ্রমের প্রধান খাদেমা।

† থারিয়ায়ন (Thariyaon) ফতেপুরের নিকটস্থ একটী গ্রামের নাম।

গ্রামের সমস্ত লোক গেছে পলাইয়া
অন্য গ্রামে, সেই গ্রামে নাহি কেহ আর
দিদি আজি, উহাদের পরিচর্য্যা তরে।
কেমনে সে মৃত প্রায় রোগীদেরে ল'য়ে
একাকী যাপিব আমি সারাটি রজনী ?
তাই আজি তারে দিদি ল'য়ে যাব সেথা"
হেন কালে এ'সে তথা পান্থ এক জন
প্রণমিয়া তাপসীরে কহিল "দর্গার
প্রধান খাদেম এবে কোথায় জননি ?
ডে'কে দিন।" তপস্বিনী যাইয়া তখন
একটি কুটীর দ্বারে করিলা আহ্বান
খাদেমেরে, গৃহ হতে প্রধান খাদেম
বাহিরিলা, কাছে এসে পথিক তখন
কহিলা কাতর ভাবে প্রণমিয়া তারে
"একটি সাধক সঙ্গে ছিলাম আসিতে
মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি মন্দিরে ;
পথি মাঝে তিনি হায় হইয়া আক্রান্ত
দারুণ কলেরা রোগে র'য়েছে পড়িয়া
অদূরে বনের ধারে, আপনি তাহারে
না রক্ষিলে, অযতনে যাইবে মরিয়া
পথি পার্শ্বে সে এখন।" খাদেম তখন
আহ্বানিলা মোহ্সেনে, গৃহান্তর হ'তে

বাহিরিয়া অন্য এক খাদেম তখন
"কেন দাদা ?" ব'লে এসে দাঁড়াল সম্মুখে।
প্রধান খাদেম তারে করিলা আদেশ
"যাও তুমি দ্রুত, এই পথিকের সঙ্গে
একটি কলেরা রোগী প'ড়ে আছে পথে,
অবিলম্বে নিয়ে এস তারে এ আশ্রমে।"
পথিকেরে সঙ্গে ল'য়ে মুহূর্ত্তের মাঝে
মোহ্‌সেন তথা হ'তে করিলা প্রস্থান।
কিছুক্ষণ পরে তথা অন্য এক বামা
আসিয়া বিনীত ভাবে করিলা জিজ্ঞাসা
খাদেমারে "মা আমেনা কোথায় ভগিনী"?
উত্তরিলা তপস্বিনী "গিয়াছেন তিনি
থারিয়ানে, সেই স্থানে একটি বালিকা
ওলাউঠা রোগে আজি মৃতপ্রায় দিদি,
তাই গিয়াছেন তিনি শুশ্রূষার তরে।"
"আপনি চলুন তবে" কহিলা সে বামা
"আমার পুত্রটি আজি মৃতপ্রায় দিদি
দারুণ বসন্ত রোগে।" উত্তরিলা তারে
তপস্বিনী স্নেহ ভরে "ধাতা* গ্রামে বোন্
পিতৃ মাতৃহীনা এক দুঃখিনী বালিকা

* Dhata ফতেপুরের নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম।

অচেতন জ্বর রোগে, পেয়েছি সংবাদ
এইমাত্র, সেই স্থানে যাইব এখনি!
অন্য কোন তপস্বিনী আশ্রম-কুটীরে
নাহি এবে, সকলেই গিয়াছে চলিয়া
নানাস্থানে, আর্ত্তদের পরিচর্য্যা তরে
গিয়াছেন গত রাত্রে মা আমেনা দিদি
থারিয়ানে, বোধ হয় দেরী নাহি তার,
মধ্যাহ্ন ভোজন তরে আসিবেন তিনি
আশ্রমে, তাহারে ল'য়ে যে'ও দিদিমণি"
তপস্বিনী তথা হ'তে করিলা প্রস্থান।
বামাদ্বয় সেই স্থানে রহিলা বসিয়া
আমেনার অপেক্ষায়; কিছুক্ষণ পরে
আসিলা সে বামাদ্বয় প্রণমিয়া তারে
দাঁড়াইলা, একজন কহিতে লাগিলা
"একটি বালক আর বালিকা আমার
ভীষণ কলেরা রোগে হ'য়েছে আক্রান্ত
আজি মাগো, কে রক্ষিবে তাদের জীবন?
কে করিবে পরিচর্য্যা? আমরা অধম
নীচ জাতি, আমাদের কেহ নাই ভবে,
আপনি না গেলে তথা কি হবে উপায়?"
অন্য বামা সকাতরে কহিলা তাঁহারে
"আমার পুত্রটি দেবি, পাঁচ দিন আজি

দারুণ বসন্ত রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া
মৃতপ্রায়, কে রক্ষিবে আপনি না গেলে
তার কাছে? মহর্ষির শুভ আশীর্ব্বাদে,
আপনার সুপবিত্র চরণ পরশে,
অভাগা সন্তান মোর উঠিবে বাঁচিয়া?”
আমেনা স্নেহের স্বরে কহিলা তাদেরে
“আমার কি সাধ্য দিদি রক্ষিতে তাদেরে?
জগদীশে স্মর, তিনি বিপদ ভঞ্জন
দীনবন্ধু,—দয়া-সিন্ধু, তাহারি দয়ায়
তোমাদের পুত্রকন্যা রক্ষা পাবে দিদি!
গত রাত্রে গিয়াছিনু আশ্রম হইতে
থারিয়ানে, শুশ্রূষার্থে কলেরা রোগীর,
সেই হ'তে আজি আমি করিনি আহার
এ পর্য্যন্ত, ঘোর ক্লান্ত দেহটি আমার;
বাসনা রন্ধন করি করিব ভোজন
এবে আমি, আশ্রমের অন্য তপস্বিনী
কেহ যদি থাকে এবে আশ্রম-কুটিরে,
নিয়ে যাও তারে আজ।” কহিলা কাতরে
বামা এক “অন্য কেহ নাহি এ সময়
আশ্রমে, গিয়াছে চলি সবাই এখন
নানা স্থানে, শুধু একা প্রধান খাদেম
আছে এবে, সে কেমনে যাইবে এখন?”

সে গেলে আশ্রম দর্গা কে আর দেখিবে ?”
“ক্ষণকাল তিষ্ঠ তুমি” বলিয়া আমেনা
স্নান করি মুহূর্ত্তেকে সরসীর জলে
পড়িলা নমাজ, যোগে বসি কিছুক্ষণ
রহিলা নয়ন মুদি জগদীশ ধ্যানে,
নিমীলিত নেত্র হ'তে ঝর্ ঝর্ ঝর্
ঝরিতে লাগিল অশ্রু, ধ্যানান্তে যোগিনী
স্বামীর মঙ্গল হেতু বিধাতার কাছে
করিলা প্রার্থনা বহু একাগ্র হৃদয়ে।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কুটীর হইতে
আনি এক বিল্ব ফল খাইলা যোগিনী।
হেনকালে একজন দরিদ্র বালক
কহিলা আসিয়া তারে “জনক আমার
ওলাউঠা রোগে ম্যাগো ছাড়িয়া সংসার
গিয়াছেন পরলোকে, কাফনের * জন্য
একটিও কপর্দ্দক নাহি মা'র কাছে,
কেমনে সৎকার তার করিব জননি ?
মা আমার অনশনে দুদিন যাবৎ
মৃত প্রায়,—এক মুষ্টি চা'ল নাই ঘরে।
তাহে রুগ্ন জনকের শুশ্রূষা করিয়া
মা আমার শোকে দুঃখে মুর্চ্ছিতা এখন।

* মৃত ব্যক্তির সৎকারার্থে নূতন বসন।

তুমি মা বিশ্বের মাতা, আর্ত্তের জননী,
দীনের আশ্রয় দাত্রী, বহু নিরন্নেরে
অন্ন বস্ত্র দিয়া তুমি পালিছ সতত
আপন পুত্রের মত, তুমি না রক্ষিলে
কে আর বিপদে মাগো রক্ষিবে মোদেরে ;
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া খাদেমা আমেনা
মুহূর্ত্তে কুটীরে যে'য়ে দিলা আনি তারে
নূতন বসন * এক কাফনের তরে।
তণ্ডুল কতটি দিয়া কহিলা তাহারে
"যাও বাছা, গৃহে তোর আমিও যাইব
নিরখিতে তোর সেই দুঃখিনী মায়েরে !
সঙ্গে ল'য়ে সেই সব দীন দুঃখী জনে
চলি গেলা তপস্বিনী তাহাদের বাড়ী।
কিছুক্ষণ পরে ধীরে আসিলা আশ্রমে
মোহ্‌সেন, একজন মুমূর্ষু পথিকে
সঙ্গে ল'য়ে, চক্ষু তার প'ড়েছে কোটরে
জ্যোতিঃহীন, নীল বর্ণ সমস্ত শরীর,
খাদেম নিরখি তার মলিন বদন
ক্ষণকাল, এক দৃষ্টে রহিলা চাহিয়া।
কাতরে কহিলা ধীরে সে রুগ্ন পথিক

* দীন দুঃখীদিগকে দান করিবার জন্য সর্ব্বদাই ইঁহাদের নিকটে চাউল, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি মজুত থাকিত।

"কেন হেথা আনিয়াছ ? নিয়ে যাও মোরে
মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি মন্দিরে,
সেই স্থানে—সে নির্জ্জন পবিত্র মন্দিরে
দুর্বিষহ জীবনের অন্তিম নিশ্বাস
তেয়াগিয়া, চিরশান্তি লভিব সেখানে।
নীরবিলা সেই পান্থ, দারুণ হিক্কায়
প্রাণ তার আই ঢাই করিতে লাগিল
মুহুর্মুহুঃ ; কিছুক্ষণ লভিয়া বিশ্রাম,
অতি কষ্টে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা
"বহু পাপ করিয়াছি, স্মরিলে সে কথা
এখনো হৃদয় মোর উঠে শিহরিয়া।
অর্থ লোভে আপনার প্রাণের দোসর
ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র, বধূ সকলেরি আমি
করিয়াছি নিষ্পীড়িত, প্রাণের সঙ্গিনী
ভার্য্যা মোর, তাহারেও দিয়াছি যন্ত্রনা।
সহিতে না পারি তাহা, হায় সে দুঃখিনী
আত্মহত্যা করে শেষে ত্যজেছে জীবন।
পুত্র সম শত শত দরিদ্র প্রজার
বক্ষে ছুরি মারি রক্ত করেছি শোষণ।
নরাধম মদ্যপায়ী পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
চাটুকার মোসাহেবে পরিবৃত হ'য়ে
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান জ্ঞান ও বিবেকে

করি অবহেলা, আমি অজ্ঞানের মত
প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে কতনা কুকার্য্য
করিয়াছি, দলিয়াছি নির্ম্মম হৃদয়ে
জীব শ্রেষ্ঠ দীন দুঃখী মানব সকলে।
পিতৃ মাতৃহীন কত অনাথ শিশুর
ধন রত্ন জোর ক'রে নিয়াছি কাড়িয়া,
অত্যাচারে প্রপীড়িত করিয়া তাদেরে।
মুহূর্ত্তের তরে আমি ক্রন্দন তাদের
শুনি নাই, পাপ ব'লে ভাবি নাই কিছু
সে সময়, আজি হায় সে কথা স্মরিয়া
মর্ম্ম দুঃখে, হৃদি মোর যা—ইছে ফা—টিয়া"
বহু শ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়িল এলা'য়ে
পথিক, নিশ্বাস তার রুদ্ধ হ'য়ে এ'ল,
"জল জল" ব'লে সে যে উঠিলা চীৎকারি,
খাদেম উঠিয়া ত্রস্তে দিলা আনি জল ;
জল খে'য়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লভিয়া
কহিতে লাগিলা পুনঃ কাতর বচনে,
"সেই মহাপাপ হ'তে লভিতে মুকতি
ধন রত্ন বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন
সব তেয়াগিয়া, আমি জনমের মত
পথের ভিখারী হ'য়ে করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, এ জগতে নাহি হেন তীর্থ

যেথা আমি একবার করিনি গমন।
স্নেহের আত্মজ মোর আলাউদ্দী আজ
জানিনা কেমন আছে, দেওয়ান সুধীর
কে জানে কি ব্যবহার করিতেছে আজ
তার সহ, কোথা ভ্রাতা সদর আমার ?
কোথা সেই দেবী সম হালিমা দুঃখিনী ?—
—যাহার চরণ স্পর্শে হয়েছে পবিত্র
গৃহ মোর ; মহাপাপী আমি হতভাগা
আমারি পাপের জন্য বিধাতার কোপে
সোণার সংসার মোর গিয়াছে জ্বলিয়া।
শ্বাস ছে'ড়ে কিছুক্ষণ লভিয়া বিশ্রাম,
আবার কাতর কণ্ঠে কহিলা পথিক
"সেইপাপ প্রক্ষালিতে সারাটি জীবন
করিলাম "প্রায়শ্চিত্ত" জগদীশ তুমি
সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বশক্তিমান,
নিখিলের প্রভু তুমি, বিপদভঞ্জন,
দীন-বন্ধু, কৃপা-সিন্ধু অগতির গতি,
পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা, পতিত পাবন।
আমি পাপী—মহাপাপী, পাপে পূর্ণ হৃদি,
লইনু আশ্রয় তব আকুল হৃদয়ে !
ক্ষমিয়া আমার সেই শত অপরাধ
দি—ও মোরে পদাশ্রয় অ—ন্তিম সময়।"

জিহ্বার জড়তা হেতু আসিল জড়া'য়ে
কথা গুলি, কিছুক্ষণ লভিয়া বিশ্রাম,
কহিতে লাগিলা পুনঃ অতি ক্ষীণ স্বরে
"বড় সাধে এ—সেছিনু ফ—তেপুর সিক্রি,
নিরখিতে মহাঋষি সেলিম সাহের
প—বিত্র সমাধি, কিন্তু কা—ননের ধারে
পথি মাঝে, আজি আ—মি হ'য়েছি আক্রান্ত
দারুণ কলেরা রো—গে, নিয়ে চ—ল মোরে
সেই স্থানে, নিরখি সে পবিত্র সমাধি,
জী—বনের শেষ কা—লে মু—দিব ন—য়ন।
পাপ তা—প প—রিপূর্ণ এ বি—শ্ব হ—ইতে
চিরতরে আ—জি আ—মি ল—ভিব মু—ক্তি"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ তার, নয়ন যুগল
দেখিতে দেখিতে উর্দ্ধে উঠিল তখনি।
মুমূর্ষু পথিক ধীরে পড়িতে লাগিলা
কলেমা, অধর তার কাঁপিতে লাগিল
মুহুর্মুহু, হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে এ'ল,
শোক তাপ পরিপূর্ণ অন্তিম নিশ্বাস
মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল অনন্তের সনে।
খাদেম বিষণ্ণ হৃদে সঙ্গীরে তাহার
করিলা জিজ্ঞাসা, নেত্র পূর্ণ অশ্রু জলে
"কোথা হ'তে এই স্থানে এসেছ তোমরা ?

এ পথিক কে তোমার ?" মলিন বদনে
উত্তরিলা সঙ্গী তার কি ক'ব সে কথা,
ঢাকার ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠ এই মহাযোগী
নাম এর নুরদ্দীন, ধনে মানে যশে
এর সম কেহ আর নাহি সে নগরে !
ঐশ্বর্য্য বৈভব ত্যজি যবে এ মহাত্মা
উদাসীন বেশে হায় গৃহের বাহির
হয়েছিল, কুট চক্রী দেওয়ান তাহার
গোপনে নির্জ্জনে ডাকি বলেছিল মোরে
নছিম তোমারে আমি পুরস্কার বহু
প্রদানিব, যদি তুমি কৌশলে ইহারে
কালকুট প্রদানিয়া পার বিনাশিতে ।
বধিব কি ?—বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ
এর সাথে, মুগ্ধ হ'য়ে এর প্রতি কাজে
প্রতি ব্যবহারে, আমি দেবতা বলিয়া
ভাবিতাম এরে, লোকে প্রদানিত এরে
বহু ধন রত্ন, কিন্তু এক কপর্দ্দক
এ মহাত্মা কোন দিন করেনি গ্রহণ ।
ধন রত্ন যাহা কিছু দিত এনে এরে
ভক্তবৃন্দ, সকলি তা দিত লুটাইয়া
নিরন্ন নির্ধন লোকে ; কত অসহায়
পিতৃ মাতৃহীন শিশু, বিধবা দুঃখিনী

ইঁহারি প্রদত্ত অর্থে হ'য়েছে পালিত
কত স্থানে, কত ছাত্র ইঁহারি সাহায্যে
করিয়াছে অধ্যয়ন, দেশে দেশে ইনি
মুমূর্ষু রোগীরে কত করেছে শুশ্রূষা ;
এর সম স্নেহশীল কে আছে জগতে ?
সপ্তদশ বর্ষ আমি থাকি এর সঙ্গে
একটি দিনের তরে হইনি অসুখী
কভু হায়, তত্ত্ব-জ্ঞান লভিয়াছি কত
এর কাছে, গুরু ব'লে মানিতাম এরে !
কিন্তু আমি মহাপাপী, এর সঙ্গে থাকি
কলুষিত আত্মা মোর লভেছে মুকতি।
আজি আমি ভাগ্যদোষে হারানু ইহারে
খাদেম সজল নেত্রে শুনি সব কথা
নীরবে উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে
নূতন বসন এ'নে, লোক জন ডাকি'
সমাহিত করিল এ মৃত পথিকেরে।
নছিমের অনুরোধে প্রধান খাদেম
সমাধির পরে এক শিল্পী আনি শেষে
লিখে দিল এ কবিতা প্রস্তর-ফলকে

নিখিল ভবে আমার মত,
নাইক হতভাগা !
ভুলব না আর এ জীবনে,
পেয়েছি যে দাগা !

ফুল বাগানে এ'সে দেখি
ঝরে গেছে ফুল!
ফুলের শোকে কেঁদে কেঁদে
ভ্রমরা আকুল!
বুল্‌বুলি তা' দে'খে দে'খে
কাঁদে "পিয়া পিয়া"!
ভেঙ্গে গেছে স্বপ্ন আমার,
ভে'ঙ্গে গেছে হিয়া!
এইখানে তাই ঘুমিয়ে আছি
আমি হতভাগা!
জাগা'য়ো না কেউ আমারে
দিও না আর দাগা!

চতুর্থ সর্গ।

[ফতেপুর সিক্রি ;—মহর্ষি সেলিম সাহের সমাধি-
মন্দিরের খাদেম ও খাদেমাগণের
আশ্রম ; জীবনের পরিণাম]

"কি চিহ্ন রাখিয়া গেলে,
কালের অক্ষয় পটে ?"

নব শেষ।

পরদিন প্রাতঃকালে খাদেমা আমেনা
আশ্রমে আসিলা ফিরি, ঘোর অবসাদে
শুইলা শয্যার পরে, মুখখানি তার
কালিমা মণ্ডিত, দেহ অতীব দুর্ব্বল।
একজন খাদেমারে কহিলা ডাকিয়া
"আয়েশা, আইস দিদি নিকটে আমার
বস এ'সে, দুদণ্ডের পান্থ আমি হেথা,
এখনি তোদেরে ছে'ড়ে যাইব চলিয়া
নিজ ধামে, তোরা মোরে ক্ষমিস্ ভগিনি !"
কথা শু'নে আয়েশার প্রাণের ভিতরে
উঠিল ভীষণ ঝড়, সজল নয়নে
কহিলা কাতর ভাবে "কেন দিদি তুই

বলিস্ এ কথা ? তুই কোথা যাবি ছে'ড়ে
আমাদেরে তোরে ছে'ড়ে থাকিব কেমনে
এ আশ্রমে ? হায় দিদি তুই যে মোদের
প্রাণ হ'তে অতি প্রিয়, এ দেশের লোক
প্রাণ হ'তে বেশী দিদি ভালবাসে তোরে ?
মাতৃ রূপে তুই দিদি সকলেরি হৃদে
বিরাজিত, তুই গেলে ঘোর হাহাকার
উঠিবে সবার প্রাণে, তোর লাগি সবে
কাঁদিবে, শোকের ঝড় বহিবে এ দেশে ?
মায়ের মতন সবে ভক্তি করে তোরে ?
কহিলা আমেনা দেবী "ওলাউঠা-রোগে
হ'য়েছি আক্রান্ত আজি মধ্যাহ্ন সময়ে,
বহু কষ্টে আমি আজ এসেছি ফিরিয়া
আশ্রমে, আমার সবি হ'য়ে গেছে শেষ।"
তাপসী আয়েশা তার বসিয়া শয্যায়
দক্ষিণ হস্তটি তার তুলি অঙ্কদেশে
কহিলা সস্নেহে "দিদি খাদেমে ডাকিয়া
ঔষধ আনাই এবে ?" বাধা দিয়া তারে
উত্তরিলা ক্ষীণ স্বরে তাপসী আমেনা
"অনেক ঔষধ দিদি করেছি সেবন,
হয় নাই কোন ফল, কাজ নেই দিদি
ঔষধে, কি ফল মোর বাচিয়া এখন

চতুর্থ সর্গ

[ফতেপুর সিক্রি ;—মহর্ষি সেলিম সাহের সমাধি-
মন্দিরের খাদেম ও খাদেমাগণের
আশ্রম ; জীবনের পরিণাম]

"কি চিহ্ন রাখিয়া গেলে,
কালের অক্ষয় পটে ?"
চন্দ্র শেখর।

পরদিন প্রাতঃকালে খাদেমা আমেনা
আশ্রমে আসিলা ফিরি, ঘোর অবসাদে
শুইলা শয্যার পরে, মুখখানি তার
কালিমা মণ্ডিত, দেহ অতীব দুর্ব্বল।
একজন খাদেমারে কহিলা ডাকিয়া
"আয়েশা, আইস দিদি নিকটে আমার
বস এ'সে, দুদণ্ডের পান্থ আমি হেথা,
এখনি তোদেরে ছে'ড়ে যাইব চলিয়া
নিজ ধামে, তোরা মোরে ক্ষমিস্ ভগিনি !"
কথা শু'নে আয়েশার প্রাণের ভিতরে
উঠিল ভীষণ ঝড়, সজল নয়নে
কহিলা কাতর ভাবে "কেন দিদি তুই

বলিস্ এ কথা ? তুই কোথা যাবি ছে'ড়ে
আমাদেরে তোরে ছে'ড়ে থাকিব কেমনে
এ আশ্রমে ? হায় দিদি তুই যে মোদের
প্রাণ হ'তে অতি প্রিয়, এ দেশের লোক
প্রাণ হ'তে বেশী দিদি ভালবাসে তোরে ?
মাতৃ রূপে তুই দিদি সকলেরি হৃদে
বিরাজিত, তুই গেলে ঘোর হাহাকার
উঠিবে সবার প্রাণে, তোর লাগি সবে
কাঁদিবে, শোকের ঝড় বহিবে এ দেশে ?
মায়ের মতন সবে ভক্তি করে তোরে ?
কহিলা আমেনা দেবী "ওলাউঠা-রোগে
হ'য়েছি আক্রান্ত আজি মধ্যাহ্ন সময়ে,
বহু কষ্টে আমি আজ এসেছি ফিরিয়া
আশ্রমে, আমার সবি হ'য়ে গেছে শেষ।"
তাপসী আয়েশা তার বসিয়া শয্যায়
দক্ষিণ হস্তটি তার তুলি অঙ্কদেশে
কহিলা সস্নেহে "দিদি খাদেমে ডাকিয়া
ঔষধ আনাই এবে ?" বাধা দিয়া তারে
উত্তরিলা ক্ষীণ স্বরে তাপসী আমেনা
"অনেক ঔষধ দিদি করেছি সেবন,
হয় নাই কোন ফল, কাজ নেই দিদি
ঔষধে, কি ফল মোর বাচিয়া এখন ?

স্বামী ছিল,—পুত্র ছিল, সকলি ত দিদি
হারায়েছি ভাগ্য দোষে? দেবতার মত
স্বামী মোর, নিরুদ্দেশ বহুদিন হ'তে,
আর কেন? এ জগতে কি আছে আমার?
যাহা ছিল,—সকলি ত গিয়াছে ফুরা'য়ে?
আশা নেই, সাধ নেই কামনা বাসনা
কিছু নেই, সকলি ত খোয়াগিয়া আমি
হ'য়েছিনু উদাসিনী, কোন আশে দিদি
তবে আর এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া?
জীবনের কোন্ কাজ বাকী আছে মোর?
উদ্দেশ্য বিহীন দিদি জীবন আমার,
জনমের মত আজি যাউক নিবিয়া?
উত্তরিলা ম্লান মুখে তাপসী আয়েশা
"ছি দিদি অমন কথা আনিস্ নে মুখে?
তুই চ'লে গেলে; বল্ কি লয়ে আমরা
থাকিব আশ্রমে?—ভেবে হৃদয় শিহরে।"
আয়েশার দিকে চে'য়ে কহিলা আমেনা
"আমি কি করিব দিদি? বিধাতার কাজে
কোন্ সাধ্য আছে মোর? ইচ্ছাময় তিনি
তাহারি মঙ্গল ইচ্ছা হইবে পূরণ,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কে যাইতে পারে?
এ বিশ্ব তাহারি দৃঢ় নিয়তি-শৃঙ্খলে

বাঁধা দিদি, একটুকু এ দিকে ও দিকে
সাধ্য কি যাইতে ? সবি নিয়তি-অধীন ?
যে দিকে চালান তিনি যাইব সে দিকে ?
আমার কি সাধ্য বল্ বিধাতার কাজে ?
নিয়তি হয়েছে পূর্ণ,—যে'তে হবে তাই।"
একটুকু থে'মে পুনঃ কহিলা আবার
"চাঁদ কি উঠেছে দিদি ?" কহিলা আয়েশা
"হাঁ দিদি উঠেছে চাঁদ ?" কহিলা আমেনা
খুলেদে জানালা দিদি,—দেখিব চাঁদনী !"
আয়েশা মলিন মুখে উঠিয়া তখন
জানালা খুলিয়া দিল, কৌমুদী তখন
পশিয়া গবাক্ষ পথে চুম্বিল সাদরে
আমেনার পুষ্প সম ক্লিষ্ট মুখ খানি।
আবার আমেনা তারে কহিলা সাদরে
"উঠানে চাহিয়া তুই দেখ্ দেখি দিদি
আমার সাধের সেই ফুলের বাগানে
ফুল কি ফুটেছে আজি ?" কহিলা আয়েশা
হাঁ দিদি ফুটেছে ফুল।" কহিলা আবার
আমেনা "যা ভগিনি তুলে এনে ফুল
কতগুলি, দে আমার বিছানে ছড়া'য়ে
আজি তুই, জীবনের শেষ ফুল শয্যা
হ'ক মোর, মরণ যে এসেছে ঘনা'য়ে

নিতে মোরে।” হেন কালে মরি কি মধুরে
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী স্নাত নৈশ সমীরণ
পুষ্পের সৌরভ নিয়া ঝুর ঝুর বহি
যুড়াইল আমেনার তাপিত জীবন।
আয়েশা কুসুম গুলি অঞ্চল ভরিয়া
তুলে এনে বিছানায় দিল ছড়াইয়া।
কিছুক্ষণ উভয়েই রহিলা নীরব ;
তারপর ধীরে ধীরে কহিলা আমেনা
“প্রথম যৌবনে—সেই বাসন্তী মিলনে
এই মত মধুমাখা কৌমুদী রঞ্জিত
কত নিশি তার সনে কাটায়েছি আমি
বসিয়া প্রমোদ-বনে, কত জাতি ফুল
বেলী জুই গন্ধরাজ হেনা ও চামেলী
মল্লিকা মালতী কুন্দ গোলাব টগর
তুষিত মোদের মন মধুর সৌরভে।
উপরে হাসিত চাঁদ, চিবুক ধরিয়া
তিনি মোরে বলিতেন ‘এ চাঁদের কাছে
ও চাঁদ ত তুচ্ছ প্রিয়ে, এ চাঁদের রূপে
ও চাঁদ ত বিমলিন, সরমে ও চাঁদ
লুকায়েছে মুখ তার নীরদ-অঞ্চলে !
ও চাঁদে সৌরভ নাই, এ চাঁদের গন্ধে
ত্রিভুবন মাতোয়ারা এই ব’লে দিদি

আদরে আমায় তিনি করিত চুম্বন।
সে আজি অনেক দিন,—তার পর দিদি
সংসারের দুর্ব্বিষহ ঘোর অত্যাচারে
এ হৃদয় ভে'ঙ্গে গেছে,—অদৃষ্টের দোষে
দুই দিকে দুই জন গিয়াছি ভাসিয়া।
আজি দিদি আমার এ অন্তিম সময়ে
কত কথা মনে হয়,—অতীতের স্মৃতি
সুধা বিষ এক সঙ্গে মিশ্রিত যেমন।
হৃদয়ের এই মত এলোমেলো ভাবে
কিছুই লাগেনা ভালে, গা তুই ভগিনি
সেই গীতি, শুনিয়া যা হৃদয়ে আমার
স্বর্গের অমিয়-ধারা হয় প্রবাহিত।
আয়েশা মধুর স্বরে গাইতে লাগিলা

সখিরে!
এ মোর করমে ছিল!
আগে না বুঝিয়া, পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল!

তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া পড়িয়া
কি এক আবেশে মুগ্ধ করিয়া তখন
সে নির্জ্জন কাননের নৈশ প্রকৃতিরে

শিব-মন্দির।

সুধা রাশি ধীরে ধীরে দিল ছড়াইয়া।
আয়েশা মধুর স্বরে গাইলা আবার

ওগো—সে আমার হৃদি কঠোর বচনে
করিয়া দিয়াছে দীর্ণ!
তাই আমি আজ জগতের চক্ষে
হইয়াছি এত ঘৃণ্য!
সে যে—উপেক্ষার হাসি হেনেছে সদাই
আমার কোমল বুকে!
আমি—সেই গুলি দিয়ে প্রেমের মস্‌জিদ
গড়েছি মনের সুখে!
আমি—বেদনা-মর্ম্মর অশ্রুতে গাঁথিয়া
মিনার গড়েছি সেথা!
তার—স্তম্ভ ও প্রাচীরে রেখেছি লিখিয়া
আমার প্রাণের ব্যথা!
আমি—মিলনের লাগি দিতেছি আজান
সেই সে মিনারে উঠি!
আমার—জীবনের খেলা এসেছে ফুরায়ে
বাঁধন গিয়াছে টুটি!
আমি—জনম ভরিয়া তাহারে জপিয়া
হয়েছি দোষের ভাগী!
আমার—আকুল বাসনা পড়েছে মূর্চ্ছিয়া
স্মৃতিটি রয়েছে জাগি!
ওগো—সে বড় কঠিন নাহি দয়ামায়া
তার সে প্রাণের ধারে!

আমায়—এ কুল ও কুল, দুকুল গিয়াছে
তবু না পাইনু তারে!

ক্রমে ক্রমে সেই স্বর নামিল পঞ্চমে
অজস্র সুধার ধারা করিয়া বর্ষণ।
আবার সপ্তমে উঠি তরঙ্গে তরঙ্গে
সে নিভৃত শৈল-শৃঙ্গ করিয়া ধ্বনিত
আত্ম-বিস্মৃতির তীব্র মদিরা তরল
দিল ঢে'লে আত্মহারা প্রকৃতির প্রাণে!
আমেনা বিমুগ্ধ হৃদে শুনিলা সে গীত,
আয়েশা করুণ স্বরে গাইলা আবার

আমি—কি বলিতে সখি কি ব'লে ফেলিনু
সবি যে আমার ভুল!
আমি—প্রাণের ভিতরে, পেয়েছি ত তারে
অতি সূক্ষ্ম,—নহে স্থূল!
ওগো—বাহিরের পাওয়া কিছুইত নহে
অন্তরেরি পাওয়া সার!
ছি ছি—না হ'ল মিলন, না হইল দেখা
কি দুঃখ তাহাতে আর?
আমি—অন্তরে পেয়েছি, অন্তরে রাখিব,
সে যে অন্তরেরি ধন!
জীবনে মরণে সে আমারি সাথী,
মিলনে কি প্রয়োজন?

তার—একটী চুম্বনে শতবার মরি
বাঁচিয়া উঠিব আমি !
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
সে মোর প্রাণের স্বামী !

সাঙ্গ হ'ল সে সঙ্গীত ; আমেনা আয়েশা
দু'ও জন সেই স্থানে রহিলা বসিয়া
নীরবে, কাহারো মুখে ফুটিল না কথা।
এই ভাবে বহুক্ষণ হইল অতীত ;
আমেনার পুনঃ পুনঃ দাস্ত হ'য়ে হায়
জলবৎ, দেহ তার পড়িল ভাঙ্গিয়া।
চোখ্ মুখ ব'সে গেল ; অবস্থা তাহার
মন্দ হ'তে মন্দতর হইতে লাগিল
ক্রমে ক্রমে, অভাগিনী কহিলা তখন
আশ্রমের সকলেরে ডে'কে আন্ দিদি'
সবারি নিকটে আমি ক্ষমা চে'য়ে বোন্
বিদায় লইব আজি জনমের তরে।"
মুহূর্ত্তে আয়েশা যে'য়ে আনিলা ডাকিয়া
আশ্রমের তপস্বী ও তপস্বিনী সবে।
সবাই আসিয়া তথা বসিলা বেষ্টিয়া
আমেনারে, অভাগিনী কহিতে লাগিল।
"ওলাউঠা রোগে আমি হ'য়েছি আক্রান্ত,
বোধ হয় বেশীক্ষণ থাকিব না ভবে,

সেজন্য একটু দুঃখ নাহি মোর মনে,
এ নশ্বর পৃথিবীতে সবাই মরিবে,
কেহ আজ, কেহ কাল, কেহ কিছু পর,
এই ত প্রভেদ মাত্র, অমর হইয়া
আসেনি জগতে কেহ ; অমর হইয়া
চিরকাল কেহ ভবে নারিবে থাকিতে।
জন্মিলে মরণ, ইহা বিধাতারি বিধি
এ বিধি লঙ্ঘিতে পারে কে আছে এমন ?
জগতের শুভ সাধি পরের লাগিয়া
মরিতে পারিলে,—ভবে সুখ সে মরণে ;
এ বিশ্বে দেবতা নেই, শত ধন্য তারে।
শিশুকে যেমতি সদা ভালবাসে মাতা
তাহতেও জগদীশ ভালবাসে বেশী
মানবে ; মানব তার স্নেহের সন্তান।
অতএব তার প্রেম চাও যদি তুমি
হৃদি মাঝে, তাহা হ'লে শিক্ষা কর আগে
মানবে বাসিতে ভাল, অন্যথা কেমনে
পাবে তুমি পরাৎপর জগৎ স্রষ্টারে ?
মানবে যে ভালবাসে, সে-ই প্রিয় তার,
মানবে বাসিলে ভাল পাবে তুমি তারে।
জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানবে
প্রেম-বাহু বিস্তারিয়া কর আলিঙ্গন,

কেননা এ বিশ্বে তার সকলি আপন।
তার সৃষ্ট জীবে যদি ভাল না বসিলে,
কেমনে তাহার প্রেম আশা কর তবে ?
মানব কুলের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই জন,—
—যে জন বিশ্বের শুভ সাধি সর্ব্বক্ষণ
কায়মনে, রচে সদা স্বর্গের সোপান ;
তার মত ভাগ্যবান কে আছে জগতে ?
একতা ও বিশ্ব-প্রেম সাম্যের উপরে
গঠিত ইশ্লাম ধর্ম্ম পবিত্র মহান।"
বলিতে বলিতে তার হৃদয়ের কার্য্য
বহিতে লাগিল দ্রুত ;—হইলা মূর্চ্ছিতা।
আয়েশা কহিলা কেঁদে প্রধান খাদেমে
"দিদি বুঝি আমাদেরে যাইবে ছাড়িয়া
এত দিনে, কোন্ প্রাণে থাকিব আমরা
তারে ছেড়ে ? একজন হেকিমে আনিয়া
অবিলম্বে, চিকিৎসিত করুন তাহারে"
উত্তরিলা ম্লান মুখে প্রধান খাদেম
"কাহারে আনিব এবে কও দেখি মোরে
পরামর্শ করি সবে ?" দ্বিতীয় খাদেম
কহিলা "আমার মতে হারু সারে আনি
দেখান আপনি, তিনি নিষ্কাম পুরুষ
সর্ব্বত্যাগী, মায়া-মুক্ত, ঘোর উদাসীন,

বীতস্পৃহ সংসারের সব প্রলোভনে,
জিতেন্দ্রিয়—নির্ব্বিকার কামনা বাসনা
তেয়াগিয়া, সদা মত্ত ভজনে পূজনে।
যতবার তার কাছে গিয়াছিনু আমি
দেখেছি সদাই তিনি মস্‌জিদ ভিতরে
ধ্যানরত, সদা মৌনী না বলেন কথা,
নগরের সন্নিকটে কানন ভিতরে
গোপনে অজ্ঞাত ভাবে নিবসেন তিনি
প্রাচীন মস্‌জিদ মাঝে, কেহ নাহি জানে।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত করেন সতত
স্নেহ মোরে, নাহি যান ক্ষণান্তরে কোথা;
আমি গেলে অবশ্যই আনিতে পারিব
তারে হেথা, তিনি মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম।
আমার বিশ্বাস তার শুভ আশীর্ব্বাদে
মা আমেনা অবশ্যই লভিবেন মুক্তি
এ দারুণ যম-রূপ কলেরা-কবলে।"
সকলেই সমস্বরে কহিল তখন
"তাহারেই অবিলম্বে আনুন আপনি।"
প্রধান খাদেম স্নেহে কহিলা তখন
দ্বিতীয় খাদেমে "তুমি যাও তবে দ্রুত
তার কাছে, নিয়ে এস তারে এই স্থানে"
তখনি বিদ্যুত বেগে দ্বিতীয় খাদেম

শিব-মন্দির।

গেলা চলি হারুসারে আনিতে আশ্রমে।
একজন তপস্বিনা দিলা ছিটাইয়া
আমেনার চোখে মুখে স্নিগ্ধ বারি রাশি।
দুঃখিনা অজ্ঞান হ'য়ে রহিলা পড়িয়া
বহুক্ষণ; আশ্রমের খাদেম খাদেমা
বিপদে আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলা।
বহু শুশ্রূষার পর দুঃখিনী আমেনা
প্রভাতের অর্দ্ধস্ফুট কমলের মত
মেলিলা নয়ন দুটি— লভিলা চেতনা।
ক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাতরে
কহিতে লাগিলা "প্রাণে বড়ই যন্ত্রনা
শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসিছে আমার।
ভুলনা আমার এই অন্তিম প্রার্থনা
তোমাদের কাছে, এই জীবন নশ্বর
দুদিনের, যত পার সাধিও মঙ্গল
জগতের, দীন দুঃখী বিপন্ন জনের
দুঃখ ক্লেশ প্রাণ দিয়া করিও মোচন
নিশি দিন, ক্ষণমাত্র হওনা বিরক্ত
এই কার্য্যে, জগতের নর নারী সবে
নিজ পুত্র কন্যা বলে ভাবিও হৃদয়ে।
এক পুত্র হারাইয়া কোটি কোটি পুত্র
পাইয়াছি বিশ্বে আমি, জননী হইয়া

সবারি মঙ্গল আমি করেছি সাধন।
জগতের নর নারী সকলি আমারি
পুত্র কন্যা, এ জগতে কেহ নহে পর।
বিশ্বের মঙ্গল তরে জীবন আমার
ক'রেছি উৎসর্গ আমি,—কি দুঃখ আমার" ?
হঠাৎ হৃদয়ে তার উঠিল জাগিয়া
একটি অতীত স্মৃতি, দুই বিন্দু অশ্রু
মলিন কপোল বে'য়ে পড়িল ঝরিয়া!
প্রাণের ভিতরে যেন সহস্র বৃশ্চিক
দংশিতে লাগিল তার, হেনকালে তথা
আসিলা বিদ্যুৎ বেগে দ্বিতীয় খাদেম
হারুসারে সঙ্গে নিয়ে, দিলা সে তখন
চূর্ণ কিছু, রোগিনারে করা'তে সেবন
কাঁজি সহ। ক্ষিপ্র হস্তে আয়েসা তখন
সেবন করাল তাহা রুগ্ন আমেনারে।
রোগিনী বিশ্রাম লভি ক্ষণকাল পরে
কহিতে লাগিলা পুনঃ কাতর বচনে
"এক পুত্র হারাইয়া কোটি কোটি পুত্র
পেয়েছি জগতে সত্য, কিন্তু ভাগ্য দোষে
যে একটি রত্ন আমি ফে'লেছি হারায়ে
অতীত-সাগরে, হায় এ জনমে আমি
আর না পাইনু তারে, সারাটি জীবন

যার অপেক্ষায় আমি বসে আছি হেথা,
যার লাগি করিয়াছি তপস্যা কঠোর,
এ জীবনে তারে আমি না পাইনু আর,
কোটি কোটি সাধনায়—সহস্র চেষ্টায়,
তীর্থে তীর্থে—কত দেশে কত অন্বেষিয়া,
এ জীবনে তার সনে হ'লনা সাক্ষাৎ।
জীবনের পর পারে স্বর্গ বলে যদি
থাকে কোথা, সেইস্থানে পাই যেন তারে,
এই আশীর্ব্বাদ সবে করিও আমারে।”
খাদেম খাদেমাগণ গভীর বিস্ময়ে
পরস্পর মুখপানে রহিলা চাহিয়া,
কহিলা খাদেমা এক সাধ্বী আমেনারে
“এ কেমন ভাব তব বুঝিতে না পারি ?
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজিয়া সকলি
এসেছি আশ্রমে মোরা তপস্বিনী হয়ে,
বিশ্বের মঙ্গল সাধি ঈশ্বর চিন্তায়
যাপিব জীবন মোরা, তাহাতে এখানে
এ কি কথা বলিলে মা, শুনিয়া আমরা
হ'য়েছি স্তম্ভিত সবে, এ সব চিন্তার
এস্থান ত উপযুক্ত নহে মা আমেনা ?
প্রধান খাদেমা তুমি এ আশ্রম মাঝে,
ঈশ্বরের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা

মুহূর্ত্ত ভাবিলে এই পবিত্র আশ্রমে
মহাপাপা হ'তে হবে, —তাও কি ভুলিলে ?"
"ভুলি নেই মা খাদিজা"* কহিলা আমেনা
"সমস্ত সংসার ভুলি যোগাসনে ব'সে
ঈশ্বরের চিন্তা যবে করি আমি হৃদে,
সম্মুখে স্বামীর সেই পবিত্র মূরতি
দেখি আমি, ধীরে ধীরে যায় মিশাইয়া
সেই মূর্ত্তি, ঈশ্বরের জ্যোতির ভিতরে।
স্বামী ভিন্ন ঈশপ্রাপ্তি হয় মা কেমনে ?
স্বামী চিন্তা ছে'ড়ে দিলে ঈশ্বরের চিন্তা
অসম্পূর্ণ, এ জগতে স্বামীরে না পে'লে
কেমনে ঈশ্বরে পাবে ? স্বামীরে পাইলে
ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ সুগম মা অতি।
চির অভাগিনী আমি, যাহার লাগিয়া
শত দুঃখ শত কষ্ট শত ঝঞ্ঝাবাত
সহিয়া, বাঁচিয়া আছি এ নশ্বর ভবে,
কও মা সে মূর্ত্তি আমি ভুলিব কি ক'রে ?
ছিনু আমি রাজ-বধূ, শ্বশুর আমার
বঙ্গের বিখ্যাত ধনী, পুরাণা নাখাসে
বাড়ী তার, সুবিখ্যাত ঢাকা নগরীতে।

আশ্রম বাসিনী চতুর্থ খাদেমা

মোহিউদ্দী নাম তার ; ভাশুর আমার
মুরুদ্দান, সঙ্গীদের পরামর্শে ভুলি
বিশাল সম্পত্তি হ'তে করিয়া বঞ্চিত
আমাদেরে, বাড়ী হ'তে কুক্কুরের মত
দিয়াছিল তাড়াইয়া এ জন্মের তরে !
আমরা তিনটি প্রাণী—স্বামী-আমি, পুত্র
আনিছুদ্দী গৃহ হ'তে হইয়া বাহির
দরিদ্র ভিক্ষুক প্রায়, ভেসেছিনু হায়
দুঃখের বারিধী নীরে অদৃষ্টের দোষে !
কি করিব ?—অনশনে যাপিতাম দিন
প্রায় মোরা, ভিক্ষা ভিন্ন না ছিল উপায় !
আমাদের কষ্ট দে'খে আকুল হৃদয়ে
স্বামী মোর, গিয়াছিল বিদেশে চলিয়া
অর্থ উপার্জ্জন আশে, এ জনমে হায়
আর আসিল না ফিরে, কাঁদিতে কাঁদিতে
সারাটি জীবন আমি দিয়া'ছি কাটা'য়ে।
এক মাত্র পুত্র মোর সোণার পুতুল
আনিছুদ্দী, সেও মোরে গিয়াছে ছাড়িয়া !
একটুকু জল দে মা" বলিয়া আমেনা
আবার মুহূর্ত্ত মাঝে পড়িলা মুর্চ্ছিয়া।
বহু যত্নে অভাগিনী লভিলা চেতনা,
জল খে'য়ে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা

"একদা গভীর রাত্রে ভীষণ শার্দ্দূল
প্রবেশিয়া ভগ্নপ্রায় কুটীরের মাঝে
ক'রেছিল আক্রমণ এই দুঃখিনীরে।
যদি আমি সে সময় যেতেম মরিয়া
ভাল ছিল, এত কষ্ট হ'ত না সহিতে।
ভাগ্য দোষে একজন তাপস প্রধান
আমার কুটীর পার্শ্বে মস্‌জিদ ভিতরে
ছিলা সেই রাত্রে, তিনি বিদ্যুৎ গতিতে
আসিয়া কুটীর মাঝে রক্ষিলা আমারে
যোগ বলে, সে ভীষণ শার্দ্দূলে তাড়া'য়ে!
ছিনু আমি সে সময় ঘোর অচেতন,
আমারে লইয়া তিনি বুড়ীগঙ্গা তীরে
গেলা চলি দ্রুত এক নিভৃত কাননে।
কি যে এক লতা পাতা প্রদানিয়া মোর
ক্ষত স্থানে, মহৌষধ মৃত সঞ্জীবনী
সেবন ক'রাল মোরে, মুহূর্ত্তে সে যোগী
নৌকা এ'নে, তথা হ'তে নিয়ে গেলা মোরে
একজন মহর্ষির সমাধি-মন্দিরে,—
—সেই স্থানে তিনি মোরে দিলেন সঁপিয়া।
একটি শিষ্যার করে, কন্যা নির্ব্বিশেষে
তিনি মোরে নিজ কাছে রাখিয়া সতত
তপঃ জপ যোগ শিক্ষা দিয়াছিল মোরে।

কিন্তু আমি যোগাসনে বসিতাম যবে
আমার স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতাম আমি
আমার এ মরু প্রায় প্রাণের ভিতরে।
মা তাপসী বহু যত্নে দিয়াছিলা মোরে
শিখা'য়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম, তার সনে আমি
জগতের বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ,
দীর্ঘ একাদশ বর্ষ, যে দিন এখানে
এসেছিনু, সেই দিন অদৃষ্টের দোষে
হ'য়েছিনু মৃতপ্রায় বসন্ত-বিকারে।
সে বৎসর বসন্তের বড়ই প্রকোপ ;
আশ্রমের সমুদয় খাদেম খাদেমা
সে ভীষণ রোগ হ'তে পায়নি সেবার
অব্যাহতি, সে বৎসর শত শত লোক
মরেছিল এই রোগে, ঈশ্বর কৃপায়
আমার সে গুরু মাতা সমস্ত রোগীরে
করেছিলা রোগ মুক্ত সাধনার বলে।
আমি তার পায়ে ধরে বলেছিনু কেঁদে
"কেন মা আমাকে তুমি রক্ষিলে এ রোগে ?
সারাটি জীবন আমি যাহার লাগিয়া
ক'রেছি তপস্যা ঘোর, তারে না পাইলে
কি ফল আমার দেবি জীবন বহিয়া ?
তিনি মোরে বলেছিলা পাবি মা তাহারে

এই স্থানে, যবে তুই পারিবি ত্যজিতে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া ও মাৎসর্য্য
চিরতরে ; আমি আজ ত্যজেছি সকলি,
জগতের কিছুতেই নাহি স্পৃহা মোর।
পথে ঘাটে পড়ে থাকি, জীবন আমার
দিয়াছি লুটা'য়ে আমি পরহিত ব্রতে ;
আমি এবে হইয়াছি ঘোর উদাসিনী।
সংসারের সুখ স্পৃহা নাহি মোর মনে,
ইন্দ্রিয় করেছি জয়, বিপন্ন জনেরে
সোঁপিয়াছি প্রাণ দিয়া সারাটি জীবন ;
আত্ম-পর ভেদাভেদ নাহি ছিল মনে।
এখন জীবন শেষ, জনমের মত
চলিনু এখন আমি সংসার ত্যজিয়া।
বড় আশা ছিল মনে, মৃত্যুর সময়
একবার জন্ম শোধ দেখিব তাহারে
প্রাণ ভ'রে, তার সেই চরণের ধূলি
লইব ভকতি ভরে মাথায় তুলিয়া !
সে আশাও বৃথা হ'ল, এ জীবনে আর
না পাইনু আমার সে প্রিয় দেবতারে।"
দারুণ হিক্কার বশে দুঃখিনার শ্বাস
রুদ্ধ হ'য়ে এল ক্রমে, পশ্চাতে চাহিয়া
দেখিলা খাদিজা দেবী, দাঁড়ায়ে অদূরে

কাঁপিছে হাফসা, চেয়ে আমেনার পানে ;
ঝর্ ঝর্ অশ্রুজল পড়িছে ঝরিয়া
নেত্রে তার, রক্ত শূন্য পাণ্ডুবর্ণ ঘোর
মুখ খানি, জীবনের চিহ্ন নাহি তাহে।
একটু বিশ্রাম লভি, দুঃখিনী আমেনা
জল খে'য়ে, চক্ষু মুদি কহিলা আবার
"জীবন ত হল শেষ, কোথা প্রিয়তম
উদ্দেশে তোমারে আজি করিনু প্রণাম !
দুঃখিনী বলিয়া মোরে চরণে তোমার
দিও নাথ পরজন্মে * একটুকু স্থান।"
আবার দুঃখিনী হায় পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
মন্ত্র বলে যেন এক অপূর্ব্ব ঘটনা
মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল আশ্রম ভিতরে।
চক্ষের নিমিষে সেই তপস্বী হাফসা
"আমি সেই সদরুদ্দী নিষ্ঠুর হৃদয়
স্বামী তোর,—বুকে আয় হালিমা আমার।"
বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে পড়িলা যাইয়া
হালিমার শয্যা প্রান্তে হইয়া মূর্চ্ছিত।
আশ্রমের সমুদয় খাদেম খাদেমা
গম্ভীর বিস্ময়ে যেন মন্ত্র মুগ্ধ প্রায়

---

* পরকালে অর্থাৎ স্বর্গে

পরস্পর মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।
সম্পাদিতে উভয়ের চেতনা তখন।
সকলেই প্রাণপণে করিতে লাগিলা
বহু যত্ন, ধীরে ধীরে মেলিলা নয়ন
সদরদ্দী, উঠি এস্তে লইলা তুলিয়া
সংজ্ঞা হীনা হালিমার স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ
নিজ ক্রোড়ে, অভাগিনী বহুক্ষণ পরে
লভিয়া চেতনা, লাজে জড় শড় হ'য়ে
উঠিতে করিলা চেষ্টা, তখান আবার
পড়িলা ঢলিয়া তার বক্ষের উপরে।
সদরদ্দী স্নেহ ভরে কহিলা আবার
"হালিমন, আমি তোর হতভাগা স্বামী
সদরদ্দী, ক্ষমা কর্ অপরাধ মোর।"
হালিমন এক দৃষ্টে রহিলা চাহিয়া
তার পানে, ঝর্ ঝর্ ঝরিতে লাগিল
অশ্রু তার, বক্ষ স্থল করিয়া প্লাবিত।
সদরদ্দী স্নেহ ভরে দিলা মুছাইয়া
অশ্রু তার, আপনার বসন অঞ্চলে।
আশ্রমের সমুদয় খাদেমা তখন
একে একে গেলা চলি সে স্থান ত্যজিয়া॥
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলা হালিম।
ক্ষীণ কণ্ঠে, বীণা যেন উঠিল বাজিয়া

ভৈরবীর মধুমাখা কড়ি ও কোমলে।
"প্রাণনাথ বড় দুঃখ রহিল এ মনে,
দশটি বছর আমি পারিনি সেবিতে
পবিত্র চরণ তব সাধ মিটাইয়া।
স্বামী তুমি,- প্রভু তুমি, এ নারী জনমে
পারিনি পবিত্রা হ'তে হে আমার প্রভু,
তোমার চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া।
একত্র তোমার সহ পারিনি সাধিতে
বিশ্বের মঙ্গল প্রভু, একত্র দুজন
আর্ত্ত ও দীনের সেবা পারিনি সাধিতে।
তব উপদেশ মানি' সারাটি জীবন
চলিয়াছি প্রাণাধিক, খাইনি কখন
দীন দুঃখী নিরন্নেরে খে'তে নাহি দিয়া।
তীর্থে তীর্থে—আর এই পবিত্র আশ্রমে
হিরেণমা কাজ করি যা' কিছু পে'য়েছি
প্রাণনাথ, সকলি তা' দিয়াছি বিলা'য়ে
অনাথ শিশুরে আর দীন দুঃখী জনে।
সারাটি জীবন আমি দিয়াছি কাটা'য়ে
বিপন্নের সেবা করি; জীবনে কখন
একটি দিনের তরে কর্ত্তব্যে আমার
করি নাই অবহেলা; দিবস রজনী
সম ভাবে করি সেবা কলেরা রোগীর

এইত আক্রান্ত আমি হ'য়েছি সে রোগে
প্রাণনাথ, কি করিব সব ভাগ্য লিপি ;
জীবনের আশা মোর গিয়াছে ফুরা'য়ে।"
একটু বিশ্রাম লভি কহিলা আবার
"প্রিয়তম, ছিনু বাঁধা তব প্রেম-ডোরে
এত দিন, প্রতি পলে—প্রত্যেক নিশ্বাসে
তব কথা ভে'বে ভে'বে অর্দ্ধমৃত প্রায়
ছিনু আমি, সুখ-শান্তি ছিলনা এ মনে,
জীবনের শেষ দেখা দেখিতে তোমারে
ছিল সাধ, সে আশা ও হ'য়েছে পূরণ!
চরণের ধূলি দেও' বলিয়া হালিমা
সদরের পদ-ধূলি লইয়া তখন
দিলা বক্ষে,—শিরে,—ভালে পরম যতনে।
হাসির মাধুরীময়ী সূক্ষ্ম ক্ষীণ রেখা
উঠিল ভাসিয়া তার অধরের কোণে,—
—ভাসে যথা অতি সূক্ষ্ম ম্লান ক্ষীণ হাসি
রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার মলিন বদনে।
আবার মলিন মুখে কহিলা দুঃখিনী
"আর কোন সাধ নাথ নাহি মোর মনে ;
এখন বিদায় দেও জনমের মত,
ক্ষমিও আমায় তুমি, মিনতি চরণে!"
সদর কহিলা কেঁদে "হায় প্রেমময়ী

সারাটি জীবন আমি তোমারি চিন্তায়
যাপিয়াছি, ভগ্ন প্রায় হৃদয় আমার
জ্ব'লে পু'ড়ে হ'য়ে গেছে শ্মশান ভীষণ!
তোমারে না পে'য়ে সেই রম্না-কুটীরে
ভগ্ন প্রাণ নিয়ে আমি উদাসীন বেশে
জগতের তীর্থ গুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া
অবশেষে এ নিভৃত সমাধির পাশে—
—লোকালয় হ'তে দূরে, নির্জ্জন কাননে
আসিয়াছি, কাটাইতে ভবিষ্য জীবন।
নিশীথ সময়ে যবে ঘুমাইত ধরা,
লোক জন না জাগিত, উদাস পবন
বহি, মৃদু মৃদু, ধীরে হৃদয়ে আমার
জ্বে'লে দিত বেদনার তীব্র হুতাশন।
চুপে চুপে সে সময় এ'সে আমি প্রিয়ে
এ মন্দিরে কাঁদিতাম সারা নিশি বসি।
আমার সে অশ্রুজলে যাইত ভাসিয়া
মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি-শিয়র!
দেখ যে'য়ে আজো তথা সে অশ্রুর দাগ
আছে পড়ে, আমার সে বেদনা লইয়া
ম্লান বেশে হায় সেই সমাধি-শিয়রে।
সেই স্থানে—সে অশ্রুতে হ'য়েছে অঙ্কিত
একটি প্রস্ফুট পদ্ম প্রস্তর উপরে।

আমার সে দীর্ঘ শ্বাস প্রতিধ্বনি তুলি
এ মন্দিরে, ধীরে ধীরে পড়িত লুণ্ঠিয়া
সমাধির পদ প্রান্তে, মুহূর্ত্তে তখনি
উঠে পুনঃ ঝঞ্ঝারূপে যাইত ছুটিয়া
ঊর্দ্ধদিকে বিধাতার চরণ সমীপে।”
সদরের নেত্র হ’তে ঝরিতে লাগিল
অশ্রুজল ঝর্‌ঝর্‌ বক্ষ ভাসাইয়া।
বিষাদে হালিমা পুনঃ কহিলা কাতরে
“কাঁদিওনা প্রাণেশ্বর, অদৃষ্টে যা ছিল
হ’য়ে গেছে আজি তাহা কি ফল ভাবিয়া ?
বিধাতারে ধন্যবাদ দেহ আজি তুমি,
অন্তিমে যে আমাদের হইল মিলন
এই ভা—বে, ক—থা আর পারি—নে ব—লিতে।
শ্বা - স মোর রু দ্ধ হ’য়ে, আ - সি—তেছে এ—বে
ক্ষ—মিও আ—মায় তু - মি বি—দায় এ—খন !”
দুঃখিনীর মুখখানি হইল বিকৃত
তখন, জড়িত কণ্ঠে পড়িতে লাগিলা
কলেমা * সে ;—হায় সেই সোণার নলিনী
সদরের ক্রোড় দেশে—শান্তির স্বরগে
রাখিয়া মস্তক তার এ জন্মের মত

---

* মুসলমানদের মূলমন্ত্র

মুদিলা নয়ন দুটি, ওষ্ঠ দুটি তার
ক্ষণ তরে এক বার উঠিল কাঁপিয়া।
সোণার প্রতিমা কিংবা ঝরাফুল যেন
দুঃখিনী স্বামীর কোলে রহিলা পড়িয়া!
সদর আকুল প্রাণে সে স্বর্ণ প্রতিমা
বুকে ল'য়ে, ওষ্ঠ তার করিলা চুম্বন!
"হা হালিমা!" ব'লে সে যে উঠিলা চীৎকারি
উচ্চৈস্বরে, শোকাবেগে পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
ধরাতলে, মূর্চ্ছা অন্তে উন্মাদের প্রায়
হিহি ক'রে উচ্চৈস্বরে উঠিলা হাসিয়া;
আবার মুহূর্ত্ত পরে করিলা রোদন,
আশ্রমের সমুদয় খাদেম খাদেমা
আসিলা ছুটিয়া দ্রুত চীৎকারে তাহার।
সকলেই উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলা
শোকাবেগে, হাহাকারে পূরিল গগন!
মৃতার মস্তক খানি রাখিয়া ভূতলে
হতভাগা ছু'টে গেলা উন্মাদের প্রায়
মহর্ষি সেলিম সা'র সমাধি-মন্দিরে;
আবার আসিলা ফিরি, গ্রামবাসী লোক
আসিয়া কবর এক করিলা খনন।
হালিমা-রোপিত পুষ্প-তরু গুলি হ'তে
হতভাগা কতগুলি ফুল কুড়াইয়া

রচিল ফুলের শয্যা গোরের ভিতরে,
সবে মিলি হালিমারে জানাজা পড়িয়া
দিলা শোয়াইয়া সেই সমাধি-গহ্বরে।
তার পর?—তার পর অভাগা সদর
সে পবিত্র সমাধিটি করি প্রদক্ষিণ
নে'চে নে'চে ঘুরে ফিরে করতালি দিয়া
গাইতে লাগিলা ঘোর উন্মাদের প্রায়

ফুলের সাজে ফুলের রাণী
ঘুমাইছে এই গোরে!
জাগা'ওনা কেউ তাহারে
ঘুমাতে দেও প্রাণ ভ'রে।

হতভাগা কিছুক্ষণ রহিলা চাহিয়া
এক দৃষ্টে, হায় সেই সমাধির পানে।
তার পর হিহি হিহি হাসিতে লাগিলা
আনন্দে, দু'ফোটা অশ্রু ঝরিল তাহার
হৃদয় ফাটিয়া সেই কাতর নয়নে!
হতভাগা কেঁদে কেঁদে গভীর বিষাদে
বসিলা যাইয়া সেই সমাধির পাশে!
আবার মুহূর্ত্ত পরে উঠি এক লম্ফে
গাইতে লাগিলা হে'সে প্রাণের উল্লাসে

ফুলের মত মুখটি তাহার,
চোখ দুটি মদিরা ভরা!

অধরে তার ফুলের গন্ধ
দেহটি তার ফুলে গড়া!
বুল্‌বুলি তার রূপে পাগল
শামা পাগল তার গানে!
জগৎ খুঁজে পাবেনা তায়
সে যে আছে এইখানে!

আশ্রমের সমুদয় খাদেম খাদেমা
বহু অর্থ ব্যয় করি মর্ম্মর প্রস্তর
আনি এক, সে পবিত্র সমাধি-শিয়রে
স্থাপিলা,—লিখিলা তাহে সুবর্ণ অক্ষরে

ফুলের সাজে ফুলের রাণী,
ঘুমাইছে এই গোরে!
জাগা'ওনা কেউ তাহারে,
ঘুমাতে দেও প্রাণ ভরে!
ফুলের মত মুখটি তাহার,
চোখ্ দুটি মদিরা ভরা!
অধরে তার ফুলের গন্ধ,
দেহটি তার ফুলে গড়া!
বুল্‌বুলি তার রূপে পাগল,
শামা পাগল তার গানে!
জগৎ খুঁজে পাবে না তায়,
সে যে আছে এই খানে!

সেই হ'তে হায় সেই উন্মত্ত সদর

গেলা চলি মর্ম্ম দুঃখে মস্‌জিদ ত্যজিয়া!
পথে ঘাটে দিবা নিশি থাকিত সে প'ড়ে
অনাহারে, কেউ তারে খে'তে দিলে কিছু
সে তাহা সমাধি-পাশে রাখিত আনিয়া!
জিজ্ঞাসিলে বলিত সে "এ জীবনে তারে
পারি নাই খে'তে, দিতে সারাটি জীবন
দুঃখে কষ্টে—অনাহারে গেছে সে মরিয়া,
তাই সে আমার কাছে খে'তে চাহে এবে,
দিনু এনে আমি তারে,—খা'ক সে এখন
ইহ জনমের মত হৃদয় ভরিয়া।
হতভাগা দিবানিশি রৌদ্র ও বৃষ্টিতে
ভিজে পু'ড়ে শীত গ্রীষ্মে উন্মাদের বেশে
অনাহারে অনিদ্রায় থাকিত বসিয়া
প্রেমের পবিত্র তীর্থে—সমাধির পাশে
মর্ম্ম দুঃখে; কি জানি সে ভাবিত হৃদয়ে
ব'সে ব'সে সেই স্থানে সজল নয়নে;
নিকটে আসিলে কেহ উন্মাদের মত
হাসিত—কাঁদিত, কভু গাইত বিষাদে

বুলবুলি তার রূপে পাগল
শামা পাগল তার গানে!
জগৎ খুঁজে পাবেনা তায়
সে যে আছে এই খানে!

তার পর?—হায় সেই উন্মত্ত সদর
কোথায় চলিয়া গেল জনমের মত
পবিত্র প্রেমের ব্রত করি উদ্‌যাপন!
স্বর্গে কি পাতালে মর্ত্ত্যে, কেহ তারে আর
দেখিল না এ জীবনে নিখিল ভুবনে!
আজিও পথিক কেহ আসিলে এ পথে
বসি এই প্রেম তীর্থে—সমাধি-শিয়রে
তরু তলে, স্মরি হৃদে অতীতের কথা
নীরবে ফেলিয়া যায় দুই বিন্দু অশ্রু
মর্ম্ম দুঃখে; শোক তাপ বেদনা লইয়া
আজিও প্রভাত-বায়ু ঝুর ঝুর করি
নীরবে বহিয়া যায় ঘোর হা হুতাশে!
আজিও রাখাল বৃন্দ প্রভাতে মধ্যাহ্নে
ধেনু চরাইতে আসি এ সমাধি-পাশে—
—প্রেমের পবিত্র তীর্থে গাইছে বিষাদে
হায় সেই মর্ম্মভেদী করুণ সঙ্গীত
কাঁদাইয়া শোক তপ্ত শৈল প্রকৃতিরে।

ফুলের সাজে ফুলের রাণী,
ঘুমাইছে এই গোরে!
জাগা'স্‌না কেউ তাহারে,
ঘুমা'তে দেও প্রাণ ভ'রে!

ফুলের মত মুখটি তাহার,
　　চোখ দুটি মদিরা ভরা!
অধরে তার ফুলের গন্ধ,
　　দেহটি তার ফুলে গড়া!
বুল্‌বুলি তার রূপে পাগল,
　　শামা পাগল তার গানে!
জগৎ খুঁজে পাবেনা তায়,
　　সে যে আছে এই খানে!

সঙ্গীতের সুধাস্বর স্তরে-স্তরে-স্তরে
স্বর্গীয় পীযুষ ধারা করিয়া বর্ষণ
পাগল করিয়া দেয় আকুল ধরারে!
প্রতিধ্বনি শৈল-শৃঙ্গে কাননে কন্দরে
উঠে ভাসি, কাঁদাইয়া বন-দেবতারে!

বুল্‌বুলি তার রূপে পাগল,
　　শামা পাগল তার গানে!
জগৎ খুঁজে পাবেনা তায়,
　　সে যে আছে এই খানে!

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

এই ভাবেই একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারের ঘর এবং তাঁহার দেওয়ান সুধীরচন্দ্রের বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। সুরেশচন্দ্র বসু সুধাংশুবালার পাণি গ্রহণ করিয়া এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহারই বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গের কোন একটি স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরাধিকারী ক্রমে এখনও এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে জমিদার নাই, তাহার দেওয়ান নাই, আট্টিয়ার ঘর নাই, ভাওয়ালের ঘর নাই, আছে কেবল সেই অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম!

—※—

মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবের কাব্য সম্বন্ধে সাহিত্যসেবিগণের অভিমত।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

"প্রীতি ভাজন,

বহুদিন হইল আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্র ও আপনার "অশ্রু-মালা" প্রাপ্ত হইয়াছি। অনবসর বশতঃ এতদিন পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

আপনার "অশ্রু-মালা" পরম প্রীতি সহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে আপনার অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়াছি। জাতি-ভেদে সকলই ভিন্ন হইতে পারে, অশ্রু অভিন্ন। যাহার অশ্রু আছে তাহার কবিত্ব আছে। মানব-রোদন মাত্রই কবিত্বময়; অতএব বলা বাহুল্য যে, আপনার কাব্য খানির স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে। মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যে দিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়, আপনার "অশ্রু-মালা" তাহার প্রভাত-শিশির-মালা স্বরূপ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।"

২।৪।৯৬ }
আলিপুর। }

প্রীতিপ্রার্থী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

"বঙ্গবাসী" বলিতেছে,—

অশ্রু-মালা। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত

আমরা এ কবিতা পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এমন শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন আমাদের জানা ছিল না। সুকবি মুসলমান বাঙ্গালা দেশে বিরল। কায়কোবাদ সাহেব সুকবি সুরসিক এবং ভাবুক। বোধ হয় তিনি এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই অনুমান করি প্রেম বিষয়ে তাঁহার এত ঝোঁক, এবং সেই অনুপাতে তাঁহার ভাষাও খুব জোরের। কালে তিনি যশস্বী হইবেন, আমাদের এমন ভরসা আছে। বঙ্গবাসী ২১শে ভাদ্র শনিবার ১৩০৩ সন।

"ঢাকা গেজেট" বলিতেছে,—

অশ্রু-মালা। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত

এখানি একখানি কবিতা পুস্তক। আমরা পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া এতদূর তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, যে শত মুখে গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। কবি কায়কোবাদের অশ্রু-জল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকোচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। দৈব দুর্ব্বিপাকে কুটিল সংসারের কুটচক্রে যাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, অশ্রুই তাহাদের সম্বল, ক্রন্দনই তাহাদের প্রাণ-সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু যাহারা যন্ত্রনার তীব্র পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া কাঁদিতে জানে না, তাহাদের জীবন শোকাচ্ছন্ন, তাহারা কৃপা-পাত্র। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় কবি কায়কোবাদ কাঁদিতে জানেন, স্মৃতির

সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বিচ্ছেদ গীত গাহিতে জানেন, তাই তাহার কান্নায় বিরহীর বিরহ-বেদনা ঘুচে, প্রাণের জ্বালা উপশমিত হয়। কবি মুসলমান হইয়াও "বিরহিনী রাধা"র দুঃখে ম্রিয়মান, মুসলমান হইয়াও নির্ব্বাণের মন্ত্রে বিমোহিত, মুসলমান হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমবেদী। কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন, কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, তাহার কবিতা কষ্টকল্পনার জিনিষ নহে, তোতা পাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ,—সহজ, স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী। আমাদেব বিশ্বাস, রীতিমত উপাসনা করিতে পারিলে কবি কায়কোবাদ নিশ্চয়ই কাব্য জগতে কোবিদ পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ঢাকা গেজেট ১৮ই চৈত্র ১৩০২ সন।

বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র সারস্বতপত্র বলিয়াছে—

"অশ্রুমালা" একখানি কাব্য। কবির এই অশ্রু ধারাবাহিক কোন একটি বিষয় উপলক্ষে নহে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কবির হৃদয়ে যে অশ্রুসিক্ত ভাবোচ্ছাস হইয়াছে, তিনি তাহারই কতক গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তদ্বারা দীর্ঘ নিশ্বাস-সূত্রে কবিতা মালা গাঁথিয়া তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমাকে" হেম ভূষণের পরিবর্ত্তে অশ্রুমালা উপহার দিয়াছেন।

এইক্ষণ এই প্রশ্ন হইতে পারে যে কাহারও প্রাণের জ্বালাদিগ্ধ প্রতপ্ত অশ্রু-মালা তাহার প্রিয়তমার প্রিয় কণ্ঠহার হইলেও সাধারণের উহাতে প্রয়োজন কি? আমরা বলি প্রয়োজন আছে। যে

ভাব মানব মনের নিভৃত কক্ষের কথা লইয়া প্রবাহিত হয়, মানব মাত্রেরই মন উহার গৃহীতা ও মানবীয় মনই উহা শুনিয়া মুগ্ধ। হাসির প্রফুল্ল উচ্ছ্বাসই হউক, আর দগ্ধ হৃদয়ের অনল অশ্রুধারাই হউক, যাহা প্রাণের খবর লইয়া বাহির হয়, তাহাই কাব্য, এবং যিনি তাদৃশ হাসি ও কান্না প্রভৃতির ছবি আঁকিয়া লোক-লোচন-সান্নিধ্যে উপস্থিত করিতে সমর্থ, তিনিই কবি! প্রিয়তম ও প্রিয়তমা সম্পর্ক ব্যক্তিনিষ্ঠ বটে, কিন্তু প্রেম কোন এক ব্যক্তির একচেটিয়া মাল নহে, প্রেম সর্ব্বসাধারণেরই প্রিয় সামগ্রী। প্রেমে পাহাড় টলে, যমুনার জল উজান বয়, প্রেমে বৃত্রাসুরঘাতী বজ্রের হৃদয়ও কুসুমের মত কোমল হয়। কায়কোবাদ তাঁহার অশ্রু মালায় প্রধান রূপে সেই প্রেমের গীতই গাইয়াছেন, সুতরাং এ গীত যেমন এক দিকে তাঁহার প্রিয়তমার যোগ্য উপহার, অন্যদিকে প্রেমোপাসক মানব হৃদয় মাত্রেরই হৃদ্য। তবে কবি তাঁহার প্রেম-সঙ্গীত ও ভাবের রাগিণী তাললয় ঠিক করিয়া গাওয়ার মত গাইতে পারিয়াছেন কিনা ইহাই বিবেচ্য।

কবি কায়কোবাদ মুসলমান। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা মুসলমানী নহে। * * * * * *

কায়কোবাদের বাঙ্গালা সুসংস্কৃত, মার্জ্জিত ও মধুর। * * *

অশ্রুমালার লেখক কায়কোবাদ, কবি। তাঁহার ভাষা মধুর, প্রাঞ্জল ও কবিতার উপযোগী হৃদয়গ্রাহিনী। তাঁহার "অশ্রুমালা" বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গকাব্যের আদরের বস্তু। সুতরাং কায়কোবাদও বঙ্গীয় কবি সমাজে আসন পাইবার সর্ব্বথা যোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা অশ্রুমালার প্রত্যেক কবিতায়ই প্রকৃত কবিত্ব ও যুবক কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কায়কোবাদের

অশ্রুমালা অনেক স্থলেই পাঠকের অশ্রুআকর্ষণ করে। আমরা ইহার কোন কোন স্থান পাঠ করিয়া বস্তুতই মুগ্ধ, আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গদেশ সম্ভূত ও সর্ব্বাংশে বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় উদাসীন। সেই সম্প্রদায়ে কায়কোবাদের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার কবির অভ্যুত্থান ও সুধাকরের ন্যায় সংবাদ পত্রের বাঙ্গালা প্রচার এ দুই-ই দেশের পক্ষে আশাজনক কথা।

উদ্ধৃত করিলে অশ্রুমালার অনেক স্থান হইতেই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। * * * কায়কোবাদের কবিতা মধুর, প্রাঞ্জল অথচ তেজোদীপ্ত। কায়কোবাদ কবি। * * আমরা আশা ও আশীর্ব্বাদ করি, যুবক কবি কায়কোবাদ কালে বাঙ্গালার সুকবিদিগের মধ্যে আদরের আসনে সমাসীন হইয়া তদীয় "অশ্রুমালা" নিচয়কে বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠে রত্নমালা রূপে তুলিয়া দিতে সমর্থ হউন। * * এবং ইহার স্থানও আধুনিক বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক রাশির মধ্যে অনেক উপরে। সারস্বত পত্র ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪।

——•০•——

গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা গেজেট বলিতেছে,—

* * * The writer has promuhammadan sympathies, and speaks regretfully of the relics of Muhammedan rule in India. As a writer, he is not without power. Calcutta Gazette.

——•০•——

মোস্লেম ক্রনিকেল বলিতেছে,—

Asrumala or the garland of tears by Kaikobad is a Bengali poem of a highly imaginative, passionate and pathetic nature. It would not be too much to say that Mr. Kaikobad commands a vigorous and a flowiug style in Bengali and one that is perhaps will suited to the touching pathos and solemnity of the subject which is an apostrophe to a "lost love" to whom the author appropriately dedicates the poem. . The prospect of Bengali literature among Moslems need not be very bad, if there are men who can wield pen as elegantly as Mr. Kaikobad. The Moslem Chronicle, July 11, 1896.

অশ্রুমালা খণ্ডকাব্য।

আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, ছন্দ মনোহর। এমন বিশুদ্ধ ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অত্যল্প মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন। সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনা নৈপুণ্য, কবিত্ব, মাধুর্য্য ও ভাব সৌন্দর্য্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতা পূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। বিজ্ঞ হিন্দু সমাজেও কায়কোবাদ প্রতিষ্ঠা ভাজন। 'নবনূরের পাঠক বর্গের নিকটে তিনি অপরিচিত নহেন।

এরূপ স্থলে তাঁহার আর প্রশংসা করাই বাহুল্য। তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কবি। তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাময় দীর্ঘ জীবন দান করিয়া সাহিত্য সেবায় নিরত রাখুন। * * * কায়কোবাদের মত পূজ্যজনের উপযুক্ত সমাদর না ঘটিলে মুসলমান সমাজের শ্রেয়োলাভ আজও সুদূর পরাহত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। আমরা সকলকেই একবার এই কাব্য খানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। নবনূর ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, দ্বিতীয় বর্ষ।

প্রবাসীর কষ্টি পাথর।

বাংলার শোক সাহিত্য।

পদ্য গ্রন্থ মধ্যে কবি কায়কোবাদের অশ্রুমালা একখানি। প্রবাসী মাঘ, ১৩২৬।

"নূরনবী" "শান্তিধারা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মৌলবী মোহাম্মদ এয়াকুবআলী চৌধুরী বি, এ, সাহেব লিখিয়াছেন—কোথায় সেই মোস্লেম কবিকুল কেশরী কায়কোবাদ? যাহার "অশ্রু-মালা"র মুক্তা ঝলক দেখিয়া সমবেদনার অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিস্ময়ে ও আনন্দে নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছিলাম, যাহার "মহাশ্মশানে"র গাম্ভীর্য্য-গভীর বিরাট ভাব-ঝঙ্কারে অপরূপ ভক্তিরসে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম। যাহার "আল্লাহো আকবরে"র আহ্বানে জাগরিত হইয়া পানিপথের বিজয় মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম; দিল্লী ও আগ্রার বুকে মোস্লেম গৌরবের সমাধি শয্যা দর্শন

করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম তাঁহার স্বর্গীয় বীণা নীরব হইল কেন? "কোহিনুর" ও "নবনুরে"র প্রভাত আলোকে জাগরিত হইয়া যাঁহার সাধা গলার মোহন ঝঙ্কারে ও বাঁশরীর বিচিত্র মধুর রাগিণী শুনিয়া পাঠককুল অপূর্ব্ব রসাভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মোসলমানের সেই চিরপ্রিয় কায়কোবাদ অজ্ঞাত বাসে প্রস্থান করিলেন কেন?

——•○•——

কবি কায়কোবাদ। মোহাম্মদীর পাঠকবর্গের বোধ হয় জানা আছে যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে কায়কোবাদ নামক একজন কবি আছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ইনিই প্রধান কবি। কেহ কেহ ইহাকে "মাইকেল দি সেকেণ্ড" বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের প্রধান কবি রবি বাবু ও দ্বিজু বাবু ইঁহার গুণে মুগ্ধ। বহুদিন হইল ইনি "মহাশ্মশান কাব্য" নামক একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে আমরা ঐ গ্রন্থখানির সমালোচনায় গ্রন্থকারকে অনেকগুলি ভ্রম সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থখানির আপত্তিজনক স্থান সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া পুনরায় নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। সেবার অপেক্ষা এবারের পুস্তকখানি যে অনেক উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমান ও হিন্দু মাত্রকেই এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি। * * * মোহাম্মদী ৩২শ সংখ্যা ৩য় বর্ষ। ১৭ ভাদ্র ১৩১৭ সাল।

চাঁদপুর হইতে মৌলভী এম্ ইদ্রিস সাহেব লিখিয়াছেন—বর্ত্তমানে সংবাদ পত্র মহলে আপনার মহাকাব্য "মহাশ্মশানে"র যে হিংসা প্রসূত কুৎসিত সমালোচনা চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলা উচিত নয় কি? আপনি তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা মহা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। যেহেতু হিংসুকের হিংসাবাণে আহত ব্যক্তির মনে কষ্ট নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভক্তের প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কোথায়?

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার কবিতার অনুকরণ ও নকল করিয়া যিনি সাহিত্য আসরে পদার্পণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জনে ভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহারই আপনার বিরুদ্ধে এত লাফালাফি?

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মৌলভী সেখ আব্দুল গফুর জালালী সাহেব লিখিয়াছেন—"বঙ্গের দ্বিতীয় মাইকেল মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত "মহাশ্মশানে"র সুমধুর বীণা-ঝঙ্কারে ও প্রচণ্ড দুন্দুভি ধ্বনির আস্বাদ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার সৌভাগ্য এ দীনের হইয়াছে, ইহা আপনাকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি। কায়কোবাদ সাহেবের মহাশ্মশান ত দূরের কথা, খণ্ড কবিতাগুলিও প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি।"

বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী কবিবর সৈয়দ সিরাজী সাহেব "মোহাম্মদী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

মহাকবি কায়কোবাদ। কবি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, স্বভাববৈচিত্র্যপূর্ণ মাধুর্য্য এবং সমাজের অবস্থার চিত্রকর। তাঁহার সুনিপুণ করাঙ্কিত চিত্রপটে বিশ্ব-শিল্পের অপরূপ ক্ষমতা চাতুর্য্য এবং সংসার জীবন ও সমাজ নীতির সত্যস্বরূপ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির স্বর্গীয় বীণাধ্বনিই সে জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন-তটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে। জাতীয় উত্থান চিন্তা-বিভোর কবির জীবন-সঙ্গীত জাতির প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে নবীন আশার তরুণ অরুণ কিরণে নবীন জীবন নবীন আনন্দ ও নবীন পুলক ছড়াইয়া দেয়।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে যে কয়েকজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মহাকাব্য, কাব্য ও সঙ্গীতাদি প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণীয় এবং স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা তিনজনেই মহাকাব্য প্রণেতা। জীবিত কবিদিগের মধ্যে হিন্দু ও মোছলমান নির্ব্বিশেষে কায়কোবাদ ছাহেবই একমাত্র মহা-কবি। হিন্দু সমাজেও মহাকাব্যের কবি একজনও নাই।

যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলাদেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে; তিনিও মহাকবি নহেন। তিনি শুধু গীতি কবি (Lyric poet) তিনি বহুসংখ্যক সঙ্গীত গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই।

'সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না'। অনেকগুলিই কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঝরিয়া পড়ে। তবে বিশেষ বিশেষ কবিতা অবশ্য দীর্ঘকালও স্থায়ী হয়। কিন্তু মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিষ, যতদিন মানব সমাজ থাকিবে ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কতকাল হইল ব্যাস বাল্মিকী, হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন; কিন্তু নিখিল জগতের সুধীমণ্ডলী তাঁহাদের কাব্য-রসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম সময়ে কত কত গীতি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশীধ্বনিতে একদিন কত নগর ও জনপদ সুধা লহরীতে ভাসমান ও প্লাবিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার সমস্তই নীরব ও নিঃস্পন্দ!

মহাকবি কায়কোবাদের লেখা যেমন সরল ও সরস, ভাব ও তেমনি পবিত্র এবং উদার। তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গ ভাষায় বাণীর কহিনূরের ন্যায় জল জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার "মহাশ্মশান" বাস্তবিকই বিশ্ববিজয়ী বিপুল গৌরবশালী মোসলমানের অনন্ত কীর্ত্তির মহা গোরস্থান। এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবিত্বের অমৃত লহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সহৃদয় ভাবুক পাঠকের জন্য ইহাতে রসাস্বাদনের অনেক জিনিষ আছে। এই কাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যে কাব্যের প্রায় দুই সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহা শিক্ষিত হিন্দু মোসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে; যাহার নানা অংশ অনেক পাঠ্য বহিতে উদ্ধৃত হইয়াছে; যাহার এক অংশ লইয়া 'নজীব উদ্দৌল' নামক নাটক (মৌলভী আবদুল গণী মালদহী সঙ্ক-

লিত) পর্য্যন্ত রচিত হইয়া গিয়াছে, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষয়শঃ মহাকাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সে কাব্য খানির জন্য এ অধম এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কবিকে অভিনন্দন ও উপহার দানের সম্বন্ধে বহু বন্ধু বান্ধব এবং লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে; তাহার সমালোচনা করিবার কোন দিনও মনে হয় নাই। যে কায়কোবাদের "অশ্রুমালা" পাঠ করিতে পাষণ্ড ব্যক্তির চোখেও ধারা বহিয়া থাকে, যে 'অশ্রুমালার" কতকগুলি গীতি কবিতা বঙ্গভাষায় অতুলনীয়; সেই কায়কোবাদের কাব্যের সমালোচনা কি করিব?

কায়কোবাদ বঙ্গীয় মোসলমানের গৌরবের উন্নত পতাকা। কায়কোবাদ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল নব শশিকলা। আজি বাঙ্গালার নব্য মোছলেম যুবক দিগকে ডাকিয়া বলিতেছি কায়কোবাদের "মহাশ্মশানে"র মহা গোরস্থানের পবিত্র ধূলিতে স্নান করিয়া তোমরা পবিত্র হও। কায়কোবাদের প্রতিভা এবং কবিত্ব অতুলনীয় ও অসাধারণ। বঙ্গের কাব্যাকাশে তিনি পূর্ণ চন্দ্র। উপসংহারে আমরা মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে অভিনন্দন ও উপহার দিবার জন্য বঙ্গীয় মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট, বিশেষতঃ কবির অনুরক্ত, ভক্ত, হিতৈষী ব্যক্তি দিগের নিকট আমি ৩০০৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আগামী পূজার বন্ধে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র ও তৎসঙ্গে জরীর টুপি এবং সোণার দোয়াত কলম উপহার দেওয়া হইবে। এ অধম ৫০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। সাহিত্য ও কাব্যের ভক্তদিগের নিকট বাকী মাত্র ২৫০৲ টাকা চাই।

রাজসাহী নওগাঁও কোহিনূর হল হইতে মোহাম্মদ কাজী মোজাফ্ফর হোসেন খাকী সাহেব লিখিয়াছেন—আপনি বর্ত্তমান মোসলমান সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাই আপনাকে আমি আন্তরিক ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের এখানকার অনেকেই আপনার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক এবং আপনার হস্তাক্ষর দেখিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। * * * *

মুর্শিদাবাদ বেলডাঙ্গা বেগুন বাড়ী হইতে মৌলভী সেখ আবদুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন—"অশ্রুমালা" ও "মহাশ্মশান" কাব্য পাঠ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে আর কোন কবির কবিতা বা কাব্য পাঠ করিয়া, তেমন মুগ্ধ হই নাই। তাই আপনার পুস্তক দুইখানি কণ্ঠমালা করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই ঐ পুস্তকদ্বয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া থাকি; এমন কি রাত্রিতেও আমার বিরাম নাই। জনাবের কবিতা গুলির এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, যে পাঠক তাহা পড়ে, সে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। * * আমি যদি মূর্খ না হইতাম, তাহা হইলে সহস্র মুখে আপনার প্রশংসাবাদ ও যশোগাথা কীর্ত্তন করিতাম। * * আমি মনে করিয়াছিলাম জনাবের কবিতা কেবল জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, অর্থাৎ হিন্দু পত্রিকায়ও উহা বাহির হইয়া থাকে। * * "মানসী"তে জনাব রচিত "প্রেমের স্মৃতি" প্রকাশিত হইয়াছে; আমি ঐ কবিতাটি নকল করিয়া আনিয়াছি। * *

উদীয়মান লেখক মৌলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সাহেব লিখিয়াছেন:—"মহাশ্মশান কাব্য' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের জিনিষ আছে, তন্মধ্যে

মহাশ্মশানের স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। কেবল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে কেন,—সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে মহাশ্মশান এক গৌরবময় আসন দাবী করিতে পারে। * * *

মহাশ্মশানের ভাষা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর কবিত্বপূর্ণ ও আয়াসগামিনী যে একমাত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যে আর ইহার তুলনা নাই। কোথাও একটুকু কষ্ট কল্পনা বা ভাবের জড়তার আভাষ পাওয়া যায় না। স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে যেন তাহার ভাষা-স্রোত আপনা আপনি অত্যন্ত সহজ গতিতে বিনির্গত হইয়াছে। * * কায়কোবাদ সাহেব সুদক্ষ চিত্রকর। তিনি সুমধুর বর্ণনার তুলিকায় যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের জিনিষ। * * *

"প্রভাত-চিন্তা" "নিশীথ চিন্তা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুরের কন্যা জামাতা "বান্ধবে"র সহকারী সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—আপনার মহাশ্মশান কাব্য সম্বন্ধে আমাদের অভিমত চাহিয়াছেন। আমি যখন আপনার কাব্যের প্রুফ দেখিয়াছি, তখনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে আমার উচ্চধারণা জন্মিয়াছে। আমাদের পূজনীয় সম্পাদক মহাশয় * মহাশ্মশান পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "কবি সাহেবকে জানাইয়া দিও যে তাঁহার লেখা বড়ই মাদকতাপূর্ণ, আমি তাঁহার মহাশ্মশান পাঠ করিয়া এরূপ তৃপ্ত লাভ করিয়াছি যে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আমি উহার কিয়দংশ আমার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছি।"

বহুদিন হইল আপনার "অশ্রু-মালা"র সমালোচনা যখন আমাদের সারস্বত পত্রে করিয়াছিলাম, তখনি ত নিঃসংশয়ে বলিয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনারি স্থান অনেক উচ্চে। *

---

* রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১	তরে	তবে
৯	২২	মিশযা	মিশিয়া
১৬	‡ চিহ্নিত্য ফুটনোটে	নবিনেওয়াজ	হবিবুন্না
২৯	২০	স্থযা	স্থাযা
৯৭	১৮	বালিক	বালিকা
১০৪	১৮	কোন	কোন্
১০৮	২	বমি	বামা
১২৬	১৪	দেয়	দেব
১৫১	৮	তোর	মোর
১৬০	৪	মিশাব	মিশিবে
১৮১	৬	স্মরিয়া	স্মরিয়া
[illegible]	৩	তিন	চারি
১৮৮	১২	রম	রমণী
২২২	৭	বহিবে	রহিবে
২২৭	৯	আজম	আবম
২২৭	২২	একেজানম্	এক্কে জানানাম
২৩৬	৪	যাবেন	যাবেনা
২৫৯	২১	শৈশবে	শৈশবের
২৭৬	২১	বাল	বলি
২৭৫	৫	জীবনে	জীবনে
২৭৫	৯	বা	বা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ
৩২২	১৫	দব
৩২৪	৪	বাদশহা
৩৩৫	১৯	ক্ষামও
৩৪০	১৭	প্রাত্তি
৩৪৩	১১	খায়্
৩৪৪	৯	রবে
৩৬০	১৯	পুরস্কার
৩৭৪	২	মজলদাএ
৩৮৪	১৯	বন
৪১২	১২	ত
৪২৯	২১	পণীর
৪৩৫	১৪	কহ
৪৫৩	৬	নারে